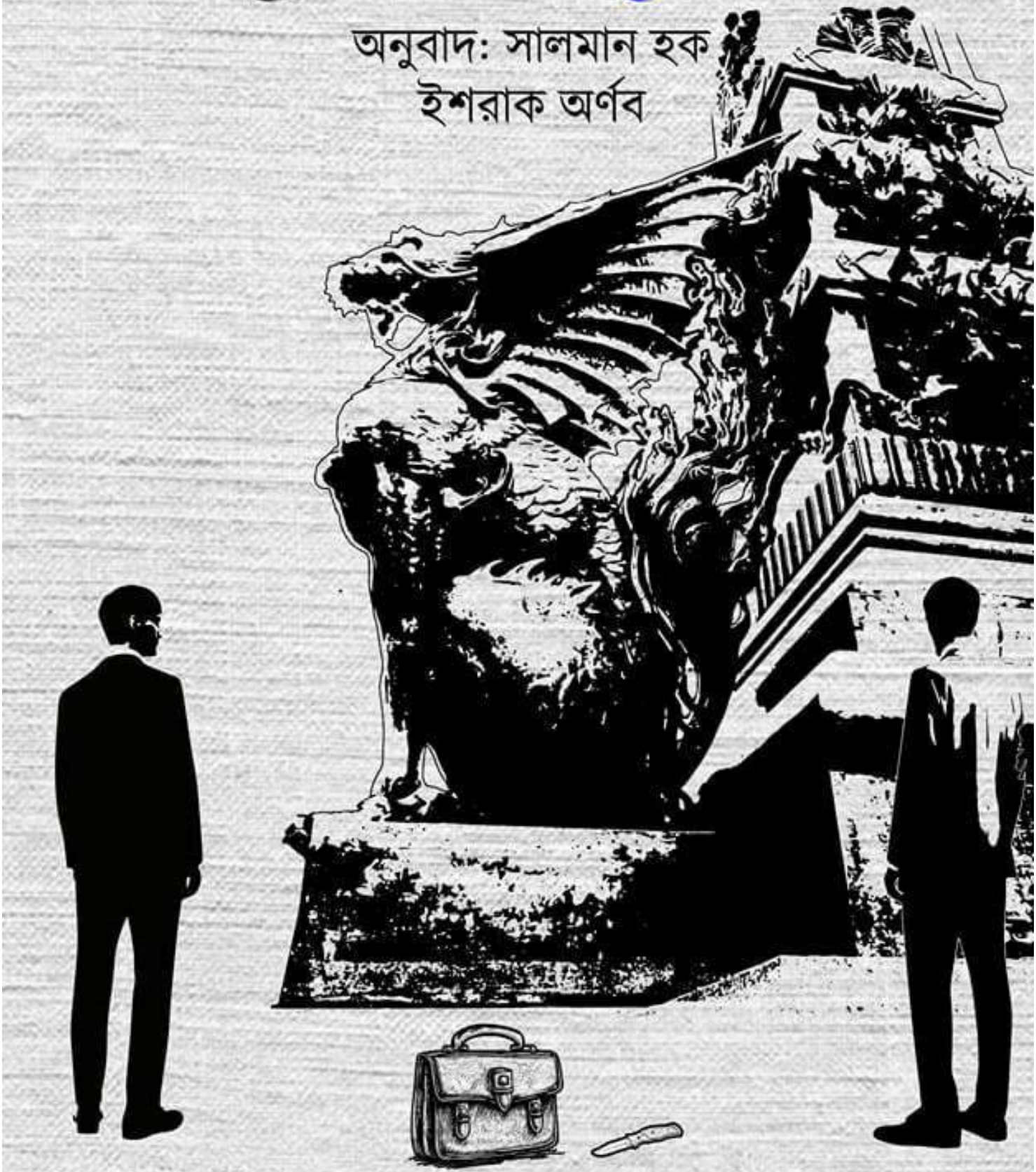
কেইগো হিগাশিনো

এ ডেথ ইন টোকিও

অনুবাদ: সালমান হক
ইশরাক অর্ণব





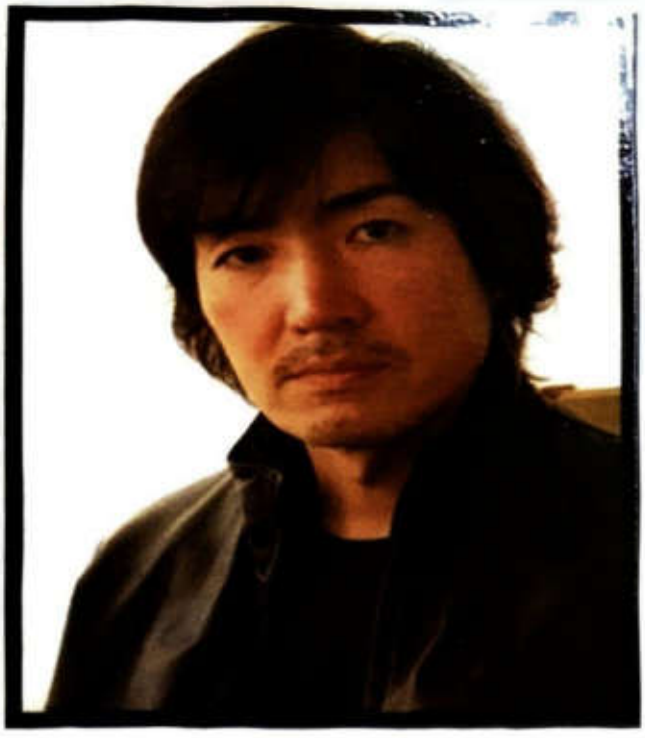
টোকিওর প্রাণকেন্দ্রে নিহোনবাশি ব্রিজের বিখ্যাত কিরিন ভাস্কর্যের কাছে মিলল এক লাশ। অদ্ভুত বিষয়, কিছুক্ষণ আগেই লোকটাকে টলতে টলতে হেঁটে যেতে দেখেছে এক পুলিশ অফিসার।

এদিকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে গাড়ির তলায় পড়ে ভয়াবহ আহত হল ইয়াশিমা নামের এক যুবক। আর তার পকেটেই সন্ধান মিলল খুন হওয়া ব্যক্তির মানিব্যাগের।

খুনটা কি আসলে সেই যুবকই করেছে? ভিক্টিমের সাথে তার সংযোগটা কি? আর কেন-ই বা বুকে ছুরি গাথা লোকটা নিজেকে নিহোনবাশি ব্রিজের ওই ভাস্কর্যের নিচে নিয়ে গেল?

ছোট ছোট কিছু সূত্র আর অব্যক্ত কিছু প্রশ্নের জবাব সন্ধানই ডিটেকটিভ কিয়োচিরো কাগাকে পৌঁছে দিতে পারে খুনির কাছে। কিন্তু একেকটা প্রশ্নের উত্তর হাজারো প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে তার দিকে। এরকম সমস্যায় আগে পড়েনি কাগা। একবার কোন কেসের তদন্তে নামলে সমাধান না করে পিছু হটে না সে। সেই রেকর্ড অক্ষুণ্ন থাকবে তো?





জাপানিজ থ্রিলার লেখক কেইগো হিগাশিনো ১৯৫৮ সালে জাপানের ওসাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা শেষ করে যোগ দেন নিপ্পন ডেনসো কর্পোরেশনে সেখানে কর্মরত অবস্থাতেই ১৯৮৫ সালে লিখে ফেলেন তার প্রথম উপন্যাস *আফটার স্কুল*। আর সেটা জিতে নেয় জাপানিজ থ্রিলার সাহিত্যের সবথেকে সম্মানজনক পুরস্কার এডগাওয়া রাম্পো অ্যাওয়ার্ড। এরপরই চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন লেখালেখিতে। তার উপন্যাসগুলো জায়গা করে নেয় জাপানের সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায়। তার উপন্যাস *ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স* ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনুবাদ হলে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিচিতি লাভ করেন তিনি। *নিউকামার* তার অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস।

প্রচ্ছদ: ওয়াসিফ নূর

এ ডেথ ইন টোকিও

কেইগো হিগাশিনো



অনুবাদ
সালমান হক
ইশরাক অর্ণব

শিরোনাম



শিরোনাম

এ ডেথ ইন টোকিও
কেইগো হিগাশিনো

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

© প্রকাশক

শিরোনাম প্রকাশন
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ : ওয়াসিফ নূর

অঙ্গসজ্জা : নন্দন, বাংলাবাজার

মুদ্রিত মূল্য : ৪৯০৳

A Death in Tokyo by Keigo Higashino
First published on October 2023, Published by Shironam Prokashon
38, Banglabazar, Dhaka-1100
Price: BDT 490, US: 20.00
ISBN: 978-984-94153-3-1

উৎসর্গ

প্রিয় মানুষ
আবরার আবীরকে
(যা আছে, তা নেই
যা নেই, তা ছিল না)

চরিত্র পরিচয়

তাকেয়াকি আওইয়াগি — ভিক্টিম
কিয়োচিরো কাগা — নিহনবাশি থানার ডিটেকটিভ
সুহেই মাতসুমিয়া — ডিটেকটিভ, হোমিসাইড ডিভিশন, টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ, সম্পর্কে কাগার ফুপাতো ভাই।
সাকাগামি — ডিটেকটিভ, হোমিসাইড ডিভিশন, টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ
কোবায়াশি — স্কোয়াড লিডার, হোমিসাইড ডিভিশন, টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ
ইশিগাকি — প্রধান, হোমিসাইড ডিভিশন, টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ
ফুমিকো আওইয়াগি — ভিক্টিমের স্ত্রী
হারুকা আওইয়াগি — ভিক্টিমের মেয়ে
ইউতো আ ওইয়াগি — ভিক্টিমের ছেলে
ইয়োশিনোবু কোটাকে — ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, কানেসাকি মেটালস। ভিক্টিমের অধীনস্থ কর্মী
ফুয়ুকি ইয়াশিমা — প্রধান সন্দেহভাজন, কানেসাকি মেটালসের প্রাক্তন কর্মী
কাওরি নাকাহারা — সন্দেহভাজনের প্রেমিকা
ইতোকাওয়া — সুবুনকান জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক এবং সাঁতার কোচ
তাতসুয়া সুগিনো — ইউতো আওইয়াগির প্রাক্তন টিমমেট এবং বন্ধু
সোতা কুরোসাওয়া — ইউতো আওইয়াগির প্রাক্তন টিমমেট এবং বন্ধু
তোমোইউকি ইয়োশিনাগা — ইউতো আওইয়াগির প্রাক্তন টিমমেট এবং বন্ধু

অধ্যায় ১

লোকটা যখন নিহনবাশি ব্রিজ থানা অতিক্রম করে গেল তখন ঘড়িতে ন'টা ছুই ছুই। কর্তব্যরত অফিসার একটু আগেই বাইরে বের হয়েছে চারপাশের রাস্তায় একবার নজর বুলানোর জন্যে। লোকটাকে পেছন থেকে দেখতে পেল সে।

সন্ধ্যার এই সময়ে তো মাতাল হতে দেখা যায় না তেমন কাউকে। এই লোক মনে হয় একটু বেশিই গিলে ফেলেছে, অফিসার ভাবে। লোকটার হাঁটতে যে বেগ পেতে হচ্ছে তা একদম স্পষ্ট। পেছন থেকে দেখে বয়স বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু চুলের স্টাইল এবং বেশভূষা ইঙ্গিত করছে মাঝবয়সী হতে পারে। শারীরিক গড়ন মোটাও না আবার একদম পাতলাও না। পরনের পোশাকগুলো বেশ রুচিশীল। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে গাঢ় খয়েরী স্যুটটা দামী কোন ব্র্যান্ডের। একদৃষ্টিতে লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর অফিসার সিদ্ধান্ত নিল তাকে ঘাটাবে না। কোনো সমস্যা তো করছে না আপাতত।

দুলতে দুলতে ব্রিজের দিকে হাঁটছে লোকটা। যে ব্রিজটা গন্তব্য তার, সেটার নাম নিহনবাশি ব্রিজ। ১৯০৭ সালে তৈরি একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা। ব্রিজের ওপর দিয়ে খুব সম্ভবত মিতসুকোশি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে লোকটার। অপর পাড়ে অবস্থিত দোকানটা।

অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিল অফিসার। সন্ধ্যার এই সময়ে পথচারীর সংখ্যা কমে এলেও ব্রিজের উপর দিয়ে পার হতে থাকা গাড়ির সংখ্যা কমার কোন নাম নেই। অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও— আসলে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার কারণে অনেক অফিসে কর্মীরা প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছে। ট্রাক এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক যানবাহনের সংখ্যাও নেহাতই কম না। তবে তারা যা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো আগে যে দামে বিকোতো, এখন দাম সেই তুলনায় অনেকটাই পড়ে গেছে। নিহনবাশি ব্রিজ হচ্ছে জাপানের জিরো পয়েন্ট। এখান থেকেই পুরো জাপানে মালপত্র সরবরাহ করে সমস্ত নামীদামী ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান।

চাইনিজ পর্যটকদের পনেরো জনের একটা দল ঘুরে দেখছে নিহনবাশি ব্রিজ।

অনেকের দৃষ্টিই উপর দিয়ে চলে যাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে দু'টোর দিকে। তারা কোন বিষয়ে আলাপ করছে, তা অনুমান করতে সমস্যা হলো না অফিসারের। নিশ্চয়ই বলাবলি করছে এত সুন্দর একটা স্থাপনার উপরে এরকম বদখত এক্সপ্রেসওয়ে বানানো হলো কেন। চাইনিজদের রাস্তাঘাট নিয়ে অভিযোগের কোন সুযোগ আসলেই নেই। তাই তাদের এটা বুঝতে হয়তো একটু কষ্ট হবে যে ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্যে এক্সপ্রেসওয়েটা না বানিয়ে কোন উপায় ছিল না। টোকিও এমনিতেও পুরোনো শহর। তাই নিচ দিয়ে নদী, খাল এবং অন্যান্য স্থাপনা উপেক্ষা করে রাস্তা বানানো ছিল এক প্রকার অসম্ভব।

এক্সপ্রেসওয়ের দিক থেকে নজর সরিয়ে আবারও চারপাশে দেখতে শুরু করল অফিসার। একটু পর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধিত হলো তার। নিহনবাশি ব্রিজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ একদম মাঝখানটায়। এক জোড়া বিশাল কিরিনের মূর্তি আছে সেখানে। দু'টো পুরু পিলার কুঁদে বানানো হয়েছে কিরিন দু'টো। কিরিন হচ্ছে চৈনিক পুরাণের প্রাণী। কিছুক্ষণ আগে হেঁটে যাওয়া লোকটা এই মুহূর্তে পিলারের নিচে হেলান দিয়ে আছে।

তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অফিসার। দেখে মনে হচ্ছে না খুব সহসা এখান থেকে কোথাও যাবে সে। নিশ্চল বসে আছে।

"ওহহো! রাতের এই সময়ে এমন একটা জায়গায় নিশ্চয়ই ঘুমানোর পায়তারা করছে না লোকটা—"

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে চোখমুখ কুঁচকে বলে অফিসার। ব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে সে।

ব্রিজটা দিয়ে অন্যান্য সময়ের মতন লোকজন হেঁটে পার হচ্ছে, পিলারের গোড়ায় বসে থাকা লোকটার দিকে একবারের বেশি দুইবার তাকাচ্ছে না কেউ। টোকিও শহরতলীর রাস্তার পাশে প্রায়শই এরকম বাস্তুহারা অথবা মাতালদের পড়ে থাকতে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে সবাই। নতুন কোন দৃশ্য নয়।

লোকটার কাছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছে অফিসার। একটা কিরিন মূর্তির ঠিক গোড়ায় বসে আছে সে এখন। এই কিরিন মূর্তিগুলো অবশ্য সাধারণ কিরিন মূর্তির তুলনায় ভিন্ন। নিহনবাশির কিরিন দু'টো বানানো হয়েছে ড্রাগনের আদলে। লোকটার পিঠ একটু অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। যেন প্রার্থনায় মগ্ন।

"এক্সকিউজ মি, স্যার। কোন সমস্যা?" লোকটার কাঁধে হাত রেখে বলল

অফিসার। কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না সে। "উঠুন, উঠুন। এখানে ঘুমালে চলবে না," এবারে তার কাঁধ ধরে আলতো ঝাকি দিলো অফিসার।

ঢলে পড়ে যেতে শুরু করল লোকটা। চট করে তাকে ধরে আবারো বসিয়ে দিলো অফিসার। *সমস্যা কী এই লোকের? মাতলামির চূড়ান্ত একদম।* এই পর্যায়ে পুলিশ অফিসারের একটু খটকা লাগল। কী যেন একটা ঠিক নেই। *মদের গন্ধ তো পাচ্ছি না। লোকটার মাতাল না তাহলে। অসুস্থ না-কি? না, সেটাও মনে হচ্ছে না—*

নিচে ঝুঁকে লোকটাকে সোজা করে বসাতে গিয়ে তার বুকের দিকে চোখ গেল এসময় অফিসারের। একটা ছুরি গেঁথে আছে সেখানটায়। শার্টের সামনের দিকে লালচে কালো দাগ।

স্টেশনে ফোন দিতে হবে এক্ষণ-ই! লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে ওয়াকি-টকি বের করল অফিসার।

অধ্যায় ২

ফোনে ক্যালেন্ডার খুলে সামনের টেবিলে রাখল ও, যেন তার সঙ্গীও দেখতে পারে।

"তার মৃত্যুবার্ষিকী আগামী মাসের তৃতীয় বুধবারে। এর আগের শনিবার বা রবিবার কেমন হয়? আমি সাহায্য করতে পারব ওই দুই দিন," স্ক্রিনের দিকে দেখিয়ে বলে তোকিকো। কিন্তু কোন জবাব আসে না। মুখ তুলে দেখে ওর সঙ্গীর মনোযোগ সম্পূর্ণ অন্য কোন দিকে; ওর পেছনে।

"মি. কাগা?" নাম ধরেই ডাক দেয় তোকিকো। হাত উঁচিয়ে তাকে থামতে বলে কাগা। এখনও মনোযোগ দিয়ে পেছনে কিছু একটা দেখছে। চোখে দপদপ করছে কৌতূহল।

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনে তাকাল তোকিকো। ওদের থেকে দুই টেবিল পরে চশমা পরিহিত এক ভদ্রমহিলা বসে আছে, ফোন টেপায় ব্যস্ত সে। চশমাটা দেখে মনে হচ্ছে রিডিং গ্লাস।

উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল কিয়োচিরো কাগা। কুশল বিনিময়ের পর নিচুস্বরে কিছুক্ষণ আলাপ করল দু'জনে। এরপর আবার তোকিকোর টেবিলে ফিরে এলো কাগা।

"কোন সমস্যা?"

"ওরকম কিছু না," কফিতে এক চুমুক দিয়ে বলে কাগা। "কিছুক্ষণ আগে দেখলাম ওয়েট্রেসের কাছ থেকে কলম চেয়ে নিচ্ছেন।"

"তো?"

"কলমটা ধার করে নিয়ে আসার সময় ফোনে কথা বলছিলেন তিনি। এরপর সামনের টিস্যু পেপারে কিছু একটা লেখেন। ফোনে কথা বলা শেষ হলে তাকে দেখি টিস্যু পেপারে লেখাটার দিকে তাকিয়ে ফোনে কিছু একটা করতে। তখনই বুঝতে পারি সমস্যাটা কী।"

"কী সমস্যা?"

"কেউ একজন ফোন করে তাকে নিজের নতুন নম্বর দিয়েছে। উঠে গিয়ে যখন

জিজ্ঞেস করলাম, তখন ঠিক এই কথাটাই বলল। তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া নাতি ফোন দিয়ে বলেছে নতুন নম্বরটা টুকে নিতে। আমি পরামর্শ দিই, নম্বরটা বদলানোর আগে একবার পুরনো নম্বরে ফোন দিয়ে দেখতে।"

"কারণ, আপনার ধারণা..."

"ঠিক ধরেছেন," কাগা বলে। "আমার মনে হচ্ছিল এটা স্ক্যাম বা জালিয়াতির কেস। ইদানিং অহরহ হচ্ছে এমনটা। জালিয়াত হুট করে ফোন করে আপনার ফোন ডিরেক্টরির একজনের নম্বর পরিবর্তনের কথা বলবে। কিছুদিন পর আবার যখন সেই নম্বর থেকে ফোন দিবে, তখন আপনার আত্মীয় বা পরিচিত কারো নাম ভেসে উঠবে স্ক্রিনে। এই ক্ষেত্রে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ধরেই নিতেন তার নাতি ফোন দিয়েছে।"

খানিক বাদে ছুটে এলেন বয়স্ক ভদ্রমহিলা।

"আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন আমাকে। আরেকটু হলে ফাঁদে পা দিয়ে দিতাম। পুরনো নম্বরেই পেয়েছি আমার নাতিকে। ফোন হারায়নি ওর, নম্বরও বদলায়নি। তাই তো বলি, গলাটা তখন ওরকম লাগছিল কেন।"

"যাক, শুনে ভালো লাগল। আপনি ওই নতুন নম্বরটা আপনার ফোনবুকে *স্ক্যাম* লিখে সেভ করুন। সেক্ষেত্রে আবারো ফোন দিলো বুঝতে পারবেন। আর কাছের কোন থানায় গিয়ে একটা রিপোর্ট লিখিয়ে ফেলুন।"

"সেটাই করব। ধন্যবাদ আপনাকে, ঝামেলার হাত থেকে বাঁচালেন," কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে একবার বাউ করল ভদ্রমহিলা। এরপর ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে এগোল।

হাসিমুখে কফিতে চুমুক দিলো কাগা। চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তার। কিছুক্ষণ আগের পেশাদার ভঙ্গিটা নেই।

"আপনি দেখি দূর থেকেই অপরাধের ঘ্রাণ পান," তোকিকো মন্তব্য করে।

"কুকুর বলছেন না-কি আমাকে?"

"আহহা, তা বলব কেন? কিন্তু সর্বক্ষণ এরকম নজর রাখতে ক্লান্ত লাগে না?"

"এটার একটা গালভরা ইংরেজি নাম আছে, 'প্রোফেশনাল ডিফরমেশন'। যার অর্থ পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবকিছু দেখা। সমস্যা হচ্ছে এর থেকে নিস্তার নেই আমাদের," কফির কাপটা নামিয়ে রেখে টেবিলের ফোনটা দিকে তাকিয়ে বলে কাগা। "মাফ করবেন। আমরা তাহলে মূল আলোচনায় ফিরে যাই?"

তোকিকো সম্ভাব্য তারিখগুলোর ব্যাপারে আবারো বলল। তার কথা শুনে অস্বস্তি ভর করল কাগার চেহারায়।

"আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আগামী সপ্তাহে অনেক ব্যস্ত থাকব। অন্য কোনদিন হলে ভালো হয়।"

"তাহলে এর আগের সপ্তাহের শনিবারে? ওই দিনও সময় বের করে নিতে পারব আমি।"

"না," কাগা বলে। "এই মাস আর আগামী মাসে আমাদের থানায় অনেক কাজ। এর পরের মাসের মাঝামাঝি হলে আমার জন্যে সবচেয়ে ভালো হয়।"

বিস্মিত ভঙ্গিতে তার চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তোকিকো।

"অসম্ভব। মৃত্যুবার্ষিকীর এতদিন পর অনুষ্ঠান করার কোন মানেই হয় না।"

"আমার আসলে কিছু করার নেই, সময় বের করতে পারব বলে মনে হয় না। আমি যে থানায় কাজ করি, সেখানে লোকবল কম। কিন্তু অনেকটুকু জায়গার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হয়। একটার পর একটা কেস জমছে।"

"তাহলে আপনার বসের সাথে কথা বলে নাহয় নারিমা থানায় ফিরে আসুন?"

"আসলে," অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ভ্রু চুলকাতে চুলকাতে বলে কাগা। "নারিমাতেও যে কাজের চাপ ছিল না, তা নয়।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তোকিকো।

"দেখুন, আমি জানি আপনি অনেক ব্যস্ত। হুট করে অনেক কেস এসে পড়ে। আমরা যদি এক মাস অপেক্ষাও করি, কোন নিশ্চয়তা নেই যে আপনি সেই মাসেও ব্যস্ত থাকবেন না। আর আপনি আমি— দু'জনেই জানি যে আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে অনুষ্ঠানটা পিছিয়ে দিতে চাইছেন।"

"না—"

"হ্যাঁ। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আপনাকে সহযোগিতা করার। তাই আমার কথা শুনুন। আগামী মাসের দ্বিতীয় শনিবারে আপনার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটা স্মৃতিসভা করব আমরা, সকাল এগারোটায়। ওইদিন তো আপনার অন্য কোন কাজ নেই, তাই না? আমিই নাহয় সব জোগাড়যন্ত্র করলাম।"

ভ্রু কুঁচকে ভাবনায় ডুবে গেল কাগা।

টেবিলের ওপরে হাত দিয়ে একবার চাপড় দিলো তোকিকো। "মি. কাগা!"

চমকে উঠল ডিটেকটিভ। "শান্ত হোন।"

"আপনার কাছ থেকে পরিষ্কার একটা জবাব চাই আমার। আমার পরিকল্পনা ঠিক আছে তো?"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি জানাতে যাচ্ছিল কাগা, এমন সময় তার কোটের ভেতর থেকে ভেসে এলো একটা গুঞ্জন। মোবাইল ফোনের ভাইব্রেশনের শব্দ। "সরি,"

বলে ফোনটা বের করে উঠে গেল সে।

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করতে গিয়েও করল না তোকিকো। সামনের রাখা চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা বেজে গিয়েছে ইতিমধ্যে। হাসপাতালে শিফট শেষে পছন্দের রেস্তোরাঁয় ডিনার করে এখানে এসেছিল ও। নিহনবাশি থানায় কর্মরত কাগা আগেই জানিয়েছিল কাজ শেষ হতে দেরি হয়ে যাবে তার।

ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে টেবিলে ফিরে এলো কাগা।

"সরি। জরুরি একটা কাজ পড়ে গিয়েছে," লজ্জাবনত চেহারায় বলল সে।

"এখন আবার কাজে ফিরবেন না-কি? আপনার তো উচিত শ্রম অধিদপ্তরে অভিযোগ জানানো!"

ও কৌতুকচ্ছলে কথাটা বললেও হাসল না কাগা।

"ইমারজেন্সি। কাছেই একটা ঘটনা ঘটেছে। ওখানে যেতে হবে আমাকে।"

কাগার গম্ভির অভিব্যক্তি দেখে তোকিকো বুঝল এরকম সময়ে কোন প্রকার রসিকতা না করাই উত্তম।

"ঠিক আছে, এই বিষয়ে কী করব তাহলে আমরা?" মোবাইল ফোনের ক্যালেন্ডারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ও।

ক্ষণিকের জন্যে অনিশ্চয়তা ভর করল কাগার চেহারায়। এরপর মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।"

"আপনি যেদিন বলছেন, সেই দিনেই করি তাহলে। আপনি সব জোগাড়যন্ত্র করুন। কিন্তু—" তোকিকোর দিকে তাকিয়ে একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিল কাগা। "আমি কথা দিতে পারছি না যে আসবই। যদি—"

চোখ পাকিয়ে ডিটেকটিভের দিকে তাকাল তোকিকো।

"সরি, কিন্তু এসব যদি বা কিন্তু কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য না। আপনাকে কথা দিতে হবে যে সেদিন আসবেন।"

চোখমুখ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল কাগা। তার অস্বস্তিভাব দেখে একটু নরম হলো তোকিকো।

"আমি হাল ছেড়ে দিলাম ভাই। আপনার বাবা বেঁচে থাকলে, তিনিও নিশ্চয়ই কাজে মনোযোগ দেওয়ার কথাই বলতেন।"

লজ্জিত ভঙ্গিতে একবার মাথা চুলকায় কাগা। "আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আসার," বলে সে।

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সির উদ্দেশ্যে হাত উঁচু করে

কাগা। "আপনি এটায় উঠে পড়ুন," তোকিকোকে বলে সে। কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দেয় ও।

"আমি ট্রেনেই চলে যেতে পারব। আপনি চলে যান, মি. কাগা।"

"যাবো? আচ্ছা, ঠিক আছে। সাবধানে যাবেন বাসায়।"

"হয়েছে, এতটা ভদ্রতা দেখাতে হবে না।"

মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে ট্যাক্সির পেছনের সিটে উঠে পড়লো কাগা। ড্রাইভারকে গন্তব্য বলার সময় তার চেহারায় আবারো সেই পেশাদার ভঙ্গি লক্ষ্য করল তোকিকো। চলে গেল ট্যাক্সিটা। শেষ মুহূর্তে তোকিকোর উদ্দেশ্যে আরেকবার হাসি দিলো কাগা। তবে এবারের হাসিটা অনেকটাই জোরপূর্বক মনে হলো তোকিকোর কাছে।

ট্যাক্সিটা চলে যাওয়ার পর দুই বছর আগের সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ডিটেকটিভের বাবা, তাকামাসা কাগা মারা যান যেদিন। কর্তব্যরত নার্স হিসেবে সেদিন ওখানেই ছিল তোকিকো।

বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান, কাগা সেদিন এসেছিল বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার কিছুক্ষণ পর। এমনটা নয় যে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল তার, আসলে ইচ্ছেকৃতভাবেই দূরে ছিল সে। শুধু যে সেদিনই এমনটা করেছে কাগা, তা নয়। হাসপাতালে ভর্তি হবার পর পুরো সময়ে খুব কমই বাবাকে দেখতে এসেছে সে। তাই বাইরে থেকে দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই কাগাকে নির্দয় এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে হতে পারে। সেই সময়ে হাসপাতালে উপস্থিত কাগার ফুপু এবং ফুপাতো ভাই ভীষণ রাগ করেছিল কাগার এহেন ব্যবহারে।

তবে, আর কেউ না হলেও তোকিও খুব ভালো করেই জানত কাগার মধ্যেও আর সবার মতন আবেগ বিষয়টা বিদ্যমান। চেহারা দেখে না বোঝা গেলেও বাবার মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট সে-ই পেয়েছিল। কাগা মনেপ্রাণে চাইত জীবনে শেষ ক'টা দিন বাবা নিজের মর্জিমাফিক, যতটা সম্ভব সম্মানের সাথে কাটাক। তবে ছোট থেকে কখনোই নিজের আবেগ প্রদর্শনের ব্যাপারে কখনোই পটু ছিল না কাগা। মাঝে মাঝে তোকিকোকে বাবার দেখভালো সংক্রান্ত বিষয়ে ইমেইল পাঠাত সে। একমাত্র সেখানেই তার সত্যিকারের অনুভূতির প্রতিফলন মাঝে মাঝে লক্ষ্য করত তোকিকো।

সেই সময়েই ও সিদ্ধান্ত নেয় যে তাকামাসার তিন দিন পর অনুষ্ঠিতব্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানে যারা আসে, তাদের বেশিরভাগই তার পুরনো সহকর্মী। সবাই যেরকম শ্রদ্ধার সাথে তাকামাসাকে নিয়ে কথা বলছিল,

তোকিকো'র বুঝতে অসুবিধে হয় না কর্মক্ষেত্রে কতটা জনপ্রিয় এবং সবার পছন্দের একজন মানুষ ছিলেন কাগার বাবা।

সেদিন অবশ্য মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজের দায়িত্ব একদম ঠিকঠাক পালন করে কাগা। ঘরের একপাশে ফুপাতো ভাইয়ের সাথে দাঁড়িয়ে আগত অতিথিদের ধূপ জ্বালানোর আচার পালন করতে দেখে সে। তোকিকো পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিঃশব্দে মুখ নেড়ে একবার ধন্যবাদও জানায়।

তাকামাসার মৃত্যুর এক বছর পর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কোন আয়োজন করা হচ্ছে কি না জানতে চেয়ে কাগাকে একটা ইমেইল দেয় তোকিকো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব আসে। সময়ের অভাবে কোন আয়োজন করতে পারছে না বলে জানায় কাগা। পুরো ইমেইলটা কয়েকবার পড়ার পর তোকিকোর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, বিগত এক বছরে বাবার কবরও দেখতে যায়নি কাগা।

পাল্টা ইমেইলে তোকিকো দু'জনের একসাথে কবরস্থানে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এমনকি কিছু তারিখের কথাও উল্লেখ করে।

তোকিকো ভাবে, ইমেইলটা পড়ার সময় নিশ্চয়ই বিস্ময় ভর করেছিল কাগার চোখেমুখে। তবে নিজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও জবাব দিয়েছে সে, এটাও কম না। দ্রুত একটা তারিখ চূড়ান্ত করে পাল্টা জবাব দেয় ও।

ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলানোর কারণে আমার উপরে নিশ্চয়ই একটু বিরক্ত-ই হয়েছে সে। তোকিকো নিজেও জানে না কেন বিষয়টা নিয়ে মনের মধ্যে সবসময় একটা দায়িত্বে তাড়না অনুভব করে সে। হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করায় এর আগেও অনেক রোগীর মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছে সে। এমনও অনেকে ছিল, দীর্ঘ সময় ধরে যাদের দেখভালো করেছে তোকিকো। পরিবারের সদস্যের মতন হয়ে উঠেছিল তারা। কিন্তু ও সচেতনভাবে সবসময় চেষ্টা করেছে যাতে তাদের মৃত্যু ওর দৈনন্দিন জীবনে কোন প্রভাব না ফেলে। কিন্তু এই বাবা-ছেলেকে চাইলেও ভুলতে পারেনি ও। দায়িত্বটা যেন আপনা থেকে কাঁধে চেপে বসে ওর।

নির্দিষ্ট দিনটায় কাগা আর তোকিকো ঘুরে আসে তাকামাসার কবর থেকে। ও যেমনটা আঁচ করেছিল, সেবারই প্রথম বাবার কবর দেখতে যায় কাগা। তার চেয়ে বরং মাতসুমিয়া সুহেই, কাগার ফুপাতো ভাই, অনেকবার এসে দেখে গিয়েছে মামার কবর।

"আসলে, বাবা বিষয়টা পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। বলত, আমি তো এখানে শান্তিতেই আছি, তুমি তোমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই পার," কবরফলকের দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে কথাটা বলে কাগা। আড়চোখে একবার

ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে তোকিকোর মনে হয় ওর কিছু একটা বলা উচিত, কিন্তু কিছু মুখে আসে না। ভীষণ হতাশাজনক ছিল মুহূর্তটা।

এরপর প্রায়শই নানারকম বিষয়ে ইমেইল চালাচালি হয়েছে দু'জনের মধ্যে। প্রতি ইমেইলের শেষ একটা প্রশ্ন করত তোকিকো, 'কবরস্থানে গিয়েছিলেন?' সচরাচর ইমেইলের জবাব দিতে দেরি না করলেও এই প্রশ্নটা প্রতিবারই এড়িয়ে গিয়েছে সে।

দ্বিতীয় মৃত্যবার্ষিকীর তারিখ ঘনিয়ে আসায় তোকিকো এবার ইমেইলে জানতে চায় কাগার পরিকল্পনা কী। কোন পরিকল্পনাই নেই— অকপটে জানায় ডিটেকটিভ।

যে করেই হোক, দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মৃতিসভা আয়োজন করতে হবে, বলে দেয় তোকিকো। যদি কাগা ব্যস্ত হয়, তাহলে ও নিজে সাহায্য করবে। "ছেলে হিসেবে এটা আপনার দায়িত্ব যেন সবাই আপনার বাবাকে স্মরণ করে সেদিন," একটু কড়া সুরেই ইমেইলটা লিখেছিল সেদিন।

দু'দিন আগে ফোন দেয় কাগা। বলে, তার ফুপু এবং ফুপাতো ভাইও এই বিষয়টা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই বছর বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভার আয়োজন করার। তোকিকো তাকে সাহায্য করতে পারবে কি না?

নিশ্চয়ই, তোকিকো সাথে সাথে জবাব দেয়। আর সেজন্যেই দুই বছর ধরে আটকে থাকা একটা অনুষ্ঠান অবশেষে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৩

সুহেই মাতসুমিয়া যখন ক্রাইম সিনে পৌঁছুল, ততক্ষণে নিহনবাশি ব্রিজের এক পাশে জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নদীর সাথে সমান্তরালে চলা একমুখী রাস্তাটার সামনে দাঁড়িয়ে ইউনিফর্ম পরিহিত এক পুলিশ অফিসার গাড়িগুলো ঘুরিয়ে দিচ্ছে অন্যপাশে। রাস্তার অপর পাশে ভিড় জমিয়েছে টিভি চ্যানেলের ভ্যান এবং কর্মীরা।

একটা স্বস্তির বিষয়, খুব বেশি সংখ্যক লোক রাস্তার পাশে অহেতুক দাঁড়িয়ে নেই এই মুহূর্তে। ভিক্টিমকে খুব দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং সংঘটিত অপরাধের কোন দৃশ্যমান চিহ্ন নেই বিধায় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বা হাঁটতে বের হয়ে দেখার মতো কিছু নেই। খুনের কেসের ক্রাইম সিন হিসেবে জায়গাটা একটু ম্যাড়মেড়ে লাগল মাতসুমিয়ার কাছে। ভেবেছিল লোকজনের ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে হবে ওকে।

গ্লোভস পরে বাহুতে আর্মব্যান্ড বাঁধছে, এমন সময় কেউ একজন চাপড় দিলো ওর ডান কাঁধে। কোবায়াশি, ওদের স্কোয়াড লিডার। সরু চোখ আর তীক্ষ্ণ চোয়ালের লোকটাকে অনেক দূর থেকে দেখলেও চিনতে পারবে ও।

"ওহ! গুড ইভিনিং, স্যার।"

"বেচারা মাতসুমিয়া, তোমার ভাগ্যটাই খারাপ। ডেটে বের হয়েছিলে না-কি?"

"এই কথা মাথায় এলো কেন আপনার?"

"আজকে ছুটির সময় তোমার মন-মেজাজ খুব ভালো মনে হচ্ছিল। চেহারাতেই স্পষ্ট লেখা ছিল যে— ভাগ্যিস আজকে আমার বাড়তি ডিউটি পড়েনি।"

"আপনি যখন বাড়িতে থাকেন, তখন কোনো কেস সংক্রান্ত ফোন না এলে নিশ্চয়ই আপনিও খুশি হোন। পরিবারের সাথে সময় কাটাতে পারেন।"

নাক দিয়ে একবার শব্দ করল কোবায়াশি।

"আজকে যখন ফোনটা এলো, তখন আমার মেয়ের চেহারা দেখলে বুঝতে। বাপকে এরকম সময়ে বাসা থেকে বের হতে হবে শুনে চকচক করছিল চেহারা! আমার স্ত্রী'র অভিব্যক্তিও একই ছিল। তোমাকে একটা কথা বলি মাতসুমিয়া, এখন

হয়তো বুঝতে পারবে না, কিন্তু পরে মিলিয়ে নিও। তোমার যদি কখনো মেয়ে বাচ্চা হয়, তাহলে সে জুনিয়র হাইস্কুলে ওঠামাত্র তোমার সাথে চিরকালের জন্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে।"

"কথাটা মনে রাখব স্যার," চেহারা কুঁচকে বলে মাতসুমিয়া।

ক্রাইম সিনের সামনে পাহারারত অফিসারের উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে দু'জন। এখানে এখন জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ফরেনসিক দলের কাউকে চোখে পড়ল না। ডিসপ্যাচ টিম এটা পরিষ্কার বলে দিয়েছে মূল অপরাধটা এখানে সংঘটিত হয়নি।

টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড ডিভিশনে চাকরি করে মাতসুমিয়া। ফোনটা যখন আসে, তখন বাসায় বসে আয়েশ করছিল ও। তাই এখানকার বেশিরভাগ অফিসারই ওর আগে এসে পড়েছে। হাজার হলেও টোকিও'র একদম প্রাণকেন্দ্রে বুকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে একজনকে। জরুরি নির্দেশনায় যে কেবল স্থানীয় থানার অফিসারদের কাজে নেমে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা নয়। বরং নিকটবর্তী সমস্ত থানার অফিসারেরাও বর্তমানে এই কেসটা নিয়ে ব্যস্ত। ব্রিজের আশপাশের রাস্তাগুলোতে নিশ্চয়ই অনেকগুলো চেকপোস্ট বসে গিয়েছে ইতিমধ্যে, ভাবে মাতসুমিয়া।

ব্রিজের অপর প্রান্তে অবস্থিত থানাটার দিকে তাকাল কোবায়াশি আর মাতসুমিয়া। ওখানকার এক ডিউটি অফিসার, ইয়াসুদা, ভিক্টিমকে প্রথম খুঁজে পায়।

অফিসার ইয়াসুদা'কে দেখে মনে হচ্ছে বয়স ত্রিশের আশপাশে। চেহারায় বিমর্ষ একটা ভাব। আস্তে-ধীরে হেঁটে এসে মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আগত দুই অফিসারকে স্বাগত জানাল সে। মাতসুমিয়া খেয়াল করল স্যালুট দেওয়ার সময় হাতটা হালকা কাঁপছে তার।

"আমাদের ইউনিট প্রধান এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যে। তখন সবকিছু বিস্তারিত খুলে বলবেন। আপাতত সংক্ষেপে জানান আমাদের।" এই কথা বলার পর অফিসার ইয়াসুদার কাছ থেকে ঘটনার মোটামুটি বিস্তারিত বয়ান শুনল কোবায়াশি। মাতসুমিয়া একপাশে দাঁড়িয়ে নোটবুকে টুকে নিচ্ছে জরুরি তথ্য।

অদ্ভুত, ইয়াসুদার কথা শুনতে শুনতে ভাবে মাতসুমিয়া। বুকে ছুরি নিয়েও ভিক্টিম যে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে, সেটা শুনে খুব একটা অবাক হয়নি ও। এর পেছনে অনেকগুলো সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। হয়তো খুনির কাছ থেকে পালানোর চেষ্টা করছিল সে কিংবা সাহায্যের আশায় এসেছিল এদিকে। সেক্ষেত্রে, কাছেই অবস্থিত পুলিশ স্টেশনটার দিকে গেল না কেন সে?

কোবায়াশির মনেও নিশ্চয়ই এই সন্দেহটাই উঁকি দিয়েছিল কারণ অফিসার

ইয়াসুদার কাছে ঠিক এই প্রশ্নটাই করে সে। একদিকে ঘাড় কাত করে তাকায় অফিসার।

"এই ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থানার দিকে একবার তাকায়ওনি লোকটা। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম সে মাতাল।"

ভিক্টিম যদি পেছন দিক থেকে এসে থানা অতিক্রম করে সামনে এগোয়, তাহলে ইয়াসুদা কেবল তার পিঠের দিকটাই দেখতে পেয়েছিল, ভাবে মাতসুমিয়া। কোন সমস্যা আছে, এমনটা না ভাবাই স্বাভাবিক সেক্ষেত্রে।

"হয়তো রক্তক্ষরণের জন্যে চেতনা লোপের কাছাকাছি ছিল সে ওই মুহূর্তে। ব্রিজের পাশেই যে একটা পুলিশ স্টেশন আছে, সেটা হয়তো চোখেও পড়েনি," কোবায়াশি বলে।

ইউনিট প্রধান ইশিগাকি এবং অন্যান্যরাও এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। অফিসার ইয়াসুদার কাছ থেকে বিস্তারিত শোনার আগে উপস্থিত সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করল সে। "ভিক্টিমকে বাঁচানো যায়নি শুনলাম," গম্ভীর কণ্ঠে বলল ইশিগাকি। "অর্থাৎ, এটা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে একটা খুনের তদন্ত। ডেপুটি কমিশনার স্যার এবং ডিরেক্টর স্যার এই মুহূর্তে নিহনবাশি থানায় আছেন। নিকটবর্তী সমস্ত থানার অফিসারেরা এই মুহূর্তে কাজ করছে। তারপরেও যদি কিছু না জানা যায়, সেক্ষেত্রে মোবাইল ইউনিটের ব্যবস্থা করবে নিশ্চয়ই তারা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছ সবাই, আশা করি।"

ইয়াসুদার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার বিস্তারিত পুরো ঘটনা শোনার পর নিহনবাশি থানার প্রধান, ফুজিয়ে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশের মাঝে, পাতলা গড়ন।

"আসল ক্রাইম সিনটা সম্ভবত খুঁজে পেয়েছি আমরা। এখান থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে। চলুন আপনাদের দেখিয়ে আনি।"

বন্ধ একমুখী রাস্তাটা ধরে হাঁটতে শুরু করল সে। মাতসুমিয়াকে এবং দলের অন্যান্যদের সাথে নিয়ে তার পেছন পেছন এগোলো ইশিগাকি। রাস্তার বামপাশে ফরেনসিকের লোকেরা কাজে ব্যস্ত।

"ফুটপাতে রক্তের দাগ খুঁজে পেয়েছে তারা। পরিমাণ খুব বেশি না। হাঁটার সময়ও নিশ্চয়ই রক্তপাত হচ্ছিল ভিক্টিমের," ফুজিয়ে ব্যাখা করে বলে।

সরু ফুটপাতের একপাশে একটা নামী বিনিয়োগকারী ব্যাংকের সদর দপ্তর। এই অন্ধকারেও দালানটার জৌলুস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বুকে ছুরি নিয়ে এই রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় কী চলছিল ভিক্টিমের মনে?

"এদিকে পথচারীর সংখ্যা খুব বেশি নয় দেখছি," ইশিগাকি বলে।

মাথা নেড়ে সায় জানায় ফুজিয়ে। "দিনের বেলা কী অবস্থা থাকে, তা জানি না। কিন্তু রাতে কখনোই ওরকম ভিড় হয় না। এখানে ওই ব্যাংকটা ছাড়া বলার মতো আর কিছু নেই।"

"খুব সম্ভবত এই কারণেই আহত ভিক্টিমকে খেয়াল করেনি কেউ।"

"জি।"

"ভিক্টিমের পরিচয় তো বের করতে পেরেছেন, তাই না? পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছেন?"

"হ্যাঁ, তা করা হয়েছে। এখন নিশ্চয়ই হাসপাতালে যাচ্ছে তারা।"

ফুজিয়ে ওদের যে জায়গাটায় নিয়ে গেল, সেটা এক্সপ্রেসওয়ের প্রবেশের একদম মুখেই। সাইডওয়াকের থেকে একটা সরু ফুটপাত নেমে গিয়েছে নিচের আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজওয়েতে। ক্রাইম সিনের হলুদ টেপ দিয়ে ঘেরা পুরো এলাকা। ফরেনসিক টেকনিশিয়ানরা মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে এই মুহূর্তে।

"আপনারা বোধহয় জানেন, এই আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ দিয়ে কিছুদূর এগোলেই এদোবাশি ব্রিজের শেষ প্রান্ত চোখে পড়বে," ইশারা করে পরবর্তী ব্রিজটা দেখাল ইশিগাকি। "প্যাসেজটা খুব বেশি বড় না। দশ মিটারের মতন বড়জোর। মাঝামাঝি জায়গাটায় রক্তের ছাপ খুঁজে পেয়েছি আমরা। এরপর আর কোন দাগ নেই।"

"অর্থাৎ, এই প্যাসেজওয়ের মাঝামাঝিই হচ্ছে মূল ক্রাইম সিন?" ইশিগাকি জিজ্ঞেস করে।

"আমাদের সেটাই ধারণা," ফুজিয়ে জবাব দেয়।

জুতোয় শু-কভার গলিয়ে কোবায়াশির পেছন পেছন এগোয় মাতসুমিয়া। কোথায় কোথায় পা দেয়া যাবে হলুদ টেপ দিয়ে নির্দেশ করা আছে।

প্যাসেজটার প্রস্থ মাত্র তিন মিটার, মাতসুমিয়া ভেবেছিল আরেকটু চওড়া হবে হয়তো। উচ্চতাও খুব বেশি না। লম্বা-চওড়া কেউ লাফিয়েই ছাদ ছুঁতে পারবে। ফুজিয়ে যেমনটা বলেছিল, গোটা প্যাসেজটা দশ মিটারের মতন লম্বা। একদম মাঝখানটায় রক্তের দাগ। এখানেও রক্তের পরিমাণ খুব বেশি না, পাঁচ সেন্টিমিটারের কালো একটা দাগ চোখে পড়ল মাতসুমিয়ার।

অপরাধটার দৃশ্যমান কোন চিহ্ন নেই জায়গাটায়। মাতসুমিয়াদের দলটা প্যাসেজের শেষ প্রান্ত অবধি গেল, যেখানে ইশিগাকি এবং তার লোকেরা অপেক্ষা করছিল আগে থেকে। নিজেদের এদোবাশি ব্রিজের সাইডওয়াকে আবিষ্কার করল ওরা।

পকেট থেকে নিজের নোটবুকটা বের করল ফুজিয়ে।

"আপনারা সবাই নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গেছেন যে নিহনবাশি ব্রিজ থানার প্যাট্রোলম্যান ইয়াসুদা ঠিক ন'টার সময় ফোন করে ভিক্টিমের সম্পর্কে জানায়। এর চার মিনিট পরেই নিকটবর্তী থানার সমস্ত অফিসারদের কাজে লেগে পড়তে বলি আমরা। এখন অবধি সন্দেহভাজন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চারপাশে একবার তাকায় ইশিগাকি। "এই ব্রিজে পথচারীর সংখ্যা কেমন হয়?" ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সে।

"সন্ধ্যা ন'টার দিকে পথচারীর সংখ্যা কখনোই খুব একটা বেশি হয় না। আর সত্যি বলতে খুব বেশি লোক আন্ডারগ্রাউন্ডের প্যাসেজওয়েটা ব্যবহারও করে না। যেমনটা দেখছেন, গাড়ির সংখ্যা কিন্তু কম না," ফুজিয়ে বলে।

এদোবাশি ব্রিজের এপাশ ওপাশ দিয়ে অনবরত গাড়ি আর ট্রাকের বহর চলছেই।

"ছুরিবিদ্ধ হওয়ার পরেও নিহনবাশি ব্রিজ অবধি যেতে সক্ষম হয় ভিক্টিম। কতক্ষণ লাগতে পারে এখান থেকে ওখানে যেতে?" মাতসুমিয়াকে জিজ্ঞেস করে ইশিগাকি।

"স্বাভাবিক অবস্থায় তিন থেকে চার মিনিট। বুকে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় ধরুন এর দ্বিগুণ," জবাব দেয় ও। মনে মনে ঘটনাটার একটা সম্ভাব্য চিত্র কল্পনার চেষ্টা করল।

"হ্যাঁ, এরকমটাই লাগার কথা। ধরলাম নাহয় দশ মিনিটই লাগল। কিন্তু ততক্ষণে খুনির এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ পাওয়ার কথা।"

"স্থানীয় ট্যাক্সি কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে," ফুজিয়ে বলল এসময়। "কিন্তু তাদের কোন ড্রাইভারই এই এলাকা থেকে সন্দেহজনক কাউকে গাড়িতে তোলার ব্যাপারে কোন রিপোর্ট করেনি।"

"পালাতে হলে ট্যাক্সি-ই লাগবে এমন কোন কথা নেই," শান্ত কণ্ঠে উলটোদিকে নির্দেশ করে বলে কোবায়াশি। "খুনি যদি নদীর অপর পাশে পৌঁছে যায়, তাহলে পালানো আরো সহজ হয়ে যাবে তার জন্যে।"

কোবায়াশির আঙুল অনুসরণ করে তাকাল মাতসুমিয়া। ব্রিজের ওই প্রান্তে একটা পথচারী ক্রসিং। রাতের এই সময়েও অনেকেই ব্যবহার করছে ক্রসিংটা।

কোবায়াশি ঠিক বলেছে, মাতসুমিয়া বলে। খুনি যদি আসলেও ভিড়ের সাথে মিশে গিয়ে থাকে, তাহলে আমরা বিপদে পড়ে যাবো।

অধ্যায় ৪

ওরা প্রায় হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছে, এমন সময় পেছনের সিট থেকে ফুমিকোর অস্থির নড়াচড়ার শব্দ কানে এলো। ব্যাগে কিছু একটা খুঁজছে সে। সামনের সিটে বসে ইউতোর-ও অস্থির লাগতে লাগল শব্দটা শুনে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে আছে ও।

"কী সমস্যা?" হারুকা জানতে চাইল।

"মনে হয় বাসাতে রেখে এসেছি," ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয় ফুমিকো।

"কী? তোমার ওয়ালেট?"

"হ্যাঁ।"

হতাশায় মাথা ঝাঁকায় হারুকা। মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ না করে পারে না ইউতো। "সমস্যাটা কী তোমার?"

"আমার কী দোষ? তাড়াহুড়োয় ভুলে গেছি।"

থাক তাড়া, ভুলবে কেন, ইউতো বলতে গিয়েও বলল না। এরকম গুরুতর মুহূর্তে এর আগেও সমস্যা সৃষ্টি করার নজির আছে ওর মায়ের।

ড্রাইভার লোকটা নিশ্চয়ই ওদের কথোপকথন শুনেছে। "বাসায় কিছু ফেলে এসেছেন?"

"তাই তো মনে হচ্ছে," অপরাধী কণ্ঠে ফুমিকো জবাব দেয়।

"গাড়ি ঘোরাবো না-কি?"

"দরকার নেই। আমার কাছে টাকা আছে," ট্যাক্সির মিটারের দিকে তাকিয়ে বলে ইউতো। নিজের ওয়ালেট বের করে একবার টাকা গুণে নিলো ও। "সমস্যা হবে না।"

"যাক, বাঁচা গেল," হাঁফ ছেড়ে বলে ফুমিকো। এই মুহূর্তে ওয়ালেট নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবস্থায় নেই ওরা কেউ।

ওদের মেগুরোর বাসা থেকে ড্রাইভারকে বলে যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি ছুটিয়ে এখান অবধি এসেছে ওরা। রাত এগারোটার মতন বাজলেও ব্যস্ততা কমেনি রাস্তায়।

পুলিশের গাড়ি একটু বেশি পরিমাণে চোখে পড়ছে আজকে। "কোন সমস্যা হয়েছে কি না কে জানে," ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে এসময়। চুপ করে থাকাটা অভদ্রতা বিধায় ইউতো কেবল বলে, "হতে পারে।"

অবশেষে হাসপাতালে পৌঁছুল ওরা। মূল প্রবেশপথের সামনে ওদের নামিয়ে দিয়েছে ট্যাক্সি, কিন্তু লবি একদম অন্ধকার। কাঁচের অটোমেটিক দরজাগুলোও খুলছে না।

"অদ্ভুত তো। আমরা ভেতরে যাবো কোন দিক দিয়ে?" বিচলিত ভঙ্গিতে চারপাশে তাকিয়ে বলে ফুমিকো।

"ওরা যখন তোমাকে ফোন দিয়েছিল, তখন না বলে দিয়েছিল কোন দিক দিয়ে ঢুকতে হবে, মা?"

হারুকার বলা কথাটা শুনে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকায় ফুমিকো।

"হ্যাঁ, তাই তো। পুলিশের লোকটা বলেছিল রাতের বেলা হাসপাতালে ঢোকার পথ আলাদা।"

আবারও জিভ দিয়ে শব্দ করল ইউতো। "হয়েছেটা কী তোমার আজকে, মা? এই সামান্য কথা ভুলে গেলে হবে?"

তিনজন মিলে এরপর বিকল্প প্রবেশ পথের খোঁজে বিল্ডিংয়ের অপর পাশে চলে এলো ওরা। ডানদিকে ঘুরতেই পেটানো শরীরের এক লোককে টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। "আপনারা আওইয়াগি পরিবার থেকে এসেছেন?"

"জি," ফুমিকো জবাব দেয়।

টর্চ বন্ধ করে টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশের একটা ব্যাজ ওদের দেখাল লোকটা। "আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।"

নিহনবাশি থানার একজন ডিটেকটিভ সে।

"আমার স্বামী...ওর অবস্থা কি এখন?" ফুমিকো জানতে চায়।

অস্বস্তি ভর করল ডিটেকটিভের চেহারায়। ইউতোরা যে এখনও কিছু জানে না বুঝতে পেরে অবাক হয়েছে সে। মনে কু-ডাক দিলো ওর।

"আমি দুঃখিত," ডিটেকটিভ লোকটা বলে। "আসলেই...দুঃখিত। কিছুক্ষণ আগেই আপনার স্বামীকে মৃত ঘোষণা করেছে কর্তব্যরত ডাক্তার।"

ইউতোর মনে হলো অনেক দূর থেকে কথাগুলো ভেসে আসছে ওর দিকে। মনের ভেতরে অনেকগুলো অনুভূতি একসাথে দলা পাকিয়ে গেল যেন। প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় এলো ওর, *অসম্ভব, এমনটা হতে পারে না।* কিন্তু পুলিশের কাছ থেকে ফোন আসার পরেই কেন যেন ওর মনে হচ্ছিল খারাপ কোন সংবাদ অপেক্ষা করছে।

"না! আমি বিশ্বাস করি না!" চিৎকার করে উঠে ডিটেকটিভের দিকে এগিয়ে যায় ফুমিকো। কিন্তু কয়েক কদম এগোনোর পরেই হাঁটু ভেঙ্গে নিচে পড়ে। ওখানেই কাঁদতে শুরু করে তারস্বরে।

হারুকা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে আরো আগেই। দু'জনের কান্নায় ভারি হয়ে উঠল চারপাশ।

"বাবার...বাবাকে কোথায় রাখা হয়েছে এখন?" ডিটেকটিভের কাছে জানতে চাইল ইউতো।

"আমার সাথে আসুন। নিয়ে যাচ্ছি।"

"চলো, মা। হারুকা। এখানে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করে কোন লাভ নেই," ফুমিকোকে উঠিয়ে বোনকে সাথে নিয়ে সামনে এগোলো ইউতো।

***

ইউতো যেমনটা ভেবেছিল, তার তুলনায় তাকেয়াকির চেহারা অনেকটাই ভালো দেখাচ্ছে। গলফ খেলার কারণে চেহারায় যে তামাটে ভাবটা সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখনো একই রকম আছে। একমাত্র অসঙ্গতি বলতে শ্বাস নিচ্ছে না সে, এছাড়া আর কিছু স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে দেখে। ঘুমানোর সময় এমনই দেখায় তাকেয়াকিকে। বরং গভীর একটা প্রশান্ত ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তার অভিব্যক্তিতে।

"তাকেয়াকি!" আর্তনাদ বেরিয়ে এল ফুমিকোর বুক চিড়ে। হাঁটু গেড়ে বসে মৃত স্বামীর মুখে হাত রাখল সে। "কেন? কেন?" বারবার একই প্রশ্ন করতে লাগল ইউতোর মা। হারুকা একপাশে ম্যাট্রেসে মুখ গুঁজে কাঁদছে। কান্নার দমকে নড়ছে কাঁধজোড়া।

ডিটেকটিভ লোকটার বিবেচনা ভালোই বলতে হবে। ওদের তিনজনকে এখানে রেখে বেরিয়ে গিয়েছে সে। বাবার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ইউতো বুঝতে পারছে না কী করবে। এই মুহূর্তে পরিবারের অন্য সদস্যদের মতন তারও উচিত কান্নাকাটি করা, কিন্তু সত্যি বলতে ভেতরে ভেতরে কিছুই অনুভব করছে না ও। বেদনার ছিটেফোটাও নেই কোথাও। বরং, ক্রন্দনরত মা আর বোনের দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, *এতই যখন দরদ, বাবার পিঠপিছে ওরকম দুর্নাম করতে কেন!*

এসময় কেউ একজন কড়া নাড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ আগে পরিচয় হওয়া ওই ডিটেকটিভকে উঁকি দিতে দেখল ইউতো।

"যদি কিছু না মনে করেন, ভেতরে আসতে পারি? কথা ছিল একটু।"

মায়ের দিকে তাকাল ইউতো। "কী বলো তুমি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ফুমিকো। একটা রুমাল দিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল সে।

"আসুন, প্লিজ। আমার নিজেরও কিছু প্রশ্ন আছে।"

"সেটাই স্বাভাবিক," ডিটেকটিভ বলে। "আসুন আমার সাথে।"

লোকটার পিছু পিছু 'লাউঞ্জ' লেখা একটা ঘরে গেল ওরা তিনজন।

"আপনারা কি নিহনবাশি চেনেন? পুরো এলাকার কথা বলছি না, ব্রিজটা কি চেনেন?"

"মিতসুকোশি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের কাছে যেটা?"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলে ডিটেকটিভ।

"আপনার স্বামীকে আজ সন্ধ্যা ন'টার দিকে ব্রিজের ওপরে পাওয়া যায়। ছুরিকাঘাত করা হয়েছে তাকে। ব্রিজের গোড়াতেই একটা থানা আছে। সেখানকার কর্তব্যরত অফিসার দেখতে পান ওনাকে।

"তবে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে অন্য এক জায়গায়। মি. আওইয়াগি সেখান থেকে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় হেঁটে নিহনবাশি ব্রিজের ওখানে যান। তাকে খুঁজে পাওয়া মাত্র অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেয় অফিসার। দ্রুত নিয়ে আসা হয় এখানে।"

"ও কি তখনও জীবিত ছিল?"

"আমাদের সেটাই মনে হয়। তবে আঘাতটা ছিল ভীষণ গুরুতর। ময়নাতদন্তের আগে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব না আমাদের পক্ষে।"

ময়নাতদন্ত কথাটা শোনার পর ইউতো বুঝতে পারল পরিস্থিতি আসলে কতটা সঙ্গীন। অত্যন্ত জঘন্য একটা অপরাধের সাথে জড়িয়ে গিয়েছে ওর পরিবারের নাম।

"কিন্তু...আমার স্বামীকে আঘাত করেছিল কে?" ফুমিকো জানতে চায়। "তাকে ধরতে পেরেছেন আপনারা?"

"না, অপরাধীকে এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। আসলে সনাক্ত করার মতন কোন সূত্র এখনো পাইনি আমরা। আপনার স্বামীর ওয়ালেটটা যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু ধরে নেওয়া যায় ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে ডিউটি আছে কিংবা নেই, স্থানীয় থানাসহ আশপাশের সমস্ত থানার অফিসারেরা কাজ করছে খুনিকে পাকড়াও করার জন্যে। টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশের মোবাইল ইউনিটকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এখানে আসার পথে নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ির ব্যস্ততা চোখে পড়েছে আপনাদের।"

পড়েছে তো বটেই, মাথা নাড়ে ইউতো, কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

"খুনির পক্ষে খুব বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব না, আশা করছি দ্রুতই ধরা পড়বে।"

ডিটেকটিভের কণ্ঠ শুনে আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। "ধরে কী হবে শুনি?" প্রশ্নটা করা থেকে নিজেকে খুব কষ্ট করে আটকাল ইউতো। ওর বাবা মারা গিয়েছে। খুনি ধরা পড়ার পর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলেও এখন আর বাবাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। আগামীকাল থেকে ওর জীবনে শুরু হতে যাচ্ছে দুঃস্বপ্নের চিরস্থায়ী প্রহর। মানসিক এবং শারীরিক, দুইভাবেই এর মূল্য চুকাতে হবে ওকে। অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে একবার কেঁপে উঠল ওর পুরো শরীর। কেমন যেন হাহাকার টের পাচ্ছে বুকের ভেতরে।

কিছুক্ষণের মধ্যে এই হাহাকার রূপ নিল উন্মত্ত ক্রোধে। ওর জীবন এভাবে নষ্ট করে দেওয়ার কোন অধিকার নেই কারো!

তাকেয়াকির বিষয়ে এটা সেটা জিজ্ঞেস করছে এখন ডিটেকটিভ লোকটা। তার জন্মস্থান কোথায়, পেশা কী ছিল, প্রতিদিন কী করত— এসব। কাদের সাথে মিশতো, নিকট অতীতে কারো সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছিল কি না, কর্মক্ষেত্রে কোন সমস্যার কথা বাসায় বলেছিল কি না— এগুলোও জানতে চাইল। কিন্তু ওদের তিনজনের কেউই এই সাধারণ প্রশ্নগুলোর সুষ্ঠু জবাব দিতে পারল না। সত্যি বলতে, কর্মক্ষেত্র নিয়ে কখনোই খুব বেশি আলাপ বাসার মানুষদের সাথে করেনি সে। তাছাড়া, ওরাও এই বিষয়ে তেমন একটা আগ্রহী ছিল না।

হাতের নোটবুকটার দিকে চোখ বুলানোর পর একটু হতাশই মনে হলো ডিটেকটিভকে। ওদের উত্তরগুলো টুকে নিচ্ছিল সে। কিন্তু ইউতোর মনে হয় না ওখানকার কোন তথ্য তদন্তে কোন কাজে আসবে। ভিক্টিমের পরিবার হওয়া সত্ত্বেও ওরা কোন প্রকার কাজে আসছে না দেখে ডিটেকটিভ লোকটা বিরক্ত হচ্ছে কি না ভাবল ও।

এসময় একটা গুঞ্জনের শব্দ ভেসে এলো ডিটেকটিভের বুক পকেট থেকে। ফোনের ভাইব্রেশন। "এক্সকিউজ মি," বলে ঘরটা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফুমিকো। কপালের দুই পাশ চেপে ধরেছে আঙুল দিয়ে, যেন মাথাব্যথা কমানোর চেষ্টা করছে।

"আমাদের সাথেই এমনটা হলো কেন? কেন?"

"কোনো কারণের কথা তোমার মাথায় আসছে মা?"

"না, একটাও না। কারণ থাকতেই হবে কে বলল? আমরা এখন চলব কী করে? তোমাদের বাবার কোম্পানি কি কিছু করবে?"

ইতিমধ্যে টাকা-পয়সা নিয়ে দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে ফুমিকোর। তবে সেজন্যে তাকে দোষ দিতে পারল না ইউতো। আসলে মনে মনে ওর নিজেরও

এই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। বাবার মৃত্যু ওদের জীবনে কী প্রভাব ফেলবে? ও কি আদৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে?

ডিটেকটিভ লোকটা ফিরে এলো এসময়। আগের তুলনায় চিন্তিত দেখাচ্ছে এখন তাকে।

"একটা জরুরি আপডেট আছে। সন্দেহভাজন একজনকে খুঁজে পেয়েছি আমরা।"

ঢোঁক গিলল ইউতো।

"সে-ই কি খুনি?" ফুমিকো জিজ্ঞেস করে।

"আমরা এখনো জানি না। এক যুবকের ব্যাপারে জানানো হয়েছে আমাকে। তার ব্যাপারে কিছু আলাপ আছে আপনাদের সাথে। একটু কষ্ট করে নিহনবাশি থানায় আসতে পারবেন?"

"ওই লোকের সাথে দেখা করতে হবে না-কি?" মরিয়া কণ্ঠে জানতে চায় ফুমিকো। "যে আমার স্বামীকে খুন করেছে?"

হাত নেড়ে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিলো ডিটেকটিভ।

"অবশ্যই না। আপনাদের কিছু জিনিস সনাক্ত করতে হবে। তাছাড়া, আমরা এখনো জানি না যে ওই যুবক-ই কালপ্রিট কি না। আসতে পারবেন কি?"

ইউতোর দিকে তাকাল ফুমিকো। না যাওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেল না ও। "নিশ্চয়ই পারব।"

আধঘণ্টা পর ইউতো, ফুমিকো আর হারুকাকে নিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি পৌঁছে গেল নিহনবাশি থানায়। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ভ্যানগুলো আগে থেকেই জটলা পাকিয়েছে থানার বাইরে। ইউতো ভেবেছিল প্রশ্নের তুবড়ি ছুটে আসবে ওদের দিকে, কিন্তু ওরা গাড়ি থেকে নামার পরেও কেউ এগিয়ে এলো না। খুব সম্ভবত গণমাধ্যমকর্মীরা ওদের পরিচয় জানে না।

বাইরে থেকে দেখে থানা অফিসটা একদম সাধারণ দর্শন মনে হলেও ভেতরে ঢুকে সেই ধারণা আমূল পালটে গেল ইউতোর। প্রথমেই চোখে পড়বে লবির সামনে বিশাল সিঁড়ি। কাঠ কুঁদে ভীষণ যত্নের সাথে বানানো হয়েছে নকশাদার রেলিং। একটু সেকেলে ফ্যাশনের রিসিপশন কাউন্টারটা মার্বেলের তৈরি, ছাত থেকে যে বাতিগুলো ঝুলছে, সেগুলোর মধ্যেও রুচির ছাপ স্পষ্ট। ইংরেজিতে যাকে বলে ভিন্টেজ। ডিটেকটিভ লোকটা বলল, পুরোনো স্টেশনটা ভেঙ্গে নতুন স্টেশন তৈরি করার কথা উঠলে সমালোচনার ঝড় ওঠে বিধায় পুরনো দালানটার কিছু নকশা এখনও একই রকম রেখে দেয়া হয়েছে।

ওদের তিনজনকে একটা ছোট সভাকক্ষে নিয়ে এলো সে। কিছু পান করবে কি না জানতে চাইলে মানা করে দিলো সবাই। তবুও কিছুক্ষণ পর এক মহিলা অফিসার গ্রিন টি দিয়ে গেল।

কাপে এক চুমুক দিলো ফুমিকো। "এক যুবক করেছে তাহলে কাজটা," বিড়বিড় করে বলে সে।

"কে হতে পারে?" ইউতো জিজ্ঞেস করে।

"আমি কীভাবে বলব?" মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দেয় ফুমিকো। "তোমার বাবার কোম্পানিতে তো কম বয়সী অনেকেই কাজ করত বোধহয়।"

তাকেয়াকির চাকরির ব্যাপারে ফুমিকোর চাইতেও কম আগ্রহ ইউতোর। ও শুধু জানে যে ওর বাবা একটা ফার্মের বড় পদে চাকরি করত। দালান তৈরির বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করে ফার্মটা।

আরো প্রায় আধঘণ্টা পর ফিরে এলো ডিটেকটিভ।

"আপনাদের এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত। আসুন আমার সাথে।"

ওদের আরেকটা সভাকক্ষে নিয়ে এলো ডিটেকটিভ। আগে থেকেই ভেতরে বড় একটা টেবিলের চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকে। কারো পরনে স্যুট আবার কারো পরনে ইউনিফর্ম। প্রত্যেকের চেহারাতেই চিন্তার ছাপ স্পষ্ট, পাথরের মতন অভিব্যক্তি। কারো চোখে চোখ রাখার সাহস হলো না ইউতোর।

ডিটেকটিভ লোকটা ওদের পরিচয় করিয়ে দিলো সবার সাথে। কিছু না বলে কেবল মাথা নাড়ল তারা। *এভাবেই নিশ্চয়ই সহমর্মিতা প্রকাশ করছে,* ইউতো ভাবে।

"এখন আমি ভিক্টিমের পরিবারকে কিছু জিনিস সনাক্ত করতে বলব," একজন ডিটেকটিভ ঘোষণার সুরে বলল এসময়। এরপর ওদের টেবিলের দিকে এগোনোর ইশারা করল সে।

ছোট ছোট প্লাস্টিকের ব্যাগে করে বেশ কয়েকটা জিনিস রাখা ওখানে। চোখ কুঁচকে ওগুলোর দিকে তাকাল ইউতো। সবগুলো জিনিসই ওর পরিচিত।

"প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগে আমাকে একজন সন্দেহভাজনের ব্যাপারে জানানো হয়," ডিটেকটিভ বলে। "সন্দেহভাজনের কাছে একটা ওয়ালেট পাওয়া যায়। সেই ওয়ালেটের ড্রাইভিং লাইসেন্সে তাকেয়াকি আওইয়াগির নাম থাকায় জব্দ করা হয় ওটা। আনুষঙ্গিক আরো কিছু জিনিস খুঁজে পাই আমরা। সন্দেহভাজন যুবক যেখানে লুকিয়ে ছিল, মি. আওইয়াগির ব্রিফকেসটাও পাওয়া যায় ওখানে। এই মুহূর্তে টেবিলের উপরে ওয়ালেট, ব্রিফকেস এবং ব্রিফকেসের ভেতরে পাওয়া কিছু জিনিস রাখা আছে। আপনারা কি ওয়ালেটটা দেখবেন একবার, প্লিজ? প্লাস্টিকের ওপর

দিয়েই দেখতে হবে এই মুহূর্তে। দরকার হলে হাতে নিয়ে দেখুন।"

ওয়ালেটটা তুলে নিল ফুমিকো। পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে হারুকা আর ইউতো। কালো চামড়ায় তৈরি ওয়ালেটটা বেশ লম্বা এবং চিকন। দেখেই বোঝা যায় বহুল ব্যবহৃত। ব্যবহারকারীর আঙুলের দাগ বসে গিয়েছে একদিকে।

"এটা বাবার," নিচু স্বরে বলে ওঠে হারুকা।

রেস্তোরাঁয় পুরো পরিবার একসাথে খেতে গেলে বিল পরিশোধের সময় বাবার ওয়ালেট থেকে জাদুকরদের ভঙ্গিতে দশ হাজার ইয়েনের নোট বের করার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল ইউতোর। দীর্ঘদিন হয়ে গেল একসাথে কোথাও খেতে যায় না ওরা।

"এটা আমার স্বামীর," দৃঢ় কণ্ঠে বলল ফুমিকো।

আলতো করে একবার মাথা নেড়ে টেবিলের উপরে রাখা অন্য আইটেমগুলোর দিকে ইশারা করল ডিটেকটিভ।

"ওয়ালেটের ভেতরের জিনিসগুলো দেখুন একবার। ওখানে থাকার কথা, কিন্তু এখন নেই, এমন কিছুর কথা মাথায় আসছে? কিংবা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছে?"

কিছু নগদ টাকা, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স, কয়েকটা ক্রেডিট কার্ড, একটা ইন্স্যুরেন্স কার্ড আর কিছু রশিদ। সবগুলো জিনিসই আলাদা আলাদা করে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখা হয়েছে। নোট এবং কয়েন মিলিয়ে মোট ১১৪,৮৫০ ইয়েন। কেউ একজন সাদা কাগজে সংখ্যাটা লিখে প্লাস্টিকের ব্যাগের গায়ে সেটে দিয়েছে।

"কী মনে হচ্ছে? আপনার স্বামীর ওয়ালেটে এরকম টাকা থাকাটা স্বাভাবিক? না-কি নগদ টাকা আরো বেশি পরিমাণে থাকে তার সাথে?"

একদিকে ঘাড় কাত করে ডিটেকটিভের প্রশ্নের জবাব দিলো ফুমিকো। "এরকমই থাকে সাধারণত। আসলে টাকা-পয়সার দিকটা পুরোপুরি ও-ই সামলাতো, তাই আমার পক্ষে..."

"অন্য আইটেমগুলো? থাকার কথা কিন্তু নেই এরকম কোন কিছুর কথা মনে পড়ছে আপনাদের?"

এবারে ডিটেকটিভের প্রশ্নের জবাবে কিছু বলল না ফুমিকো। এর আগে কখনো স্বামীর ওয়ালেটের জিনিসপত্র নিয়ে সে ঘাটাঘাটি করেছে বলে মনে হচ্ছে না। ইউতোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাবার ওয়ালেট সবসময় বাইরে থেকেই দেখেছে ও, কখনো হাত দেয়নি। আগ্রহও হয়নি দেওয়ার।

কার্ডগুলোর মধ্যে কেবল একটি নজর কাড়ল ওর। এক ইন্টারনেট ক্যাফের মেম্বারশিপ কার্ড। বাসায় ওর বাবার একটা কম্পিউটার আছে, অফিসেও আছে

নিশ্চিত। তাহলে এরকম একটা জায়গার মেম্বার হয়েছিল কেন সে? তবে এই চিন্তার কথা মুখে আনল না ইউতো।

"তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি, এখানে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না আপনাদের," ডিটেকটিভ লোকটা বলে। "এবারে দয়া করে ব্রিফকেসটার দিকে একটু নজর দিবেন, প্লিজ?"

বড় প্লাস্টিকের পাউচের ভেতরে রাখা ব্রিফকেসটা তুলে নিল ফুমিকো। গাঢ় বাদামি রঙের ব্রিফকেসটার উপরের দিকে একটা জিপার। দুইপাশে দু'টো বকলেস। তবে সেখানে আটকানো কাঁধে বহনের স্ট্র্যাপটা খুলে ফেলা হয়েছে।

"এটাও আমার স্বামীর," ফুমিকো বলে। "এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমাকে দিয়েই কিনিয়েছিল।"

মাথা নেড়ে অন্য প্লাস্টিকের ব্যাগগুলোর দিকে ইশারা করল ডিটেকটিভ। "আর ব্রিফকেসের ভেতরের জিনিসগুলো?"

সেদিকে নজর দিলো ইউতো। ব্রিফকেসের একপাশে অনেকগুলো নানা আকৃতির প্লাস্টিকের ব্যাগ সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে। ভেতরে কিছু কাগজ, একটা নোটবুক, একটা চশমার খাপ, একটা বিজনেস কার্ড হোল্ডার, কয়েকটা কলম-পেন্সিল আর একটা পেপারব্যাক বই। ইউতো প্রথমবারের মতো দেখছে জিনিসগুলো, তাই মুখ খুলল না।

তবে একটা আইটেমের দিকে চোখ আটকে গেল তার। ডিজিটাল ক্যামেরা। ফুমিকোর মনেও নিশ্চয়ই একই প্রশ্ন করছে। হাত বাড়িয়ে ক্যামেরাটা তুলে নিল সে।

"ক্যামেরাটা কি আপনারা দেখেননি আগে?" ডিটেকটিভ জিজ্ঞেস করে।

মনোযোগ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ক্যামেরাটার দিকে তাকিয়ে থাকে ফুমিকো। এরপর ইউতো আর হারুকাকে দেখিয়ে বলে, "তোমরা কেউ দেখেছ এটা আগে?"

"না," জবাব দেয় ইউতো। মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দেয় হারুকা।

"আপনার স্বামী কি অফিসের কাজে বা শখের বশে ক্যামেরা ব্যবহার করতেন?"

"জানি না আমি। ফটোগ্রাফি নিয়ে ওর তেমন আগ্রহ কাজ করত বলে তো মনে পড়ছে না.." ক্যামেরাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলে ফুমিকো।

ঠিক তখন ব্যাপারটা ঘটল। "আমি কি একবার দেখতে পারি?" বলে উঠল একটা কণ্ঠস্বর। লম্বা চওড়া গড়নের, ধূসর স্যুট পরিহিত এক লোককে খেয়াল করল ইউতো। সুশ্রী চেহারায় শান্ত অভিব্যক্তি তার। চোখে বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। লম্বা হাত বাড়িয়ে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ তুলে নিল সে। ভেতরে চশমা সমেত একটা খাপ।

"আপনি নিশ্চিত এটা আপনার স্বামীর?" জিজ্ঞেস করে। একদৃষ্টিতে ফুমিকোর দিকে চেয়ে আছে সে। যেন তার মনের ভেতরটা পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

"আমি নিশ্চিত যে চশমাটা ওর।"

"আর খাপটা? এরকম কিছু কি আপনি কিনেছিলেন মিসেস আওইয়াগি?"

"না। এর আগে কখনো খাপটা দেখিনি আমি। তাকেয়াকি নিশ্চয়ই একাই কিনেছিল এটা।"

খাপটার উপরে সুন্দর জাপানি নকশা। ইউতো-ও জিনিসটা আগে কখনো দেখেনি।

"আচ্ছা," বলে লম্বা ডিটেকটিভ নামিয়ে রাখল ব্যাগটা।

"এটার কথা আলাদা করে জিজ্ঞেস করলেন যে?" ফুমিকো বলে।

"না, এমনি," মাথা ঝাঁকায় ডিটেকটিভ।

এসব দেখতে দেখতে নিজেকে আর সামলাতে পারল না ইউতো।

"আচ্ছা...একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

সবগুলো চোখ ওর দিকে ঘুরে গেলে মুখ খুললো ইউতো।

"এসবের মানে কি? আপনারা তো সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেফতার করেছেন, তাই না? তার কাছ থেকেই শুনুন না? সে কি বাবাকে ছুরি মেরে ব্রিফকেস হাতিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা স্বীকার করেছে?"

রুমটায় উপস্থিত ডিটেকটিভদের চেহারায় আঁধার ঘনাল এবারে। কিছুক্ষণ পর ছাইরঙা স্যুট পরিহিত এক ভদ্রলোক, (সম্ভবত সে-ই সবার উর্ধ্বতন) ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাকে তো জিজ্ঞাসাবাদ করতেই চাই আমরা, দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা সম্ভব না।"

"কেন সম্ভব না?" ইউতো বলে।

"চাইলে আমরা হাজারটা প্রশ্ন করতে পারি, কিন্তু সে জবাব দেয়ার মতন অবস্থায় নেই। কোমাতে চলে গিয়েছে সে, অবস্থা আশংকাজনক।"

অধ্যায় ৬

কাওরি যে ডেলিতে (মাংস, পনির বিক্রির দোকান) পার্ট টাইম চাকরি করে, সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে আটটা বেজে গেল প্রায়। সাধারণত বাসায় ফিরে কাজের পোশাক ছেড়ে বাসার পোশাক পরে ফেলে ও। কিন্তু আজকে ফুয়ুকির ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বিকেলে পাঁচটার একটু পর ফোনে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল সে। একটা চাকরির খোঁজ পেয়েছে, তাই সেখানে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে। কাওরির ইচ্ছে, চাকরিটা যদি নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে ওরা দু'জন মিলে পাবে উদযাপন করতে যাবে। *ও চাইলে বিয়ার খাবে, ওর সবচেয়ে পছন্দের আর আমি উলং চা,* ভাবে কাওরি।

কিন্তু অপেক্ষা করাটাই সার হলো, ফুয়ুকির ফেরার নাম নেই। ন'টা বাজল। দশটা। তার নম্বরে ফোনও করল ও, কিন্তু ধরল না সে। শেষে একটা মেসেজ পাঠাল, *চিন্তা হচ্ছে আমার। ফোন বা মেসেজ করো দ্রুত।*

হয়তো ইন্টারভিউটা ফুয়ুকির মন মতন হয়নি। এরকমটা আগেও ঘটেছে। ইকেবুকুরো'র একটা ডার্টস বারে ওয়েটার লাগবে বলে বাড়ি থেকে বের হয় সে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেলেও ফেরে না। শেষমেষ কাওরি খুঁজতে বের হয়। দেখে, একটা স্থানীয় পার্কে মাতাল হয়ে পড়ে আছে ফুয়ুকি। পাশে অনেকগুলো খালি বিয়ারের ক্যান। কাওরি জিজ্ঞেস করলে বলে চাকরিটা তাকে দেয়া হয়নি কারণ তার চেহারা না-কি দুঃখী ধাঁচের। কথাটা শুনে হতাশা ভীষণ রকম জেকে বসে ফুয়ুকির মনে, তাই একটা কনভেনিয়েন্স স্টোর থেকে সস্তা বিয়ার কিনে এনে ওখানে বসেই খেতে শুরু করে। কাওরির বলতে ইচ্ছে করে গর্দভের মতন কাজ করছে সে। কিন্তু ফুয়ুকির মন কীভাবে কাজ করে, তা ভালো করেই জানা আছে ওর। এমনটা নয় যে কাওরির সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করছিল না তার, আসলে নিজের প্রতি হতাশ ফুয়ুকি।

কাওরি জানে না আজকে কেমন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছে সে।

চাকরিটা যদি এমন কিছু হয়, যেখানে মানুষের সাথে কথা বলতে হবে, তাহলে খুব একটা ভালো যাওয়ার কথা না ইন্টারভিউটা। নতুন কারো সাথে খুব সহজে আলাপ জমাতে পারে না ফুয়ুকি। একটু লাজুক স্বভাবের ছেলেটা। কারো সাথে প্রথম পরিচয় হলে মুখ দিয়ে কথাই বের হয় না।

ফুয়ুকি প্রায় বলত যে মানুষের চাইতে যন্ত্র-ই তার ভালো লাগে বেশি। সেজন্যে হয়তো বেশিরভাগ সময়েই ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেছে সে। এবারেও ফ্যাক্টরির চাকরি-ই খুঁজছিল ফুয়ুকি। কিন্তু স্টাফিং এজেন্সিগুলো ভালো কোন সুযোগ জোগাড় করে দিতে পারেনি তাকে।

চাকরি না পেলেই যে সবকিছু একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে, এমন তো নয়, মোবাইল ফোনে সময় দেখতে দেখতে ভাবে কাওরি। লকস্ক্রিনে ক্রিসমাসের সময় তোলা ওদের দু'জনের একটা ছবি দেখা যাচ্ছে।

রাত এগারোটার খানিক পর ওর ফোনের স্ক্রিনটা জ্বলে উঠল। কল এসেছে ফাকর নম্বর থেকে। দ্রুত ফোনটা ধরল ও, "কোথায় তুমি?" জানতে চাইল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

এক মুহূর্ত কথা বলল না কেন। ওপাশ থেকে গাড়ির শব্দ ভেসে আসছে পকারে। "হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?" জিজ্ঞেস করে ও।

"কাওরি," অবশেষে বলে ফুয়ুকি। "কী করব বুঝতে পারছি না। খুব খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছি আমি..." বেদনাসিক্ত কণ্ঠে বলে ফুয়ুকি।

"কী বলছ এসব?"

"খুব খারাপ একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। কী করব বুঝতে পারছি না।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। কী করেছ তুমি? বলো আমাকে।"

ফুয়ুকি জবাবে কিছু বলার আগেই লাইন কেটে গেল। সাথে সাথে কলব্যাক করল কাওরি। ফোনে রিং হচ্ছে, কিন্তু ধরছে না কেউ।

কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না ও। *ফুয়ুকি এসব কী বলছে? কী এমন করেছে ও?*

দুশ্চিন্তা জেঁকে বসল ওর মনে। রিডায়াল করেই যাচ্ছে অনবরত। কম করে হলেও ত্রিশ থেকে চল্লিশবার ফোন দেওয়ার পর অবশেষে ধরল কেউ।

"হ্যালো?" অচেনা একটা কণ্ঠস্বর কানে এলো কাওরির। ফুয়ুকির গলা না এটা। বিস্ময়ে মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোন কথাই বেরুলো না ওর। "হ্যালো? শুনতে পাচ্ছেন?" কণ্ঠস্বরটা বলল আবার।

ঢোক গিলল কাওরি। "আপনি...আপনি কে?" জিজ্ঞেস না করে পারল না।

"এটা তো ফুয়ুকির ফোন।"

জবাবে লোকটা যা বলল তা এতটা অবিশ্বাস্য শোনাল ওর কাছে যে একবার মনে হলো ভুল শুনছে। "আমি একজন পুলিশ অফিসার।"

"পুলিশ?"

"এই ফোনটা তাহলে ফুয়ুকি ইয়াশিমার? ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম দেখেছি আমি।"

"জি, ওরই ফোন এটা।"

লোকটা ফুয়ুকির ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখেছে। কেন?

"আসলে মি. ইয়াশিমা সড়ক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। এই মুহূর্তে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে তাকে।"

"কি!" পুরোপুরি জমে গেল কাওরি। *সড়ক দুর্ঘটনা? কীভাবে?* কিছুক্ষণ আগেই তো ফোনে কথা বলছিল ওরা। ভাবনাটা এতটাই অবিশ্বাস্য ঠেকছে যে প্রশ্নটা মুখেও আনতে পারল না ও।

"প্রশ্নটা করার জন্যে মাফ করবেন, মিস। কিন্তু আপনার পরিচয় কী? মি. ইয়াশিমার সাথে কি আপনার কোন সম্পর্ক আছে?"

"লিভ-টুগেদার করি আমরা। কেমন সড়ক দুর্ঘটনা? ও কি খুব বেশি আহত হয়েছে?"

"সরি, এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না। আপনার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে আগে। ফোনটায় আপনার নাম 'কাওরি' লিখে সেভ করা। এটাই কি আপনার নাম?"

"আমার নাম কাওরি নাকাহারা," জবাব দেয় ও।

"ঠিক আছে, মিস নাকাহারা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার সাথে আবার যোগাযোগ করছি। তবে এবারে অন্য একটা নম্বর থেকে ফোন দেবো, তাই ঘাবড়াবেন না।" কাওরি জবাবে আর কিছু বলার আগেই লাইন কেটে দিলো সে।

এর আগে কখনো এতটা বিস্মিত হয়নি কাওরি। মুখে রা সরছে না ওর। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না কিছুই।

কিছুক্ষন আগে ফুয়ুকির বলা কথাগুলোই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল। *খারাপ একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। জানি না এখন কী করব।* আবারো কি ইন্টারভিউয়ে ভজকট পাকিয়ে ফেলেছে? কিন্তু এর সাথে দুর্ঘটনার কি সম্পর্ক?

এ সময় আত্মহত্যা কথাটা মাথায় খেলে গেল কাওরির। *অসম্ভব। কেবলমাত্র*

চাকরির ইন্টারভিউ খারাপ হওয়ায় এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা না কারো। এতটাও মরিয়া ছিল না ও। কিন্তু ফোনে অসম্ভব হতাশ শোনাচ্ছিল তার কণ্ঠস্বর।

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল কাওরি। ফুয়ুকির কী হয়েছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করে কোন লাভ হবে না। ওর একমাত্র চিন্তা সে সুস্থ আছে কি না। দুর্ঘটনার কারণে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে। অবস্থা কি খুব বেশি খারাপ?

কাজ থেকে ফেরার পর এখন অবধি কিছু খায়নি ও, তা সত্ত্বেও ক্ষুধা পাচ্ছে না। বরং এই মুহূর্তে ভীষণ বমি পাচ্ছে ওর, সেই সাথে তলপেটে তীব্র ব্যথা।

আধাঘণ্টা পর অবশেষে বেজে উঠল ওর মোবাইল ফোন। কলটা রিসিভ করলে ভিন্ন আরেকজনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো এবারে। সে-ও পুলিশ অফিসার।

একটা হাসপাতালের নাম ওকে জানাল সে। টোকিওর কিয়োবাশি ডিস্ট্রিক্টের এই হাসপাতালে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়া হয় সাধারণত। তাদের জরুরি সেবার অনেক নামডাক শুনেছে ও। এই মুহূর্তে অস্ত্রোপচার চলছে ফুয়ুকির। জ্ঞান নেই তার। অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশের লোকটা জিজ্ঞেস করল ও এখনই যেতে পারবে কি না হাসপাতালে। "এক্ষুনি আসছি," বলে রেখে দিলো -রি।

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি পেতে খুব বেশি সময় লাগল না। তবে ট্যাক্সির খরচের কারণে মাসের বাকিটা সময় একটু কষ্টেসৃষ্টে চলতে হবে। কিন্তু এখন সেসব নিয়ে ভাবার সময় নেই।

হাসপাতালের সামনে অনেকগুলো পুলিশের গাড়ি পার্ক করা। কাওরি ভেতরে ঢোকামাত্র বেশ কয়েকজন দৌড়ে এল ওর দিকে। তাদের মধ্যে দুইজন ইউনিফর্ম পরিহিত অফিসার।

ফুয়ুকির অবস্থা জানতে চাইলে তারা বলল এখনো অস্ত্রোপচার চলছে। কী হবে তা নিশ্চিত নয় এখনো। খবরটা শুনে আরেকটু হলেই বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিল ও। একজন অফিসার ওকে ধরে ওয়েটিং রুমের চেয়ারে বসিয়ে দিলো।

হাজারটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়, কিন্তু মুখে আসছে না কোন কথা। বরং ওর দিকেই ছুটে এলো হাজারো প্রশ্নবাণ। ফুয়ুকির বিষয়ে যত রকম সম্ভব, প্রশ্ন করল পুলিশের লোকেরা। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকায় কোন প্রশ্নেরই ঠিকঠাক জবাব দিতে পারল না ও। অসংলগ্ন কিছু কথা বলল মাত্র। কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিলো লোকগুলো। "আগামীকাল দেখা যাবে," কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে বলে বের হয়ে গেল এক অফিসার।

ওয়েটিং রুমে বসে ও একনাগাড়ে প্রার্থনা করে গেল যেন ফুয়ুকি সুস্থ হয়ে যায়। এখনো অনেক কিছুই মাথায় ঢুকছে না ওর। পুলিশের লোকেরা যা বলেছে সেগুলো নিয়ে আরো একবার ভাবল। আসলে তারা ফুয়ুকিকেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে আশপাশে না দেখে দৌড়ে রাস্তার মাঝখানে চলে যাওয়ার পর একটা চলন্ত ট্রাকের সাথে ধাক্কা লাগে। যদি ফুয়ুকি-কে জিজ্ঞেস করা যেত ঘটনা সম্পর্কে, তাহলে আর কোনো ঝামেলাই থাকত না। তার কথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আছে কাওরি'র। ওকে কখনো মিথ্যে বলবে না সে, এটা নিশ্চিত।

চেয়ারে পা তুলে হাঁটুতে মুখ গুজে বসে আছে ও। এই মুহূর্তে কারো সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। একটা কথা শোনার জন্যেই অপেক্ষা করছে মনেপ্রাণে— ফুয়ুকি এখন সুস্থ।

চোখ বন্ধ করলেই মনে হচ্ছে ওর পাশে বসে আছে সে। যে কোন মুহূর্তে কাঁধে হাত রাখবে। এতটা পথ এভাবেই একসাথে পাড়ি দিয়েছে, একজন আরেকজনের পাশে থেকে।

ওরা দু'জনই ফুকুশিমা প্রিফেকচারের। কাওরির ছোটবেলা কেটেছে একটা অনাথ আশ্রমে। সড়ক দুর্ঘটনায় মা বাবাকে হারায় অনেক ছোটবেলায়। ফুয়ুকির মা সন্তানের যত্ন নিত না একদমই। আঠারো বছর বয়সে মা হয় সে। বাচ্চার বাবা কেটে পড়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই। ফুয়ুকির মা এখন কোথায় আছে বা কী করছে, সেই ব্যাপারে কোন ধারণা নেই ওদের।

হাইস্কুল থেকে পাশ করার পর কিছুদিন গৃহ পরিচারিকার কাজ করে কাওরি। ফুয়ুকি একটা ছোটখাট বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরির অফিসে চাকরি জুটিয়ে নেয়। ওদের বয়স যখন বিশ বছর, তখন দেউলিয়া হয়ে যায় কোম্পানিটা। ফুয়ুকি অন্য চাকরির চেষ্টা করে, কিন্তু কোথাও-ই সুযোগ হয় না।

ওদের মধ্যে কে প্রথমে টোকিও যাওয়ার কথা বলেছিল সেটা এখন আর মনে নেই। তবে দু'জনে মিলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভেবেছিল বড় শহরে এলে কোনো না কোনো চাকরি জুটে যাবে, বেতনও বেশি পাবে। তাছাড়া ছোট একটা শহরে হতদরিদ্রের মতো বেঁচে থেকে বাকি জীবনটা কাটানোর ইচ্ছা ছিল না দু'জনের কারোই।

তাই পাঁচ বছর আগে, দু'জনের সমস্ত সঞ্চয় এক করে টোকিওতে এসে ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয় ওরা। একসাথে থাকতে শুরু করে। ভেবেছিল এখানে আসার পর ভাগ্যদেবী মুখ তুলে তাকাবে। সুখে ছিল দু'জনে। রাতের বেলা কাজ থেকে ফিরে দু'চোখ ভরা স্বপ্নের কথা বলবে একে অপরকে। ফুয়ুকির স্বপ্নটা

ছিল একদম সাধারণ। ভালো একটা চাকরি পেলেই বর্তে যাবে সে।

কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে এতটা খারাপ সেই সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না ওদের। চাকরি পাওয়ার স্বপ্নটা খুব দ্রুত তুলির সাথে হয়ে যায়। ফুয়ুকির হাতে কেবল দু'টো সুযোগ ছিল তখন। কোন কারখানায় চাকরি করা অথবা এজেন্সির মাধ্যমে দিনমজুরের কাজ করা। কাওরি বেশ কয়েকটা পার্ট-টাইম চাকরিতে ঢুকে পড়ে। খাওয়া আর ভাড়া দিতেই সব টাকা শেষ হয়ে যায় ওদের। যে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন চেয়েছিল, তার সন্ধান আর মেলে না।

এরপর একটা ঘটনায় বদলে যায় হিসেব-নিকেশ। ছয় মাস আগে বিনা নোটিশে কারখানার চাকরিটা চলে যায় ফুয়ুকির। মড়ার উপর খড়ার ঘা'র মতন পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে, নতুন কোথাও ঢুকতে পারে না। রুটি-রুজির দায়িত্ব এসে বর্তায় কাওরির উপরে। গত কয়েক মাসে ঠিকমতো ভাড়াও দিতে পারেনি।

"আমাকে মাফ করে দাও কাওরি। কোনভাবেই সাহায্য করতে পারছি না," সারাক্ষণ ওর কাছে এইভাবে ক্ষমা চাইত ফুয়ুকি। এরপর বলত, "আমি হাল ছাড়ব না। আজ হোক বা কাল, তোমাকে ভালো রাখব। চাকরি একটা জোগাড় করেই ফেলব যত দ্রুত সম্ভব। তখন সবকিছু সহজ হয়ে যাবে, দেখো।"

তাই কোরো তুমি। তাই কোরো। সুস্থ হয়ে আমার কাছে ফিরে এসো এখন। তোমার মুখের হাসিটা দেখতে চাই আরেকবার— প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত এক করে মনে মনে শুধায় কাওরি।

অধ্যায় ৬

নিহনবাশি থানার বড় রুমটায় যাওয়ার সময় মাতসুমিয়া দেখল দরজার বাইরে বসে সিগারেট ফুঁকছে কোবায়াশি আর সাকাগামি। দু'জনের চেহারাই ভীষণ গম্ভীর।

"শুভ সকাল," মাতসুমিয়া বলল তাদের উদ্দেশ্যে। গতকাল রাতে দেরি করে বাসায় গিয়েছে ওরা সবাই। খুব বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারেনি কেউই।

"আমাদের চেহারা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে, বলো তো?" কোবায়াশি বলল দাঁত বের করে। দীর্ঘ সময় ধরে ধূমপানের কারণে হলদেটে হয়ে গিয়েছে ওগুলো।

"এই সকালটার ব্যাপারে শুভ কিছু নেই?"

মাথা নেড়ে সিগারেটে কষে একটা টান দিলো কোবায়াশি।

"হাসপাতালে ছেলেটার এখনও জ্ঞান ফেরেনি। খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেও মনে হচ্ছে না। আটকে গিয়েছি আমরা। অথচ ভেবেছিলাম খুব সহজেই সব সমাধান হয়ে যাবে।"

"তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে?"

"সম্ভবত। স্থানীয় থানার ওরা কাজ করছিল এটা নিয়ে।"

কিছু না বলে মাথা নেড়ে বড় ঘরটার দরজার দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। নিহনবাশি থানার সবাই ছুটোছুটি করছে। যত দ্রুত সম্ভব ইনসিডেন্ট রুমটা (নির্দিষ্ট একটা তদন্তের পরিচালনা কেন্দ্র) গুছিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে তারা।

মাতসুমিয়া এবং অন্যান্য ডিটেকটিভেরা যখন এদোবাশি ব্রিজের চারপাশে খোঁজখবর নিচ্ছিল, তখন সন্দেহভাজন এক যুবক সম্পর্কে জানানো হয় ওদের। কিন্তু টহলরত এক পুলিশ অফিসারকে দেখামাত্র রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৌড় দেয় সে। কিন্তু উলটোদিক থেকে অগ্রসরমান এক ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে ছিটকে পড়ে দূরে। তার পকেটে থাকা ওয়ালেটের ভেতর একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায়, যেখানে নাম লেখা ছিল তাকেয়াকি আওইয়াগি। কিছুক্ষণ আগেই ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তাকে। সেখান থেকে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে কষ্ট হয়নি কারোরই।

খবরটা শোনার পর কিছুটা স্বস্তি পায় ডিটেকটিভেরা। এই যুবকই যে আওইয়াগিকে ছুরিকাঘাত করেছে তেমনটাই আন্দাজ করে নেয় সবাই। দুর্ঘটনার পর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেই যুবককে। তার জ্ঞান ফেরার পর জিজ্ঞাসাবাদ করলে কেসটার সুরাহা হবে, এমনটাই ধারণা ছিল ওদের। সেজন্যেই গত রাতে মাতসুমিয়া এবং অন্যান্য ডিটেকটিভেরা বাড়ি ফিরে যায়।

"সে মারা গেলে কি আমাদের খুব অসুবিধা হবে?" চারপাশে একবার তাকিয়ে নিচু স্বরে কথাটা বলল সাকাগামি। "তার কাছে ভিক্টিমের ওয়ালেট পাওয়া গিয়েছে। হিসেবটা একদম সহজ। টাকার জন্যেই মি. আওইয়াগিকে ছুরি মারে সে। "মূল সন্দেহভাজ মৃত" লিখে কেস ফাইল জমা দিয়ে দিতে পারি আমরা। তাহলেই সব চুকেবুকে যাবে।"

কোবায়াশির চেহারা দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না বিষয়টা এত সহজ।

"সেজন্যেও আমাদের ন্যূনতম তথ্য-প্রমাণাদি গোছাতে হবে। কাগজপত্র একদম ঠিকঠাক হতে হবে সেই ক্ষেত্রে। কোন গোলমাল থাকা যাবে না। ক্রাইম সিনে সে কীভাবে পৌঁছুল, সেটা জানাই তো ঝক্কির ব্যাপার। তবে ছেলেটা এই যাত্রা বেঁচে গেলে তার মুখ থেকেই শোনা যাবে সবকিছু। স্বীকারোক্তিও মিলবে নিশ্চয়ই," পা দিয়ে সিগারেটের ফিল্টার মাড়িয়ে দিয়ে বলল কোবায়াশি।

ইনসিডেন্ট রুমের কাজ বেশ সুন্দরভাবেই এগোচ্ছে। টেবিল আর চেয়ার নিয়ে আসা হয়েছে। রেডিও, মনিটর আর অনেকগুলো ফোনসেটও নিয়ে আসা হলো কিছুক্ষণের মধ্যে। রুমের এক প্রান্তের মঞ্চের মত উঁচু একটা জায়গা করা হয়েছে। মিটিংয়ের সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বসবেন সেখানে।

মাতসুমিয়া এবং তদন্তকারী অন্যান্য অফিসারদের যার যার ডেস্ক বুঝিয়ে দেওয়া হলো। নিজের নাম লেখা ডেস্কটার কাছে গিয়ে পাশেই খুব পরিচিত একটা মুখ দেখতে পেল ও।

"কী খবর," সৌজন্যতার খাতিরে হলেও উঠে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করল না কিয়োচিরো কাগা।

মাতসুমিয়া কিছু বলার আগেই কোবায়াশি এসে দাঁড়াল পাশে।

"ইউনিট প্রধানের সাথে কথা বলেছি আমি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাগার সাথে কাজ করবে তুমি। কোন আপত্তি আছে এই ব্যাপারে?"

"নাহ," মাথা ঝাঁকায় মাতসুমিয়া। "অনেক দিন পর দেখা হয়ে ভালো লাগল," কাগার উদ্দেশ্যে বলল ও।

"আমারও।"

কোবায়াশি চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল মাতসুমিয়া, এরপর বসল।

"বসদের ধারণা নারিমায় তুমি আর আমি একসাথে কাজ করায় কেসটার দ্রুত সমাধান হয়েছিল কিয়োচিরো।"

"আমাকে এই নামে ডাকা বন্ধ করবে? এখানকার বেশিরভাগ লোক কিন্তু জানে না আমরা মামাতো-ফুপাতো ভাই।"

"তাহলে কি বলব? ইন্সপেক্টর কাগা?"

"বেশি ফর্মাল হয়ে যাচ্ছে।"

"তাহলে শুধু...কাগা বললে চলবে?"

"দৌড়াবে," মাতসুমিয়ার মামাতো ভাই মাথা নেড়ে বলল। "শেষ কেসটার ক্ষেত্রে যেরকম বলেছিলাম, আমরা যারা স্থানীয় থানায় কাজ করি, তারা টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশের আজ্ঞাবাহী। তাই অত রাখঢাকের কিছু নেই, যা বলা বলবে।"

"আমি বললেই যেন তুমি মেনে নিবে!" কেবলই মুখ বাকিয়ে কথাটা বলেছে মাতসুমিয়া এমন সময় ঘরের পরিবেশ বদলে গেল হঠাৎ। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল ইউনিট প্রধান ইশিগাকি ঢুকছে ভেতরে। তার সাথে হোমিসাইড ডিভিশনের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ডেপুটি কমিশনার এবং ডিরেক্টরও এসে পড়লেন কিছুক্ষণের মধ্যে। সবশেষে উপস্থিত হলো নিহনবাশি থানার প্রধান।

তারা ডায়াসে উঠে বসার পর মিটিং শুরু হয়ে গেল।

ইশিগাকিই মূল বক্তার ভূমিকা পালন করছে। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের প্রধান, মোবাইল ইউনিটের প্রধান এবং ডিটেকটিভদের প্রধান যার যার দলের রিপোর্ট পেশ করল। ফলে তদন্তের একটা নীল নকশা দাঁড়িয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

ভিক্টিমের নাম তাকেয়াকি আওইয়াগি। বয়স পঞ্চান্ন। কানেসাকি মেটালস নামের একটা কোম্পানিতে হেড অফ প্রোডাকশন পদে চাকরি করত ভদ্রলোক। বিল্ডিং তৈরির নানারকম সামগ্রী বানায় তারা। কোম্পানিটার হেড অফিস শিনজুকুতে। সেখানকার রেকর্ড অনুযায়ী গতদিন আওইয়াগি অফিস থেকে বের হয় ছ'টা নাগাদ। সেখান থেকে নিহনবাশিতে কেন এসেছিল সে, তা জানা যায়নি। তার বাসা এবং অফিস— দুই জায়গা থেকেই বেশ দূরে ব্রিজটা।

ধারণা করা হচ্ছে ন'টার আশপাশে কোন একটা সময়ে আক্রমনের শিকার হয় তাকেয়াকি। এদোবাশি ব্রিজের নিচের প্যাসেজে ছুরিবিদ্ধ হবার পর টলতে টলতে কোনরকমে নিহনবাশি ব্রিজ অবধি আসে সে। সেখানেই নিহনবাশি ব্রিজ থানার টহল অফিসার ইয়াসুদা তাকে দেখতে পায়। এরপর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকেয়াকিকে, কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। মার্ডার ওয়েপন বা খুনের অস্ত্র হচ্ছে একটা ভাঁজ করা কাঠের ছুরি, যার ফলাটা দৈর্ঘ্যে আট

সেন্টিমিটারের মতন। আওইয়াগির বুকে হাতল অবধি বিধিয়ে দেয়া হয়েছিল ওটা। হাতলটা কাপড়ে মোড়ানো থাকায় কোন হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি।

ঘটনার প্রায় দুই ঘণ্টা পর এক টহল পুলিশ নিহনবাশির হামাচো গ্রিন রোডের পার্কটার ওখানে একটা যুবককে লুকিয়ে থাকতে দেখে। তাকে দেখামাত্র উলটোদিকে দৌড়াতে শুরু করে সে। তখন উলটোদিক থেকে আসা এক ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয় তার। অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় দ্রুত। তার কাছে তাকেয়াকির ওয়ালেটের সন্ধান মেলায় ধারণা করা হয় ঘটনার সাথে তার সম্পৃক্ততা আছে। সেই সাথে যুবক যে পার্কে লুকিয়ে ছিল, সেখান থেকে তাকেয়াকির ব্রিফকেসটাও উদ্ধার করা হয় পরে।

যুবকের সাথে একটা স্কুটারের লাইসেন্স থেকে তার নাম এবং ঠিকানা জানা যায়। ফুয়ুকি ইয়াশিমা, বয়স ছাব্বিশ বছর। রাত এগারোটার দিকে ইয়াশিমা তার ফোন থেকে 'কাওরি' নামে সেভ করা একটা নম্বরে ফোন করে। কিছুক্ষণ পর এক পুলিশ অফিসার সেই নম্বরে ফোন করলে কাওরি নাকাহারা নামের এক মেয়ে ফোন ধরে। কথা শুনে মনে হয়েছে ফুয়ুকির প্রেমিকা সে। দু'জনে একসাথেই থাকত। পুলিশ অফিসার যখন তাকে জানায় ইয়াশিমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে-ও খুব দ্রুত এসে পড়ে ওখানে। কিন্তু প্রেমিকের দুর্ঘটনার খবরে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে সে বিধায় ঠিকমত জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ মেলেনি।

ইয়াশিমার কাছ থেকে খুঁজে পাওয়া ওয়ালেট এবং হামাচো গ্রিন রোডের স্যুটকেসটা সনাক্ত করার জন্যে তাকেয়াকি আওইয়াগির পরিবারের সদস্যদের থানায় নিয়ে আসা হয়। দু'টো জিনিসই তারা চিনতে পারে।

এখন অবধি মোটামুটি এটুকুই জানা গিয়েছে। এই তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করেই তদন্ত কোনদিকে গড়াবে তা নির্ধারিত হবে।

প্রতিটি নতুন কেসের তদন্ত শুরুর সময় এক ধরণের অস্থিরতা বিরাজ করে সভাকক্ষে। কিন্তু এই কেসটার ক্ষেত্রে ওরকম কিছু অনুভব করছে না মাতসুমিয়া। কেন যেন মনে হচ্ছে কেউ অতটা মাথা ঘামাচ্ছে না বিষয়টা নিয়ে। ডেপুটি কমিশনার এবং ডিরেক্টর হাসিমুখে কথা বলছেন। ডায়াসের উপরে বসে থাকা অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দেহভঙ্গিও তুলনামূলক নিরুদ্বেগ। মাতসুমিয়ার চারপাশে বসে থাকা ডিটেকটিভদের চোখেমুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। সবাই হয়তো ধরেই নিয়েছে খুব সহজে সমাধান হয়ে যাবে সবকিছুর।

মিটিং শেষে ডিটেকটিভদের কাজ অনুযায়ী আলাদা আলাদা দলে ভাগ করে দেওয়া হলো। মাতসুমিয়া এবং কাগা এক দলে, ওদের কাজ তদারকি করবে কোবায়াশি। ওদের দায়িত্ব হবে ভিক্টিমের ব্যক্তিগত বিষয়আশয় নিয়ে খোঁজখবর

নেওয়া। তবে কোবায়াশি একটু ভিন্নভাবে তদন্তের কথা চিন্তা করছে।

"মাতসুমিয়া, আমি চাই তুমি ইয়াশিমা এবং ভিক্টিমের মধ্যে কোন সংযোগ আছে কি না সেই বিষয়ে তদন্ত করবে," কোবায়াশি বলে। "ইয়াশিমা এখন যে হাসপাতালে আছে, সেখানে যাবে। তার প্রেমিকা এখনো ওখানেই আছে। আশা করি এতক্ষণে নিজেকে কিছুটা ধাতস্থ করে নিতে সক্ষম হয়েছে সে, কথা বলা যাবে। এভিডেন্স টিম এখন গাড়িতে করে রওনা দিবে ওদিকে, তুমিও চলে যাও ওদের সাথে।"

"ঠিক আছে," মাতসুমিয়া বলে।

"ইয়াশিমা জ্ঞান ফিরে এলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু যা শুনলাম, তার জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই নিজেদেরই করতে হবে সব কাজ," শেষে বলল কোবায়াশি।

হাসপাতালগামী এভিডেন্স টিমের সদস্য বলতে সাকাগামি এবং নিহনবাশি থানার এক তরুণ ডিটেকটিভ।

"আশা করি কেসটার সমাধান জটিল কিছু হবে না," গাড়ি চলতে শুরু করলে বলল সাকাগামি। "সহজে মিটে গেলেই ভালো। অপরাধটার পেছনে অর্থকড়ি জড়িত কারণ আছে বলেই আমার ধারণা। 'টাকা-পয়সার খুব সমস্যাই পড়ে গিয়েছিলাম। বাধ্য হয়ে কাজটা করেছি'— ছেলেটা এরকম একটা কিছু বললেই সহজে রিপোর্ট জমা দিয়ে দেয়া যেত।"

"আমারও ধারণা টাকা-পয়সাই মূল কারণ," মাতসুমিয়া বলে। "কারণ ছেলেটার কাছে ভিক্টিমের ওয়ালেট এবং ব্রিফকেস পাওয়া গিয়েছে।"

"এত সহজ হলে তো হতোই। কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমত, ওরকম একটা জায়গায় কারো ওপর চড়াও হওয়াটা কি স্বাভাবিক? পথচারীর সংখ্যা খুব বেশি না হলেও, টোকিওর রাস্তায় মধ্যরাতেও অনেক গাড়িঘোড়া চলে। ভিড় লেগেই থাকে দেখা যায়। কেউ দেখে ফেললে বিপদে পড়ে যেত। স্বাভাবিক একজন মানুষের পক্ষে ওরকম কিছু করা সম্ভব না।"

"এমন যদি হয় আক্রমনকারী স্বাভাবিক ছিল না ওই মুহূর্তে? হয়তো নেশাজাতীয় কিছু খেয়েছিল?"

"সেরকম কিছু হলে এতক্ষণে জেনে যেতাম আমরা। হাসপাতালে ভর্তি করার পর নিশ্চয়ই রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল। হয়তো মেজাজ সামলাতে না পেরে আঘাত করে বসে তাকেয়াকিকে। এটা কিন্তু অসম্ভব না। কিন্তু এখানে সমস্যাটা মার্ডার ওয়েপন। এমন জিনিস তো হঠাৎ করে পেয়ে যায় না কেউ, অর্থাৎ আগে থেকেই তার সাথে ছিল জিনিসটা। সেক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত অপরাধের দিকে

মোড় নেয়। নিজের ভালোর জন্যে হলেও ইয়াশিমার জ্ঞান ফেরা অত্যন্ত জরুরি," বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা চুলকায় সাকাগামি।

কাগা এই মুহূর্তে চুপচাপ সামনের সিটে বসে আছে সে। দৃষ্টি বাইরের দিকে। হোমিসাইড ডিটেকটিভদের আলাপে অংশ নেওয়ার কোন ইচ্ছে নেই তার, বোঝাই যাচ্ছে।

সায়েকি নামের একজন কম্যুনিটি পুলিশ অ্যাফেয়ার্স অফিসার পুলিশের পক্ষ থেকে সারা রাত স্টেশনে ছিল। এখন অবধি রোগীর অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, জানায় সে। ইয়াশিমাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই কারো।

"মিস নাকাহারা নামে একজন এসেছিলেন না?" মাতসুমিয়া জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ। সারা রাত ওয়েটিং রুমের বাইরে বসে ছিলেন তিনি। এই একটু আগেই পাশের একটা কনভেনিয়েন্স স্টোরে গিয়েছেন। চলে আসবেন এখনই।"

"সারা রাত এখানেই ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করার অনুমতি নেই এই মুহূর্তে, তাহলে থেকে কি লাভ?"

"সেটা সত্যি...কিন্তু..."

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের সাথে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল মাতসুমিয়া।

"ভীষণ মানসিক আঘাত পেয়েছেন। শুনেছি কিছুই বোঝানো যাচ্ছিল না তাকে। ডান-বাম কোনটা, জিজ্ঞেস করলে সেটাও বলতে পারবে না," নিচু স্বরে বলল সাকাগামি।

কাওরি নাকাহারার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ইয়াশিমার ডাক্তারের সাথে একবার কথা বলবে বলে সিদ্ধান্ত নিল ওরা। ডাক্তার লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠায়, চোখে চশমা। পাঁচ ঘণ্টার অস্ত্রোপচার শেষে ইয়াশিমা এখন তার তত্ত্বাবধায়নে আছে। কিছুক্ষণ পরপর গিয়ে দেখে আসছে অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে কি না। এমতাবস্থায় পুলিশ অফিসারদের সাথে কথা বলতে হবে শুনে খুব একটা খুশি হলো না ভদ্রলোক।

"খুব বেশি মেডিকেল টার্ম ব্যবহার না করে যতটা সহজে সম্ভব আপনাদের বুঝিয়ে বলছি আমি। রোগীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যাটা হচ্ছে করোটির ফ্র্যাকচার। সেখান থেকে মস্তিষ্কে আঘাত লেগেছে। আর এই কারণেই জ্ঞান ফিরছে না।"

"জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা কি আছে? থাকলে কতক্ষণে?" অধৈর্য্য স্বরে জানতে চাইল সাকাগামি।

শীতল ভঙ্গিতে একবার মাথা নাড়ল ডাক্তার।

"আমি জানি না। তার বর্তমান যেরকম অবস্থা, আর কখনো জ্ঞান না ফিরলেও অবাক হবো না। কিন্তু এমনটাও খুবই সম্ভব যে আগামী দশ মিনিটের মধ্যেই হয়তো জ্ঞান ফিরবে তার। এরকম অনেক কেস আছে, যেখানে কোমা থেকে কয়েক মাস পরে চেতনা ফিরে পেয়েছে মানুষ। কিন্তু বেশিরভাগ চেতনা ফিরে না। ওই অবস্থাতেই মারা যায় রোগী।"

মাতসুমিয়া খেয়াল করল ওর টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীদের কাঁধ হতাশায় ঝুলে পড়ল কথাটা শুনে। *আমাকেও নিশ্চয়ই একই রকম দেখাচ্ছে,* ভাবে ও।

ডিটেকটিভেরা দোতলায় ফিরে এলে এক তরুণীকে ওদের কাছে নিয়ে এলো সায়েকি। সে-ই নিশ্চয়ই কাওরি নাকাহারা। একটা জিন্স, শার্ট আর কার্ডিগান পরনে তার। বগলের নিচে ভাঁজ করা করা একটা জ্যাকেট আর হাতে বড় একটা ব্যাগ। ফ্যাকাসে চেহারায় মেকআপের বালাই নেই। লম্বা চুলগুলো এলোমেলো।

দোতলার এক কোণায় ছোট্ট একটা ক্যাফে। সেখানেই বসে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। ওয়েটারকে ঘটনা খুলে বলাতে ওদের এক পাশে দু'টো টেবিল জড়ো করে বসার ব্যবস্থা করে দিলো সে। অভ্যাসবশত অ্যাশট্রে খুঁজতে শুরু করল সাকাগামি, ধূমপান যে নিষিদ্ধ সেই ব্যাপারে অবগত নয় সে।

"কেমন আছেন আপনি?" কাওর নাকাহারার কাছে জানতে চাইল মাতসুমিয়া। "এখন কি একটু ভালো বোধ করছেন?"

"কিছুটা," মুখ না তুলেই জবাব দিলো সে।

"কী ঘটেছে, সেই সম্বন্ধে কেউ আপনাকে কিছু বলেছে?"

জবাব নেই। জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট ভেজাল মাতসুমিয়া।

"গত রাতে চুয়ো ওয়ার্ডের নিহনবাশি ব্রিজের ওখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। ছুরিকাঘাত করা হয়েছে এক ভদ্রলোককে। চারপাশে তল্লাশি চালানোর সময় সন্দেহভাজন একজনের সন্ধান মেলে। কিন্তু একজন অফিসার তার দিকে এগোনো মাত্র উলটোদিকে দৌড় দেয় সে। ট্রাকের সাথে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে যায় রাস্তায়। সেই সন্দেহভাজন হচ্ছে ফুযুকি ইয়াশিমা।"

এবারে মুখ তুলে ডিটেকটিভদের সবার দিকে একবার তাকাল কাওরি নাকাহারা। কিছুক্ষণ পর মাতসুমিয়ার ওপরে এসে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো তার।

"কিছুক্ষণ আগেই টিভির সংবাদে এই বিষয়ে একটা রিপোর্ট দেখলাম। আমার বয়ফ্রেন্ডের পক্ষে কখনোই ওরকম কিছু করা সম্ভব না। কাউকে ছুরিকাঘাত করার মতন মানুষ নয় ও।"

"ভিক্টিমের ওয়ালেট পাওয়া গিয়েছে তার কাছে।"

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল কাওরির। "নিশ্চয়ই কোনো ভুল হচ্ছে," ক্ষীণ স্বরে বলে সে। চোখ আবারো নিচে নামিয়ে নিয়েছে।

"আমরা জানি যে ইয়াশিমা এগারোটার দিকে একবার ফোন করেছিল আপনাকে। তখন কী বলেছিল সে?"

"ওরকম জরুরি কিছু না।"

"সেটা যা-ই হোক না কেন, আমাদের বলতে পারবেন দয়া করে?"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব আমি—" বলতে গিয়ে কেশে উঠল কাওরি। খুব সম্ভবত গলা শুকিয়ে গিয়েছে তার। "কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব আমি। সরি, দেরি হয়ে গেল...এটুকুই বলেছিল।"

"কোথায় আছে বা কী করেছে সেই বিষয়ে কিছু বলেননি?"

"না, বলেনি।"

"গতকাল কখন বাসা থেকে বের হন ইয়াশিমা?"

"তা বলতে পারব না। আটটা পর্যন্ত ডিউটি ছিল আমার। পাঁচটার দিকে ফোনে মেসেজ পাঠিয়ে জানায় একটা ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে।"

"ইন্টারভিউ?"

"চাকরির ইন্টারভিউ। খুব সম্ভবত কোথাও চাকরির নোটিশ দেখেছিল, ওখানেই কারো সাথে দেখা করার কথা ছিল।"

সোজা হয়ে বসল মাতসুমিয়া। "মি. ইয়াশিমা বেকার ছিলেন তাহলে?"

"ইয়ে মানে...হ্যাঁ," ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় কাওরি। "কিন্তু তার মানে এই না যে কারো কাছ থেকে জোর করে ওয়ালেট ছিনিয়ে নিবে। ওর পক্ষে এরকম কিছু করা সম্ভব না। পুরো বিষয়টাই একটা ভুল বোঝাবুঝি। ভুল হচ্ছে কোথাও," ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে উঠছে কাওরির চেহারা।

"আচ্ছা, আচ্ছা," শান্ত স্বরে বলল মাতসুমিয়া। "ফুয়ুকি ইয়াশিমার ব্যাপারে আমাদের একটু খুলে বলুন। যা আপনার মাথায় আসবে এই মুহূর্তে। আপনাদের পরিচয় কীভাবে হলো, সেটা দিয়ে শুরু করা যাক নাহয়?"

"তদন্তের সাথে সেটার কি সম্পর্ক?"

"ভাববেন না, পুরো বিষয়টা একটা ভুল বোঝাবুঝি হলেও আমাদের সবকিছু জানতে হবে তদন্তের জ্ঞাতার্থে। আমি জানি আপনি এই মুহূর্তে ভীষণ ক্লান্ত, কিন্তু আশা করি আমাদের সাহায্য করবেন।" একবার বাউ করল মাতসুমিয়া।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোমড়া মুখে নিজেদের অতীত সম্পর্কে জানাতে শুরু করল কাওরি নাকাহারা। মাতসুমিয়া এটা শুনে অবাক হলো যে তারা দু'জনই অনাথাশ্রমে বড় হয়েছে।

"আমাদের হাতে কখনোই খুব বেশি টাকা-পয়সা থাকত না, তবে সুখেই ছিলাম আমরা। অন্তত ছ'মাস আগে ফুয়ুকির চাকরিটা চলে যাওয়ার আগ অবধি। কেন যে ওর চাকরি চলে গেল, সেই বিষয়ে আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। পরে কারণ হিসেবে যা বলা হয়েছে, সেটাও অর্থহীন।"

"কোথায় চাকরি করতেন উনি?" মাতসুমিয়া জিজ্ঞেস করল।

"সেটা ঠিক জানি না আমি। অফিস বিল্ডিং ওরকম জায়গাগুলোর জন্যে নির্মান সামগ্রী সরবরাহ করে, এমন একটা ফার্মে খুব সম্ভবত।"

"নির্মান সামগ্রী?" একটা বাল্ব যেন জ্বলে উঠল মাতসুমিয়ার মাথার ভেতরে। "কোম্পানিটার নাম কী?"

ভ্রু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল কাওরি। "কানেদা...কানা...কানামোতো বোধহয়..."

"কানেসাকি?"

"হ্যাঁ, এটাই।"

সহকর্মীদের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি হলো একবার। ফিসফিস করে তরু ডিটেকটিভের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলল সাকাগামি। উঠে চলে গেল সে।

"ফার্মটার ব্যাপারে আপনাকে আর কী বলেছিলেন ইয়াশিমা। কোন নাম উল্লেখ করেছিলেন কখনো?" মাতসুমিয়া জিজ্ঞেস করে।

মনে করার অনেকক্ষণ চেষ্টা করল কাওরি নাকাহারা। শেষমেষ মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করিয়ে দিলো কেবল।

"আমার আসলে মনে পড়ছে না। শুধু এটুকুই বলেছিল যে হুট করে চাকরি থেকে বের করে দিয়েছে। আসলে কোনো কিছু খুলে বলার ব্যাপারে কখনোই খুব একটা ভালো ছিল না ও। যাইহোক, একথা জানতে চাইছেন কেন? যা ঘটেছে, তার সাথে কি ফার্মের কোন সম্পর্ক আছে?"

"না, ওরকম কিছু না।"

মাতসুমিয়া চাইছে এই ব্যাপারে যথাসম্ভব কম কথা বলতে। কিন্তু কাওরির চেহারায় অসন্তুষ্টি ভর করল। এরকম জবাবে স্বাভাবিকভাবেই খুশি হতে পারেনি সে।

"বলুন না। অনেক প্রশ্ন তো করলেন, এবারে কিছু জবাব দিন নাহয়।"

মাতসুমিয়াকে অস্বস্তিতে ভুগতে দেখে কাগা মুখ খুলল এবারে। "বলেই দাও তুমি। উনি জানতেই পারবেন এক না এক সময়।"

ভুল বলেনি কাগা। কাওরি নাকাহারার চোখে চোখ রাখল মাতসুমিয়া।

"নিহনবাশি ব্রিজের ওখানে যাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে, তিনি কানেসাকি মেটালসের একজন কর্মকর্তা।"

কাওরিকে দেখে প্রথমে মনে হলো না কথাটার গুরুত্ব ধরতে পেরেছে সে। কিছুক্ষণ পর যখন বুঝলো লম্বা শ্বাস টেনে চোখ পিটপিট করল কয়েকবার।

"মানে, আপনি বোঝাতে চাইছেন ফুয়ুকি এজন্যেই তাকে ছুরিকাঘাত করেছে? দু'টো ঘটনার তো কোন সম্পর্কই নেই। ফুয়ুকি কখনো কারো সাথে এরকম কিছু করবে না," লাল দুই চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে কাওরির। ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করে চোখ মুছল সে।

"ইয়াশিমার আচরণ কেমন ছিল গত কয়েকদিনে? কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন?"

"নাহ, ওরকম কিছু খেয়াল করিনি," রুমালটা এখনো চোখে চেপে ধরে আছে তরুণী।

"আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোন পরিবর্তন এসেছে কি? ভালো বা খারাপ, যেকোন ধরণের?"

"না, কিছুই তো বদলায়নি। আমাদের জীবন একদম স্বাভাবিক। সবকিছু স্বাভাবিক।"

এখন আর সে ঠিকঠাক চিন্তা করতে পারছে বলে মনে হয় না। মানসিক চাপের কারণে আউলে যাচ্ছে সবকিছু।

"আমি কিছু প্রশ্ন করি এবারে?" বলে সামনে ঝুঁকে টেবিলের উপরে একটা পোলারয়েড ছবি রাখল সাকাগামি। ছুরিটা দেখা যাচ্ছে ওখানে। "এটা কি আগে কখনো দেখেছেন?"

গালে রুমালটা চেপে ধরে ছবিটার দিকে তাকাল কাওরি। ছুরির ফলায় রক্ত দেখে যে ভয় পেয়ে গিয়েছে সে, তা বুঝতে পারল মাতসুমিয়া।

"আপনার বয়ফ্রেন্ডের কাছে কখনো এরকম কিছু দেখেছেন আগে?" দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল সাকাগামি।

মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিলো কাওরি। "না, এরকম কিছু আগে দেখিনি।"

"আপনি নিশ্চিত? আরেকবার ভালো করে দেখুন। আত্মরক্ষার জন্যে এরকম কিছু সাথে রাখতেন না তিনি?"

"না, রাখত না। ও ওরকম মানুষই না," ছবিটা সামনে থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল কাওরি, কিন্তু টেবিলে বাড়ি খেল তার হাত। গুঙিয়ে উঠে আবারো কান্নায় ফেটে পড়ল সে।

অধ্যায় ৭

আলোরোধক পর্দাগুলোর ফাঁক গলে ভেতরে আসছে শেষ শরতের রোদ। *এত রোদ কেন বাইরে?* ফোনে কথা বলতে বলতে ভাবে ইউতো।

"তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি আমি। এদিকে যা কাগজপত্রের কাজ আছে, সব সামলে নেব আমি। তুমি চিন্তা কোরো না," ইউতোর ক্লাস টিচার বলল গম্ভীর কণ্ঠে। "নিজের খেয়াল রেখো কিন্তু। জানি, খাওয়ার রুচি হয়তো নেই তোমার, কিন্তু না খেয়ে থাকলে চলবে না। যদি কোন সমস্যা হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় আমাকে জানাবে। যতটুকু সম্ভব হয়, করব। জানি খুব কঠিন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ, কিন্তু মায়ের জন্যে হলেও শক্ত হতে হবে তোমাকে। তুমিই এখন তার অবলম্বন।"

"জি, স্যার।"

"ঠিক আছে। রাখছি এখন।"

"ফোন দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ," বলে কল কেটে দিলো ইউতো। ওদের ক্লাস টিচারকে সবসময়ই হালকা মেজাজের এবং আমোদ প্রিয় বলে মনে হয়েছে ওর। কিন্তু আজকে ফোনে বেশ গম্ভীর এবং আন্তরিক শোনাচ্ছিল তার গলা।

ওর বন্ধু, তাতসুয়া সুগিনোকে একটা ইমেইল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ও। ওরা যে শুধু জুনিয়র হাইস্কুলে একসাথে পড়ত, তা নয়। স্কুলের সাঁতার দলেও একসাথে ছিল। এখন হাইস্কুলে ওঠার পর অবশ্য কেউই কোন খেলার দলের সাথে যুক্ত হয়নি।

কিছুক্ষণ ভাবার পর ইমেইলের সাবজেক্টের জায়গায় লিখল, "আমার বাবা মারা গিয়েছে।"

"ইমেইলের টাইটেল দেখে তুই বোধহয় অবাক হয়েছিস, কিন্তু এটাই সত্যি। অবশ্য এতক্ষণে টিভিতেও দেখে ফেলার কথা। ছুরিবিদ্ধ করে মারা হয়েছে বাবাকে। স্কুলে কবে যাবো জানি না। কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারব কি না সেটাও জানি না। সবাইকে একটু বলে দে দরদ দেখানোর মেসেজের কোন দরকার নেই আমার। মেজাজ আরো খারাপ হবে সেটায়। যোগাযোগ করিস।"

সেন্ড বাটনে চাপ দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল ইউতো। কোন শক্তি নেই শরীরে। মাথাটা ভারি ভারি লাগছে।

গতরাতে ঘুমে এসেছিল ওর? নিশ্চিত বলতে পারবে না। মাঝে চোখ লেগে এসেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি খুব একটা। কিছুই ভালো লাগছে না।

কিছুক্ষণ পর ওর পাঠানো ইমেইলের জবাব এলো।

"বুঝতে পারছি না কী বলব, আও। অনলাইনে খবরটা পড়লাম। জঘন্য ব্যাপার! যাই হোক, তোর এখন কিছু ভালো লাগবে না এটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি আমাকে তোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তুই যা বলতে বলেছিল, বলব।"

ইউতো অবাক হয়ে খেয়াল করল বন্ধুকে ইমেইলটা পাঠানোয় বাবার মৃত্যুর বাস্তবতাটুকু আবারো চেপে বসল ওর মনে। *যার রোজগারে চলত পুরো পরিবার, তাকে হারিয়েছি আমরা। যা কিছু আগে না চাইতেই পেতাম, এখন সেসবের কী হবে জানি না।* দুশ্চিন্তা প্রগাঢ় হচ্ছে ক্রমশ।

মাথায় একটু ভারি ভারি লাগলেও একপ্রকার জোর করেই উঠে দাঁড়াল ইউতো। কাপড় বদলে বেরিয়ে এলো রুম ছেড়ে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসার সময় মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল লিভিং রুম থেকে।

"আরো অনেকেই আমাকে করেছে প্রশ্নটা, কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। না, এখনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে কিছু ভাবিনি। যেমনটা আগে বললাম, আমার কোন ধারণাই নেই...না, এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না।"

দরজা খুলল ইউতো। ফুমিকোর হাতে ল্যান্ডলাইনের রিসিভার। তার কথা বার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোন আত্মীয়ের সাথে কথা বলছে।

"আচ্ছা, আমি রাখছি এখন। কিছু জানলে তোমাদেরও জানাব...আচ্ছা...হ্যাঁ, বাই," দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ফুমিকো।

"কে ফোন করেছিল?" ইউতো জিজ্ঞেস করে।

"তোমার নানু। সেন্দাই থেকে," মুখ ভার করে বলে ফুমিকো।

"ওহ," ইউতো বলে। ওর নানাবাড়ি সেন্দাই। ফুমিকোর এক ভাই এবং মা এখনও থাকে সেখানে।

"ভেবেছিলাম আমি নিজেই ফোন করে জানাব, কিন্তু তোমার মামা তার আগেই টিভিতে খবরটা দেখে ফোন দেয়। নানুও পাশে ছিল। প্রশ্নের শেষ নেই তার। আমি কয়েকবার বললাম যে কিছু জানি না—" ফুমিকো কথা শেষ করার আগেই আবারো বেজে উঠল ফোনটা। বিরক্ত ভঙ্গিতে রিসিভার তুললেও কলার আইডি দেখে চেহারা কিছুটা নরম হলো তার। "হ্যাঁ, ফুমিকো বলছি। আচ্ছা...আপনার সুবিধামতন সময়ে

আসতে পারেন...ধন্যবাদ...আচ্ছা, দেখা হবে," ফোন রেখে দিলো ইউতোর মা। "মি. কোটাকে ফোন দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল বাসায় আসতে পারবে কি না। তোমার বাবার কোম্পানির পক্ষ থেকে সে-ই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে।"

কোটাকে সরাসরি তাকেয়াকির অধীনে চাকরি করত। ছোটবেলা থেকেই তাকে চেনে ও।

"মাতসুমোতোতে ফোন দিয়েছ? তাকেয়াকির জন্ম মাতসুমোতোতে, নাগানো প্রিফেকচারে। সে যে বাড়িতে বড় হয়েছে, সেটা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ইউতোর দাদা-দাদী, দু'জনই মারা গিয়েছেন। তবে এখনো ওদের কিছু আত্মীয়-স্বজন থাকে সেখানে।

"হ্যাঁ...কিয়োকোকে ফোন দিয়েছিলাম। টিভিতে খবর দেখেনি ও। তাই খুলে বললাম কী হয়েছে। খুব খারাপ লাগছিল বলতে। অনেক কাঁদল।"

কিয়োকো হচ্ছে তাকেয়াকির ছোট বোন। তার সাথে ইউতোর দেখা হয় না প্রায় বছর তিনেক, কিন্তু সদা হাস্যোজ্জ্বল ছোট ফুপুকে পছন্দ করে ও। তার চেহারায় কান্না মানায় না একদমই।

এসময় নীরবে ঘরে ঢুকল হারুকা। চোখের ফোলা ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে এতক্ষণ কাঁদছিল।

"তোমরা কি স্কুলে ফোন করে জানিয়েছ?" ফুমিকো জিজ্ঞেস করে।

"আমি দিয়েছি," ইউতো বলল।

হারুকাও মাথা নাড়ল। "আমার টিচার আগেই শুনেছে ঘটনাটার ব্যাপারে," বলে সে। "কিন্তু সেটা যে আমার বাবা, তা ভাবতেও পারেনি।"

হাত বাড়িয়ে রিমোট তুলে নিয়ে টিভি ছাড়ল ইউতো। একটার পর একটা চ্যানেল বদলাচ্ছে। বেশ কয়েকটা খবরের চ্যানেল আছে ওদের। তবে এই মুহূর্তে কোনটাই গত রাতের ঘটনাটার ব্যাপারে কিছু দেখাচ্ছে না।"

"টিভিটা ছেড়ে রাখ। একটা না একটা চ্যানেলে দেখাবে নিশ্চয়ই," হারুকা বলে।

ইউতোর কেমন যেন মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। নিজের বাবার খুন নিয়ে কোন প্রতিবেদন দেখতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু সেই সাথে কৌতূহল হচ্ছে রিপোর্টে কীভাবে সবকিছু বর্ণনা করা হবে, সেটা নিয়ে। দাঁত পড়ে যাওয়ার আগে যেমন ব্যথা করবে জেনেও অনেকে গুঁতাগুঁতি করে, বিষয়টা সেরকম।

সামনের দরজার কলিংবেল বেজে উঠল এসময়। হেঁটে ইন্টারকমের কাছে গেল ফুমিকো।

"হ্যালো?...কী?...কোন মতামত নেই এই ব্যাপারে। সরি...এখন সেটা সম্ভব হবে না। বাই," রিসিভার নামিয়ে রাখল ফুমিকো।

"কে?" জানতে চাইল ইউতো।

"কোনো একটা টিভি থেকে ফোন দিয়েছিল। আমি কেমন বোধ করছি এখন, সেটা জানতে চাইছে।"

"এরা পারেও! নিশ্চয়ই ওই ট্যাবলয়েড শো'গুলোর একটা।"

"সেটাই মনে হলো।"

ঘুরে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হারুকা। সিঁড়ি বেয়ে তার উঠে যাওয়ার শব্দ শুনল ওরা।

"আসলেই?" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ইউতো।

"এদের মাথায় কি ঘিলু বলতে কিছু নেই? বলে দিয়েছি কথা বলা সম্ভব না এখন।"

আবারো ঘরে ফিরে এলো হারুকা।

"বাইরে একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। টিভি চ্যানেলগুলো থেকেও অনেকে ঘোরাঘুরি করছে বলে মনে হলো।"

কাঁচের দরজাটার সামনে গিয়ে বাইরে উঁকি দিলো ইউতো। সামনেই বাগান। বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখা যায় না। তবু পর্দা টেনে দিলো পুরোপুরি। প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছে রিপোর্টারদের এহেন আচরণে।

"হচ্ছে কী এসব? এরা এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা বের হবো কী করে?" কাতর কণ্ঠে বলল ফুমিকো।

ঠিক তখনই ঘটল ব্যাপারটা। একটা শোকাবহ মিউজিক শোনা গেল টিভির স্পিকারে। নিহনবাশি ব্রিজটা দেখাচ্ছে স্ক্রিনে। কিছুক্ষণ পরেই নিচে ক্যাপশন উঠল— "টোকিওর প্রাণকেন্দ্রে খুন!"

***

বেলা এগারোটার কিছুক্ষণ পর কোটাকে এলো ওদের বাড়িতে। সাথে তার দু'জন অধস্তন সহকর্মীও আছে। শোকবার্তা বিনিময়ের পর ফুমিকোর সাথে আগামী দিনগুলোর ব্যাপারে আলাপ শুরু করল তারা। আসলে কোটাকেরা কথা বলছে, ফুমিকো শুনছে। মা'র অনুরোধে ইউতোও যোগ দিয়েছে তাদের সাথে, কিন্তু বাবার পেশাগত জীবন ওর কাছে সম্পূর্ন অচেনা একটা অধ্যায়।

এসময় একজন শেষকৃত্যের কথা তুলল। পুলিশ যেহেতু এখনও মৃতদেহ

ফেরত দেয়নি, তাই সেই বিষয়ে কথা বলার মতো খুব বেশি কিছু নেই। প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করে রাখার সিদ্ধান্ত নিল ওরা, কিন্তু সেই জন্যেও পুলিশের সাথে কথা বলতে হবে।

কী ঘটেছে, সেই ব্যাপারে কোটাকে এবং তার সহকর্মীরা প্রায় কিছুই জানে না। তাকেয়াকি নিহনবাশি কেন গিয়েছিল তা-ও জানা নেই তাদের।

"নিহনবাশি থানা থেকে একজন আজকে আমাদের অফিসে ফোন দিয়ে বলল দুপুর নাগাদ দু'জন ডিটেকটিভ পাঠাবে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যে। তখন হয়তো বিস্তারিত জানতে পারব," বিমর্ষ চিত্তে বলল কোটাকে।

ওর বাবার তিন সহকর্মী বাসায় থাকা অবস্থাতেই অনেকগুলো ফোন এলো আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিতদের কাছ থেকে। ফুমিকোর নির্দেশে ইউতো ধরল ফোনগুলো। ও জানে তারা আসলে মন থেকেই ফোন দিয়েছে, কিন্তু তাদের ভাবা উচিত ছিল এরকম একটা সময়ে ফোন দেওয়া উচিত হবে কি না। "না, আমরা আসলে জানি না কী ঘটেছিল।" একই কথা বারবার বলতে বলতে হাপিয়ে উঠল ইউতো। উপরন্তু, কথা শেষে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে আলাদা করে।

সেই সাথে কিছুক্ষণ পরপর কলিংবেল বাজছে তো বাজছেই। বেশিরভাগই টিভি রিপোর্টার। ওদের বলার মতো কিছু নেই, এই কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া সত্ত্বেও এক রিপোর্টার জিজ্ঞেস করে বসল খুনির উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চায় কি না ওরা। কিছু না বলেই ইন্টারকমের সুইচ বন্ধ করে দিলো ইউতো।

"টোকিওর একদম প্রাণকেন্দ্রে ঘটনাটা ঘটায় ওরা চাইছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রিপোর্ট করতে। আমরা দেখি কিছু বলে সরানো যায় কি না," বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল কোটাকে।

তার কথায় নিশ্চয়ই কাজ হয়েছে, কারণ রিপোর্টারদের জ্বালাতন কমে এলো এরপর।

বারোটার কিছুক্ষণ আগে অবশেষে খাওয়ার সুযোগ মিলল ওদের। খুবই সাধারণ খাবার— সালাদ, বেকন, ডিম আর ক্যানের টমেটো স্যুপ। ওদের কারোরই ক্ষুধা পায়নি খুব বেশি। কোনো কথা না বলে যন্ত্রের মতন গিলে চলল কেবল।

লাঞ্চের পর অনেকগুলো ইমেইল এলো ইউতোর নম্বরে। ওর পুরনো স্কুলের সহপাঠী এবং বন্ধুরা দুঃখপ্রকাশ করে বার্তা পাঠিয়েছি। তাতসুয়াকে বলেও খুব একটা লাভ হয়নি। তবে স্বস্তির বিষয়, ইমেইলের ক্ষেত্রে অন্তত সাথে সাথে জবাব দিতে হয় না।

"ইউতো!" কেউ নাম ধরে ডাকায় কল্পনার জগত থেকে ফিরে এলো ও।

টিভির দিকে ইশারা করল হারুকা। একটা ম্যাপ দেখাচ্ছে ওখানে। কিছুক্ষণ পর ভুল ভাঙল ওর। আসলে ম্যাপ, নিহনবাশি ব্রিজের গাঠনিক নকশা দেখানো হচ্ছে টিভিতে

ছবিটার ওপরে পয়েন্টার ঘোরাতে ঘোরাতে সংবাদপাঠক বলল, "এদোবাশি ব্রিজের দক্ষিণে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ আছে। প্রায় দশ মিটার লম্বা। রক্তের ছাপের সন্ধান মিলেছে সেখানে। ধারণা করা হচ্ছে আওইয়াগির রক্ত সেটা। এর অর্থ কী? গোপন সূত্রে আমরা জেনেছি, আওইয়াগিকে সম্ভবত ওখানেই ছুরিকাঘাত করা হয়। মূল সন্দেহভাজন বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি। কোমায় আছে সে। আওইয়াগির ওয়ালেট এবং ব্রিফকেস ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় সে। এদোবাশি ব্রিজ পার হওয়ার পর পূর্ব দিকে এগোয় এরপর। গুরুতর আহত অবস্থাতে, প্যাসেজ থেকে বের হয়ে নিহনবাশি ব্রিজের দিকে এগোয় আওইয়াগি। এর পেছনে দু'টো কারণ থাকতে পারে। এক, সে পালানোর চেষ্টা করছিল। দুই, সাহায্যের আশায় সেদিকে গিয়েছিল।"

সংবাদ পাঠকের কথা মাথায় গেঁথে গেল ইউতোর। গতকাল রাতে ডিটেকটিভ লোকটার বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল আবারো। ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিহনবাশি ব্রিজ অবধি গিয়েছে সে।

ছুরিবিদ্ধ কেউ কি আসলেও কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে নিহনবাশি ব্রিজ পর্যন্ত যেতে পারবে?

সংবাদপাঠকের পরবর্তী মন্তব্যটা শুনে মনে হলো তার মনেও ইউতোর মতন একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

"গতকাল রাত ন'টার সময় নিহনবাশি ব্রিজের আশপাশে ছিল, এরকম কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি আমরা। তাদের ভাষ্যমতে, সেই সময়ে লোকসংখ্যা আসলেও কম ছিল ওখানটায়। অর্থাৎ, এমনটা আসলেও সম্ভব যে কারো মনোযোগ আকর্ষণ না করেই আওইয়াগি নিহনবাশি ব্রিজ অবধি গিয়েছিল।"

মনে মনে দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করল ইউতো। বুকে একটা ছুরি আমূল বিঁধে আছে, এমন অবস্থায় হেঁটে যেতে নিশ্চয়ই ভীষণ কষ্ট হয়েছে ওর বাবার। প্রচণ্ড যন্ত্রনা হবার কথা। হ্যাঁ, ওর বাবা একজন জেদী, একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ। সহজে নিজের অস্বস্তি বা যন্ত্রণার কথা কাউকে বলত না, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ব্যাপার। চেতন এবং অচেতনের মাঝে পেন্ডুলামের মতন দোদুল্যমান অবস্থায় কী ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মনে? কেন ওরকম ভীষণ কষ্ট সহ্য করে অতগুলো পথ গেল?

কী আছে নিহনবাশিতে?

তাকেয়াকি ওই এলাকায় করছিল-ই বা কী? কোটাকে বা তার সহকর্মীরা এই বিষয়ে কিছু বলতে পারেনি, অর্থাৎ তাদের সাথে আলাপ হয়নি বাবার।

এসময় ইউতো খেয়াল করল ফুমিকো ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের তোয়ালেটা শক্ত করে চেপে ধরে তাকিয়ে আছে টিভির দিকে। হারুকা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে আবার।

কিছু 'বিশেষজ্ঞ' অতিথিদের নিয়ে আসা হয়েছে মতামতের জন্যে। একজন লেখক এবং উঠতি কিছু সেলেব্রিটি। যে যার মত মন্তব্য করছে। *রসাতলে যাচ্ছে সমাজ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অপরাধ বৃদ্ধির জন্যে দায়ী দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা।*

রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে চ্যানেল বদলে দিলো ইউতো। এক মাঝবয়সী মহিলাকে এখন দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে। তার চেহারাটা কেমন যেন পরিচিত ঠেকছে ওর কাছে। কোথায় দেখেছে সেটা মনে করার চেষ্টা করছে এমন সময় নিচু স্বরে উঠল ফুমিকো, "আরে, এটা দেখি মিসেস ইয়ামামোতো। আমাদের তিনটা বাড়ি পরেই থাকে।"

"হু," ইউতোর মনে পড়ল এবারে। বেশ কয়েকবার ভদ্রমহিলার সাথে দেখা হয়েছে ওর।

"ওহ, হ্যাঁ, খুব ভালো একজন লোক ছিলেন। পরিবারের দেখাশোনায় কোন গাফিলতি করতে দেখিনি কখনো। চমৎকার একজন বাবা। রসবোধও ছিল দারুণ। খুবই খারাপ একটা ব্যাপার ঘটে গেল," এক রিপোর্টার মাইক্রোফোন ধরে রেখেছে তার মুখের সামনে।

টিভি বন্ধ করে রিমোটটা মেঝের ওপর আছাড় মারল ইউতো। ওদের প্রতিবেশির কথাগুলো বলার পেছনে খারাপ কোন উদ্দেশ্য নেই, জানে ও। তবুও নিজের পরিবার সম্পর্কে টেলিভিশনে এভাবে কাউকে কথা বলতে দেখাটা সুখকর কিছু নয়।

শব্দ করে নাক ঝারল হারুকা। পুরোটা সময়ই কাঁদছিল সে।

"অ্যাই, এখন কিন্তু বিরক্ত লাগছে। থামবি তুই?" ইউতো সামলাতে পারল না নিজেকে।

চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকাল হারুকা। "আমি তো তোর মতন না। আমার আসলেও খুব কষ্ট হচ্ছে।"

"ফালতু কথা। *তোর মতন না* মানে কি? তুই মেয়ে এজন্যে বেশি কাঁদবি?"

"তোর মতো গর্দভ তো এটাই বলবে। বলেছি, বাবাকে আসলেও ভালোবাসতাম

আর শ্রদ্ধা করতাম আমি। তোর মধ্যে যেটার ছিটেফোঁটাও ছিল না। তার মেয়ে হিসেবে আমি কাঁদব না তো কে কাঁদবে?"

"হয়েছে, কত ভালোবাসতি তা ভালো করেই জানা আছে আমার। পিঠ পিছে সারাক্ষণ তো দুর্নাম করতি।"

"মোটেও সারাক্ষণ দুর্নাম করতাম না। বাবা যখন আমার পিছে লাগতে আসত, তখন শুধু। কিন্তু তুই তো একদম শেষ দিন অবধি বাবাকে ঘৃণা করেছিস। বাবার সাথে যেন না দেখা হয়, সেজন্যে আগেভাগে বেরিয়ে যেতি বাসা থেকে। কালকেও তো সেটাই করেছিলি, তাই না?"

"কে বলেছে বাবাকে সম্মান করতাম না। মিথ্যে কথা এটা," ইউতোর কণ্ঠের আগ্রাসী ভাবটা কমে এসেছে।

"কিন্তু সম্মান আর ভালোবাসা তো এক জিনিস নয়, তাই না? তোর খালি চিন্তা বাবা না থাকলে তোর পড়াশোনার খরচ কে দেবে।"

"তোর মাথায় মনে হয় সেই চিন্তা নেই?"

"সেজন্যেই তো বললাম, আমি তোর মতন না। বাবাকে আসলেও ভালোবাসতাম," সামনে এসে পড়া চুল হাত দিয়ে পেছনে সরিয়ে বলে হারুকা। "সেজন্যেই কাঁদছি।"

"তাহলে তুই সবসময় স্বার্থপরের মতন কথা বলতি কেন?"

"স্বার্থপর না আমি।"

"তোর মতন স্বার্থপর মানুষ খুব কমই দেখেছি আমি।"

"উফ, থামো তো দু'জন। অনেক হয়েছে," আর্তনাদের স্বরে ফুমিকো বলল এসময়। দুই হাতে কপাল চেপে ধরে রেখেছে। "সারাক্ষণ ঝগড়া। দুই ভাইবোন কি একটু মিলেমিশে থাকা যায় না?"

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো গোটা ঘরে। ফোন বের করে উঠে দাঁড়াল ইউতো। "আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।"

"যাবে কোথায়?" ফুমিকো জানতে চায়।

"জানি না। এখানে দমবন্ধ লাগছে একদম।"

"পাগলামো কোরো না। তুমি এভাবে হাঁটতে বের হলে প্রতিবেশীরা কী বলবে?"

"বাইরে গেলে ট্যাবলয়েড অনুষ্ঠানগুলোর ওই সাংবাদিকেরা ছেঁকে ধরবে তোকে," হারুকা মুখ তুলে বলল। "টিভিতে মুখ দেখানোর খুব শখ?"

একটা কুশন তুলে নিয়ে সর্বশক্তিতে সোফার দিকে ছুড়ে মারল ইউতো। ঠিক তখনই বেজে উঠল ফোনটা।

"এখন আবার কে ফোন দিলো?" রিসিভার তুলতে তুলতে বলল ফুমিকো। "জি, আমি ফুমিকো আওইয়াগি বলছি। ওহ, আচ্ছা, ঠিক আছে। বেশ...আধা ঘণ্টার মধ্যে? দেখা হচ্ছে তাহলে।" কিছুটা বিস্মিত দৃষ্টিতে ছেলেমেয়ের দিকে তাকাল সে। "পুলিশের একজন ফোন করেছিল। আমাদের সাথে কথা বলতে চায়।"

***

থানা থেকে দু'জন এলো ওদের সাথে দেখা করতে। টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশের হোমিসাইড ডিভিশনের তরুণ ডিটেকটিভ মাতসুমিয়া এবং নিহনবাশি থানার ডিটেকটিভ কাগা। দু'জনের মধ্যে কাগাকে দেখে তুলনামূলক বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে। গত রাতে নিহনবাশি থানার সভাকক্ষে কাগার সাথে দেখা হয়েছিল ওদের।

"কেমন আছেন আপনারা?" মাতসুমিয়া জানতে চাইল।

দুই ডিটেকটিভের জন্যে গ্রিন টি বানিয়ে এনেছে ফুমিকো। কাপ দু'টো নিচে নামিয়ে একপাশে কাত করল সে।

"সত্যি বলতে, আমার এখনো বিশ্বাসই হচ্ছে না কোন কিছু। টিভিতে প্রতিবেদনগুলো দেখলে মনে হয় অন্য কারো জীবনে এসব ঘটছে বুঝি। যখন আমাদের আত্মীয়দের কেউ ফোন দেয়, তখন কেবল মনে হয়— জঘন্য ঘটনাটা আমাদের জীবনেই ঘটেছে।"

সহমর্মিতার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মাতসুমিয়া। "বুঝতে পারছি আমি, এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এরকম দুঃসময়ে বিরক্ত করতে আসার জন্যে আমরা দুঃখিত।"

"ওই লোকটা," ইউতো মুখ খুলল এবারে। "বাবাকে ছুরি মেরেছিল যে, তার কী খবর? টিভিতে তো বলছে এখনো কোমাতেই আছে।"

ইউতোর চোখে চোখ রাখল কাগা। "আমরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নই যে সে-ই ছুরি চালিয়েছে আপনার বাবার বুকে।"

"তবুও..."

"তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি কোন," মাতসুমিয়া বলে। "এখনো কোমাতেই আছে।"

"আমরা এসেছি আপনাদের একটা জিনিস দেখাতে," বলে কোটের পকেট থেকে একটা ছবি বের করল মাতসুমিয়া। এক তরুণকে দেখা যাচ্ছে সেখানে। খুব সম্ভবত ড্রাইভিং লাইসেন্স বা কোন পরিচয় পত্র থেকে কালার ফটোকপি করে

নেওয়া হয়েছে ছবিটা। "যার ছবি দেখছেন, সে-ই হাসপাতালে কোমায় আছে এই মুহূর্তে। তার নাম ফুয়ুকি ইয়াশিমা। এভাবে লেখা হয় নামটা," ছবিটা উল্টে একবার অক্ষরগুলো দেখাল মাতসুমিয়া। "উনাকে আগে কখনো দেখেছেন বা নাম শুনেছেন?"

মাতসুমিয়ার হাত থেকে ছবিটা নিল ফুমিকো। ইউতো আর হারুকা উঁকি দিলো দু'পাশ থেকে। ছবির লোকটা সোজাসুজি তাকিয়ে আছে ক্যামেরার লেন্সের দিকে। চুলগুলো বাদামী রঙ করা। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ছবিটা দেখে বক্সারের কথা মনে পড়ে গেল ইউতোর, যে কারো সাথে লড়তে রাজি।

"চেনেন তাকে? আপনাদের বাড়িতে কখনো এসেছে? এরকম চেহারার কাউকে এলাকায় কখনো দেখেছেন?" আবারো জিজ্ঞেস করল মাতসুমিয়া।

প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে ইউতো আর হারুকার দিকে তাকাল ফুমিকো। মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিলো দু'জনেই।

"এই লোকটাকে আগে কখনো দেখিনি আমরা," বলে ছবিটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ফুমিকো।

সামনে ঝুঁকে ওটা উলটে দিয়ে পেছনের লেখাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল মাতসুমিয়া।

"এই নামটা? ফুয়ুকি বা ইয়াশিমা? কোন চিঠি বা ওরকম কিছুতে লেখা দেখেছিলেন? কিংবা ফোন করে এই নাম বলেছিল কেউ কখনো? মি. আওইয়াগির মুখে শুনেছেন? হয়তো ইয়াশিমা না, ইয়াজিমা বলেছিলেন তিনি?"

নামটার দিকে তাকিয়ে নিজের স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করল ইউতো। কিন্তু কিছু মনে পড়ছে না।

"পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। পরে ভুলও প্রমাণিত হলেও সমস্যা হবে না কোনো। ফুয়ুকি ইয়াশিমা। ছাব্বিশ বছর বয়স। জন্ম ফুকুশিমা প্রিফেকচারে। বর্তমান ঠিকানা— আদাচি ওয়ার্ডের উমেদা। ছয় মাস আগ অবধি কানেসাকি মেটালসের কর্মী ছিল সে। কিছু কি মনে পড়ছে?"

"কানেসাকি মেটালস? আপনারা নিশ্চিত?" ফুমিকো জিজ্ঞেস করে।

"একদম। হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ করে সত্যতা যাচাই করেছি আমরা। ফুলটাইম কর্মী ছিল না সে, তবে রেকর্ড-বুকে নাম আছে।"

হারুকা আর ইউতোর সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল ফুমিকো। এরপর মাথা ঝাঁকাল আরো একবার।

"যেমনটা আপনাদের গতকাল বলেছি, আমার স্বামীর তার অফিসের ব্যাপারে

কোন আলাপই করত না আমাদের সাথে।"

"আচ্ছা," বলে ছবিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল মাতসুমিয়া।

"এই লোকটা— সে কি বাবার অধীনে কাজ করত?" ইউতো জিজ্ঞেস করল।

"সাময়িকভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তাকে, তাই সরাসরি আপনার বাবার অধীনে কাজ করত তা বলা যায় না। আমরা এখনো জানি না যে একে অপরকে চিনতেন কি না তারা। সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি এখন।"

"যদি তারা একে অপরকে আগে থেকে চেনে, তাহলে কি বলা যায় টাকার কারণে খুনটা হয়নি? বাবার উপর হয়তো কোন ক্ষোভ ছিল তার?"

"সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না।"

"পরিবারের লোকজন এবং বন্ধুবান্ধবের সাথে কথা বলেছেন?"

"পরিবার? কার পরিবার?"

"এই লোকটার। পরিবার-পরিজন আছে নিশ্চয়ই। তার ব্যাপারে কী মতামত তাদের?"

পালাক্রমে দুই ডিটেকটিভের মুখের দিকে তাকাল ইউতো। কেউই কিছু বলল না।

"চায়ের জন্যে ধন্যবাদ," বলে কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া ওঠা কাপটা তুলে নিল কাগা। একবার চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল টেবিলে।

ভীষণ বিরক্ত লাগছে এখন ইউতোর। বেশিক্ষণ আর নিজেকে সামলাতে পারল না ও। "বললে কী হয়! বলুন না!"

"ইউতো!" ধমক দিলো ফুমিকো।

"আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত," মাতসুমিয়া বলে। "তদন্তের ব্যাপারে আপনাদের সাথে আলোচনা করার অনুমতি নেই।"

"কিন্তু আমরা তো ভিক্টিমের পরিবার। আমাদের নিশ্চয়ই অধিকার আছে খুনির পরিবার তার সম্পর্কে কী বলে, সেটা জানার!"

"যেমনটা বলেছি, আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নই যে এই যুবক-ই খুনি। আপাতত একটা সড়ক দুর্ঘটনার ভিক্টিম সে।"

"আপনারা তাকে যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আমি শুধু জানতে চাই—"

"দেখুন, আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি," কাগা বলল। "আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে ভালোই লাগত, কিন্তু আমাদের সেই অনুমতি নেই। তথ্যের সুষ্ঠু আদান-প্রদানের উপরে তদন্তের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভরশীল। কেউ যদি বেফাঁস কিছু বলে বসে তখন তদন্তের গতি কমে যায়। সেটা নিশ্চয়ই

আপনাদের কাম্য নয়? আশা করি কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে আমাদের সাহায্য করবেন।"

মাথা ঝুঁকিয়ে একবার বাউ করল কাগা। তার দেখাদেখি মাতসুমিয়াও একই কাজ করল। দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের এরকম শ্রদ্ধাবনত আচরণের প্রেক্ষিতে ইউতোর আর কিছু করার থাকল না। বুকে হাত ভাঁজ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে।

"মাথা ওঠান, প্লিজ," ব্যস্ত হয়ে বলল ফুমিকো। "আপনারা কি অন্তত আমাদের এটুকু জানাতে পারবেন যে আসলে কী হয়েছিল? আসলে, সেটুকুই জানতে চাই আমরা। কেন এরকম মৃত্যুবরণ করতে হলো আমার স্বামীকে?"

"সঠিক সময় এলে নিশ্চয়ই বলব," মাতসুমিয়া বলে।

"আসলেই বলবেন তো?"

"অবশ্যই!" জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল মাতসুমিয়া।

"আসলে, আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে," ইউতোর দিকে তাকাল কাগা। "আপনাকে জিজ্ঞেস করলেই ভালো হবে বোধহয়।"

"কী?"

নিজের নোটবুকটা খুলল কাগা। "আপনি তো শুবুনকান জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন?"

কী বলবে বুঝতে পারছে না ইউতো। আর যাই হোক, অন্তত এরকম কিছু শোনার আশা করেনি ও।

"হ্যাঁ, ছিলাম। কী হয়েছে তাতে?"

"তিন দিন আগে সেখানে ফোন করেছিলেন আপনার বাবা। তার কল লিস্ট থেকে তথ্যটা পেয়েছি আমরা।"

"আমার বাবা? স্কুলে ফোন দিয়েছিল?" মা'র দিকে তাকাল ইউতো। "তোমাকে এই ব্যাপারে কিছু বলেছিল?"

মাথা ঝাঁকাল ফুমিকো। "ইউতোর পুরনো স্কুলে কেন ফোন দিলো ও?"

"তাহলে আপনিও এই ব্যাপারে কিছু জানতেন না, মিসেস আওইয়াগি?"

"না, এই প্রথম শুনলাম।"

"ঠিক আছে। আমি তাহলে স্কুলে যোগাযোগ করব।"

"আপনি যদি কিছু জানতে পারেন...আমাদের একটু জানাবেন প্লিজ?"

"নিশ্চয়ই," নোটবুক বন্ধ করে বলল কাগা। "ওহ হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপার। আপনার স্বামী কি প্রায়ই নিহনবাশির ওদিকে যেতেন?"

"এই ব্যাপারে আমরা কেউই কিছু জানি না," বোকাটে স্বরে জবাব দিলো

ফুমিকো। "ও যে কেন গিয়েছিল ওখানে..."

"আচ্ছা। নিহনবাশি তো অনেক বড় এলাকা। বেশ কয়েকটা ডিস্ট্রিক্ট আছে ওখানে। ওগুলোর কোনটার কথা কি বলেছিলেন মি. আওইয়াগি?"

আরো একবার জবাবের আশায় হারুকা এবং ইউতোর দিকে তাকাল ফুমিকো। দু'জনেই নীরবে মাথা ঝাঁকাল কেবল।

"ঠিক আছে," মৃদু হেসে বলল কাগা। ডিটেকটিভ দু'জন বেরিয়ে গেল বিদায় নিয়ে।

তারা চলে যাওয়ার পর কেমন যেন অস্থিরতা পেয়ে বসল ইউতোকে। ভেবেছিল পুলিশের লোকদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে পারবে। কিন্তু তারা আসায় হতাশা আরো বাড়ল।

ঘরটায় ওরা তিনজন আবারও একা। সেই দমবন্ধ করা অনুভূতিটা ফিরে এসেছে আবারো। "কিচ্ছু হবে না," হারুকা বলল। "আমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না।"

"কেন?" ইউতো জানতে চায়। "আমাদের কি সমস্যা?"

"*আমাদের কি সমস্যা?*" পাল্টা বলে হারুকা। বাবার ব্যাপারে কিছু জানি না আমরা। পুলিশের তদন্তে কাজে আসতে পারে এরকম কিছুই বলতে পারিনি। তাদের প্রশ্নের জবাবে কেবল বলেছি 'জানি না আমি', কখনো দেখিনি আগে'— ব্যস এটুকুই। তারা নিশ্চয়ই ভাবছে আমরা গাধার দল।"

"তুই সবসময়—" কথাটা শেষ করতে পারল না ইউতো। বোনের মতনই কিছু না করতে পারার যন্ত্রনা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। আসলেও বাবার খুনের তদন্তে সাহায্য হতে পারে, এরকম কিছুই বলতে পারেনি ওরা।

কোন কথা না বলে রান্না ঘরে চলে গেল ফুমিকো।

আবারো কাঁদতে শুরু করল হারুকা। এবারে আর বোনকে বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না ইউতো। বলার মতো শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

অধ্যায় ৪

সন্ধ্যা সাতটার একটু পরে নিহনবাশি থানায় ফিরে এলো মাতসুমিয়া আর কাগা। ইনসিডেন্ট রুমে ডিটেকটিভদের জটলা। ইশিগাকির চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে রিপোর্ট দিচ্ছে সবাই।

"ভিক্টিম সেদিন কী কী করেছে, তা জানতে পেরেছি আমরা। ক্রাইম সিন থেকে একটু দূরে একটা ক্যাফেতে গিয়েছিল সে," ক্রাইম সিনের চারপাশে খোঁজখবর নেওয়ার দায়িত্বে থাকা ডিটেকটিভ নাকাসে বলল।

"ক্যাফেতে? ভেতরে গিয়েছিল সে?"

"হ্যাঁ," টেবিলের উপরে একটা ম্যাপ খুলে রাখল নাকাসে। "ক্রাইম সিন থেকে পশ্চিম দিকে এক ব্লক দূরে। ওখানকার একজন ওয়েটার আওইয়াগির ছবি দেখে চিনতে পারে। কারণ সেদিন সে দু'হাজার ইয়েনের নোট দিয়ে বিল পরিশোধ করেছিল।"

"দুই হাজার ইয়েন? ইদানিং তো খুব একটা দেখা যায় না এই নোট।"

"ওয়েটার ছেলেটার মতে, আওইয়াগি নোটটা ওয়ালেট থেকে বের করে তাকে দেখিয়ে হেসে বলে, 'এখন তো এই নোট আর পাওয়াই যায় না, তাই না?' তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, ওয়েটার ছেলেটার ঠিক মনে নেই যে কী খেয়েছিল তাকেয়াকি, তবে তার এটুকু মনে আছে যে দু'টো অর্ডার করেছিল সে।"

"দু'টো? মানে দু'টো ড্রিঙ্কের কথা বলছ?"

"জি। অর্থাৎ, অন্য কেউ ছিল তার সাথে। দুর্ভাগ্যবশত, তাকেয়াকির সাথেরজনের কথা মনে করতে পারেনি ওয়েটার।"

"সময়টা কখন ছিল?"

"সেটাও নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি। সাতটা থেকে ন'টার মাঝামাঝি কোন একটা সময়ে।"

বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে রাখল ইশিগাকি।

"এমন যদি হয় আওইয়াগির সাথে সেদিন ইয়াশিমা গিয়েছিল ক্যাফেতে?

ইয়াশিমার সাথে যে মেয়েটা থাকে, সে তো বলেছিল চাকরির ইন্টারভিউয়ে যাওয়ার কথা ছিল তার। সেই ইন্টারভিউয়ের জায়গাটা কোথায়, তা জানতে পেরেছ?"

মাথা ঝাঁকায় নাকাসে।

"ক্রাইম সিনের আশপাশের সমস্ত বার আর রেস্তোরাঁয় খোঁজখবর নিয়েছি আমরা, কিন্তু এখনো ওই জায়গাটা খুঁজে পাইনি। ইয়াশিমার কল লিস্টও দেখা হয়েছে, কিন্তু ওখানে এমন কোন নম্বর পাইনি, যেখানে ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারে সে।"

"সেক্ষেত্রে এটা ধরে নেওয়া যায় যে ক্যাফেতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতেই গিয়েছিল সে?"

"এটা একটা সম্ভাবনা অবশ্যই। তার প্রেমিকার মতে সেদিন ইয়াশিমা বিকেলে ফোনে মেসেজ দিয়ে বলেছিল চাকরির ব্যাপারে একজনের সাথে দেখা করতে যাবে।"

ঘুরে মাতসুমিয়া আর কাগার দিকে তাকাল ইশিগাকি। "ইয়াশিমা এবং ভিক্টিমের মধ্যে সম্ভাব্য কোন সংযোগ খুঁজে পেলে না-কি?"

কাগার দিকে এক নজর তাকাল মাতসুমিয়া। মাথা নাড়ল কাগা, যেন বলতে চাইছে, *তুমিই বলো।*

"একথা এখনই পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে তাকেয়াকি এবং ইয়াশামির মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল। ভিক্টিম তার বেশিরভাগ সময় কাটাত শিনজুকুর হেড অফিসে। আর ফ্যাক্টরিটা অবস্থিত কুনিতাচিতে। সেখানে খুব বেশি যেতে হতো না তাকে। এমনটা বলছি না যে কখনোই যায়নি। তদারকির কারণে মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই যেতেই হতো। তখন যে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়নি, সেটাও হলফ করে বলা যাবে না।"

চোয়ালে হাত বুলাল ইশিগাকি।

"আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম তারা দেখা করেছিল ক্যাফেতে। সেক্ষেত্রে কিন্তু টাকাপয়সা এই অপরাধের একমাত্র মোটিভ থাকছে না। আর যদি টাকা মোটিভ না হয়, তাহলে মোটিভটা কী?"

"সেই ব্যাপারে আমার নিজের কিছু ধারণা আছে," মাতসুমিয়া বলে। "কাওরি নাকাহারার সাথে কথা বলে যা বুঝলাম, কানেসাকি মেটালস থেকে হুট করে চাকরি চলে যাওয়াটা স্বাভাবিকভাবে নেয়নি সে। কিন্তু আমরা যখন কোম্পানির এইচআর-এ যোগাযোগ করলাম, সেখান থেকে বলা হলো তার চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় সেটা আর নবায়ন করা হয়নি। সমস্যার কিছু ছিল না সেখানে।"

"অর্থাৎ, দুই পক্ষের কথা মিলছে না? অনেক কোম্পানি কিন্তু গণহারে লোক ছাটাই করছে ইদানিং। সেটা নিশ্চয়ই জানো?"

"কিন্তু ইয়াশিমা তার চুক্তি নবায়ন না হওয়ায় অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকেয়াকি আওইয়াগির সাথে সেই বিষয়ে কথা বলার জন্যে দেখা করে। এমনটা ভেবে নেওয়া তো অযৌক্তিক হচ্ছে না, কী বলো? তবে এভাবে চিন্তা করতে হলে প্রথমেই ধরে নিতে হবে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, যেটার সপক্ষে কোন শক্ত প্রমাণ নেই।"

"ইয়াশিমা তার গার্লফ্রেন্ডকে যে মেসেজ পাঠিয়েছিল, সেটার সাথেও কিন্তু মিলে যাচ্ছে। সে যদি আসলেও তাকেয়াকির সাথে দেখা করে, তাহলে তো সেটার চাকরির জন্যেই, না-কি? কিন্তু সেক্ষেত্রে ছুরির হিসেবটা মিলছে না। ইয়াশিমা সাথে করে ছুরি নিয়ে যাবে কেন?"

"তাকেয়াকিকে হুমকি দেওয়ার জন্যে নিতে পারে," এবারে কোবায়াশি বলল কথাটা। "ইয়াশিমার হয়তো তাকে খুন করার কোন ইচ্ছা ছিল না। সাথে করে ছুরিটা নিয়ে গিয়েছিল যেন তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনে সে। কিন্তু আলোচনা মন মাফিক না হওয়ায়, হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে যায় ইয়াশিমার। মুহূর্তের উত্তেজনার বশে ছুরি চালিয়ে দেয়। এমনটা হতেই পারে কিন্তু।"

"হুম," গম্ভীর ভঙ্গিতে কিছু একটা ভাবছে ইশিগাকি। অধস্তন ডিটেকটিভদের দিকে একে একে তাকাল সে। "ছুরির ব্যাপারে তোমরা কিছু জানতে পেরেছ?"

কথা বলার আগে একবার গলা খাকারি দিলো সাকাগামি।

"বিদেশি ছুরি। বহুল ব্যবহৃত একটা মডেল। টোকিওতে যারা এই মডেলের ছুরি বিক্রি করে, তাদের সাথে কথা বলেছি আমরা। কিন্তু তাদের কেউই ইয়াশিমাকে দেখেনি। অবশ্য ইদানিং সবকিছুই অনলাইনে কেনা যায়, সুতরাং ছুরিটা ওভাবেও জোগাড় করতে পারে সে।"

"কাওরি নাকাহারা জানিয়েছে এরকম ছুরি আগে কখনো দেখেনি সে," মাতসুমিয়া বলে।

নাক দিয়ে শব্দ করল সাকাগামি। "আর তুমি তার কথা বিশ্বাস করে বসে আছ?"

"এই বিষয়ে একদম নিশ্চিত হতে হবে আমাদের," ইশিগাকি বলে। "জ্ঞান ফেরার পর ইয়াশিমা যদি বলে বসে ছুরিটা আসলে ভিক্টিমের ছিল, তখন পরিস্থিতি আরো জটিলের দিকে মোড় নেবে। ছুরিটা যে ইয়াশিমার, সেই ব্যাপারে আরো পোক্ত প্রমাণ দরকার আমাদের। তুমি এদিকটা দেখ, সাকাগামি।"

"জি, স্যার।"

ঘড়ির দিকে তাকাল ইশিগাকি।

"বিষয়টা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক, ইয়াশিমার জ্ঞান ফেরা অবধি অপেক্ষা করতেই হবে। আজকের জন্যে এই পর্যন্তই থাক। সবাই বাসায় গিয়ে ভালো করে ঘুমিয়ে নাও।"

"জি, স্যার," এবারে সবাই একযোগে বলল।

মাতসুমিয়া বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় কাগা এভিডেন্স ফাইলে রাখা ছবিগুলো দেখতে শুরু করল। তাকেয়াকি আওইয়াগির ব্রিফকেসে প্রাপ্ত জিনিসগুলো বেশ আগ্রহ নিয়েই দেখছে সে।

"কিছু চোখে পড়লো না-কি?" মাতসুমিয়া জানতে চায়।

একটা ছবির দিকে আঙুল তুলে দেখাল কাগা। চশমার কেসটা দেখা যাচ্ছে সেই ছবিতে। কাপড়ের তৈরি। কেসটা সাজানো হয়েছে নারী এবং পুরুষের দু'টো ঐতিহ্যবাহী মুখোশের নকশা দিয়ে। হিরাগানায় কিছু লেখাও আছে।

"কী এমন বিশেষত্ব আছে এটার?"

জবাব না দিয়ে ফোন বের করে একটা নম্বরে কল করল কাগা।

"হ্যালো? নিহনবাশি থানা থেকে ডিটেকটিভ কাগা বলছি...জি, চিনতে পেরেছেন তাহলে...অনেক দিন দেখা হয় না। আসলে আপনার সাথে একটা ব্যাপারে কিছু কথা ছিল। দেখা করতে পারলে ভালো হতো...না, ওরকম জরুরি কিছু না। আপনাকে একটা জিনিস দেখাতাম। আসলেই? ধন্যবাদ," কথা শেষে চশমার কেসের ছবিটা ফাইল থেকে বের করে উঠে দাঁড়াল কাগা।

"কোথায় চললে?" দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বলল মাতসুমিয়া।

"একটা ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে হবে একটু। খুব সম্ভবত কেসের সাথে কোন সম্পর্ক পাওয়া যাবে না। তোমার সাথে গিয়ে কাজ নেই।"

"না, যাবো আমি। 'তদন্তের ক্ষেত্রে কোন সূত্রই ফেলনা নয়'।"

শুকনো হাসি ফুটল কাগার মুখে।

"এই কথাটা আগে বেশ কয়েকবার শুনেছি আমি। তুমিও তো মানো এটা, তাই না?" মাতসুমিয়া বলে।

"হ্যাঁ, মানে, বলতে পার।"

তার ছেলে হিসেবে এই কথাটা তোমার বলার কথা, আমার না, কাগার পেছন পেছন রুম থেকে বের হবার সময় ভাবে মাতসুমিয়া।

থানার সামনে থেকেই একটা ট্যাক্সি ডাক দিলো কাগা। "আমাজাকি গলি," ড্রাইভারকে বলল সে। "জানি কাছেই জায়গাটা, কিন্তু দ্রুত যেতে হবে, জরুরি কাজ আছে। সরি।"

"আমাজাকি গলি? ওখানে কেন যাচ্ছি?" মাতসুমিয়া জানতে চাইল।

"গেলেই বুঝতে পারবে," বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কাগা।

মাতসুমিয়ার মনে হলো এবারে অন্য একটা বিষয়ে আলাপ তোলা যায়।

"তোমাকে একটা ব্যাপারে আগেই জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। তোমার বাবার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের কী খবর? এটা বোলো না যে ভুলে গেছ।"

ফুপাতো ভাইয়ের দিকে তাকাল কাগা। চেহারায় হতাশা।

"না, স্মৃতিসভা হবে এবারে। ফুপু আর তোমার জন্যেই করছি আসলে। নাহলে দু'জনই মুখ বাঁকিয়ে বসে থাকতে। মিস কানামোরির সাথে দেখা করেছিলাম গতকাল। তিনিই সব বন্দোবস্ত করবেন। এসব নিয়ে আলাপের মধ্যেই এই কেসের ফোন আসে।"

"যাক, স্বস্তি পেলাম একটু। মা তো ভীষণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, তোমার এসবে কিছু যায় আসে না।"

"সত্যি বলতে, স্মৃতিসভার কোন প্রয়োজনীয়তা সেই অর্থে অনুভব করি না আমি।"

"কারণ, তোমার এই ব্যাপারে ভুল ধারণা আছে। আমরা কিন্তু কখনো নিজেদের জন্যে স্মৃতিসভার আয়োজন করি না। তোমার বাবার পরিবারে তুমিই একমাত্র মানুষ নও, কিয়োচিরো। আরো অনেকে আছে। তুমি যদি কোন সভার ব্যবস্থা না করো, তাহলে কেউ মামার স্মৃতিচারণ করার সুযোগই পাবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। বললাম তো করব। এসব কথাবার্তা থামাও এখন," বিরক্ত ভঙ্গিতে একবার হাত নাড়ল কাগা।

নিনগিয়োচো বুলভার্দের দিকে মোড় নিল ট্যাক্সি। আমাজাকি গলির ঠিক আগে চালককে থামতে বলল কাগা।

"সামনেরটা ওয়ান-ওয়ে রাস্তা। আমরা হেঁটেই যাবো এখান থেকে।"

গলি ধরে দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে কাগা। বাধ্য হয়ে মাতসুমিয়াকেও ছুটতে হচ্ছে। আমাজাকি গলির দু'ধারে অনেকগুলো ছোট ছোট দোকান। কিন্তু ওগুলোর বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

টোকিও'র এই একটা জায়গা, যেখানে এখনও এদো যুগের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এমন কিছু জিনিস কেনা-বেচা হয় এখানে, যা গোটা শহরে আর কোথাও পাওয়া যায় না। বেতের ঝুড়ি, শামিসেন (জাপানি বাদ্যযন্ত্র), পাইকারি মূল্যে চা-সহ আরো অনেক কিছু।

দিনের বেলা এখানে ঘুরতে ভালোই লাগবে, মাতসুমিয়া ভাবে।

"এই দোকানের রাইস ক্র্যাকারের স্বাদ চমৎকার," ওমাকারা নামের একটা রাইস ক্র্যাকার দোকান দেখিয়ে বলল কাগা।

"তোমাকে হিংসে হচ্ছে। এত সুন্দর একটা জায়গায় ঘুরতে পার।"

"কী আর বলব। চাকরির খাতিরেই আসতে হয়েছে কয়েকবার।"

কাগা নিহনবাশি থানায় বদলি হয়ে আসার কিছুদিনের মধ্যেই কোদেনমাচোতে একটা খুন হয়। মাতসুমিয়া সেই কেসটার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানে না, শুধু এটুকু জানে যে কাগার বড় ভূমিকা ছিল হত্যা রহস্যের সমাধানে। এই থানাতে নিজের ছাপ রেখে যেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওর মামাতো ভাই।

কিছুটা সামনে একটা দোকানের দরজায় আলো দেখা যাচ্ছে। পর্দা অবশ্য নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সামনের সাইনবোর্ডে নাম লেখা 'হোজুকিয়া'। নানারকম হস্তশিল্পের জিনিসে ঠাসা দোকানটা।

"এসে পড়েছি আমরা," দরজায় ঠেলা দিয়ে বলে কাগা।

"হ্যালো, কেমন আছেন? অনেক দিন পর দেখা হলো।" এক মহিলা এগিয়ে এলো ওদের দিকে, মুখে দরাজ হাসি। তার চেহারা দেখে মাতসুমিয়ার মনে হলো পঞ্চাশের আশপাশে বয়স। গোলগাল চেহারা। সরু চোখজোড়া নাকের দিকটায় কিছুটা বাঁকানো।

"এভাবে হুট করে এসে পড়ায় দুঃখিত," কাগা বলে।

"ব্যাপার না। এই সময়ে এমনিতেও কাজ কম থাকে। নতুন কোন কেস না-কি?"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলে কাগা।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে মহিলা। "দিন দিন জঘন্য হয়ে উঠছে এই শহরের পরিবেশ, তাই না?," সম্মতির আশায় মাতসুমিয়ার দিকে তাকাল সে। ওর সাথে আগে কখনো দেখা হয়নি তার। মাথা নেড়ে মুখ দিয়ে কোন রকমে একবার অস্ফুট শব্দ করল মাতসুমিয়া।

"আপনাকে আসলে এটা দেখাতে এসেছি," মহিলাকে চশমার কেসটার ছবি দেখাল কাগা।

একবার দেখেই মাথা নাড়ল মহিলা। "একটু অপেক্ষা করুন?" পেছনের দিকে হাঁটা দিলো সে। দোকানটা সরু, কিন্তু বেশ লম্বা। সেলাই করা কাপড়ের ব্যাগ, ছোট ছোট খেলনা এবং নানারকম জিনিস তাকগুলোতে ঠেসে রাখা। দারুণ দেখতে পুরনো আমলের নকশার কয়েকটা লাটিমও আছে।

ফিরে এলো মহিলা। "এই নিন," বলে কাপড়ের একটা চশমার কেস ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। ছবির কেসটার সাথে হুবহু মিলে গিয়েছে ওটা।

"তাহলে এখান থেকেই কেনা হয়েছিল জিনিসটা, ঠিকই ভেবেছিলাম। এই নকশাটা এখানে আগেও কয়েকবার দেখেছি আমি। তাই ভাবলাম, এখান থেকেই কেনা হয়তো।"

"আমাদের দোকান ছাড়া এরকম নকশার জিনিস অন্য কোথাও খুব বেশি পাওয়া যায় না।"

ভদ্রমহিলা ব্যাখা করে বলল যে কাপড়ের ওপর এমন নকশা *জিদাই কোমোন নামে পরিচিত।* তাদের দোকানে এরকম নকশার আরো কিছু আইটেম আছে।

এরপর কাগা দ্বিতীয় ছবিটা দেখাল তাকে। তাকেয়াকি আওইয়াগির পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

"হ্যাঁ, এই ভদ্রলোককে চিনি," মাথা ওপর-নিচ করে বলল মহিলা। "এখানে এসেছিল।"

"কবে সেটা?"

"এই ধরুন..." ছবিটার দিকে চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মহিলা। "মাসখানেক আগে। এর আগেরবার এসেছিল গ্রীষ্মের সময়। মনে আছে কারণ ভীষণ গরম ছিল সেসময়।

"গ্রীষ্মে? অর্থাৎ, এখানে একাধিকবার এসেছে সে?"

"হ্যাঁ। দোকানে কেউ একবারের বেশি এলে তার চেহারা ভুলি না আমি," আত্মতুষ্ট কণ্ঠে কথাটা বলে ছবিটা কাগাকে ফিরিয়ে দিলো সে।

"তার সাথে কথা হয়েছিল আপনার?"

"খুব বেশি না। দোকানে কী কী পাওয়া যায় সেই ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছিলাম, যেটা সবাইকেই বলি। আপনি যেদিন প্রথমবার আসেন, সেদিন শুনেছিলেন নিশ্চয়ই? ওটাই।"

"তাকে দেখে কী মনে হয়েছিল আপনার?"

"কী মনে হয়েছিল? আর সবাই যেভাবে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনে, সেভাবেই শুনছিল সে-ও। কে জানে, হয়তো মনে মনে ভাবছি, 'বুড়ি আমাকে একা ছেড়ে দিলোই পারে, কী বকবক করছে তখন থেকে'," কথাটা বলে তারস্বরে হেসে উঠল মহিলা।

বিদায় জানিয়ে হোজুকিয়া থেকে বেরিয়ে এলো কাগা আর মাতসুমিয়া। তবে ফিরতি পথ না ধরে আমাজাকি গলির আরো ভেতরের দিকে পা চালাল কাগা। মামাতো ভাইয়ের মনে অন্য কিছু চলছে বুঝতে পেরে মুখ বন্ধ রাখল মাতসুমিয়া। চুপচাপ পেছন পেছন চলল সে। নিহনবাশিতে পোস্টিং হবার পর যে এখানকার

আনাচে-কানাচে চষে ফেলছে সে, এটা স্পষ্ট। আর সেজন্যেই চশমার কেসে নকশাটা দেখা মাত্র বুঝতে পেরেছে স্থানীয় এক দোকান থেকে কেনা হয়েছে ওটা। সেজন্যেই তাকেয়াকি আওইয়াগির বাসায় গিয়ে জানতে চেয়েছিল নিহনবাশিতে প্রায়ই আসা হয় কি না তার।

একটা চওড়া রাস্তা পার হবার পর নিজেকে লম্বা, সরু একটা পার্কের সামনে আবিষ্কার করল মাতসুমিয়া। পার্কটায় যোদ্ধা সন্ন্যাসী, বেনকেইয়ের একটা মূর্তি দেখা যাচ্ছে। দু'টো রাস্তার মাঝখানে যেন কোনমতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে পার্কটা। চওড়া একটা বুলভার্দের মতন লাগছে দেখতে। ভেতরে ঢুকল কাগা। এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পথটার দু'পাশে পাতাহীন বৃক্ষের সারি।

একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল কাগা। তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আশপাশে তাকাল মাতসুমিয়া।

"আমার মাথায় যে জায়গাটার কথা ঘুরছে, এটাই কি সেটা?"

"হামাচো গ্রিন রোড," কাগা বলে। "এখানেই লুকানোর চেষ্টা করেছিল ফুয়ুকি ইয়াশিমা।"

"এতদূর এসেছিল সে?"

"ক্রাইম সিন থেকে আসলে খুব বেশি দূরে না জায়গাটা। দুই কিলোমিটারের মতন হবে বড়জোর। এদোবাশি ব্রিজ পার হয়ে কিছুদূর সামনে এগোলেই পার্কটা চোখে পড়বে," অন্য আরেকটা পথের দিকে হাত তুলে দেখাল কাগা। "এই রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেদিক দিয়ে পার্ক থেকে ছুটে বেরিয়েছিল ইয়াশিমা। দুর্ভাগ্যবশত একটা ট্রাকের সামনে গিয়ে পড়ে।"

মাথা নাড়ল মাতসুমিয়া। এবারে ও বুঝতে পারছে কীভাবে দুর্ঘটনাটা হয়েছিল সেদিন।

"আওইয়াগি এখানে কেন এসেছিল সেটা ভাবছি আমি," কাগা বলে। "এটা বিশ্বাস করা একটু কঠিন যে শুধু কেনাকাটা করতে এতদূর এসেছিল সে। বরং এখানে হাঁটতে হাঁটতে হয়তো দোকানটা চোখে পড়ে যায়। অন্য কোন উদ্দেশ্য এই এলাকায় আসা হয়েছিল তার।"

"সেই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে পরিবারের কারো সাথে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা না করাটা সন্দেহজনক অবশ্যই। কিন্তু সেটার সাথে তার খুন হওয়ার কোন সম্পর্ক আছে?"

"জানি না। আরেকটা ব্যাপারে খটকা লেগেছে আমার, তার ক্যামেরায় কিন্তু কোন ছবি সেভ করা ছিল না।"

পার্ক থেকে বের হয়ে আবারো আমাজাকি গলির দিকে এগোলো ওরা। বেশ কয়েকটা খালি ট্যাক্সি পাশ দিয়ে ছুটে গেলেও কাগা দ্বিতীয়বার চোখ তুলে তাকাল না ওগুলোর দিকে। এসময় ডানদিকে তামাহিদের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল মাতসুমিয়ার। চিকেন এবং রাইস বৌলের জন্যে বিখ্যাত রেস্তোরাঁটা। আরো কিছুদূর সামনে এগোনোর পর মাতসুমিয়া বুঝতে পারল কাগার গন্তব্য; ক্রাইম সিনে চলেছে সে।

একটু পরেই নিহনবাশি ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটা দৃশ্যমান হলো ওদের সামনে। এদোবাশি ব্রিজের কাছে পৌঁছে গিয়েছে দু'জনে। এখন রাস্তা পার করে সোজা এগোলে নিহনবাশি ব্রিজের উত্তর প্রান্ত। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে এদোবাশি ব্রিজের উপর দিয়ে গেল ওরা। কারণ আন্ডারপাসটা ওদিকে।

ইয়াশিমা সেদিন সম্ভাব্য যে পথ দিয়ে পালিয়েছিল, সেটাই অনুসরণ করছে ওরা, কিন্তু উলটো ক্রমে।

আন্ডারপাসটা আবারো জনসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে বাইরে বেরুনোর পর এদোবাশি ব্রিজের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে ইশারা করল কাগা।

"আওইয়াগি যে ক্যাফেটায় গিয়েছিল, সেটা তো এদিকেই, তাই না?"

"হ্যাঁ। শোওয়া বুলভার্দ থেকে একটা রাস্তা দূরে।"

সেখানে দাঁড়িয়ে বিস্মিত ভঙ্গিতে একদিকে মাথা কাত করল কাগা।

"একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"আমি ভাবছি আওইয়াগি সেদিন আসলে কোথায় চলেছিল। বাড়ি ফেরার জন্যে আন্ডারপাসটা ব্যবহার করার কোন দরকারই ছিল না তার। ক্যাফের পাশেই নিহনবাশি মেট্রো স্টেশনের একটা প্রবেশ পথ আছে, দেখেছ নিশ্চয়ই?"

শোওয়া বুলভার্দের দিকে একবার তাকাল মাতসুমিয়া। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এদোবাশি ব্রিজের ওপর নজর বুলালো। ঠিকই বলেছে কাগা।

"হয়তো ইয়াশিমা তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছিল এখানে? যদি আগে থেকেই ছুরিটা ব্যবহারের পরিকল্পনা থেকে থাকে তার, সেক্ষেত্রে আন্ডারপাসটা একদম মোক্ষম জায়গা।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাকে নিচে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কী বলতে পারে সে? চলুন একটু ঘুরে দেখি এলাকাটা?"

"আমি...আমি জানি না।"

আবারো হাঁটতে শুরু করল কাগা। এবারে নিহনবাশি ব্রিজের দিকে চলেছে সে। ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় প্রচণ্ড কষ্ট সত্ত্বেও যেদিকে গিয়েছিল সেদিন তাকেয়াকি আওইয়াগি।

"ভাবিনি যে এতটা হাঁটতে হবে আজকে," মাতসুমিয়া বলল এসময়।

"তুমি চাইলে চলে যেতে পার।"

"তুমি ভালো করেই জানো, সেজন্যে কথাটা বলিনি আমি।"

চলতি পথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কাগা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মাতসুমিয়ার দিকে।

"কথাটা একবারই বলব আমি। ফুয়ুকি ইয়াশিমার যদি জ্ঞান না ফেরে, তাহলে এর চেয়ে আরো একশো গুণ বেশি পথ হাঁটতে রাজি আছি আমি। যদি তোমার সেটা পছন্দ না হয়, তাহলে ইশিগাকি এবং কোবায়াশির সাথে কথা বলে অন্য একজন পার্টনার জুটিয়ে নাও।"

"না বুঝে কথা বলছো তুমি," পালটা ঝাঁঝের সাথে বলে সোজা হাঁটতে লাগল মাতসুমিয়া। খুব বেশি দূর যেতে পারেনি, এমন সময় জ্যাকেটের ভেতরে কেঁপে উঠল ওর মোবাইল ফোনটা। বের করে দেখল স্কোয়াড লিডার, কোবায়াশি ফোন দিয়েছে।

"বাসায় ফিরছ না-কি?" জানতে চাইল কোবায়াশি।

"না। আমরা ক্রাইম সিনের কাছাকাছি আছি এখন।"

"যাক। এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে তোমাদের। ইয়াশিমা যেখানে আছে।"

"কেন? জ্ঞান ফিরেছে না-কি তার?"

"আমাদের ভাগ্য এত ভালো হলে তো হতোই। তার প্রেমিকা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।"

"কাওরি নাকাহারা?"

"খুব বেশি গুরুতর সমস্যা না। খুব সম্ভবত অ্যানিমিয়া (রক্তশূন্যতা)। যাইহোক, হাসপাতাল থেকে ফোন দিয়ে বলল আমাদের সাথে না-কি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। ওখানেই যাচ্ছি এখন। আমি চাই তুমিও থাক মিটিংয়ে।"

"জি স্যার, এখনই রওনা হচ্ছি।"

কলটা কেটে দিয়ে কাগাকে সব খুলে বলল মাতসুমিয়া।

"আমি আসব তোমার সাথে?"

"না, কিয়োচিরো। তুমি বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নাও বরং। তাছাড়া কালকে থেকে তো অনেক হাঁটতে হবে তোমাকে, কেবলই বললে," একটা ট্যাক্সির উদ্দেশ্যে হাত উঁচু করে বলল মাতসুমিয়া।

হাসপাতালে পৌঁছে দেখল ইউনিফর্ম পরিহিত এক পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলছে কোবায়াশি। ওদের দু'জনকে একটা আলোচনা কক্ষে নিয়ে এলো সে। আগে থেকেই সাদা অ্যাপ্রোন পরিহিত একজন ডাক্তার বসে ছিল ওখানে। এই ভদ্রলোকের সাথে আগে কথা হয়নি ওদের। সকালে অন্য একজন ফুয়ুকি ইয়াশিমার অবস্থা সম্পর্কে খুলে বলেছিল ওদের।

"মিস নাকাহারার কী অবস্থা?" মাতসুমিয়া জানতে চাইল।

"একটা খালি কেবিনে তাকে নিয়ে গিয়েছি আমরা। ওয়েটিং এরিয়াতেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বেচারি," ডাক্তার বলল। "কালকে রাত থেকে এক মিনিটের জন্যেও ঘুমায়নি। আমি বুঝতে পারছি যে বয়ফ্রেন্ডের সাথে থাকতে চায় সে, কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়বে, সেটাই স্বাভাবিক।" পরবর্তী কথাটা কণ্ঠস্বর কিছুটা খাদে নামিয়ে বলল ডাক্তার। "আসলে, তার নিজের শরীরও কিন্তু ভালো না। মিস নাকাহারা সন্তানসম্ভবা।"

অবাক না হয়ে পারল না মাতসুমিয়া। "আপনি নিশ্চিত?"

"অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ায় মাথায় আঘাত লেগেছিল তার, তাই এক্সরে করতে বলেছিলাম আমি। কিন্তু কিছুতেই রাজি করানো যায়নি তাকে। তখন এক পর্যায়ে আমাকে কথাটা বলে সে। গর্ভাবস্থার তৃতীয় মাস চলছে তার।"

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল মাতসুমিয়া আর কোবায়াশি। কী বলবে বুঝতে পারছে না কেউই। এরকম কিছু যে শুনতে হবে, তা কল্পনাতেও আসেনি ওদের।

"এটা যেহেতু মিস নাকাহারার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই অন্য কারো সাথে এই ব্যাপারে কথা বলা ঠিক হবে কি না, সেটা নিয়ে ভেবেছি অনেকক্ষণ। কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে কিছু গোপন করা সমীচিন মনে হয়নি এই মুহূর্তে। হাসপাতালের পরিচালকের সাথে কথা বলেছি। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, পুলিশকে জানাব। মিসেস নাকাহারাকেও বলেছি যে আপনাদের সাথে এই ব্যাপারে আলাপ হবে," প্রতিটা বাক্য যেন আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল ডাক্তার ভদ্রলোক।

"উনার সাথে একটু কথা বলা যাবে?" কোবায়াশি জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, যাবে এখন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছেন মিস নাকাহারা। বল ফিরে পেয়েছেন নিশ্চয়ই। তাকে দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন যেন বাড়ি ফিরে যান।"

কিছু না বলে এক মুহূর্ত ভাবল কোবায়াশি। "চলো একবার দেখে আসি তাকে," মাতসুমিয়ার উদ্দেশ্যে বলল সে।

"আর ইয়াশিমার কি খবর? তার অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে?" ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল মাতসুমিয়া।

"ওর দায়িত্বে যে আছে, তার সাথে কথা হয়েছে আমার। তিনি বললেন, আপাতত আশঙ্কামুক্ত সে। তবে এখনো একদম নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভব না।"

"জ্ঞান কখন ফিরতে পারে, সেই ব্যাপারে কিছু বলা যাবে কি?"

"এই প্রশ্নের কোন জবাব আসলে কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভব না," এবারে কিছুটা রূঢ় শোনাল ডাক্তারের কণ্ঠস্বর।

কাওরিকে যে কেবিনটায় রাখা হয়েছে, ওদের সেখানে নিয়ে গেল ডাক্তার। মাতসুমিয়া এবং কোবায়াশিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্যে একাই ভেতরে ঢুকল সে। ফিরে এলো কয়েক মিনিট পর।

"তার শরীর এখন ভালো। চিন্তার কিছু নেই।"

ডাক্তারকে পাশ কাটিয়ে কেবিনে প্রবেশ করল মাতসুমিয়া আর কোবায়াশি। বিছানার এক পাশে বসে আছে কাওরি নাকাহারা। ঔষধের প্রভাবেই খুব সম্ভবত, মাথাটা ঝুলে আছে সামনের দিকে। তবে সকালের তুলনায় রঙ ফিরেছে চেহারায়।

"আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলাপ হয়েছে ডাক্তারের সাথে," মাতসুমিয়া বলল। "খুব ধকল গিয়েছে আপনার উপর দিয়ে। বাচ্চার কোন সমস্যা হয়নি জেনে খুশি হয়েছি।"

দূর্বলভাবে একবার মাথা নাড়ল কেবল কাওরি। মুখে কিছু বলল না।

"আজকে সকালে যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নিকট অতীতে আপনাদের জীবনে বড় কোন পরিবর্তন এসেছিল কি না, তখন কিন্তু না বলেছিলেন। আপনি যে অন্তঃসত্ত্বা, সেটা গোপন করার কারণ কী?"

জবাব দিলো না কাওরি। কোলের ওপর দুই হাত নিয়ে এসে ঘষছে সে।

"আপনার বয়ফ্রেন্ড...সে তো জানত?" নরম সুরে জিজ্ঞেস করল কোবায়াশি।

দৃশ্যতই জমে গেল কাওরি, এরপর আলতো করে মাথা নেড়ে সায় জানাল একবার।

"আপনারা তো বিবাহিত ছিলেন না। বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভাবছিলেন না-কি?"

জিভ বের করে একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিল মেয়েটা। "হ্যাঁ, আর কিছুদিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করতাম," বলল সে। "ফুয়ুকিকে বলেছিলাম, বাবু হওয়ার আগেই সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ফেলা উচিত।"

"সত্যি বলতে, আপনারা বোধহয় একটু অর্থকষ্টে ছিলেন, তাই না? শুনেছি আপনার বয়ফ্রেন্ড নতুন চাকরি পাচ্ছিলেন না অনেক দিন ধরে।"

"ভুল বলেননি। একটু কঠিন সময় যাচ্ছিল আমাদের। তবে ফুয়ুকি সবসময়

বলত, ও পুরোপুরি সুস্থ হলে আগের মতন কাজ করতে পারবে আবার।"

"ওহ হ্যাঁ, দু'মাস আগে না-কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কি হয়েছিল?"

"ও...আসলে...ঘাড়ে সমস্যা।"

"ঘাড়ে।"

"ঘাড়ের পেশি শক্ত হয়ে গেছিল, নাড়াতে পারত না। কিন্তু দুই মাস আগে অবস্থা বেশি খারাপ হয়ে যায় হঠাৎ করেই। ফলে বাম হাত অসাড় হয়ে আসে।"

"এটা তো চিন্তার বিষয়। সমস্যাটা হলো কেন?"

"তা আমরা জানি না। ফুয়ুকিকে হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারে রাজিও করাতে পারিনি। তবে গত কয়েক সপ্তাহে আগের তুলনায় সুস্থ হয়ে উঠেছিল কিছুটা। সেজন্যেই চাকরি জোগাড়ের ব্যাপারে ওরকম তোরজোড় করছিল। এমন সময়ে দুর্ঘটনাটা..." দুই ঠোঁট চেপে ধরল কাওরি। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

"এই যুগে বাচ্চাকাচ্চা নেওয়া অনেক খরচের বিষয়। নিয়মিত টাকার যোগান না থাকলে পোষানো সম্ভব না," ইচ্ছেকৃতভাবে নিস্পৃহ কণ্ঠে কথাটা বলল কোবায়াশি। "আপনার বয়ফ্রেন্ড এই ব্যাপারে কিছু ভেবেছিল?"

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে গণগণে দৃষ্টিতে কোবায়াশির দিকে তাকাল কাওরি।

"আমরা মানিয়ে নিতে পারব। আগেও কঠিন সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি আমরা, কিন্তু একজন আরেকজনের পাশে থাকায় কোন সমস্যা হয়নি। টোকিওতে আসার আগে একে অপরকে কথা দিয়েছিলাম আমরা। যত সমস্যাই হোক না কেন, আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে যাবো না।"

আর সেজন্যেই ফুয়ুকি ইয়াশিমা কখনো কাউকে খুন করার কথা ভাবতে পারে না, কাওরির দীপ্ত দৃষ্টি যেন এই কথাই বোঝাতে চাইছে ওদের। নীরবে একবার মাথা নাড়ল কোবায়াশি, মেয়েটাকে আর রাগাতে চাইছে না এই মুহূর্তে।

"ওহ, আরেকটা কথা। আপনি বাসায় গেলেই ভালো হবে বোধহয়," মাতসুমিয়া বলে। "এভাবে চলতে থাকলে শরীর আরো খারাপ হয়ে যাবে। আপনাদের বাচ্চার জন্যেও সেটা ভালো না নিশ্চয়ই? আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিব।"

"আপনাদের বিরক্ত করার কোন ইচ্ছে নেই আমার।"

"দরকার পড়লে প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষীদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য," কোবায়াশি বলে। "তাছাড়া আপনি এখানে থাকলেই যে আপনার বয়ফ্রেন্ড সুস্থ হয়ে উঠবে, এমন তো না।"

মন্তব্যটা রূঢ় শোনালেও ভুল বলেনি কোবায়াশি। কাওরি নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছে খুব সম্ভবত। অনিচ্ছাসত্ত্বে মাথা নেড়ে সায় জানাল সে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কোবায়াশিকে শুভরাত্রি জানাল মাতসুমিয়া। কাওরিকে বাসায় পৌঁছে দিবে ও। একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল দু'জনে।

বেশ খানিকটা সময় কেউ কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর সাহস করে মুখ খুলল কাওরি। "আমি শুনেছি যে লোকটা মারা গিয়েছে, সে বুকে ছুরি নিয়ে নিহনবাশি ব্রিজ পর্যন্ত গিয়েছিল।"

"ঠিক শুনেছেন।"

"ওটা তো ওই বিখ্যাত ব্রিজটা? জাপানের সমস্ত রাস্তা শুরু হয় যেখান থেকে।"

"'কিলোমিটার জিরো' বা 'জিরো পয়েন্ট' বলে বোধহয়। হ্যাঁ, ওটাই। হঠাৎ এ কথা?"

কয়েকবার ছোট ছোট শ্বাস নিল কাওরি, আড়চোখে মেঝের দিকে তাকাল।

"আমরা যখন হিচহাইক (কারো গাড়ি বা অন্য কোন বাহনে লিফট নিয়ে কোথাও যাওয়া) করে টোকিও পৌঁছি, তখন ওখানেই নেমেছিলাম।"

"আপনারা এভাবে এসেছেন টোকিও? কবেকার কথা এটা?"

মাতসুমিয়ার বলার ভঙ্গিতে নিশ্চয়ই মজার কিছু ছিল। হাসি ফুটল কাওরির মুখে।

"ব্যাপারটা আসলেও মজার, তাই না? মানে, এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে কেউ আর হিচহাইক করে না! আমাদের হাতে তখন টাকাপয়সা ছিল না, তাই বিকল্প কোন উপায় মাথায় আসেনি। ভাগ্য ভালো, এখনও অনেকে আছে যারা লিফট দেয় মানুষকে। তাদের জন্যেই সম্ভব হয়েছে ব্যাপারটা। গাড়িতে ওঠার পর যখন জিজ্ঞেস করা হতো টোকিওর কোথায় যাবো আমরা, প্রতিবারই উত্তর দিতাম—যেখানে রাস্তা শেষ হয়। শেষবার একজন ট্রাক ড্রাইভার লিফট দেয় আমাদের। সে-ই নিহনবাশি ব্রিজের ওখানে নামিয়েছিল। ব্রিজে দাঁড়িয়ে দুই হাত ছুড়ে খুশিতে বেশ কিছুক্ষণ লাফালাফিও করি আমরা। ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করে চোখ মুছল কাওরি। "সরি।"

কী বলা উচিত বুঝতে না পেরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল মাতসুমিয়া।

অধ্যায় ৯

পরদিন সকালে প্রথমেই একটা মিটিং বসল ওদের। ইশিগাকির চারপাশে জড়ো হয়ে একজন একজন করে যার যার রিপোর্ট দিলো তদন্তে অংশ নেয়া ডিটেকটিভেরা। তবে তারা যা বলল, কোনটাই খুব বেশি অপ্রত্যাশিত মনে হলো না মাতসুমিয়ার কাছে।

মাতসুমিয়ার পালা এলে উঠে দাঁড়িয়ে গতদিন যা যা জেনেছে, বিস্তারিত বলল ও। তাকেয়াকি আওইয়াগি যে হোযুকিয়া থেকে চশমার কেসটা কিনেছিল, সেটা চেপে গেল ইচ্ছেকৃতভাবে। কাগাই এই বিষয়টা আপাতত গোপন রাখতে বলেছে ওকে। কারণ ওদের কেসের সাথে দোকানটার আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি না, সেই ব্যাপারে এখনই কিছু বলা সম্ভব না।

কাওরি নাকাহারা অন্তঃসত্ত্বা, এই কথাটা বলা মাত্র একটা গুঞ্জন বয়ে গেল গোটা ঘরে। "আজকালকার ছেলেমেয়েরা— টাকাপয়সা কামাইয়ের কোন পথ নেই, কিন্তু বাচ্চা নিয়ে বসে থাকে," বয়স্ক এক ডিটেকটিভ মন্তব্য করল।

মূল মিটিং শেষে ছোট আরেকটা মিটিং হলো ফরেনসিকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে। কানেসাকি মেটালস থেকে ঘুরে আসার দায়িত্ব বর্তাল মাতসুমিয়া আর কাগার উপরে।

রাস্তায় নেমে পেশাদার ভঙ্গিতে কাগা বলল, "ডিটেকটিভ মাতসুমিয়া, কুনিতাচির ফ্যাক্টরি থেকে ঘুরে আসার জন্যে নিহনবাশি থানার একজন ডিটেকটিভকে সাথে নেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখছি না আপনার। আমি সাথে গেলে এমনি এমনি ঝামেলা বাড়বে।"

"আপনি কী করবেন, কিয়োচিরো...— মানে, কাগা?"

"যেমনটা বলেছিলাম গতকাল। একটু হাঁটাহাঁটি করব ভাবছি।"

"কী? আবারো আমাজাকি গলিতে যাবে তুমি?"

"শুধু ওখানে নয়। আশপাশের এলাকাগুলোও ঘুরে দেখব। ঘটনার দিন আওইয়াগি কেন ওই এলাকায় গিয়েছিল, সেই প্রশ্নটা মাথায় ঘুরছে আমার,"

মাতসুমিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল কাগা।

ভ্রু কুচকে ফুপাত ভাইয়ের দিকে তাকাল মাতসুমিয়া।

"একটা শর্ত আছে। যা-ই জানবে, আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। কেসের সাথে সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক।"

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কাগা। "অবশ্যই বলব।"

"ঠিক আছে, তাহলে। ফ্যাক্টরিতে কাজ শেষ করে ফোন দেব আমি।"

"আচ্ছা," উলটোদিকে ঘুরে হাঁটা দিলো কাগা। সদা চটপটে একটা মানুষ ট্যাক্সি নেবে না নিশ্চিত।

খুব সম্ভবত তাকেয়াকিকে সেদিন অন্য কোন দোকানের কেউ দেখেছিল কি না, সেই বিষয়ে খোঁজ খবর নেবে কাগা। ওর এখন মনে হচ্ছে মামাতো ভাইয়ের সাথে গেলেই পারত। কিন্তু কেউ যখন কোন কাজ একা করতে চায়, তখন কিছু বলা যায় না।

টোকিও স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ল মাতসুমিয়া। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে লাগল গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছতে। সেখান থেকে ফ্যাক্টরি পর্যন্ত ট্যাক্সি নিয়ে নিল।

যাওয়ার পথে খেয়াল করল দুই পাশে অসংখ্য খালি প্লট। মানুষ থাকে এরকম বাসার সংখ্যা অল্প। বেশিরভাগই ছোট ছোট ফ্যাক্টরি, গুদামঘর এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক স্থাপনা। সেগুলোর মাঝেই একটু দূরে দূরে আবাসিক ব্লক।

চারপাশে বেড়া দেয়া একটা বিল্ডিংয়ের গেটের সামনে ট্যাক্সি থামাল চালক। গেটের গায়ে বড় বড় করে লেখা 'কানেসাকি মেটালস কুনিতাচি ফ্যাক্টরি'। ট্যাক্সি থেকে নামা মাত্র মেশিনের ধাতব গর্জন কানে এলো।

গার্ড বুথে নিজের পরিচয় জানালে একটা ভিজিটর পাস দেওয়া হলো ওকে। অফিস কোথায় সেটাও দেখিয়ে দিলো একজন।

প্রথমতলার প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকল মাতসুমিয়া। কয়েক সারিতে সাজানো ডেস্কে পনেরো থেকে বিশজনের মতো কর্মী কাজে মগ্ন। প্রত্যেকের পরনে নীল জ্যাকেট, খুব সম্ভবত এখানকার ইউনিফর্ম।

খাটো মতন, মাঝবয়সী একটা লোক ওর দিকে এগিয়ে এসে বাউ করল একবার। তার নাম ইয়ামাওকা। গেট থেকে নিশ্চয়ই গার্ড ফোন করে জানিয়েছে যে একজন ডিটেকটিভ এসেছে। লোকটার দেওয়া কার্ড অনুযায়ী সে এখানকার দ্বিতীয় প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের একজন ম্যানেজার।

"হেড অফিস থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল আমাদের সাথে। আপনি এখানে ফুয়ুকি ইয়াশিমার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন?" ইয়ামাওকা বলল।

"জি। ফুয়ুকি ইয়াশিমা এবং মি. আওইয়াগি।"

"নিশ্চয়ই। একটু দাঁড়ান, আপনাকে এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি যে সাহায্য করতে পারবে, তাকে ফোন করছি।" কিছুক্ষণের জন্যে নিজের ডেস্কে ফিরে গিয়ে কয়েকটা ফোন করল ইয়ামাওকা, এরপর আবার ফিরে এলো মাতসুমিয়ার কাছে। "এক মিনিট লাগবে তার। আমার সাথে আসুন, প্লিজ।"

একটা সভাকক্ষে মাতসুমিয়াকে নিয়ে এলো ইয়ামাওকা। কিছুক্ষণ পর চা দিয়ে গেল এক নারী কর্মী।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইয়ামাওকা।

"আমরা সবাই ভীষণ অবাক হয়েছি বললেও কম হয়ে যায়। কে ভেবেছিল এমন কিছু ঘটবে! ভাবাই যায় না।"

"মি. ইয়ামাওকা, আপনার সাথে মি. আওইয়াগির নিয়মিত যোগাযোগ ছিল?"

"ছিল না আবার! আগে মি. আওইয়াগি যখন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ছিলেন, তখন প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতো আমাদের। এমনকি এর পরেও প্রায়ই আসতেন তিনি। প্রোডাকশনের প্রধান ছিলেন মি. আওইয়াগি। সেই অর্থে বলা যায় আমিসহ ফ্যাক্টরির সবার সুপ্রিম কমান্ডার।"

"তার হঠাৎ মৃত্যুতে তো তাহলে ঝামেলা হয়ে গেল।"

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ইয়ামাওকা। "ঝামেলা বললেও কম হয়ে যায়। মি. আওইয়াগির চেয়ে ভালো করে এই ফ্যাক্টরিকে আর কেউ চেনে না। কোন সমস্যা হলে বা কোন বিষয়ে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হলেই তাকে ফোন দিতাম আমরা।"

ইয়ামাওকার কণ্ঠের উষ্ণতাই বলে দিচ্ছে সহকর্মীরা কতটা সম্মান করত তাকেয়াকিকে।

এসময় ওভারঅল পরিহিত একজন লোক প্রবেশ করল সভাকক্ষে। তার বয়স চল্লিশের আশপাশে, পেটানো শরীর, গায়ের রঙ একটু চাপা। ক্যাপ খুলে মাতসুমিয়ার উদ্দেশ্যে আস্তে করে একবার মাথা নাড়ল সে।

"আসার জন্যে ধন্যবাদ," উঠে দাঁড়াল ইয়ামাওকা। "ইনি টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন ডিটেকটিভ।"

মাতসুমিয়াও উঠে দাঁড়াল। "আমার নাম মাতসুমিয়া। ব্যস্ততার মাঝে সময় দেয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।"

লোকটার হাতের আঙুলগুলো বেশ পুরু। সেগুলো দিয়েই প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে ওয়ালেট তুলে এনে সেখান থেকে একটা বিজনেস কার্ড বের করে আনল সে। প্রায় দোমড়ানো কার্ডটার তথ্য অনুযায়ী তার নাম ওনোডা এবং সে হচ্ছে

দুই নম্বর প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের প্রথম ইউনিটের দল প্রধান।

"ইয়াশিমা ওনোডার ইউনিটে কাজ করত," সবাই বসার পর বলল ইয়ামাওকা।

"এই ফ্যাক্টরিতে আপনারা আসলে কী করেন?" ওনোডার কাছে জানতে চাইল মাতসুমিয়া।

"কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রির জন্যে বিভিন্ন ধাতব অংশ তৈরি করি আমরা," ওনোডার কণ্ঠস্বর ভারি এবং অস্পষ্ট। "কোন কাঁচামাল ফুরিয়ে গেলে ইয়াশিমাকে দিয়ে সেটা আনাতাম আমি। কোন জিনিস তৈরি হয়ে গেলে সেটা নির্ধারিত জায়গায় রেখেও আসত।"

"কর্মী হিসেবে কেমন ছিল ও?"

"কেমন ছিল?" বিড়বিড় করে বলে একদিকে ঘাড় কাত করল ওনোডা। "সত্যি বলতে, আমি জানি না। এখানকার না হওয়ায় খুব বেশি কথা হতো না আমার সাথে। কাজ বুঝিয়ে দিতাম শুধু।"

"চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে এমনটাই স্বাভাবিক," বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কারের চেষ্টা করল ইয়ামাওকা। "যেসব চুক্তিভিত্তিক সংস্থা থেকে ওদের পাঠানো হয়, তারাই বলে দেয় যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা না বলে। পুরো বিষয়টাই ব্যবসায়িক চুক্তির মতন অনেকটা।"

"কাজ কেমন করত সে? ভালো না খারাপ?"

"ভালোই। আসলে..." বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে কানের পেছনে চুলকাতে চুলকাতে বলল ওনোডা। "অন্য সবার মতনই আর কী। মি. ইয়ামাওকা যেমনটা বললেন, যা বলা হতো, করত সে।"

"বড়সড় কোন ভুল করেছিল না-কি কখনো?"

"নাহ...ওরকম কিছু করেনি।"

"আমি যতদূর জানি, প্রথমে তিন মাসের চুক্তিতে এখানে কাজ শুরু করে ইয়াশিমা। এরপর দু'বার চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয় তার। কিন্তু ন'মাস শেষে আর চুক্তি নবায়ন করা হয়নি, এর কারণ?"

অস্পষ্ট স্বরে কিছু একটা বলে উদ্ধারের আশায় ইয়ামাওকার দিকে তাকাল ওনোডা।

"আসলে, লোক ছাটাই করা দরকার ছিল আমাদের," ইয়ামাওকা বলল। "প্রোডাকশন কমে আসায়, সেই অনুপাতে কর্মীর সংখ্যাও কমানোর সিদ্ধান্ত নিই। এখানে অন্য কোন ব্যাপার নেই। রেকর্ড দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন।"

সত্য কথাই বলছে সে। হেড অফিসের রেকর্ড বই ঘেঁটে অহেতুক কারো চাকরি

চলে যাওয়ার কোন আলামত পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে ইয়াশিমা কেন অভিযোগ করেছিল কাওরি নাকাহারার কাছে?"

সামনে বসা দু'জনের চেহারার দিকে একে একে তাকাল মাতসুমিয়া।

"ঘটনাটা সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী? আপনাদের জানিয়ে রাখি, ইয়াশিমাই যে মূল কালপ্রিট, সেই ব্যাপারে কিন্তু এখন অবধি নিশ্চিত হতে পারিনি আমরা।"

কিছু না বলে নিচের মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো ওনোডা। এবারও ইয়ামাওকাই মুখ খুলল।

"আসলে কোন কোম্পানির অবস্থাই ভালো না এখন। সবাই ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যারা চুক্তিভিত্তিক চাকরি করে এবং যাদের ছাটাই করা হয়েছে, তাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারি আমি। কিন্তু তাই বলে সেই রাগ থেকে ফ্যাক্টরির একজন কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত করা কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না।"

"আবারও বলছি, ইয়াশিমাই যে মি. আওইয়াগিকে ছুরি মেরেছে, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে সে যদি আসলেই কাজটা করে থাকে, তাহলে কাজটা করার পেছনে চাকরি চলে যাওয়া বাদে অন্য কোন মোটিভ কি থাকতে পারে তার?"

"নাহ," একদিকে ঘাড় কাত করল ইয়ামাওকা। "আসলে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কারো ব্যাপারেই খুব বেশি কিছু জানি না আমরা। তাদের সাথে আমাদের কাজের বাইরে কোন লেনদেন নেই।"

এরকম জবাবই আশা করছিল মাতসুমিয়া। দু'জনের কেউই তদন্তের সাথে নিজেকে জড়াতে চাইছে না। হাতের নোটবুকটা বন্ধ করে দিলো ও। "আপনারা কি একটু ফ্যাক্টরিটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারবেন আমাকে? বিশেষ করে ইয়াশিমা যেখানে কাজ করত?"

অস্বস্তি প্রকট হলো ইয়ামাওকা এবং ওনোডার চেহারায়।

"তা পারব, কিন্তু অনেক কিছু বদলে গিয়েছে এই ক'দিনে। এখন নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করছি আমরা। ইয়াশিমা যখন ছিল, তখন অন্য একটা জিনিস তৈরি হতো।"

"সেটা কোন সমস্যা না," উঠে দাঁড়াল মাতসুমিয়া।

ওনোডা এবং ইয়ামাওকার পেছন পেছন মূল ফ্যাক্টরির দিকে রওনা হলো। অফিস থেকে বের হওয়ার সময় একটা শক্ত হেলমেট পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

"আপনার কিছু হলে আমরা ভুক্তভোগী হবো, ডিটেকটিভ," গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল ইয়ামাওকা।

মেশিনের একটা গর্জন এতক্ষণ কানে আসছিল মাতসুমিয়ার। কিন্তু মূল ফ্যাক্টরির ভেতরে ঢোকার পর কানে তালা লাগার জোগাড় হলো। কয়েকটা মটর, মেশিন প্রেস এবং কম্প্রেসরের হিসহিস শব্দ কানে এলো।

মূল ফ্যাক্টরি ফ্লোরে পাশাপাশি বসানো কয়েকটা মেশিনে কাজ করে চলেছে কর্মীরা। কনভেয়র বেল্ট সমেত একটা অ্যাসেম্বলি লাইনও আছে। কয়েকটা কাঠের প্যালেট নিয়ে একটা ফর্ক লিফট চলে গেল ওদের পাশ ঘেঁষে।

ছোট ছোট যন্ত্রাংশের একটা অ্যাসেম্বলি লাইনের সামনে এসে থামল ইয়ামাওকা আর ওনোডা। কনভেয়র বেল্টের সামনে দাঁড়িয়ে নীরবে এক নাগাড়ে নিজেদের কাজ করে চলেছে কর্মীরা।

"ইয়াশিমা এখানেই কাজ করত," মাতসুমিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে গলা চড়িয়ে বলল ইয়ামাওকা।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন কর্মীদের কাজ দেখতে দেখতে মাথা নাড়ল মাতসুমিয়া। একটার পর একটা যন্ত্রাংশ আসছে তো আসছেই। একটা থেকে আরেকটা এমন দূরত্বে রাখা হয়েছে যেন কর্মীরা নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলতে না পারে।

যন্ত্রের মধ্যে থাকতে থাকতে এই মানুষগুলোও যন্ত্রের মতো হয়ে গিয়েছে, ভাবে মাতসুমিয়া।

এসময় হঠাৎ ওর সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কর্মী ছিটকে সরে এলো কনভেয়র বেল্টের কাছ থেকে। চেহারায় চিন্তার ছাপ। মেঝেতে উবু হয়ে বসে কিছু একটা খুঁজছে সে এখন।

"অ্যাই!" চেঁচিয়ে উঠল ওনোডা। ওদের দিকে ঘুরে তাকাল সেই কর্মী। সেফটি গগলসের পেছনে চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই একটা লাল বাটনে চাপ দিলো সে। কম্প্রেসরের বাতাস বেরুনোর হিসহিস শব্দে পুরো কনভেয়র বেল্টটা থেমে গেল এবারে। ওনোডা আর ইয়ামাওকার দিকে তাকিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে একবার মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

"কী সমস্যা?" মাতসুমিয়া জানতে চাইল।

"আরে, এটা কিছু না," দ্রুত বলল ইয়ামাওকা। "আপনি কি আর কিছু দেখবেন?"

"একটু ভাবতে দিন," বেল বাজার মতন একটা শব্দ হলো এসময়। একে একে নীরব হয়ে গেল সবগুলো মেশিন। যার যার স্টেশন থেকে সরে দাঁড়াল কর্মীরা।

"এখন লাঞ্চের বিরতি," ইয়ামাওকা বলল। ঘড়ির দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। দুপুর হয়ে গিয়েছে।

"যাক, ভালোই হলো। ইয়াশিমার সাথে কাজ করেছে, এমন কারো সাথে কথা বলতে চাই আমি।"

"কী?" অসন্তোষ গোপন করতে পারল না ইয়াশিমা।

"ও কারো সাথে খুব বেশি কথা বলত না," ওনোডাও খুশি হয়নি মাতসুমিয়ার আবদার শুনে।

"সমস্যা নেই। আমি খুব বেশি কিছু জিজ্ঞেস করব না।"

একবার বাউ করল মাতসুমিয়া।

চেহারায় আঁধার ঘনালো ইয়ামাওকার। এভাবে বললে রাজি না হয়ে উপায় নেই তার।

ফ্যাক্টরির এক কোণায় বেশ কয়েকটা অফিস টেবিল এবং পাইপের তৈরি চেয়ার পাতা। সেখানে খাবার খেতে বসেছে সবাই। বেশিরভাগই বাসা থেকে লাঞ্চবক্স কিংবা কনভেনিয়েন্স স্টোরের স্যান্ডউইচ নিয়ে এসেছে।

নিজের পরিচয় দেওয়ার পর মাতসুমিয়া বলল, "আপনারা নাহয় খেতে খেতে আমার কথা শুনুন।" তবে কেউই তাদের খাবারের দিকে হাত বাড়াল না।

পরপর বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করল মাতসুমিয়া। ইয়াশিমার সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল কি না কারো? কোম্পানি সম্পর্কে ইয়াশিমা কখনো কোন মন্তব্য করেছিল কি না? সে এখানে কাজ করার সময় বিশেষ কিছু ঘটেছিল কি না?

কিন্তু ওর একটা প্রশ্নের জবাবেও কোন উত্তর দিলো না কেউ। পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে সবাই। মাতসুমিয়ার তো একবার সন্দেহ হলো ওর কথা আদৌ কেউ শুনতে পাচ্ছে কি না। খাবার সামনে নিয়ে বসে থাকা কর্মীদের দেখে অনেকটা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের কথা মনে পড়ে গেল ওর, যাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অপেক্ষা করতে।

"দেখলেন তো। যেমনটা বলেছিলাম," ওর পাশ থেকে বলল ইয়ামাওকা। "ওদের কেউই আসলে কাউকে ভালো করে চেনে না। তাই প্রশ্ন করেও কোন লাভ নেই।"

কিছু না বলে দ্বিতীয়বার কর্মীদের উপরে নজর বুলাল মাতসুমিয়া। বেশিরভাগই নিচের দিকে চোখ নামিয়ে রাখলেও, একজন সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। গলার চারপাশে একটা তোয়ালে জড়ানো তার। বয়স পঁচিশের আশপাশে, মাতসুমিয়া ধারণা করল। কিছুক্ষণ পর সে-ও মুখ ফিরিয়ে নিল।

"ঠিক আছে," দুই সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলল এবারে মাতসুমিয়া। "কারো যদি কিছু মনে পড়ে যায়, তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলবেন।"

"নিশ্চয়ই। সরি, আপনার খুব একটা কাজে আসতে পারলাম না আমরা," ইয়ামাওকার চেহারায় এবারে স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট।

"আহহা, ধুর!" ফ্যাক্টরি বিল্ডিং থেকে বেরিয়েই বলল মাতসুমিয়া।

"কোন সমস্যা?" ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল ইয়ামাওকা।

"আপনি যখন অ্যাসেম্বলি লাইন ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন তখন আমার নোটবুকটা একটা তাকে রেখেছিলাম, এরপর ভুলে গিয়েছি। নিয়ে আসছি এক্ষুনি।"

"আপনার মনে আছে কোথায় রেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ, আছে। বের হওয়ার সময় আপনার অফিস হয়েই যাবো," বলে জবাবের অপেক্ষা না করে দ্রুত যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে এগোলো মাতসুমিয়া।

ভুলে নোটবুক রেখে আসার ব্যাপারটা অবশ্যই মিথ্যে। গলায় তোয়ালে জড়ানো সেই তরুণ কর্মীর কথা মাথায় ঘুরছে ওর। তার ফোন নম্বরটা দরকার। তখন দেখে মনে হয়েছিল কিছু একটা বলতে চায় সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওয়াকওয়ের অপর প্রান্তে উদয় হলো ছেলেটা। মাতসুমিয়াকে দেখে চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে সোজা ওর দিকে ছুটে এলো।

"আপনার কিছু বলার আছে আমাকে?" মাতসুমিয়া জিজ্ঞেস করল।

জবাবে মাথা নাড়ল সে। "এখান থেকে বেরিয়ে যান। ডান দিকে ঘুরলে ত্রিশ মিটার দূরে একটা পার্কিং লট দেখতে পাবেন। ওখানে অপেক্ষা করুন। আমি এসে পড়ব কিছুক্ষণের মধ্যে।"

"ঠিক আছে। আপনার নাম?"

"সেটা পরে বলব," দ্রুত কথাটা বলে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে চলে গেল সে।

ফ্যাক্টরি বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে অফিস ঘরটায় ফিরে এলো মাতসুমিয়া। খয়েরী স্যুট পরিহিত এক লোকের সাথে আলাপে মগ্ন অবস্থায় পেল ইয়ামাওকাকে। সঙ্গীকে সাথে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো সে।

"আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমাদের ফ্যাক্টরি ম্যানেজার।"

"আমার নাম কোটাকে," বেঁটে লোকটা বলল। নিজের বিজনেস কার্ড এগিয়ে দিলো ওর দিকে। সেখানে তার পুরো নাম লেখা ইয়োশিনোবু কোটাকে।

"এই কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার দিন থেকে মি. আওইয়াগির সাথে পরিচয় আমার। তার পুরো পরিবারের সাথেই যোগাযোগ হয়েছে। আজকে সকালেও বাসায় গিয়েছিলাম। কী যে হয়ে গেল," বিষাদমাখা কণ্ঠে বলল কোটাকে। সে হয়তো মন থেকেই বলছে কথাগুলো, কিন্তু কেমন যেন একটা নাটুকে ভাব আছে তার আচরণে।

"আপনি কি ইয়াশিমা নামের এখানকার কোন কর্মীকে চিনতেন?"

"না, কেন—" কপাল ঘুচিয়ে কোমড়ে হাত রাখল কোটাকে। "তার কথা মনে নেই আমার। আসলে আমাদের এখানে এত লোক কাজ করে...চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা আসে যায়...আলাদাভাবে কারো খোঁজ রাখা অসম্ভব।"

"ফ্যাক্টরি ম্যানেজার হিসেবে সবকিছু সামলানোর দায়িত্ব কোটাকের," ইয়ামাওকা বলল পাশ থেকে। তার কথা বলার ধরণে এটা স্পষ্ট যে কোটাকে'কে খুশি করার চেষ্টা করছে।

ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল মাতসুমিয়া। মূল গেট দিয়ে বের হয়ে ডান দিকে কিছুদূর এগোতেই পার্কিং লটটা পেয়ে গেল। ফ্যাক্টরির সেই তরুণ কর্মী এখনো এসে পৌঁছায়নি। পাশেই ভেন্ডিং মেশিন থাকায় সেখান থেকে একটা কোক কিনল মাতসুমিয়া।

ও কেবলই ক্যানে শেষ চুমুক দিয়েছে, এমন সময় সেখানে এলো ছেলেটা। তোয়ালেটা এখন তার মাথায় জড়ানো।

"কিছু নেবেন না-কি?" ভেন্ডিং মেশিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল মাতসুমিয়া।

"না। আমাকে ফিরতে হবে এখনই," তরুণ বলল। এরপর একটু থেমে কী যেন ভাবল সে। "আসলে, চাইলে একটা কিনে দিতে পারেন। কিন্তু এখন এখানে খেতে পারব না।"

ছেলেটা কি বোঝাতে চাইছে তা বুঝতে কিছুটা বেগ পেতে হলো মাতসুমিয়াকে। ওর দিকে লাজুক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে সে। শুকনো হেসে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে বলল, "কী নিবেন আপনি?"

"একটা গ্রিন টি হলেই হবে।"

গ্রিন টি'র সাড়ে তিনশো এবং পাঁচশ মিলিলিটারের বোতল চোখে পড়লো মাতসুমিয়ার। বড়টাই কিনে বাড়িয়ে ধরল ছেলেটার দিকে। "ধন্যবাদ। অনেক উপকার করলেন।" *জীবন নিশ্চয়ই সহজ না ছেলেটার,* মাতসুমিয়া ভাবে।

পার্কিং লটের একপাশে একটা বেঞ্চ। ওরা দু'জন গিয়ে পাশাপাশি বসল ওখানে। তরুণ জানাল তার নাম ইয়োকোতা।

"আমি এখানে ইয়াশিমার সাথেই কাজ শুরু করি। বেশ কথা হতো আমাদের। ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার, ইয়ামাওকা শুনলাম আপনাকে বলছে আমাদের মধ্যে তেমন একটা কথা হয় না। এটা ডাহা মিথ্যে। আমরা যারা চুক্তিভিত্তিক কর্মী, কারো অবস্থাই খুব একটা ভালো না। তাই নানারকম বিষয়ে আলাপ হতো।"

"কিন্তু ওখানে তো কেউ কিছু বলল না।"

কাঁধ ঝাঁকাল ইয়োকোতা।

"আসলে কেউ কর্তৃপক্ষের বিরাগভজন হতে চায় না। এখানে চাকরি যাওয়া কোন ব্যাপার না।"

"ইয়াশিমা কি এমন কিছু করেছিল যেটায় অসন্তুষ্ট হয়েছিল কর্তৃপক্ষ?"

"ওরকম কিছু না। আসলে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল।"

"দুর্ঘটনা? মানে, তার কারণে দুর্ঘটনা হয়েছিল?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ইয়োকোতা। "ইন্টারলক কী, সেটা জানা আছে আপনার?"

"ইন্টারলক? নাহ। আজকেই প্রথম নাম শুনলাম।"

"একটা সেফটি ডিভাইস বলতে পারেন। আপনি যখন প্রোডাকশন লাইনে থাকবেন, কোন চলন্ত মেশিনে ভুলক্রমে যদি ছোঁয়াও লাগে, তাহলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিরাপত্তার জন্যে কভার গার্ড থাকে মেশিনগুলোয়। কভার গার্ড তুলে দিলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায় ওগুলো। ইন্টারলকের কাজ এটাই।"

"ওহ, বুঝতে পেরেছি। জরুরি একটা জিনিস মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের ফ্যাক্টরিতে অনেকগুলো ইন্টারলক অকেজো।"

"অকেজো?"

"আসলে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ইন্টারলকের কারণে মেশিনগুলো একটু পরপর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কাজ করতে খুব সমস্যা হয়। অনেক সময় দেখা যায়, খুবই সামান্য কারণে বন্ধ হয়েছে একটা মেশিন। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, আমাদের একটা মেশিনের সাথে আরেকটা মেশিন নানাভাবে যুক্ত। যে কোন একটা বন্ধ হলে তাই সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এখন ধরুন কোনো একটা মেশিনে কিছু আটকে গেল। তখন আমাদের কাজ হয় সেই মেশিন চলন্ত অবস্থাতেই ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সমস্যার সমাধান করা, যেন প্রোডাকশন বন্ধ না হয়।"

"আসলেই? সেটা তো বিপজ্জনক হওয়ার কথা!"

"আসলেও বিপজ্জনক। আমাদের কাছেও কাজটা ঠিক মনে হয় না, কিন্তু সত্যি বলতে আমরা যারা চুক্তিভিত্তিক কাজ করি, তাদের অভিযোগ জানানোর কোন উপায় নেই। কেউ যদি কোম্পানির অলিখিত নিয়ম মানতে রাজি না হয়, তাহলে চাকরি চলে যাবে। আমরা আছি ভাই উভয় সঙ্কটে।"

কিছুক্ষণ আগে ফ্যাক্টরিতে দেখা দৃশ্যটা আবারো মনে করল মাতসুমিয়া। একজন কর্মী হঠাৎ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে কিছু একটা খুঁজছিল যখন ওনোডা

কষে ধমক লাগায় তাকে। সাথে সাথে মেশিন বন্ধের সুইচে চাপ দেয় সে। হয়তো ইন্টারলক বন্ধ করে রাখায় নিজ হাতে সুইচে চাপ দিয়ে কাজটা করতে হয়েছিল তাকে। বাইরের কেউ উপস্থিত আছে, সেটা বোঝার পরই মূলত মেশিন বন্ধ করে সেই কর্মী।

"ইন্টারলকের সাথে ইয়াশিমার দুর্ঘটনার কোনো সম্পর্ক আছে?"

"একশোভাগ আছে," চায়ের বোতলটা একবার ঝাঁকি দিলো ইয়োকোতা। "নতুন কাঁচামাল আনার সময় মেশিন বন্ধ করার কথা। কিন্তু আমরা সেটা না করে মেশিনের চলন্ত অবস্থাতেই নতুন জিনিসগুলো কনভেয়র বেল্টে ঢেলে দেই।"

ভ্রু কুঁচকে তাকাল মাতসুমিয়া। "দুর্ঘটনাটা সেভাবেই হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, ইয়াশিমার ট্রাউজার আটকে গিয়েছিল কনভেয়র বেল্টে। ফলে তাল হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যায় ও। মেশিনটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ওকে। কাছেই ছিলাম আমি। নিজের চোখে দেখেছি।"

"ব্যথা পেয়েছিল?"

"বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু ওভাবে পড়লে মাথায় তো খুব জোরে আঘাত লাগার কথা। বেশ কিছুক্ষণ অচেতন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছিল ও। জ্ঞান ফেরার পরেও ঠিকভাবে কথা বলতে পারছিল না। ইয়ামাওকা আর ওনোডা ছুটে আসে তখনই, একটু কথা বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেয় ওকে। প্রায় সপ্তাহখানেক কাজে আসেনি ইয়াশিমা। পরে যখন জিজ্ঞেস করি আমি, তখন বলে ঘাড়ে এমন ব্যথা যে নাড়াতেই পারে না।"

"হাসপাতালে গিয়েছিল?"

একটা বিষাদমাখা হাসি ফুটল ইয়োকোতার চেহারায়। "নাহ, যায়নি।"

"কেন?"

"খুব বেশি ঝামেলা না-কি, ও বলছিল। তাছাড়া এজেন্সি থেকে জানানো হয় চাইলে হাসপাতালে যেতে পারে, কিন্তু সেখানে গিয়ে ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনার ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। অন্য কিছু একটা বানিয়ে বলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার, এই মর্মে রিপোর্ট জমা দিতেও নিষেধ করে দেয়।"

"কেন?"

"এমনটা আসলে প্রায়ই হয়। কানেসাকি মেটালস এজেন্সিগুলোর উপরে চাপ প্রয়োগ করে। কেউ যদি দুর্ঘটনার ব্যাপারে কোনো রিপোর্ট আসলেও জমা দেয়, সেই ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করা হবে কর্ম অধিদপ্তর থেকে। তখন তো ধরে পড়ে যাবে যে ইন্টারলকগুলো অকেজো করে দেওয়া হয়েছে, তাই না? এখানে যেসব দুর্ঘটনা

ঘটে, সেগুলোকে কখনোই দুর্ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয় না। আহতদের নিজের গাটের টাকা খরচ করে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। তাই অনেকেই আর বাড়তি ঝামেলায় জড়াতে চায় না। সেজন্যেই বোধহয় ইয়াশিমার চুক্তি নবায়ন করা হয়নি। হয়তো তারা ভেবেছিল ও অভিযোগ জানাবে, তখন গোটা কোম্পানি বিপদে পড়ে যাবে," থামল ইয়োকোতা। একটু পর জিজ্ঞেস করল, "ক'টা বাজে এখন?"

ঘড়ি দেখল মাতসুমিয়া। "বারোটা চল্লিশ।"

"ওহহো," উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ইয়োকোতা। "আমাকে যেতে হবে এখন। এটার জন্যে ধন্যবাদ," প্লাস্টিকের বোতলটা তুলে ধরে সে।

মাতসুমিয়াও উঠে দাঁড়াল। "আমার সাথে কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ।"

"ইয়াশিমা ওভাবে বসের ওপর ছুরি চালিয়ে দিয়েছে সেটা শোনার পরই আমার মনে হয়েছিল কারো সাথে এই ব্যাপারে কথা বলা দরকার। ওর মনে আসলে কী চলতে পারে, সেটা ভালো করেই জানতাম আমি।"

"ধন্যবাদ আপনাকে। আসলেই সাহায্য করলেন।"

"পরে কথা হবে আপনার সাথে," বলে চলে গেল ইয়োকোতা। সে দৃষ্টিসীমার আড়াল হলে মাতসুমিয়াও রওনা দিলো।

টোকিও মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে ফোন দিলো কাগাকে।

"কী হলো ওখানে? ফ্যাক্টরি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পেরেছ?" কাগা জিজ্ঞেস করে।

"নতুন কিছু তথ্য পেয়েছি। তোমার কী খবর?"

"খারাপ না। তাকেয়াকি আওইয়াগি গিয়েছিল এরকম আরেকটা জায়গার সন্ধান পেয়েছি।"

"তাই না-কি? কোথায়?"

"একটা পুরনো আমলের ক্যাফেতে। এখন ওখানেই কফি খাচ্ছি এক কাপ।"

"আচ্ছা, আসছি আমি। নাম আর জায়গাটা বলো।"

***

ক্যাফেটা আমাজাকি গলিতেই। পুরনো আমলের লাল ইটের তৈরি একটা দালান, কাঠের ফ্রেমের জানালা। মাতসুমিয়ার মনে হলো শোওয়া আমলে চলে এসেছে সে। কিন্তু সাইনবোর্ডে লেখা, ক্যাফেটা চালু হয়েছে ১৯১৯ সালে।

জানালার পাশে একটা টেবিলে বসে আছে কাগা। এক কাপ কফি অর্ডার করে বসে পড়ল মাতসুমিয়া।

"পরিবেশটা সুন্দর," পুরো ক্যাফেতে চোখ বুলিয়ে বলল ও। ব্যবসায়িক আলাপে আসা স্যুট-কোট পরিহিত কয়েকজন ছাড়াও বয়স্ক স্থানীয় খদ্দেরও আছে ক্যাফেটায়।

"এটা বেশ বিখ্যাত একটা জায়গা। টুরিস্ট গাইডেও নাম আছে," কাগা বলল। "এখানকার এক ওয়েটার আমাকে জানাল তাকেয়াকিকে দুই সপ্তাহ আগে শেষবার দেখেছে সে। এখানে প্রায়ই আসত ভদ্রলোক। মাসে অন্তত একবার। কবে থেকে আসা শুরু করে, সেই ব্যাপারে অবশ্য কিছু বলতে পারেনি, তবে খুব সম্ভবত এই গ্রীষ্মতেই।"

"অর্থাৎ, শহরের এই অংশে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাকেয়াকির। কেন আসত সে এখানে?"

"সেটা জানি না। হয়তো কোনো শখের কারণে।"

"শখ?"

"ওয়েটার ছেলেটা আমাকে বলেছে আওইয়াগি কফি খাওয়ার সময় প্রায়ই একটা ম্যাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত। আশপাশের ম্যাপ। এই এলাকাটা ঘুরেফিরে বেড়ানোর জন্যে একদম আদর্শ। কোনো একটা কারণে হঠাৎ-ই এখানকার সৌন্দর্য ধরা দেয় তাকেয়াকির চোখে।"

"তা হতে পারে। কিন্তু আওইয়াগির অফিস তো শিনজুকুতে আর তার বাড়ি মেগুরোয়। নিহনবাশি সেই তুলনায় বেশ দূরে। ঘুরতে আসার পক্ষে একটু দূরে হয়ে গেল না জায়গাটা?"

মাতসুমিয়ার কফি চলে এল এসময়। সুঘ্রাণে আপনা-আপনি চোখ বন্ধ হয়ে গেল ওর। দুধ বা চিনি না যোগ করেই চুমুক দিলো কাপে। সবকিছু একদম ঠিকঠাক। ওর শরীরের সবগুলো কোষ যেন জেগে উঠল। "চমৎকার," বলে উঠল ও।

"তুমি তো বলছিলে নতুন কিছু তথ্য না-কি পেয়েছ?" দ্বিতীয়বার কফির অর্ডার দিয়ে জিজ্ঞেস করল কাগা।

"ফ্যাক্টরিতে গিয়ে আসলেও লাভ হয়েছে। অপরাধটার মূল কারণ সম্পর্কে জানতে পেরেছি," একবার ডানে বামে তাকিয়ে মাতসুমিয়া দেখে নিল যে কেউ ওদের কথা শুনছে কি না। এরপর টেবিলে সামনের দিকে ঝুঁকে এল।

যা যা জেনেছে সবকিছু খুলে বলছে এসময় কাগার কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। দুধ যোগ করে চামচ দিয়ে ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ নাড়ল কাগা। এরপর চুমুক দিলো কাপে। তার চেহারার অভিব্যক্তিটা মাতসুমিয়ার পরিচিত। ভাবছে সে।

"বরাবরের মতন ফ্যাক্টরিতে কাজের সময় ঘটা একটা দুর্ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার

চেষ্টা করা হয়েছে...” কাপ নামিয়ে রেখে বিড়বিড় করে বলল কাগা। “অনেক কোম্পানিই এমনটা করছে ইদানিং।”

“কাওরি নাকাহারার মতে, ইয়াশিমার বাম হাত প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিল ঘাড়ে ব্যথা পাওয়ার কারণে। এই বিষয়টাই কিন্তু কানেসাকি মেটালসের বিরুদ্ধে তার রাগ পুষে রাখার জন্যে যথার্থ একটা কারণ। আর সেই সময় প্রোডাকশনের প্রধান ছিল তাকেয়াকি আওইয়াগি। আমার ধারণা, তাকেয়াকির সাথে দেখা করে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায় ইয়াশিমা। বিনিময়ে দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখবে সে। কিন্তু আলোচনা মনমতো না হওয়ায় মেজাজ হারায় ইয়াশিমা...ছুরি চালিয়ে দেয় তাকেয়াকিকে। একটু বেশিই ভেবে ফেলছি না-কি?”

“বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা খটকা আছে।”

“সাথে ছুরি নিয়ে যাওয়াটা? আমাকেও খোঁচাচ্ছিল ব্যাপারটা।”

“সেটা তো আছেই। হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমাকে ভাবাচ্ছে বেশি,” কফির কাপটা তুলে ধরল কাগা।

“কফির কারণে চিন্তা হচ্ছে তোমার?”

“ক্যাফেতে দুইজনের জন্যে ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়েছিল তাকেয়াকি। তুমি যে দৃশ্যকল্পের কথা বললে, সেখানে কিন্তু ইয়াশিমার সাথে আলাপ করার কোনো ইচ্ছে থাকার কথা না তার। এরকম ক্ষেত্রে যে দেখা করার কথা বলে, সে-ই কিন্তু সাধারণত বিল দেয়।”

ভুল বলেনি কাগা, কিন্তু দ্বিমত পোষণ করতে দেরি হলো না মাতসুমিয়ার।

“দু'জনের মধ্যে কিন্তু তাকেয়াকিই চাপের মুখে ছিল। ইয়াশিমার মন জয় করার জন্যেও কিন্তু সে বিল দিতে পারে।”

“অর্থাৎ, ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনার ব্যাপারে আরো আগেই আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে।”

“ঠিক বলেছ। এটা বিশ্বাস করি কঠিন বৈকি যে কোনো ব্যাপারে আলোচনা হবে সেটা না জেনেই ইয়াশিমার সাথে ক্যাফেতে দেখা করতে রাজি হয়েছিল তাকেয়াকি।”

“সেক্ষেত্রে তাকেয়াকির মনে কী চলছিল, সেটা ভাবার চেষ্টা করি আমরা। এক তরুণ হঠাৎ-ই তাকে ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে দোষারোপ করেছে। আমার ধারণা, বেশ একটা অস্বস্তিদায়ক পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিল সে। কী বলো?”

“হ্যাঁ, তা তো বটেই। এরকম একটা বিষয়ে আলাপ করতে রাজি হওয়া

নিশ্চয়ই সহজ ছিল না তা জন্যে।"

"তবুও আওইয়াগি দুই হাজার ইয়েনের একটা নোট বের করে মজাচ্ছলে ওয়েটারকে বলে, এই নোটগুলো এখন আর তেমন দেখাই যায় না। চাপের মুখে আছে, এরকম কারো কি এমন ব্যবহার করার কথা?"

মোটেও না, একটু অবাকই হলো মাতসুমিয়া। এবারে পাল্টা কোনো যুক্তি দাঁড় করাতে পারল না ও।

"আসলে সবকিছুর মিশেল হচ্ছে এই জগতটা। কোনটা অদ্ভুত আর কোনটা স্বাভাবিক, সেটা বলা মুশকিল," সন্তুষ্ট চিত্তে কফিতে চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল কাগা। "যাইহোক, কুনিতাচির ফ্যাক্টরিতে গিয়ে ভালো কাজ দেখিয়েছ তুমি। যত দ্রুত সম্ভব সবাইকে জানানো উচিত।"

"তুমি কী করবে? আশপাশে আরো ঘুরে দেখবে?"

"না, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে," ঘড়িতে সময় দেখল কাগা। "একটা জুনিয়র হাইস্কুল। তাকেয়াকির ছেলে যেখান থেকে পাশ করেছে— শুবুনকান জুনিয়র হাই বোধহয় নাম।"

"ওহ," মাথা নাড়ে মাতসুমিয়া।

"তাকেয়াকি ওখানকার একটা নম্বরে ফোন করেছিল।"

"তোমার কি আসলেও মনে হয় সেটার সাথে কেসের কোনো সম্পর্ক আছে? ফোনটা কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে করেছিল সে।"

"কোনো সম্পর্ক না-ই থাকতে পারে, কিন্তু তার মানে তো এই না যে আমি খোঁজ নেব না। তবে এসব সাধারণ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে তোমার মতো উচ্চপদস্থ কারো যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই," বাকি কফিটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল কাগা।

অধ্যায় ১০

পারিবারিক বেদিতে রাখা ছবিটায় তাকেয়াকি আওয়াগিকে গলফ খেলার পোশাকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এই ছবিটা বাছাই করা হয়েছে কারণ পরিবারের মতে এটাতেই তাকে সবচেয়ে বেশি হাসিখুশি লাগে। বাস্তবে অবশ্য তাকেয়াকি গলফ নিয়ে খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি কখনোই।

'সুয়া' (জাপানিজ শেষকৃত্য) শুরু হতে হতে ছ'টা বেজে গেল। বৌদ্ধ মন্দির থেকে আগত ভিক্ষু সূত্র পাঠ করেছে একটানা। আগত অতিথিরা একজন একজন করে ধূপ জ্বালিয়ে যাচ্ছে বেদিতে।

তাকেয়াকির মৃতদেহ পুলিশ ফিরিয়ে দিয়েছে সকালে। ওরা ভেবেছিল আরো সময় লাগব হয়তো। তখনই তাড়াহুড়ো করে শুরু হয়ে যায় সব আয়োজন। কোটাকের ঠিক করা নোকানশি (মৃতদেহ সৎকারের দায়িত্বে থাকা লোক) ভদ্রলোক সকাল সকালই এসে পড়ে। কিন্তু বরাবরের মতন ঠিকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গড়ায় যখন কোটাকে-কে অফিস থেকে ফোন করে বলা হয় যে ফ্যাক্টরিতে একজন ডিটেকটিভ গিয়েছে খোঁজখবর নেয়ার জন্যে। কালক্ষেপণ না করে বেরিয়ে যায় সে। এরপর ফুমিকো সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ধূর্ত চেহারার চশমা পরিহিত নোকানশি লোকটার সাথে আলোচনা করে। ইউতোর ধারণা নেই যে একটা শেষকৃত্যে সাধারণত কেমন খরচ হয়। তবে লোকটা যে ওদের ঠকাচ্ছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আলোচনা শেষ হওয়া মাত্র কাজে লেগে পড়ে নোকানশি। ইউতোকে স্বীকার করতেই হবে যে আসলেও পেশাদার সে। ছোটবড় সব কাজ কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই হয়ে যেতে থাকে একের পর এক। ইউতো এবং পরিবারের বাকি সদস্যেরা কাপড় বদলে ফিউনারেল হলে যেতে যেতে তাকেয়াকির মৃতদেহ পরিপাটি করে সাজিয়ে কফিনে ঢোকানো হয়ে যায়। তার চেহারা দেখে বোঝার জো নেই যে ময়নাতদন্তের সময় কাটাকুটি করা হয়েছে।

আত্মীয়স্বজন এবং তাকেয়াকির সহকর্মীরাও অনেক কাজে সাহায্য করার জন্যে

তৈরি ছিল। তাদের আলোচনা শুনে ইউতো বুঝতে পারে যে শেষকৃত্যে প্রথমে কে ধূপ জ্বালাবে, সেটা বেশ বড়সড় একটা ব্যাপার।

বিকেলে ফিরে আসামাত্র অফিসের কর্মীদের কাজে লাগিয়ে দেয় কোটাকে। রিসিপশন এবং উপহার বিতরণের কাজ দক্ষ হাতে সামলে নেয় তারা। ফিউনারেল কোম্পানি থেকে আসা লোকদের নির্দেশনা অনুযায়ী একটার পর একটা কাজ করতে থাকে ফুমিকো। দৃশ্যটা দেখে ইউতোর মনে পড়ে যায় বেশ আগে এক জায়গায় পড়েছিল, শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করাই হয় মৃতের পরিবারের সদস্যদের শোকার্ত মনকে ব্যস্ত রাখার জন্যে।

নিজের হাইস্কুলের কয়েকজন বন্ধুকেও অনুষ্ঠানে দেখতে পেল ইউতো, যাদের মধ্যে তাতসুয়া সুগিনোও আছে। অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানিয়ে সানাদা এবং সুগিনোকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিল ও। তারা যখন ওর পাশ দিয়ে গেল, মন থেকে মাথা নিচু করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ইউতো।

ওর জুনিয়র হাইস্কুলের কিছু বন্ধুবান্ধবও এসেছে। বেশিরভাগই ওর সাঁতার দলের বন্ধু। তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং কোচ ইতোকাওয়া। কাঁচাপাকা চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা তার। ইউতো জুনিয়র হাইস্কুল থেকে পাশ করে আসার সময় যেরকম সুঠাম দেহ দেখেছিল তার, এখনও সেরকমই আছে।

ধূপ জ্বালানোর মাধ্যমে অর্ঘ্য নিবেদনের পর্ব শেষ হলে ফুমিকোর উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে শেষ হয় প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। আগত অতিথিরা পাশের ঘরে চলে যায় তখন, তাদের জন্যে সামান্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে যাওয়ার পথে ইতোকাওয়া এবং সাঁতার দলের বন্ধুদের সাথে করিডোরে দেখা হয়ে যায় ইউতোর। সুগিনোও ছিল তাদের সাথে।

"তুই ঠিক আছিস, আও? ঠিকঠাক খাচ্ছিস তো?" সুগিনো সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে। আচরণে পরিণত একটা ভাব তার। অবাকই হলো ইউতো।

"আমাকে নিয়ে ভাবিস না। আমি ঠিক আছি। মেনে নিতে হবে। বাবাকে তো আর কোনোভাবে ফিরে পাবো না।"

"ওই লোকটার কী হলো? এখনো কোমাতে?"

ইউতো বুঝতে পারল যে ইয়াশিমার কথা জিজ্ঞেস করছে সুগিনো।

"সম্ভবত। পুলিশের লোকেরা আমাদের খুব বেশি কিছু বলছে না।"

"তাই না-কি? এখনও কি জ্ঞান ফেরেনি?"

"জানি না রে। আসলে আমাদের কিছুই বলেনি।"

সাঁতার দলের বাকি সবাই এগিয়ে এসে স্বান্তনা দিলো ওকে। তাদের সবাইকে

আবারো ধন্যবাদ জানাল ইউতো।

ওর বন্ধু কুরোসাওয়া মুখ গোঁজ করে বলল, "ওই হারামিটার এখনও জ্ঞান ফেরেনি। এর চেয়ে ট্রাকটা পিষে দিলেই পারত। কিন্তু আমি চাই না এখনই মারা যাক, তাহলে আর শাস্তি পাবে না।"

"তার কী হবে, সেটা নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি শুধু শুনতে চাই কী বলার আছে লোকটার। কেন বাবাকে ছুরি চালাল ওভাবে।"

"আমরাও সেটাই ভাবছিলাম। এত লোক থাকতে তোর বাবা-ই কেন? জগতে এমন অনেকেই আছে যারা না থাকলে কারো কিছু যায় আসবে না।"

কুরোসাওয়া মন থেকেই বলল কথাটা। *আমার বন্ধুভাগ্য ভালো,* মনে মনে ভাবে ইউতো। নাহলে অন্যের জন্যে কেউ এরকম রাগ দেখায় না।

"দুর্ভাগ্য, আর কিছু না," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ইতোকাওয়া। সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে।

"কষ্ট করে আসার জন্যে ধন্যবাদ, স্যার," প্রিয় জুনিয়র হাই স্কুল টিচারের উদ্দেশ্যে একবার বাউ করল ইউতো।

"সুগিনোর কাছে যখন খবরটা শুনলাম, বিশ্বাসই হতে চায়নি। তোমার জন্যে অনেক খারাপ লাগছে। কিন্তু এখন ভেঙে পড়লে চলবে না। আমরা সবাই আছি তোমার সাথে। কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবে নির্দ্বিধায়। যা যা করা সম্ভব, করব।"

শুধু বলার জন্যে বলা, এমন নয়। দরকার পড়লে ইতোকাওয়া আসলেও ওকে সাহায্য করবে, জানে ইউতো। সাঁতার দলে থাকার সময় ওদের ভরসার জায়গা ছিল সে। সবকিছু থেকে ছাত্রদের রক্ষা করার জন্যে তৈরি থাকত।

"ধন্যবাদ, স্যার," আবারো বলল ইউতো।

সুগিনো ছাড়া সাঁতার দলের অন্য বন্ধুদের সাথে লম্বা সময় দেখা হয় না ইউতোর। দশজন ছিল ওদের দলে, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই উপস্থিত হয়েছে। সবার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছে ওর, কিন্তু আজকে সেটা সম্ভব নয়। বরং সবাইকে ফিউনারেল হলের দরজা অবধি এগিয়ে দিলো ইউতো।

বন্ধুরা সবাই বাড়ি ফিরে গেলেও ইতোকাওয়া রয়ে গেল। "তোমার সাথে একটু কথা বলা যাবে? ইউতোর দিকে তাকিয়ে বলল সে। কেমন যেন অদ্ভুত এক ধরণের অস্বস্তি ভর করল ইউতোর মনে।

লবির একপাশে সরে এসে একটা কাউচে পাশাপাশি বসল দু'জনে।

"বাবার সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন ছিল গত কয়েক মাসে? কথা হতো?"

"কথা?"

"হ্যাঁ। জুনিয়র হাইস্কুলে যখন ছিলে, তখন তো বলতে বাবার সাথে প্রায় দেখাই হয় না তোমার।"

"কারণ তখন কুনিতাচির ফ্যাক্টরিতে পোস্টিং ছিল বাবার। মাঝে মাঝে তো বাড়িও ফিরত না।"

"আমি গত কয়েক মাসের কথা জানতে চাইছি। তোমাদের মধ্যে বিশেষ কোনো ব্যাপারে কথা হয়েছিল?"

জবাবে কী বলবে বুঝতে পারছে না ইউতো। ইতোকাওয়ার এরকম হঠাৎ জেরার মুখে পড়ে হকচকিয়ে গেছে ও।

"কয়েকদিন আগে স্কুলে ফোন দিয়েছিল তোমার বাবা। তখন বলেছে তোমার ব্যাপারে কথা বলতে চায় আমার সাথে।"

"ওহ...আপনি এখন বলায় মনে পড়ল..."

"কী?"

"গতকাল আমাদের বাসায় যে ডিটেকটিভ দু'জন এসেছিল, তারাও একই কথা বলেছে। বাবার কল লিস্টে না-কি শুবুনকান জুনিয়র হাই স্কুলের নম্বর পাওয়া গিয়েছে।"

মাথা নাড়ল ইতোকাওয়া।

"আমাকেও সেটাই বলেছে। নিহনবাশি থানা থেকে আজ একজন ডিটেকটিভ এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে।"

"তাই?"

"আমি একটু চিন্তিত। 'ছেলের সাথে খুব একটা বনিবনা হচ্ছে না'— আমাকে এমনটাই বলেছিল তোমার বাবা।"

"বাবা বলেছিল একথা?"

"তোমার বাবা ভাবত তোমার পুরনো স্কুলের ক্লাস টিচার বা হাইস্কুলের টিচারদের তুলনায় আমি তোমাকে ভালো করে চিনি। সেজন্যেই কথা বলতে চেয়েছিল আমার সাথে। মিথ্যে বলব না, একটু হলেও ভালো লেগেছিল কথাটা শুনে।"

বাবার ধারণা খুব একটা ভুল নয়, ভাবে ইউতো। ওর পুরনো স্কুলের ক্লাস টিচারেরা কখনোই বোঝেনি ওকে। বুঝতে চায়ওনি।

"ফোনে শুধু জানায় সামনাসামনি দেখা করে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে চায় সে। তবে সেই সুযোগ আর হলো কোথায়? সেজন্যেই মাথা থেকে ব্যাপারটা দূর

করতে পারছি না। তোমার আর তোমার বাবার কোনো সমস্যা হয়েছিল? সেরকম কিছু হলে আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারো। হয়তো ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তোমার মনে যদি কিছু থাকে, আমাকে বললে বুকটা হালকা হবে, তাই না?"

"না, আসলে ওরকম কিছু নেই," মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলে ইউতো। "বাবা আর আমার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে আসলে অনেক আগে। এমন নয় যে সমস্যাটা অল্প ক'দিনের। আর এর পেছনে গোপন কোনো কারণও নেই। ক্লাসের রেজাল্ট ভালো হতো না দেখে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল বাবা। যখন-ই দেখা হতো এই কথা বলত। বিষয়টা আমার পছন্দ ছিল না একদমই। ব্যস, এটুকুই।"

একবার মাথা নেড়ে নিবিড় দৃষ্টিতে ইউতোর দিকে তাকাল ইতোকাওয়া। এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে কিছু লুকোনো সম্ভব না।

কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত গাম্ভীর্য দূর হয়ে গেল ইতোকাওয়ার চেয়ারা থেকে।

"তোমার বাবা আর আমাদের মাঝে নেই। তাই বলে কিন্তু জীবনে পিছিয়ে পড়া চলবে না তোমার। আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছিলাম, তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে অনেক চিন্তিত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কথাগুলো বলা ঠিক হয়নি।"

"না না, স্যার। কোনো সমস্যা নেই।"

"আচ্ছা। শক্ত রাখো নিজেকে," ইউতোর কাঁধে চাপড় মেরে দরজার দিকে পা বাড়াল ইতোকাওয়া। রিসিপশন যেখানে চলছে সেখানে চলে এলো ইউতো। সবাই সুশি এবং বিয়ার খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত।

নানু এবং ওর মামাদের একজন ফুমিকোর দুই পাশে বসে স্বান্তনামূলক বিভিন্ন কথাবার্তা বলছে। হারুকাও বসে আছে সেই টেবিলে। তাদের সাথে যোগ দিলো ইউতো।

"সামনের দিনগুলো একটু কঠিন যাবে ইউতো। কিন্তু যে করেই হোক, বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে। আমরা সবাই পাশে আছি," ইউতোর গ্লাসে জ্যুস ঢালতে ঢালতে বলল মামা। "জানি, সামনে কী হবে, সেটা নিয়ে চিন্তিত তুমি। কিন্তু দেখবে সব ঠিকঠাক সামলে নিচ্ছ। চিন্তার কিছু নেই।"

নিশ্চয়ই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে কথা বলছে। "ধন্যবাদ," বলে মামার উদ্দেশ্যে একবার বাউ করল ইউতো।

কোটাকে এবং তাকেয়াকির অন্যান্য সহকর্মীরা একে একে এসে ওদের সাথে কথা বলে গেল। প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করল যে তাকেয়াকির প্রতি ঋণী তারা। ইয়ামাওকা নামের একজন লোক তো বলল, আওইয়াগি বস না হলে হয়তো

অনেক আগেই চাকরি ছেড়ে দিত সে।

একে একে বাড়ি ফিরে গেল সবাই। বাকি রইল কেবল ইউতো, ফুমিকো এবং হারুকা। আজকে রাতটা ফিউনারেল হোমেই থাকতে হবে ওদের। সেজন্যে প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ও নিয়ে এসেছে।

হারুকা যখন বলল, আরো একবার বেদির ওখান থেকে ঘুরে আসতে চায় সে, ইউতো গেল তার সাথে। অন্ধকার হলরুমের এক প্রান্তে রাখা হয়েছে কফিনটা। ওটার সামনে এখনও জ্বলছে সুগন্ধী ধূপ।

"এরকম কিছু হতে পারে, তা মাথায় আসেনি আমার। এতদিন ভাবতাম শেষকৃত্য অনুষ্ঠান মানেই একঘেয়ে। কিন্তু সবাই মন থেকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে বাবাকে। ভালো লেগেছে আমার। তাছাড়া, আমার স্কুলের অনেক বন্ধুরাও এসেছিল," তাকেয়াকির ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলে হারুকা। "বাবার সহকর্মীরা কী বলল শুনেছিস? সবাই না-কি ঋণী তার প্রতি।"

"এখানে এসে তো আর দুর্নাম করতে পারবে না, তাই না?"

"আমি তো বোকা না। কেউ কোনো কিছু মন থেকে বলছে কি না, সেটা বুঝতে পারি," ভ্রু কুঁচকে বলল হারুকা। "বাবার সাথে আরো বেশি সময় কাটানো উচিত ছিল আমার। তার হয়তো অনেক ভালো কিছু গুণ ছিল, যে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই।"

এখন এসব লেকচার দিয়ে ভালো সাজার কোনো মানে হয় না, আরেকটু হলেই বলে ফেলেছিল ইউতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থামাল নিজেকে। ওর বোনের কথায় যুক্তি আছে।

***

পরদিন সকাল থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। তাকেয়াকির কোম্পানির প্রধান এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সবাই দেখা করতে এলো। শেষকৃত্যের প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিনে শোক প্রকাশ করতে যোগ দিলো প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষ। ইউতোর হাইস্কুলের ক্লাস টিচার সানাদাও এসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে গেল। ইউতো জানে সবাই ভদ্রতার খাতিরে ওদেরকে নানারকম কথাবার্তা বলছে, তবুও বিষয়টা মন ছুঁয়ে গেল ওর।

ফুমিকোর কথা বলা শেষে শুরু হও শবযাত্রা। তাকেয়াকির ছবিটা হাতে নিয়ে সামনে সামনে হাঁটছে ইউতো। কফিন বহন করছে ওর মামারা।

ক্রিমেটোরিয়ামে (শবদেহ ভস্মীকরণের স্থান) ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাদে আর কারো

প্রবেশাধিকার নেই। ফারনেসে কফিনটা ঢুকে গেলে ইউতোর মনে হলো বুকের ওপর চাপা একটা পাথর সরে গেল। এবারে ওর বাবার মৃত্যুটা মেনে নেওয়া আরো সহজ হবে। *শক্ত হতে হবে আমাকে,* ভাবে ও।

ফুমিকো এবং হারুকার মনেও একই রকম স্বস্তি কাজ করছে কি না কে জানে। শবদেহ ভস্ম হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে অন্যান্য আত্মীয়রা। তাদের সাথে কথা বলার মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়ছে ফুমিকো। তবে কিছুক্ষণ পরপর মলিন হাসিও ফুটছে মুখে।

তাকেয়াকির দেহাবশেষ একটা শবাধারে ঢেলে দেওয়ার পর আবারো ফিউনারেল হলে ফিরে এলো ওরা। এবারে অনুষ্ঠিত হবে *শোনানকা* বা স্মৃতিসভা। আর এরপর শোজিন অতোশি (শোক প্রকাশ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসে ফিরে আসা)। শোক প্রকাশে আগত অতিথিদের আরো একবার ধন্যবাদ জানাল ফুমিকো। "আজ থেকে আবারো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করব আমরা তিনজন। ছেলেমেয়েকে যথাসাধ্য ভালোভাবে বড় করার চেষ্টা করব। আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য," দীপ্ত কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথাগুলো বলে ইতি টানল সে। শেষকৃত্য অনুষ্ঠান যে কেবল পরিবারের সদস্যদের ব্যস্ত রাখে তা নয়, মৃতের কাছের আত্মীয়দের আধ্যাত্মিকভাবেও মুক্তি দেয় আচারগুলো।

সবাইকে বিদায় জানাল ওরা তিনজন, এরপর বাড়ি ফিরে গেল। এখনো অনেক কিছু করা বাকি। তবে প্রথম কাজটা হচ্ছে বাড়িতে একটা বেদি সাজিয়ে ফেলা। নোকানশিদের একজন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসবে পরে।

ইউতো ওর ব্যাগে জিনিসপত্র ঢোকাচ্ছে এসময় করিডোর থেকে কথা বলার শব্দ ভেসে এলো। একটা কণ্ঠ ফুমিকোর, অন্যটা চিনতে পারল না।

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলো ও। দুই তরুণ দাঁড়িয়ে আছে ফুমিকোর সামনে। একজনের গলা থেকে ক্যামেরা ঝুলছে।

"আপনাদের ইতোমধ্যে বলেছি, এই ব্যাপারে কিছু জানি না আমি। ফ্যাক্টরির কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেন চাইলে," খুব কষ্টে নিজেকে সামলাচ্ছে ইউতো।

"তাহলে মিসেস আওইয়াগি, আপনি স্বীকার করছেন যে আপনার স্বামী এই বিষয়ে কোনো কথা বলেনি আপনার সাথে?" অন্য লোকটা জিজ্ঞেস করল।

"না, বলেনি। আপনাকে তো বললাম দুইবার! ওর অফিসের ব্যাপারে কিছু জানতাম না আমি।"

"ঠিক আছে। আমি এইমাত্র আপনাকে যা যা বললাম, সেই ব্যাপারে আপনার

মতামত কী? খুনির প্রতি আপনার মনোভাব কিছুটা হলেও বদলেছে?"

"আমি জানি না...এভাবে হুট করে প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া মুশকিল। আপনারা এখন আসুন, প্লিজ। নাহলে পুলিশে ফোন দেব।"

"ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে এটা মনে রাখবেন যে সবাইকে সত্যটা জানানোই আমাদের কর্তব্য," এই কথা বলে সঙ্গীর দিকে ইশারা করে বেরিয়ে গেল তরুণ।

দুই হাতে কপাল চেপে ধরল ফুমিকো, যেন ভীষণ ব্যথা করছে ওখানে।

ইউতো যখন জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

"অদ্ভুত কিছু কথা বলছিল লোকগুলো। ফ্যাক্টরিতে না-কি কী একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল, সেটা ধামাচাপা দেওয়ায় রাগ করে তোমার বাবাকে ছুরি চালিয়েছে ইয়াশিমা নামের লোকটা। এই বিষয়ে আমি কিছু জানি কি না? লোকটা যে দীর্ঘদিন শারীরিক অসুবিধায় ভুগেছে, সেই ব্যাপারে জানা ছিল কি না? এরকম অনেক কিছু।"

"এসবের সাথে বাবার কী সম্পর্ক? এগুলো কোত্থেকে জানল তারা?"

"ওরা বলার চেষ্টা করছিল, তোমার বাবার নির্দেশেই না-কি সবকিছু ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। একারণেই মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিল সেই কর্মী।"

লম্বা শ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করল ইউতো। ওর যে কী পরিমাণ রাগ লাগছে, সেটা বলে বোঝানো যাবে না।

বুকের ভেতরে দানা বাঁধছে অস্বস্তি।

অধ্যায় ১১

"ইয়াশিমা ফুকিশিমার যে হাই স্কুল থেকে পাশ করেছে, সেটার বেশ দুর্নাম আছে। ওখানকার অনেক ছাত্রই, এমনকি যারা কোনো গ্যাংয়ের সদস্য না— তারাও ছুরি বহন করত সাথে। অনাথাশ্রমের একজনের সাথে কথা বলেছি আমি। সে-ই আমাকে বলেছে, তারা তাদের ওখানে যে বাচ্চারা থাকে, ওদের কখনো বিপজ্জনক কিছু বহন করতে দিত না। কিন্তু অনাথাশ্রমের কর্মীদের অগোচরে খুব ইয়াশিমার পক্ষে ছুরি জোগাড় করাটা অসম্ভব নয় একদম।"

ডিটেকটিভের এই রিপোর্ট শুনে স্বাভাবিকভাবেই খুব একটা খুশি মনে হলো না ইশিগাকিকে। শব্দ করে মাথার পেছনে চুলকাল সে, এরপর ঘাড় কাত করে তাকাল।

"আমরা এখনো এমন প্রমাণ পাইনি যে ইয়াশিমাই ছুরিটার মালিক। ওটা কোত্থেকে কেনা হয়েছে, সেই ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?"

উঠে দাঁড়াল সাকাগামি। তাকে ইশিগাকির চেয়েও অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে।

"যে ছুরি দিয়ে তাকেয়াকিকে আক্রমণ করা হয়েছে, সেটা আরো বছর পাঁচেক আগে এসেছে বাজারে। ইয়াশিমা যদি ছুরিটা কোনোভাবে জোগাড় করেও থাকে, তাহলে সেটা সে করেছে টোকিওতে আসার পর। জিফু প্রিফেকচারের একটা কোম্পানি অনলাইনে এই মডেলের ছুরি বিক্রি করে। তারা আমাকে ক্রেতাদের একটা তালিকা পাঠিয়েছে, কিন্তু ইয়াশিমার নাম ওখানে ছিল না। অবশ্য এমনটাও সম্ভব যে কেউ অনলাইনে ছুরিটা কেনার পর আবার কারো কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে ছুরিটা কোত্থেকে কেনা হয়েছে, তা জানা বড্ড কঠিন হয়ে যাবে।"

ভ্রু কুঁচকে নিচের ঠোঁটটা বের সামনে বাড়িয়ে ভাবতে লাগল ইশিগাকি।

"ইয়াশিমার সাথে ছুরিটার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা আমাদের জন্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক। সেক্ষেত্রে সে কোমা থেকে না ফিরলেও আমরা প্রমাণ করতে পারব যে সে-ই খুনি।"

যথারীতি সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নেওয়া শেষে ইশিগাকির কাছে এসে রিপোর্ট দিচ্ছে ডিটেকটিভেরা। ঘড়িতে সময় এখন সোয়া আটটার কাছাকাছি।

মাতসুমিয়া এবং কাগা পুরোটা দিন এদোবাশি ব্রিজ এবং হামাচো গ্রিন রোডের মধ্যবর্তী জায়গাগুলোয় খোঁজ নিয়ে কাটিয়েছে। চেষ্টা করছে, ইয়াশিমা যে পথে পালিয়েছিল, সেখানে কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ছিল কি না, তা খুঁজে বের করা। এই ডিসট্রিক্টে রাতের বেলায়ও অনেকে বাইরে বের হয়। তাদেরই কেউ হয়তো দেখেছে ইয়াশিমাকে।

একেবারে কিছুই যে জানতে পারেনি, এমন নয়। ইয়াশিমাকে দেখেছিল, এমন প্রত্যক্ষদর্শীর খোঁজ করার পাশাপাশি, তাকেয়াকি আওইয়াগির কোথায় কোথায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল, সেটাও বের করার চেষ্টা করছে ওরা। আরো একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে দু'জনে, একটা সোবা নুডলস শপ।

সেখানকার যে কর্মীর সাথে ওরা কথা বলেছে, তাদের মতে তাকেয়াকি কম করে হলেও দু'বার গিয়েছে ওখানে। সে ঠিক কী অর্ডার দিয়েছিল, তা মনে করতে না পারলেও এটুকু মনে আছে যে খাবারের প্রশংসা করে কিছু বলেছিল। সুযোগ পেয়ে কাগা আর মাতসুমিয়া সেখানেই দুপুরের খাবার সেরে নেয়। মাতসুমিয়া নিয়েছিল ঠান্ডা সোবা নুডলস। সবকিছু একদম ঠিকঠাক ছিল ওটার, একদম শক্তও না আবার নরমও না। ব্রথটাও ভীষণ সুস্বাদু।

এটা পরিষ্কার যে তাকেয়াকি প্রায়ই যেত নিনগিয়োচো এলাকায়। কিন্তু তার যাওয়ার হেতু সম্পর্কে এখনও অন্ধকারে ওরা।

এরপর যে ডিটেকটিভকে ফিউনারেল হলে তাকেয়াকির শেষকৃত্যে নজর রাখার জন্যে পাঠানো হয়েছিল, সে রিপোর্ট দিলো। তখনও তার পরনে ধূসরাভ-কালো স্যুট। গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য জানাতে পারল না সে, সবকিছু একদম স্বাভাবিকই ছিল ওখানে।

তদন্ত দলে অন্যান্যদেরও একই অবস্থা। কেউই এমন কিছু জানতে পারেনি, যা তদন্তের কাজে আসবে।

"ইয়াশিমার তাহলে এখনও আগের অবস্থা? সত্যি বলতে, আমার এখন আর ধৈর্য্যে কুলাচ্ছে না। হয় জ্ঞান ফিরুক, নাহলে মরুক," দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে ইশিগাকি। মন্তব্যটা খুব ভালো না শোনালেও, ভেতরে ভেতরে একমত না হয়ে পারল না মাতসুমিয়া। অন্যান্য ডিটেকটিভেরাও নীরবে মাথা নাড়ল।

"ইয়াশিমার মোটিভের ব্যাপারে সবার কী মতামত? কোম্পানির উপর রাগ থেকেই কাজটা করেছে সে?" কোবায়াশি জানতে চাইল।

"হতেই পারে। মাতসুমিয়া যা যা জেনে এসেছে, সেটা কিন্তু এদিকেই ইঙ্গিত করে। আমাদের আরো প্রমাণাদি দরকার। কিন্তু এরকম একটা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তা জোগাড় করা কঠিন হবে না। এই কাজের জন্যে বিশেষজ্ঞ লোক আছে। এরপর আমরা আরো চেপে ধরবো নাহয়।"

"ইশিগাকি যে বিশেষজ্ঞ লোকদের ব্যাপারে বলছে, তারা আসলে কর্ম কমিশনের অধীনস্থ লেবার স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সপেকশন অফিসের কর্মী। এর আগের দিন ইশিগাকি আনুষ্ঠানিকভাবে কানেসাকি মেটালসের কুনিতাচি ফ্যাক্টরিতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার ব্যাপারে তাদের রিপোর্ট দিয়েছে। সাথে সাথে জবাব এসেছে যে তারা খুব দ্রুত তদন্তে নেমে পড়বে।"

"ইয়াশিমার গার্লফ্রেন্ড অন্তঃসত্ত্বা। সে কোনো চাকরি খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই আর উপায়ান্তর না দেখে প্রাক্তন বসকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেছিল সে। চাকরি না ফিরিয়ে দিলে সত্যটা প্রকাশ করে দিবে। আপাতত আমরা তো এটা ধরে নিচ্ছি?" বিড়বিড় করে কথাগুলো বলে সিলিংয়ের দিকে তাকাল কোবায়াশি। "কেন, তা জানি না। কিন্তু আমার কাছে একটু বেশিই সহজ মনে হচ্ছে হিসাবটা। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে বা ফ্যাক্টরিতে ঘটা কোনো দুর্ঘটনা কি আদৌ বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়?"

"পঞ্চাশ লাখ ইয়েন পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে," মাতসুমিয়া জবাব দিলো। এর আগের দিন এই ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে ও।

নাক দিয়ে শব্দ করল কোবায়াশি।

"আর ইয়াশিমা কি না আসলেই ভেবেছিল ভয় পেয়ে যাবে কানেসাকি মেটালস? তাকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত সত্যটা কখনো জানতে পারব না আমরা।"

"সেটাই। মোটিভের ব্যাপারে জানতে হলে তার সাথে কথা বলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের," ইশিগাকি বলে। "সেজন্যেই ছুরির ব্যাপারটায় এত গুরুত্ব দিচ্ছি। আগামীকাল তোমরা সবাই সম্ভাব্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ এবং ছুরিটা সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার ব্যাপারে জোর দিবে। বুঝতে পেরেছ কী বলছি?"

"জি, স্যার," সমস্বরে বলে উঠল মাতসুমিয়া সহ অন্যান্য ডিটেকটিভেরা। একবার সঙ্গীর দিকে তাকাল ও। কাগা ওদের থেকে দূরে নিজের ডেস্কে বসে এভিডেন্স ফাইল ঘাটাঘাটি করছে আর একটু পরপর কম্পিউটারে কিছু একটা দেখছে।

পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় দৌড়ে ইনসিডেন্ট রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। মাতসুমিয়াও ছুটল তার পেছন পেছন।

"কাগা!" হলওয়েতে ডাক দিলো ও। "তুমি কি সরাসরি বাসায় যাবে এখান থেকে?"

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কাগা। "যদি না যাই?"

"বিশেষ কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আছে?"

"বিশেষ কিছু না। ফেরার পথে খাবার খেয়ে নেব আর কি।"

"এটাই? আর কিছু না?"

"আরেকটা উদ্দেশ্য অবশ্য আছে," তীক্ষ্ণ নাকটার একপাশে চুলকে বলল কাগা।

"সেটাই ভেবেছিলাম। আমি যাবো তোমার সাথে।"

থানা থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে এগোলো দু'জনে। আন্ডারপাস পার হয়ে এদোবাসি ব্রিজের দিকে এগোলো। সাধারণত ব্রিজটা অতিক্রম করে পুর্ব দিকে যায় ওরা, কিন্তু কাগা এবারে সোজাই হাঁটতে থাকল।

"আমরা এদিকে যাচ্ছি কেন?"

"মুখ বন্ধ করে আমার সাথে এসো, ঠিক আছে?"

ডানদিকের দ্বিতীয় রাস্তার মুখে ঐতিহ্যবাহী জাপানিজ ওয়াশি কাগজের একটা দোকান। দ্বিতীয় তলায় ছোট জাদুঘরের মতনও আছে। এই এলাকার পুরনো স্থাপনাগুলো আরো একবার অভিভূত করল মাতসুমিয়াকে।

রাস্তাটা ধরে আরেকটু সামনে এগোলো ওরা। বামদিকে ছোট একটা মন্দির, সামনে তোরি গেটও আছে। নিহনবাশিতে এরকম মন্দিরের সংখ্যা অসংখ্য।

একটা দালানের সামনে থামল কাগা। সাইনবোর্ডটা দেখে অবাক না হয়ে পারল না মাতসুমিয়া।

"আরেকটা নুডলস শপ?"

"আওইয়াগি যদি সোবা নুডলসের ভক্ত হয়ে থাকে, তাহলে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় গিয়ে চেখে দেখাটা খুব স্বাভাবিক।"

"কিন্তু সেই জন্যে এত দূরে আসাটা কি ঠিক হলো?"

"চাইলে তুমি চলে যেতে পারো কিন্তু।"

রেস্তোরাটার নাম কোবিয়ান। দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল কাগা। অগত্যা পিছু নিল মাতসুমিয়া। ভেতরের বিশাল জায়গার প্রায় এক তৃতীয়াংশ টেবিলে লোক বসে আছে। বেশিরভাগেরই সামনে বিয়ার বা সাকের বোতল। *পরে নিশ্চয়ই সবাই এক বাটি করে নুডলস নেবে,* মাতসুমিয়া ভাবে।

ডিটেকটিভ দু'জনকে কোণার দিকে একটা টেবিলে বসতে দেওয়া হলো।

বিয়ার এবং হালকা খাবার অর্ডার দিলো ওরা। ওয়েটার মাত্র একজন। মহিলাকে দেখে ভীষণ ব্যস্ত মনে হলো এই মুহূর্তে। সে ওদের সাথে কথা বলার মতন সময় বের করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বিয়ার এবং অন্যান্য খাবারগুলো ওদের টেবিলে নিয়ে আসা হলো। বোতল থেকে গ্লাসে বিয়ার ঢালতে দেরি করল না কাগা। 'চিয়ার্স' বলে গ্লাসে চুমুক দিলো দু'জনে।

"তাহলে কাগা, তোমার কি ধারণা?"

"কোন বিষয়ে?"

"কেসের বিষয়ে অবশ্যই। তোমার কি আসলেও ধারণা যে ইয়াশিমাই খুনি আর কিছুক্ষণ আগে থানায় কোবায়াশি যা বলল, সেরকমটাই ঘটেছে? উপর মহল থেকে তো কেসটার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যে চাপ দিচ্ছে।"

কাঠের ওয়ান টাইম চপস্টিক দু'টো আলাদা করে খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাগা। ছোট ছোট ফিশ টটস অর্ডার দিয়েছিল ওরা। "বাহ, ভালো তো," বলে বিয়ারে একবার চুমুক দিলো সে।

"আমরা যারা নিচের দিকে আছি, তাদের উপরের মহলের মানুষদের মতামত নিয়ে ভাবলে চলে না। আমাদের কাজ হচ্ছে যত সম্ভব সূত্র খুঁজে বের করা। তবে আগে থেকে কোনো একটা ভাবনা মগজে গেঁথে নেওয়া যাবে না। একমাত্র সেভাবেই আসল সত্য উন্মোচনের পথে মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত সব তথ্য সামনে এসে পড়ে। যা হয়তো কল্পনাও করতে পারি না আমরা।"

"তোমার ধারণা এই অপরাধের পেছনে এমন কোনো কারণ আছে, যেটা আমরা চিন্তাও করতে পারছি না?"

"কে জানে?" একদিকে মাথা হেলিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল কাগা।

"তুমি বোধহয় পরিস্থিতিটা পুরোপুরি বুঝতে পারছ না, আমি একটু পরিষ্কার করে বলি। ইয়াশিমাই আসল কালপ্রিট, সহজ এই সমাধানটা আমারও মানতে কোনো সমস্যা নেই। স্কোয়াড লিডার কোবায়াশি সম্ভাব্য যে মোটিভের কথা বলেছে, সেটাও অসম্ভব নয় একদম। কোনো এক উপায়ে আমরা যদি সেটা প্রমাণ করতেও পারি, তবুও কি কেসটার সমাধান হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে? আমার মনে হয় না। আওইয়াগি নিহনবাশি এলাকায় এত ঘন ঘন কেন আসত, সেটা না জানা গেলে কেসটার সুষ্ঠু সমাধান হবে না। অন্তত তার পরিবারের জন্যে," বলে চেয়ারে হেলান দিলো কাগা।

"কিন্তু ডিটেকটিভ হিসেবে সেটা কি আমাদের দায়িত্ব?" মাতসুমিয়া জিজ্ঞেস করে।

"ব্যক্তিগতভাবে, আমার তেমনটাই ধারণা। কিন্তু তোমার উপরে কখনোই সেই ধারণা চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে নেই।"

ওদের বাকি খাবার টেবিলে দিয়ে যাওয়া হলো এসময়। "দেখে তো সুস্বাদু মনে হচ্ছে," চকচক করে উঠল কাগার চোখ। নিজের চপস্টিক দিয়ে কড়া করে ভাজা পোলাক মাছের ডিম আর লোটাস রুট (পদ্ম মূল) তুলে নিল মাতসুমিয়া। সবকিছু একদম ঠিকঠাক খাবারটার।

"একটা জিনিস খোঁচাচ্ছে আমাকে," কাগা বলে। "কালকে আমি যে জুনিয়র হাই স্কুলে গেলাম, সেখানে যা ঘটেছে, সেই ব্যাপারে বলেছি তোমাকে?"

"ভিক্টিমের ছেলের জুনিয়র হাই স্কুল? আরে তাই তো, আমাকে কিছু বলোনি সেই ব্যাপারে, এখন মনে পড়ল। কি যেন নাম? শু—"

"শুবুনকান জুনিয়র হাই স্কুল। আমি জানতে পেরেছি তাকেয়াকি ওখানে কার সাথে কথা বলতে চেয়েছিল। ইতোকাওয়া নামের একজন টিচারের সাথে। স্কুলের সাঁতার দলের কোচও সে। তাকেয়াকির ছেলে আগে সেই দলে ছিল। ছেলের সাথে বনিবনা হচ্ছিল না তার, তাই এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে ফোন দেয় ইতোকাওয়াকে।"

"ওহ, আমি জানতাম না যে তাকেয়াকি এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত ছিল," বলে গ্লাসের বাকি বিয়ারটুকু চুমুক দিয়ে শেষ করে ফেলে মাতসুমিয়া।

ওর গ্লাসে আবারো বিয়ার ঢেলে দিলো কাগা। "তোমার কাছে কি একটু অদ্ভুত ঠেকছে বিষয়টা? সাধারণত, কারো যদি তার সন্তানের সাথে সম্পর্ক নিয়ে কোনো চিন্তা থাকে, তাহলে অন্য একজনের সাথে যোগাযোগ করার কথা।"

"ক্লাস টিচারের কথা বলছ? সেটা কিন্তু সবসময় সত্যি না। বাচ্চাদের জীবনে বিভিন্ন দলের কোচেরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে যারা খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত।"

হাত দিয়ে ওর কথা উড়িয়ে দিলো কাগা।

"তোমার আমাকে সেটা বলতে হবে না। তাছাড়া, আমি সে কথা বলিওনি। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ছেলের মা'র সাথে কথা বলাটাই স্বাভাবিক, তাই না?"

"হ্যাঁ!" মাতসুমিয়া বলে। "ঠিক বলেছ।"

"কিন্তু মিসেস আওইয়াগি তো আমাদের এই ব্যাপারে কিছু বলেননি। তাছাড়া আওইয়াগি পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, তাকেয়াকির সাথে তাদের কারোরই তেমন একটা কথা হতো না। এটার ব্যাখা কি?"

সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল মাতসুমিয়া। "আসলেও অদ্ভুত।"

"সেক্ষেত্রে আওইয়াগি হঠাৎ করে ছেলের ব্যাপারে তার পুরনো স্কুলের একজন টিচারের সাথে কথা বলার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠল কেন? আর সেই ব্যাপারে তার স্ত্রী'র সাথে কেন কোনো আলাপ করল না?"

"তোমার কথা বুঝতে পারছি আমি। ইউতো...এটাই তো নাম ছেলেটার? ওকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ, সেটা করাই যায়। তবে আমার মনে হচ্ছে, এখনই কিছু না করে আমরা চুপচাপ আগে দেখি কী হয়। ছেলেটা যদি কিছু জেনে থাকে, এবং ইচ্ছেকৃতভাবে সেটা লুকায়, সেটার পেছনে কোনো কারণ তো নিশ্চয়ই আছে। হঠাৎ গিয়ে জেরা শুরু করলে আরো গুটিয়ে নেবে নিজেকে। এই বয়সটাই আসলে এমন।"

তুমি এসব এত ভালো করে কীভাবে জানো? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল মাতসুমিয়ার। কিন্তু তখন ওর মনে পড়ল যে কাগা একসময় একটা জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষক ছিল।

"সোবা নুডলস অর্ডার দিই চলো," বলে ওয়েট্রেসকে ডাকল কাগা। ঠান্ডা সোবা নুডলস আর সসের অর্ডার দিতে দিতে তাকেয়াকি আওইয়াগির ছবিটাও দেখাল তাকে।

মাঝবয়সী ওয়েট্রেস একদিকে মাথা কাত করে ভাবল কিছুক্ষণ। "আমি আসলে নিশ্চিত নই। কাস্টোমারদের দিকে খুব একটা মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাই না আসলে।"

নিশ্চিত হবার জন্যে ফুয়ুকি ইয়াশিমার একটা ছবিও দেখাল ওরা। তাকেও চিনতে পারল না ওয়েট্রেস।

মাতসুমিয়া বিল মেটালে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

"রিসিটটা দেখি," কাগা বলে।

"এই নাও," তার হাতে জিনিসটা তুলে দেয় মাতসুমিয়া। প্রিন্টের কোয়ালিটি ভালো না একদমই, রেস্তোরাঁর নামটাও উঠে গিয়েছে প্রায়। ফোন নম্বর দেখাই যাচ্ছে না।

"এতদূর আসতে হলেও ভাগ্য আমাদের ভালোই বলতে হবে," ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলে মাতসুমিয়া।

সাথে সাথে কিছু বলল না কাগা। রিসিটটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"ঠিক বলেছ, আসলেও ভালো। মহিলা হয়তো তাকেয়াকিকে মনে রাখতে পারেনি আর কি," কথা বলতে বলতে মোবাইল ফোন বের করে ঘাটতে শুরু করল কাগা। যে ছবিটা খুঁজছিল সেটা পেয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। মাতসুমিয়ার দিকে

বাড়িয়ে ধরল ফোনটা।

চমকে উঠল টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ। স্ক্রিনে একই রকম একটা রিসিট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেখানকার তারিখ আর বিলের পরিমাণ ভিন্ন।

"তাকেয়াকির অফিস ডেস্কে এই রিসিটটা পেয়েছিলাম। তখন থেকেই মাথায় ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল একটা সোবা রেস্তোরাঁর ওটা, তাই ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করে এই জায়গার নাম বের করেছি। এখন কোনো সন্দেহ থাকল না আর, তাকেয়াকি এসেছিল এখানে।"

রেস্তোরাঁর দরজার উপরের সাইনবোর্ডটার দিকে তাকাল মাতসুমিয়া।

"এত দূরে কেন এসেছিল সে? আমাজাকি গলি থেকেও তো অনেক দূরে জায়গাটা।"

"আসলেও। এটা আমাদের জন্যে আরেকটা ধাঁধাঁ," বলে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের রাস্তার দিকে তাকায় কাগা।

অধ্যায় ১২

অ্যালার্মের শব্দ বন্ধ করে চোখেমুখে হাত বুলালো ইউতো। মাথাটা একটু ভারি ভারি লাগছে ঠিকই, কিন্তু ঘুমের ছিটেফোটাও নেই চোখে। বিছানা থেকে নেমে আড়মোড়া ভেঙ্গে কাপড় পরতে শুরু করল ও। বাবার মৃত্যুর পর আজ স্কুলে ওর প্রথম দিন। বন্ধুদের সাথে দেখা হলে ভালো লাগবে ঠিকই, কিন্তু ক্লাসগুলো করতে হবে ভাবতেই কেমন যেন বিরক্ত অনুভব করছে। কী লাভ গিয়ে? আজকে যদি ক্লাসের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ে, তবুও টিচারেরা কিছু বলবেন না। বুঝবে যে শেষকৃত্যের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে ক্লান্ত ও।

নিচতলায় নেমে এলো ও। অ্যাপ্রোন পরিহিত অবস্থায় লিভিং রুমে টিভির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফুমিকো।

এত সকালে টিভিতে কী দেখছে তা আর জিজ্ঞেস করতে হলো না। ফ্লোটিং প্যানেলে লেখাই আছে— 'নিহনবাশি ব্রিজের খুনের ঘটনার পেছনের অপ্রত্যাশিত সত্য'।

পরক্ষণেই অন্ধকার একটা ঘরে বসে থাকতে দেখা গেল একটা লোককে। বোঝা যাচ্ছে যে স্যুট পরে আছে সে, কিন্তু চেহারা দেখা যাচ্ছে না। তার নিচে ক্যাপশনে লেখা— 'কানেসাকি মেটালসের সাবেক কর্মী'।

"ওহ হ্যাঁ, এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত," ইচ্ছেকৃতভাবে গমগমে করে দেওয়া হয়েছে লোকটার কণ্ঠস্বর, যেন তাকে চেনা না যায়। "তারা আসলে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের টিস্যু পেপারের মতন মনে করে। ধরুন, কাজ করার সময় আপনার হাত কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো, তখন বলবে তোয়ালে পেঁচিয়ে কাজ করো। আপনাকে কোনো প্রকার সহায়তাই করবে না। কর্মক্ষেত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেটা স্বীকার করা তো দূরে থাক। কারণ তেমনটা করলে তো মানতে বাধ্য হবে যে শ্রমিকদের জন্যে ওখানে কাজের পরিবেশ যথেষ্ট নিরাপদ না। কাউকে কোন প্রকার দায়ভার নিতে না হয়, এজন্যেই মূলত কোন রিপোর্ট করে না তারা।"

"কিন্তু কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকেরা কোন দুর্ঘটনার স্বীকার হলে তো যে এজেন্সিগুলো

আপনাদের ওখানে পাঠিয়েছে, তাদেরই কর্ম কমিশনকে জানানোর কথা।"

"এজেন্সি কখনোই যে কোম্পানিকে তারা কর্মী সরবরাহ করছে, তাদের বিরুদ্ধে যাবে না। কোম্পানি থেকে রিপোর্ট জমা দিতে মানা করা হয়, তারা বিনা অভিযোগে মেনে নিবে।"

"কিন্তু এসব দুর্ঘটনার তো দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রমিকেরা কী করবে?"

"দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব? হাসালেন," লোকটা বলল। "মানুষ মারা পর্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু কোনো রিপোর্ট না জমা হওয়ার কারণে, কাজের পরিবেশেরও কোনো উন্নতি হয় না, বুঝতে পারছেন আমার কথা? ধীরে ধীরে দুর্ঘটনার পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু সেগুলোও ধামাচাপা দেওয়া হয়।"

ছবিটা পালটে গেল। একজন পুরুষ রিপোর্টারকে দেখা যাচ্ছে এখন স্ক্রিনে। ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর ভঙ্গিতে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। "এই তাহলে বাস্তবতা?"

পিছিয়ে গেল ক্যামেরাটা। যে নারী রিপোর্টার একটু আগে কানেসাকি মেটালসের প্রাক্তন সেই কর্মীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল, তাকে দেখা গেল স্টুডিওতে।

"আমাদের অনুসন্ধান দল জানতে পেরেছে, খুনের সন্দেহভাজন ইয়াশিমাকে অন্তত পাঁচ দিন ছুটি নিতে হয়েছিল সেই দুর্ঘটনাটার জন্যে। নিয়ম অনুযায়ী কোনো কর্মী চারদিনের বেশি কাজে অনুপস্থিত থাকলে তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট করাটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন কিছু করা হয়নি বিধায় এটা ধরে নেওয়া যায় যে ঘটনাটা পুরোপুরি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এজেন্সি থেকে ইয়াশিমাকে বলা হয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলেও কীভাবে আহত হলো, সেটা না জানাতে। তাছাড়া তাকে চিকিৎসার খরচ বাবদ এক পয়সাও দেওয়া হয়নি।"

অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে নাক দিয়ে শব্দ করল পুরুষ উপস্থাপক।

"এটা অবশ্য এখনও প্রমাণিত হয়নি যে ইয়াশিমাই তাকেয়াকি আওইয়াগিকে ছুরি মেরেছে। কিন্তু সবাই নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে এখানে মূল সমস্যাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে সেই সমস্যা।"

এসব অনুষ্ঠানে সচরাচর যা ঘটে, তেমনটাই হলো একটু পর। সমস্যাটার ব্যাপার বিশেষজ্ঞ অতিথিদের মতামত নিতে শুরু করল উপস্থাপক।

সামাজিক বৈষম্য, সুষ্ঠু নির্দেশনার অভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার— এসব নিয়ে গম্ভীর মুখ করে একে একে নিজেদের বক্তব্য বলে যেতে লাগল টিভি ব্যক্তিত্বগণ। বিরক্ত লাগছে এখন ইউতোর। ফুমিকো তো রেগেমেগে টিভিই বন্ধ করে দিলো।

"কি সব যা-তা কথা," বলে হনহন করে রান্নাঘরে চলে গেল সে।

এসময় ইউতো খেয়াল করল ওদের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল হারুকা। চেহারা ফ্যাকাসে তার।

"এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবি না," বলল ইউতো।

স্কুলে যাওয়া মাত্র ওর বন্ধুরা একজন দুইজন করে এগিয়ে এসে টুকটাক কথা বলল ওর সাথে। শেষকৃত্যে যাওয়ার জন্যে তাদের প্রত্যেককে আবারো ধন্যবাদ জানাল ও। কেউ যদি টিভির অনুষ্ঠানটা দেখে কোনো উলটো পালটা মন্তব্য করে, তাহলে কী বলবে সেটা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল ও। কিন্তু কেউই কিছু বলল না। বোধহয় এখনো কারও চোখে পড়েনি।

প্রথম পিরিয়ড শেষ হলো। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয় পিরিয়ড। নিজেকে আবারো স্কুলের সেই গৎবাঁধা রুটিনের মধে আবিষ্কার করল ইউতো। বাবার মৃত্যুর কারণে ওর মন খারাপ হলেও ক্লাসের বাদবাকিদের জীবন আগে যেরকম ছিল, সেরকমই আছে। *সবকিছুর সাথে যত তাড়াতাড়ি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব, তত ভালো,* ভাবে ও।

লাঞ্চের সময় সুগিনোর সাথে বসে আছে, এমন সময় ইউতো খেয়াল করল কিছুক্ষণ পরপর ওর দিকে তাকাচ্ছে আর ফিসফিস করে কথা বলছে একদল ছেলে।

"ওদের সমস্যা কী? একটু পরপর এভাবে তাকাচ্ছে কেন?" বলে তাদের দিকে এগিয়ে গেল সুগিনো। কথা বলা শেষে ফিরে এলো কিছুক্ষণ পর। একটু আগের আত্মবিশ্বাসী ভাবটা আর নেই।

"কী বলছে ওরা?" ইউতো জানতে চায়।

"আমি জানি না আসলে। ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের মাফ চাওয়া নিয়ে কিছু একটা ইন্টারনেটে আছে।"

"ফ্যাক্টরি ম্যানেজার? মানে?"

"দাঁড়া, আমি দেখি।" বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে প্যান্ট থেকে ফোন বের করে কিছু একটা টাইপ করল সুগিনো। কয়েকবার স্ক্রল করার পর গম্ভীর হয়ে উঠল ওর অভিব্যক্তি।

"কোনো সমস্যা?"

জবাবে কিছু না বলে ফোনটা ইউতোর দিকে বাড়িয়ে ধরল সুগিনো। এবারে স্ক্রিনে চোখ রাখল ইউতো।

নিউজ পোর্টালের একটা প্রতিবেদন দেখা যাচ্ছে সেখানে। "তাকেয়াকি আওইয়াগিই কি ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল? মুখ খুলেছে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার।"

অধ্যায় ১৩

টিভির পর্দায় দেখানো লোকটা চিনতে অসুবিধে হলো না মাতসুমিয়ার। কানেসাকি মেটালস ফ্যাক্টরির ম্যানেজার কোটাকে। ক্যামেরার সামনে প্রথমবার আসার কারণে হোক বা গরমের কারণে হোক, প্রচণ্ড ঘামছে লোকটা। চেহারা চকচক করছে ঘামে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কয়েকবার বাউ করল সে।

"না, আমার মনে হয় না কাজটা ঠিক হয়েছিল। অবশ্যই না। কিন্তু বারবার আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে বলছিলেন তিনি। তাই শেষ পর্যন্ত আর না বলতে পারিনি। যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, করেছি।"

কোটাকের জায়গায় সাদা একটা পর্দা ভেসে উঠল ক্ষণিকের জন্যে, যেখানে একটা প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে— 'আওইয়াগি কি ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্যে দায়ী?'

আবারো কোটাকে-কে দেখা গেল স্ক্রিনে।

"হ্যাঁ, তিনিই দায়ী। হেড অফ প্রোডাকশন হিসেবে আমাকে মি. আওইয়াগিই নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তবে তিনি উপর মহল থেকে কোনো নির্দেশনা পেয়েছিলেন কি না, সেই ব্যাপারে আমার জানা নেই," মুখের সামনে ধরা মাইক্রোফোনে বলল কোটাকে।

সংবাদপাঠককে দেখা গেল এবারে।

"কানেসাকি মেটালস তাদের ফ্যাক্টরিতে নিয়মিত ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দুর্ঘটনার কোনো রিপোর্ট না দেওয়ায় তাচিকাওয়া লেবার স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সপেকশন অফিস এবং কর্ম কমিশনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হয়েছে। এবারে আজকে শেয়ার মার্কেটের খবর—"

টিভি স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাতসুমিয়া।

"মিডিয়া এরকমই। একবার কোনো কিছুর গন্ধ পেলে সেটা খুঁজে বের করতে সময় নেয় না।"

চপস্টিকস নামিয়ে রেখে চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়াল কাগা।

"ওরা কোনো কিছুর গন্ধ পায়নি। খুব সম্ভবত ডেপুটি কমিশনরারের অফিস

থেকে কেউ জানিয়েছে। ইয়াশিমা যদি এখন মারা যায়, সেক্ষেত্রে 'মূল সন্দেহভাজন মৃত' দেখিয়ে কেসটার ইতি টানা যাবে।"

"তোমার ধারণাই বোধহয় ঠিক," আবারো খাওয়ায় মনোযোগ দিলো মাতসুমিয়া।

খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষ করে চারপাশে নজর বুলিয়ে একবার নিশ্চিত হয়ে নিল যে এই মুহূর্তে অন্য কোনো খদ্দের নেই। রেস্তোরাঁর নারী ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাল ওরা। তাকেয়াকি আওইয়াগির একটা ছবি বের করে তাকে দেখাল কাগা। 'এই ভদ্রলোককে দেখেছেন কখনো?' জানতে চায় সে।

ম্যানেজার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ছবিটা কাগার হাত থেকে নিল সে। মহিলার অভিব্যক্তির পরিবর্তন নজর এড়াল না ওদের। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলছে না যেন।

"কোনো সমস্যা?" কাগা জিজ্ঞেস করে।

"মানে...এই লোকটা, ইনিই তো বোধহয় খুন হয়েছেন, না?" শেষ পর্যন্ত কোনো রাখঢাক ছাড়াই জিজ্ঞেস করল মহিলা।

"হ্যাঁ, নিহনবাশি ব্রিজে খুনের ঘটনার ভিক্টিম। তাকে কি আপনি চেনেন?"

"না, আমি নিজে দেখিনি তাকে। কিন্তু গতকাল একজন কাস্টোমার এসেছিল, যার সাথে খুব সম্ভবত দেখা হয়েছিল..." বাক্যটা শেষ করল না ম্যানেজার।

"এখানে হয়েছিল? কোথায়, সেটা কি বলেছে?"

"ও-ইনারি-সানে।"

"সরি? ও-ইনারি-সান?"

"জায়গাটা চেনেন না আপনারা? পুরো নাম হচ্ছে কাসামা ইনারি।"

"হ্যাঁ, হামাচোর একটা মন্দির। আপনি বলছেন আপনাদের একজন কাস্টোমার তাকেয়াকিকে ওখানে দেখেছিল?"

"হ্যাঁ, প্রায় না-কি যেত সে। সেজন্যেই চেহারাটা মনে আছে তার।"

"আপনাদের এই কাস্টোমার কি প্রায়ই আসেন?"

"হ্যাঁ, আসেন মাঝে মাঝে। সমস্যা হচ্ছে, আমি তার নামটা জানি না। কোনো কিছুর ব্যবসা করেন খুব সম্ভবত। সাথে করে নিজের কর্মীদের নিয়ে আসেন মাঝে মাঝে।"

মাথা নেড়ে বুক পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মহিলাকে দিলো কাগা।

"আগামীবার তিনি যখন আসবেন, আমাকে জানাবেন প্লিজ। কার্ডের উলটোদিকে ফোন নম্বর আছে। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার রেস্তোরাঁর কোনো সমস্যা হবে না।"

কার্ডটা নিল মহিলা, কিন্তু তার চেহারায় অনিশ্চয়তার ভাবটা দূর হলো না।

"কার্ডটা রাখছি আমি, তবে তিনি আবার কবে আসবেন, সেটা কিন্তু জানি না।"

হাসল কাগা।

"সম্ভব হলে সাহায্য করবেন।"

শুকনো হেসে মাথা নাড়ল ম্যানেজার।

"মনে তো হচ্ছে না কিছু জানাবে। ভুলে না গেলেই হলো," বাইরে বেরিয়ে বলল মাতসুমিয়া। "সত্যিকারের টোকিওয়াইটেরা (টোকিওর আদী নিবাসী) কিন্তু এমন হয় না। উনি কেমন গায়েই লাগাল না বিষয়টা। নিনগিয়োচোতে এরকম একজনকে দেখে সত্যিই অবাক হলাম।"

"সব রকম লোকই থাকে এখানে। কাসামা ইনারি মন্দিরের কথাটা শুনে কিন্তু একটু অবাকই হয়েছি। এবারে হয়তো কিছু প্রশ্নের উত্তর মিলবে," সন্তুষ্ট চিত্তে বেশ কয়েকবার মাথা নাড়ল কাগা।

"তাই না-কি? খুলে বলো না।"

"আমার সাথে চলো, তাহলেই দেখতে পাবে," উদ্দেশ্যপূর্ণ একটা হাসি দিয়ে হাঁটতে শুরু করল কাগা।

আমাজাকি গলি দিয়ে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল ওরা। হামাচো গ্রিন পার্কের কাছে পৌঁছে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে, যেখানে এসে লুকিয়েছিল ফুয়ুকি ইয়াশিমা। তবে এবারে পার্কের এক মাথা থেকে আরেক মাথা আড়াআড়ি পাড় হয়ে বাম দিকে মোড় নিল।

ওদের সামনে এখন চওড়া একটা রাস্তা। সেটা ধরে একটু এগোনোর পরেই থেমে গেল কাগা। একপাশে কোণায় ছোট্ট কিন্তু বেশ জনপ্রিয় এবং মর্যাদাপূর্ণ একটা মন্দির। বেড়া দিয়ে আলাদা করা জায়গাটা। তোরি দ্বারও আছে। বেশ কয়েকটা লম্বালম্বি লাল ব্যানারে 'কাসামি ইনারি ডাইমিয়োজিন মন্দির' লেখা।

কাগার পেছন পেছন মন্দিরে ঢুকল মাতসুমিয়া। পাথর কুঁদে বানানো অনেকগুলো শেয়ালের মূর্তি দেখা যাচ্ছে চারপাশে। কোথাও একসাথে এতগুলো মূর্তি আগে দেখেনি ও। সবগুলোর গলায় লাল রঙের কাপড় বাঁধা। মন্দির দালানের সামনে ছোট একটা টেবিল। সেখানে কিছু মাদুলি, সৌভাগ্যের কবচ এবং লিফলেট রাখা। অন্য কোথাও লোকে নিয়ে যেত ঠিকই। কিন্তু মন্দির বলে এখান থেকে কারো কিছু নেওয়ার সাহস হয়নি।

"গোটা জাপানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা শেয়াল মন্দিরের একটা এটা," কাগা বলে। "মূল মন্দিরটা ইবারাকি প্রিফেকচারে।"

"আওইয়াগি তাহলে প্রার্থনা করতে আসত এখানে," মন্দিরের দালানের দিকে তাকিয়ে বলে মাতসুমিয়া।

"শুধু যে এখানে আসত তা নয়।"

"কী বলতে চাইছ?"

টেবিল থেকে একটা লিফলেট তুলে নিল কাগা।

"পাশেই একটা কফির দোকান আছে। সেখানে গিয়ে বলছি।"

দোকানটা বেশ পুরনো মনে হলো মাতসুমিয়ার কাছে। অল্প কয়েক সারি টেবিল। ওদের জন্যে কফি অর্ডার দেওয়ার পর লিফলেট খুলল কাগা।

"তুমি তো বোধহয় জানো, নিহনবাশিতে অনেকগুলো মন্দির আছে। আর মূল মন্দিরের উপমন্দিরগুলো গোণায় ধরলে তো অসংখ্য। মেইজিযা থিয়েটারের পাশেও যে একটা মন্দির আছে, সেটা জানতে? ওটা হচ্ছে কাসামা ইনারির আরেকটা উপমন্দির," কাগা বলে। কথার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে গোটা এলাকা ভালোভাবেই চেনে সে। অথচ এই থানায় সে এসেছে বেশিদিন হয়নি।

"হ্যাঁ, জানি। কিন্তু এসব বলছ কেন?"

লিফলেটের ম্যাপটার দিকে ইঙ্গিত করল কাগা। স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলো দেখানো হয়েছে ওখানে। কাসামা ইনারি মন্দিরটাও আছে।

"নিহনবাশির সৌভাগ্যের সাত দেবতা নামে একটা কথা প্রচলিত আছে। বছরে নির্দিষ্ট একটা সময়ে, বিশেষ করে নববর্ষে লোকে এই মন্দিরগুলোতে প্রার্থনার জন্যে যায়। ফুটবলের ভাষায় বললে এই মন্দিরগুলো প্রিমিয়ার লিগের অন্তর্গত। সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরগুলো হচ্ছে—"

লিফলেটে আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে নামগুলো বলল কাগা। "এখানে কোয়ামি মন্দির, শানোকি মন্দির, সুইতেংগু মন্দির, মাতসুশিমা মন্দির, সুয়েহিরো মন্দির, কাসামা ইনারি মন্দির, সুগিনোমোরি মন্দির আর তাকারাদা ইবিসু মন্দির। সব মিলিয়ে আটটা।"

"আটটা? কিন্তু সৌভাগ্যের দেবতা তো সাতজন?"

"সুগিনোমোরি এবং তাকারাদা ইবিসু মন্দির— এই দুই জায়গাতে ইবিসুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। তালিকায় দু'টো মন্দিরের নামই কেন রাখা হয়েছে, সেটা জানি না। যাই হোক, এই মন্দির দু'টোর অবস্থান আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্য মন্দিরগুলোর তুলনায় একটু ভিন্নতাও আছে। তুমি নিজে একবার চোখ বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করো।"

ভাইয়ের কথামতো মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটা দেখতে লাগল মাতসুমিয়া। ওদের কফি নিয়ে আসা হলো এসময়। মুখ না তুলে ব্ল্যাক কফিতেই চুমুক দিলো ও।

কিছুক্ষণ পর বিষয়টা ধরতে পারল মাতসুমিয়া। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো ওর।

"এই তাকাদারা ইবিসু মন্দির, এটার কাছেই কি গত রাতে...?"

"দারুণ! বুঝেছ তাহলে?" সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল কাগা। বেশ আত্মতুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে। "তাকারাদা ইবিসু মন্দির কোবাইয়ান সোবা নুডলস রেস্তোরাঁটার কাছাকাছি অবস্থিত। আটটা মন্দিরের মধ্যে ছ'টাই আমাজাকি গলির আশপাশে খুঁজে পাবে। কিন্তু সুগিনোমোরি আর তাকারাদা ইবিসু মন্দির দু'টো একটু বেশি দূরে। বিশেষ করে তাকারাদা ইবিসু মন্দির। আমরা তো ভেবে অবাক হচ্ছিলাম তাকেয়াকি শুধুমাত্র নুডলস খাওয়ার জন্যে এত দূরে যাচ্ছিল কেন। কিন্তু সে যদি সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে যাওয়ার আচারটা পালন করে থাকে, তাহলে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবো। এখন ভেবে দেখো, আওইয়াগিকে যেসব দোকান বা রেস্তোরাঁয় দেখা গিয়েছে, সবগুলোই কিন্তু সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরগুলোর কাছাকাছি।"

ম্যাপ থেকে মুখ তুলল মাতসুমিয়া। কাগার উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আবারো খেল দেখিয়ে দিলে, কিয়োচিরো। নিহনবাশিতে তাকেয়াকির আসার কারণ এখন একদম স্পষ্ট। সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল তার। অনেকটা তীর্থযাত্রার মতন ব্যাপারটা," নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে মাতসুমিয়ার কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ বাড়ছে।

"ধরে নিলাম আমাদের ধারণাই ঠিক। সেক্ষেত্রে নতুন একটা রহস্য উদঘাটন করতে হবে। মন্দিরগুলোয় তার যাওয়ার কারণটা কি? সাধারণত নববর্ষের সময় যে আচার পালিত হয়, সেটা বছরের মাঝে...নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কারণ আছে।"

"হয়তো বিশেষ কোনো কিছুর জন্যে প্রার্থনা করছিল সে। এছাড়া যুক্তিযুক্ত অন্য কোনো ব্যাখা তো মাথায় আসছে না।"

"মনে হচ্ছে তোমার ধারণাই ঠিক," কফির কাপ হাতে নিয়ে বলে কাগা। "আচ্ছা, তুমি কী করতে সুহেই? ধরো মনেপ্রাণে চাইছ কিছু একটা, সেক্ষেত্রে মন্দিরে যাওয়ার কথা কি মাথায় আসবে?"

"মাথায় আসবে না, তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সময় আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছিলাম মন্দিরে, মনে আছে।"

"কিন্তু সেটাও নিশ্চয়ই নববর্ষের সময়ে? না-কি শুধু মাত্র ভর্তি পরীক্ষার জন্যে বিশেষ কোনো মন্দিরে গিয়েছিলে?"

"আসলে, না, আমি..."

হাসিমুখে কফিতে একবার চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল কাগা।

"আমি জানি, এটা একদমই ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। কিন্তু মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করলে সেটা বাস্তব জীবনে কাজে দিবে, এটা এখন কতজন বিশ্বাস করে কে জানে। হ্যাঁ, আমাদের আগের প্রজন্মের লোকেরা অনেক বেশি ধর্ম-কর্ম করত, কিন্তু তাকেয়াকির বয়স তো সেই প্রজন্মের না।"

"এটা একান্ত তোমার মতামত, কিয়ো। এখনও তরুণ অনেকেই আছে যারা বিশ্বাস করে দেবতারা তাদের সাহায্য করতে পারবে। আমার এক সহপাঠী প্রতি সপ্তাহে চার্চে যেত।"

একদিকে মাথা কাত করল কাগা।

"নিয়মিত চার্চে যাওয়া আর সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি বিষয়।"

"আচ্ছা। সেক্ষেত্রে তাকেয়াকি মন্দিরগুলোয় কেন গিয়েছিল জিজ্ঞেস করা হলে কী বলবে? অন্য কী কারণ থাকতে পারে?"

ভ্রু কুঁচকে নিচের লিফলেটের দিকে তাকাল কাগা। "নিহনবাশি-ই কেন?"

"হ্যাঁ?"

"ধরলাম সে বিশেষ কিছুর জন্যে প্রার্থনা করছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে নিহনবাশির সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির বেছে নিল কেন? তার বাসা কিংবা অফিসের কাছাকাছি নিশ্চয়ই আরো অনেক মন্দির আছে, তাই না? এত দূরে আসত কেন সে?"

"হয়তো...হয়তো তার ধারণা ছিল এই মন্দিরগুলোয় প্রার্থনা করলেই কেবল তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে?"

"অর্থাৎ, সে বিশেষভাবে যা চাইছিল, সেটা পাবে? সেক্ষেত্রে তো ধরে নিতে হবে তাকেয়াকি বেশ ভালো রকমের ধার্মিক ছিল।"

"ছিল হয়তো।"

বাকি কফিটুকু শেষ করে লিফলেটটা গোটাতে শুরু করল মাতসুমিয়া। "চলো, জেনে আসা যাক।"

কফিশপ থেকে বেরিয়ে সবচেয়ে কাছের মেট্রো স্টেশনটায় চলে এলো ওরা। সেখান থেকে ত্রিশ মিনিট লাগল তাকেয়াকির বাসার কাছের স্টেশনটায় পৌঁছুতে। বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে লাগল দশ মিনিট। বাড়িটা এমন একটা জায়গায়, আগে থেকে না জানলে কানাগলি বলে ভুল হবে সবার। মোড় না ঘুরেই ফিরে আসবে।

বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে উলটোদিকের রাস্তায় বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে চোখে পড়ল মাতসুমিয়া। *এদের সমস্যা কী?* মাতসুমিয়া ভাবে। তবে হাঁটার গতি কমাল না কাগা। তার পেছন পেছন এগোলো ও।

গেটের কাছে পৌঁছে গিয়েছে, এমন সময় একজন সাংবাদিক দৌড়ে এলো ওদের দিকে। চশমা পরিহিত বেটে একটা লোক।

"আপনারা কি ভেতরে যাচ্ছেন? কারণটা জানতে পারি কি?"

হাত উঁচিয়ে তাকে থামিয়ে বুকের বাম পাশের পকেটে টোকা দিলো মাতসুমিয়া। পুলিশের ব্যাজটা ওখানেই আছে। ইঙ্গিতটা বুঝতে খুব সম্ভবত সমস্যা হলো না সাংবাদিকের। থেমে গেল সে।

ইন্টারকমের বাটনটায় চাপ দিলো কাগা। ফুমিকো আছে ভেতরে। "গেট দিয়ে ঢুকে সামনের দরজায় চলে আসুন," বলল সে। তাকেয়াকির স্ত্রী চাইছে না সাংবাদিকেরা তাকে দেখুক।

ওরা সামনের দরজার কাছে পৌঁছানো মাত্র ধীরে দরজা খুলে দিলো ফুমিকো। বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

এই মুহূর্তে বাসায় সে বাদে আর কেউ নেই। বাবার মৃত্যুর পর প্রথমবারের মতো হারুকা আর ইউতো স্কুলে গিয়েছে।

"সামনে দেখি বেশ হইচই," লিভিং রুমের সোফায় বসে বলে কাগা।

"সকাল থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে আমি কখন বের হবো," রান্নাঘর থেকে একটা ট্রেতে করে চা নিয়ে এসে বলল ফুমিকো। "ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করছিল, ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার ব্যাপারে আমার কী মতামত। আমি কিছু জানলে না বলব! আজকে সকালে টিভিতে প্রথম দেখলাম আমার স্বামী এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল," একটা কাপ মাতসুমিয়ার সামনে এবং অন্যটা কাগার সামনে রাখল সে। সদ্য জাল দেওয়া চায়ের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

"আপনি তো একথা আগেই বলেছেন যে অফিসের কোনো বিষয়ে বাসায় খুব একটা আলাপ করতেন না মি. আওইয়াগি।"

মাতসুমিয়ার কথার প্রেক্ষিতে মাথা নেড়ে সায় দিলো ফুমিকো। চোখের দৃষ্টিতে মিনতি।

"খবরে যা বলা হচ্ছে, সেটা কি সত্যি? ওই ঘটনার জন্যেই খুন হতে হয়েছে আমার স্বামীকে?"

"আসলে, ইয়ে—" কাগার দিকে তাকাল মাতসুমিয়া।

"দুর্ঘটনাটার বিষয়টা যে গোপন করা হয়েছিল, সেই বিষয়ে একজনের সাথে কথা হয়েছে আমাদের," কাগা বলে। "তবে এখানে আপনার স্বামীর ভূমিকা কী, তা নিশ্চিত নয়। আর সেই দুর্ঘটনার সাথে তার খুন হওয়ার সম্পর্ক আছে কি না, সেটা কোনোভাবেই বলা সম্ভব না।"

কাঁধ ঝুলে পড়ল ফুমিকোর। "আচ্ছা," নিচুস্বরে বলল সে।

"আসলে আজকে বিশেষ একটা প্রশ্ন করতে এখানে এসেছি আমরা। সেটা অবশ্যই আপনার স্বামীকে নিয়ে," কাগা বলে। "তাকে কি ধার্মিক বলবেন আপনি?"

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফুমিকোর। "কী বলতে চান?"

"ধরুন আপনার স্বামী মন থেকে কোনো কিছু খুব করে চাইছেন। সেক্ষেত্রে তিনি কি ধর্ম-কর্মে মনোযোগ দিবেন? প্রার্থনায় বিশ্বাস ছিল তার? সৌভাগ্যের কবচ বা এই ধাঁচের কিছু চোখে পড়েছে আপনার কখনো?"

"না," ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ফুমিকো। "বরং, ধর্মে-কর্মে ওর মনোযোগ ছিল না বললেই চলে। বছরের শুরুতে লোকে যখন নিয়মিত মন্দিরে গিয়ে ভিড় জমায়, তখন তাদের নিয়ে মজা করত সে। 'কেন যে যায় এরা?'—এরকম কথাবার্তা বলত। হঠাৎ এই কথা জিজ্ঞেস করছেন যে?"

"ওরকম কোনো কারণ নেই। আমরা একটা বিষয়ে একটু খোঁজ খবর নিচ্ছি আর কি," মাতসুমিয়ার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বলে কাগা। তাকেয়াকি আওইয়াগি যে নিয়মিত সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে যেত, সেটা কাউকে জানানোর মতো সময় আসেনি এখনো।

হাতের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল মাতসুমিয়া। "সময় দেওয়ার জন্যে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।"

"কেবল এই কথা জিজ্ঞেস করতেই এসেছিলেন?" বিভ্রান্ত শোনাল ফুমিকোর কণ্ঠস্বর।

"জি। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ," কাগা বলে।

"আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারবেন..." ফুমিকোও উঠে দাঁড়িয়েছে। এক এক করে দুই ডিটেকটিভের দিকে তাকাল সে।

"ফ্যাক্টরিতে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেও থাকে, সেটা গোপন করা কি খুব বড় কোনো অপরাধ? এই জন্যে কি কেউ কাউকে খুন করবে?"

কাগার দিকে তাকাল মাতসুমিয়া।

"মিসেস আওইয়াগি," শান্ত কণ্ঠে বলে কাগা। "কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ করে কোনো ফ্যাক্টরিতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা রিপোর্ট না করা আইনত অপরাধ। তবুও, আমাদের জগতে কারোরই খুন হওয়া উচিত না। কারোরই না। সেটা যে কারণেই হোক না কেন।"

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কাগার দিকে তাকাল ফুমিকো। ছলছল করছে চোখ।

"চলো," মাতসুমিয়ার উদ্দেশ্যে বলল কাগা।

অধ্যায় ১৪

ও যেমনটা ভেবেছিল সেই তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল আলোগুলো। বাসার যে জায়গাগুলো সাধারণত ছায়ায় ঢাকা থাকে, সেখানেও আলো পৌঁছে গিয়েছে। *এমন হবে জানলে আগে থেকে পরিষ্কার করে রাখতাম,* কাওরি ভাবে। জানে যে ক্যামেরার কারসাজির কারণে ওর চেহারা ঘোলাটে দেখাবে স্ক্রিনে। কিন্তু বাড়িটা তো আর ঘোলাটে দেখানো যাবে না। কিছুক্ষণ আগে তাদের আলোচনা কানে আসায় বুঝতে পেরেছে বাড়িটার সার্বিক অবস্থা দেখানোই অন্যতম উদ্দেশ্য।

"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন ফ্যাক্টরিতে আপনার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার ব্যাপারে কিছুই জানেন না?" নারী রিপোর্টার সপ্রতিভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে ওকে। লম্বা চুলগুলো পেছনে টেনে বাঁধা হয়েছে।

"না, আমি জানতাম না। আমাকে শুধু বলেছিল বাড়ি ফেরার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে," কাওরি বলে। এখনও সেই দিনটার কথা মনে আছে ওর।

"উনি ঠিক কোথায় ব্যথা পেয়েছিলেন, তা বলতে পারবেন?"

একদিকে ঘাড় কাত করল কাওরি।

"ফুয়ুকি শুরু থেকেই বলছিল যে গুরুতর কোনো সমস্যা হয়নি, কিন্তু কাছে মনে হচ্ছিল কষ্ট পাচ্ছে ও। হাসপাতালে যাওয়ার জন্যে জোর করলে বলে বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। পরবর্তী কয়েকদিন বিছানায় শুয়েই কাটিয়েছিল।"

"তখন কি দুর্ঘটনার ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন?"

"নাহ।"

কাওরি টের পেল ক্যামেরাটা তাক করা হয়েছে ওর পেটের দিকে। ও যে অন্তঃসত্ত্বা, সেটা কিছুক্ষণ আগেই জানিয়েছে। খবরটা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আগত রিপোর্টারদের চেহারা।

"তার কিছুদিন পরেই এজেন্সি থেকে মি. ইয়াশিমাকে জানানো হয় তার চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। চাকরি কেন চলে গেল, সেই বিষয়ে কী বলেছিলেন?"

"এটাই যে যৌক্তিক কোনো কারণ নেই, কিন্তু মেনে নেয়া ছাড়া ওর আর কিছু করারও ছিল না।"

"এরপর থেকে তো শারীরিক অসুবিধায় ভুগতে শুরু করেন তিনি। ঠিক কী কী সমস্যা হয়?"

"ঘাড় নাড়তে পারত না, ওখানকার পেশি শক্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপর বাম হাত অবশ্য হয়ে আসে প্রায়। আমার ধারণা আরো আগে থেকেই এই সমস্যাগুলো হচ্ছিল ওর। কিন্তু আমাকে কিছু বলেনি যাতে দুশ্চিন্তা না করি।"

জোরে জোরে মাথা নাড়ল নারী রিপোর্টার। সে যা শুনতে চেয়েছিল, নিশ্চয়ই সেটাই বলেছে কাওরি।

"এই সমস্যাগুলোর কারণে কাজ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায় মি. ইয়াশিমার জন্যে। আসলে যে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল তারাই বিষয়টা গোপন রাখতে তাকে হাসপাতালে যেতে নিষেধ করে। এই বিষয়ে আপনার মতামত কী?"

"আসলে আমি কেবলই ব্যাপারটা জানলাম। যদি এটা সত্যি হয়, তাহলে তো বলব অবিচার হয়েছে ওর সাথে। দুর্ঘটনার পরপরই হাসপাতালে গেলে এত কষ্ট করতে হতো না। পরিস্থিতিও হয়তো অন্যরকম থাকত এখন।"

"পরিস্থিতিও হয়তো অন্যরকম থাকত এখন— বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? নিহনবাশির খুনটা হতো না?" মাইক্রোফোনটা এবারে ওর মুখের একদম কাছে নিয়ে ধরল রিপোর্টার মহিলা।

"না, আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছি শারীরিকভাবে এতটা কষ্ট পেত না।"

"কিন্তু খুনের ব্যাপারে আপনার ভাষ্য কী? কানেসাকি মেটালসের তৎকালীন হেড অফ প্রোডাকশন, তাকেয়াকি আওইয়াগির নির্দেশেই সবকিছু গোপন করা হয়েছিল। আপনার কি মনে হয় না সেটার সাথে খুনের ঘটনার কোনো সম্পর্ক আছে?"

"খুন..." এবারে সবকিছু বিভ্রান্তিকর ঠেকছে কাওরির কাছে। "জানি না," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ও। "খুনটার সাথে ফুয়ুকির আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না আমার। ও ওরকম মানুষই না।"

চেহারায় আঁধার ঘনাল রিপোর্টারের। ভ্রু কুঁচকে হাত উঁচু করল সে। "কাট! উনার এই কথা কি বলা যাবে অন স্ক্রিনে?" সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করল।

"মিস নাকাহারা, আপনি কিছু না মনে করলে একটা কথা বলি? আমরা জানি নিজের বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে আপনার ধারণা অনেক ভালো। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে, তিনি ভিক্টিমের ওয়ালেট চুরি করে পালিয়েছিলেন সেদিন। সুতরাং, এমনটা ভাবাই কি স্বাভাবিক নয় যে ঘটনাটার সাথে তার সম্পর্ক আছে?"

"হতে পারে..."

"তাহলে আপনারও ধারণা অপরাধটার সাথে জড়িত সে?"

"হুম," মুখ খুলল না কাওরি।

"ঠিক আছে, ক্যামেরায় তাহলে এই কথাটাই বলুন? মি. ইয়াশিমা কীভাবে একটা অপরাধের সাথে জড়ালেন? আপনাকে নিশ্চয়ই শিকার করতেই হবে যে তার সাথে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা গোপন করাতেই অপরাধটার সূত্রপাত?"

কাওরির আবারো বিভ্রান্তিকর ঠেকছে সবকিছু। লোকটা যা বলেছে, তার সাথে কিছুটা হলেও সহমত ও। ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা সম্মুখীন হয়েছিল ফুযুকি, যেটা চেপে যাওয়া হয়েছে। হয়তো সেজন্যে মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিল সে। খুনের দিন সন্ধ্যায় বলা তার কথাগুলো আবারো মনে পড়ে গেল কাওরির, "খুব খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছি আমি।"

"হ্যাঁ...তা বলতে পারেন।"

"আলবত পারি! আমরা শুধু চাই আপনি আপনার মনের কথা খোলাখুলি আমাদের জানাবেন। কোনো রাখঢাকের দরকার নেই। মনে যা আসবে, সেটাই বলবেন। আবার তাহলে শুরু করা যাক?"

"ঠিক আছে," কাওরি কথাটা বলামাত্র উপস্থিত সবাই যেন প্রাণ ফিরে পেল। নারী রিপোর্টারের চেহারার ভাবভঙ্গি যেন কেমন। শিকারের দিকে অগ্রসরমান বিড়ালের মতন অনেকটা। *এবারে একদম ঠিকঠাক জবাব চাই আমাদের!* একটু ভয়ই পেল কাওরি।

"খুনটার ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাইছি আমি। কানেসাকি মেটালসের তৎকালীন হেড অফ প্রোডাকশন, তাকেয়াকি আওইয়াগির নির্দেশেই সবকিছু গোপন করা হয়েছিল। আপনার কি মনে হয় না সেটার সাথে খুনের ঘটনার কোনো সম্পর্ক আছে? এখানে বলে রাখি, খুনের পেছনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, এটা একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।"

"আমার ধারণা এমনটা ঘটেছে কারণ আমার বয়ফ্রেন্ড একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল কর্মক্ষেত্রে। যেটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে।"

"তাহলে আপনি বলছেন তিনিই অপরাধটার জন্যে দায়ী?"

"হ্যাঁ," একমত হলো কাওরি, মাথা ঘুরছে ওর।

"দারুণ। আমাদের কাজ শেষ," একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নারী রিপোর্টার। চেহারায় বিশ্বজয়ের ছাপ। কাওরির দিকে দ্বিতীয়বার ফিরেও তাকাল না।

জীর্ণ অ্যাপার্টমেন্টটায় বসে টিভি কর্মীদের যন্ত্রপাতি গোছানোর দৃশ্যের দিকে

তাকিয়ে রইল কাওরি। কেমন যেন অস্থির লাগছে ওর। রিপোর্টারদের দলটা বিদায় নেওয়ার সময় ওর হাতে নগদ বিশ হাজার ইয়েন ধরিয়ে দিয়ে গেল। এই মুহূর্তে টাকাটার দরকার ছিল ওর।

ও যে ডেলিতে পার্ট-টাইম চাকরি করত, সেখানকার বস গতকাল বলে দিয়েছে ওকে আপাতত লাগবে না।

"শুনলাম তুমি যার সাথে থাকতে, সে না-কি নিহনবাশি মার্ডার কেসের মূল আসামি?"

ওর বস বেশ সহজ-সরল একজন মানুষ। হয়তো সাতপাঁচ না বুঝেই প্রশ্নটা করেছে সে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গিয়েছিল কাওরি।

"আপনি কি করে জানলেন...?"

ডেলির কোনো সহকর্মীকে কাওরি জানায়নি যে ও আর ইয়াশিমা একসাথে থাকত।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকায় টেকো ভদ্রলোক।

"আমাদের এক নিয়মিত কাস্টোমার ফোন দিয়েছিল। তোমার বাসার কাছেই না-কি থাকে। সেখানেই তোমাদের একসাথে ঘুরতে দেখেছে। তোমার অ্যাপার্টমেন্টে পুলিশ এসে তল্লাশি চালিয়েছিল না-কি? তখন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সে।"

চোখ নামিয়ে নেয় কাওরি। তল্লাশির সময়টুকু স্পষ্ট মনে আছে। ওর বস ভুল বলেনি, বাইরে ভিড় জমে গিয়েছিল। তাদের একজন এখানকার কাস্টোমার। সমাজে এমন অনেকে আছে যারা মানুষকে নিয়ে এসব গল্প ফাঁদতে পছন্দ করে। খেয়ে-দেয়ে আর কোনো কাজ নেই তাদের।

"আমাদের আসলে কাস্টোমারদের নিয়ে ভাবতে হয়, কাওরি। আমি চাই না এখানকার কোনো কর্মীকে নিয়ে কোনো গুজব ভেসে বেড়াক। আশা করি তুমি বুঝতে পারছ বিষয়টা।"

জবাবে বলার মতো কিছু খুঁজে পায় না কাওরি। বসের জায়গায় ও নিজে থাকলে হয়তো এই কাজটাই করত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নোটগুলোর দিকে তাকাল কাওরি। দেখে হয়তো মনে হতে পারে যে অনেকগুলো টাকা, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই টাকা দিয়ে খুব বেশিদিন চলবে না। টাকা উপার্জনের পথ খুঁজে বের করতে হবে ওকে। কিছুদিন আগে একবার একটা লোক এসেছিল ওর কাছে ক্লাবের হোস্টেস হবার প্রস্তাব নিয়ে। তার কার্ডটা আছে এখনো। ফুয়ুকি বিষয়টা পছন্দ করবে না দেখে সেই মুহূর্তে প্রস্তাবটার ব্যাপারে কিছু ভাবেনি। কিন্তু এখন বোধহয় কল দিতে হবে।

লাভ নেই। পেটের উপরে একবার হাত বুলায় কাওরি। *এখন আমার যেরকম অবস্থা, খুব বেশি দিন কাজ করতে পারব না। আর আদৌ আমাকে চাকরি দিবে কি না, সেটারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।*

ঠিক তখনই ঘটল ব্যাপারটা। নিচের টেবিলে রাখা ওর মোবাইল ফোনটা বাজতে শুরু করল।

"হ্যালো?"

"হ্যালো, কাওরি নাকাহারা বলছেন?"

"জি, আপনি কে?"

"কিয়োবাশি সেন্ট্রাল হসপিটাল থেকে বলছি। ফুয়ুকি ইয়াশিমার শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আপনি যত দ্রুত সম্ভব চলে আসুন।"

কাওরির মনে হলো এক নিমেষে ওর হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে এসেছে বুঝি। হঠাৎই গরম লাগছে ভীষণ। যে হাত দিয়ে ফোনটা ধরে আছে, সেটা কাঁপছে থরথর করে।

অধ্যায় ১৬

মাতসুমিয়ার রিপোর্ট দেওয়া শেষ হলে একবার মাথা নাড়ল ইশিগাকি।

"নিহনবাশির সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির ভ্রমণ? এই দিকটা নিয়ে তো কেউ ভেবে দেখেনি আগে। ভালো কাজ দেখিয়েছ তোমরা।"

"ফুয়ুকি ইয়াশিমাকে সেদিন আর কেউ দেখেছিল কি না, সেটা খতিয়ে দেখছিলাম আমরা। তখনই বিষয়টা নজরে আসে আর কি। ভাগ্য সহায় ছিল বলতে হবে।"

"মনে তো হয় না শুধু ভাগ্য ভালো ছিল বলেই তথ্যটা হাতে এসেছে তোমাদের," নাক দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করে কাগার দিকে তাকাল ইউনিট প্রধান। "সেটা ব্যাপার না। এখন আমরা জানি ভিক্টিম কেন নিহনবাশিতে এসেছিল। যদি ইয়াশিমার সাথে সাক্ষাতের কথা হয়, তাহলে সেটা শহরের ওই অংশের কোনো ক্যাফেতে করবে, এটাই স্বাভাবিক।"

"এখন আমাদের জানতে হবে কেন মন্দিরগুলোতে যেত সে। কী এমন চাওয়ার ছিল তার?"

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ইশিগাকি।

"সেটা নিয়ে তোমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। আমাদের কেসের সাথে তো ওটার কোনো সম্পর্ক নেই। আওয়াগির ছেলে আগামী বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিবে। সে যেন উৎরে যেতে পারে, সেই লক্ষ্যেই প্রার্থনা করছিল হয়তো।"

"কিন্তু মিসেস আওয়াগির মতে, খুব একটা ধর্মপ্রাণ ছিল না—" এই সময় মাতসুমিয়ার পিঠে আঙুল দিয়ে গুঁতো দিলো কেউ। কাগা। *যা বলেছ, এটুকুই থাক আপাতত,* ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে এই কথাই মনে হলো মাতসুমিয়ার। *চলো কেটে পড়ি এখন।*

"আমি নিজেও খুব ধর্মপ্রাণ, তা বলব না। কিন্তু সবসময়ই কিছু না কিছুর জন্যে প্রার্থনা করি," ইশিগাকি বলে। "শরীরে ইউরিক এসিডের পরিমাণটা যেন কমে যায়, মেয়ে যেন বখাটেদের সাথে প্রেম না করে— এসব আর কি। মানুষ বড্ড

খামখেয়ালী প্রাণী। হুট করেই দেখবে কোনো একটা কারণে ধর্মের প্রতি নিজেকে সঁপে দিয়েছে। ভিক্টিম সম্পর্কে ভালোমতো খোঁজখবর নিতে হবে, এটা ঠিক। তাই বলে ছোটখাট জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে চলবে না।"

সে যদি একবার যেত, তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে এক এক করে যাওয়াকে খামখেয়ালিপনা বলে উড়িয়ে দেয়া চলে না। তর্ক করার ইচ্ছে গিলে ফেলে চুপচাপ বসে পড়ল মাতসুমিয়া।

"ছুরিটার ব্যাপারে কিছু জানা গেল?" তদন্ত দলের অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে ইশিগাকি।

কাঁধ অবধি হাত উঁচু করল সাকাগামি।

"এই মডেলের ছুরিটা অনলাইনে কিনেছে এরকম নব্বই শতাংশ মানুষের সাথে যোগাযোগ করেছি আমরা। এদের মধ্যে কয়েকজনের সাথে সামনাসামনি দেখা করা সম্ভব হয়নি কারণ অনেক দূরে থাকে। তাদের আমরা বলেছি ছুরির ছবি তুলে আমাদের পাঠাতে। কয়েকজন ছুরিটা দেখাতে সক্ষম হয়নি। সেসব ক্ষেত্রে হয় তাদের ছুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফেলে দিয়েছে অথবা হারিয়ে গিয়েছে। যাই হোক, ছুরিটার সাথে আমরা এখনও ইয়াশিমার কোনো সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি।"

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ইশিগাকি।

"অর্থাৎ, আমরা এখনও আগের জায়গাতেই ঘুরপাক খাচ্ছি। অপরাধী কীভাবে ছুরিটা জোগাড় করল, সেটা কি তোমাদের কেউই বের করতে পারবে না তাই বলে!"

"এটা কি আসলেও কোনো সমস্যা? আদৌ কি দরকার আছে কোনো?" কোবায়াশি বলে এসময়। "ছুরিটা ওরকম আহামরি কিছু না। হয়তো রাস্তার পাশের কোনো দোকান থেকে ওটা কিনেছিল ইয়াশিমা। সেই দোকানদারের হয়তো তার চেহারা মনে নেই, এটা তো অস্বাভাবিক কিছু না।"

"একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো। এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু কোনো প্রকার পোক্ত আলামত বা প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি। এমনকি কারো মুখ দিয়ে এটাও বের করাতে পারিনি যে তারা ইয়াশিমার কাছে ছুরিটা দেখেছে।"

"আমি কি কাওরি নাকাহারার সাথে আরেকবার কথা বলে দেখব?"

"সেটাই করতে হবে মনে হচ্ছে," গম্ভীর ভঙ্গিতে ভ্রু কুঁচকে বলল ইশিগাকি। পরমুহূর্তে মাথা ঝাঁকিয়ে সমস্ত ভাবনা মাথা থেকে দূর করে দেয়ার চেষ্টা করল যেন। "এখানে এভাবে মুখ লটকে বসে থাকলে কোনো সমাধানই হবে না। আজকে এটুকুই থাক। গুড নাইট।"

"গুড নাইট," কয়েকজন ডিটেকটিভ জবাবে বলল একসাথে। মিটিং শেষ।

এসময় ঘরের অপর প্রান্তে রাখা ফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। কাছাকাছি বসে থাকা ডিটেকটিভ রিসিভার তুলে কানে চেপে ধরল। এমন কিছু একটা শুনল যাতে পুরোপুরি ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। রিসিভার নামিয়ে ইশিগাকির দিকে তাকাল। "চিফ, হাসপাতালের ডিউটি অফিসার ফোন দিয়েছে," তার কণ্ঠের অস্থিরতা টের পেল উপস্থিত সবাই।

কু-ডাক দিলো মাতসুমিয়ার মনে।

"কী হয়েছে?" ইশিগাকি জিজ্ঞেস করল।

"মারা গিয়েছে ফুয়ুকি ইয়াশিমা। জ্ঞান আর ফেরেনি তার," জবাবে বলল ডিটেকটিভ।

***

ইশিগাকি যখন বলল কাউকে না কাউকে হাসপাতালে যেতে হবে ইয়াশিমার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে, মাতসুমিয়া হাত তুলল। ও রুম থেকে বের হওয়ার সময় কাগাও এলো পেছন পেছন। "চলো আমিও যাবো।"

পাশাপাশি হাঁটার সময় একবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাতসুমিয়া।

"এখন আর তাহলে ইয়াশিমার মুখ থেকে সত্যটা জানার আর কোনো উপায় থাকল না।

উপর মহল থেকে এখন কেসটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুটিয়ে ফেলার জন্যে চাপ দিবে নিশ্চয়ই। তাদের চোখে এরকম কেসের কোনো গুরুত্ব নেই। 'প্রধান সন্দেহভাজন মৃত' লিখে আনুষ্ঠানিকভাবে কাগজপত্র প্রসিকিউটরের অফিসে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। কোনো প্রমাণাদি যে নেই, সেটাও আর কোনো সমস্যা না। এই কেসের তো কোনো বিচারই হবে না। ইয়াশিমা যদি কাজটা আসলে না-ও করে থাকে, নিজের পক্ষে তো আর সাফাই গাইতে পারবে না এখন। আপত্তি জানানোর মতনও কাউকে দেখছি না।"

"রহস্যটা এক প্রকার অমীমাংসিতই থেকে যাবে। আওইয়াগি কেন সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে যেত, সেটাও জানা যাবে না। আসলে পুলিশের কাজ—"

"এটা কোনো কাজের ধরণের মধ্যেই পড়ে না," কাগা বলল ঈষৎ বিরক্ত স্বরে। "এভাবে একটা কেসের চলমান তদন্ত আধা খেচড়াভাবে বন্ধ করে দিয়ে কী লাভ? আমি সত্যটা খুঁজে বের করব-ই, সেটা যে করেই হোক," ক্ষীণ কণ্ঠে কিন্তু উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল কাগা।

ট্যাক্সিটা হাসপাতালে পৌঁছুলে বাইরে টিভি সাংবাদিকদের ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেল ওরা। ভেতরের কেউ একজন নিশ্চয়ই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। গণমাধ্যম এখন ইয়াশিমার মৃত্যুর ব্যাপারটা নিয়ে কী করে সেটা দেখার বিষয়।

ওয়েটিং রুমে সাদা অ্যাপ্রোন পরিহিত একটা লোক ইউনিফর্ম পরা এক অফিসারের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। হাসপাতালে প্রথমবার এসে ইয়াশিমার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা এই ডাক্তারের সাথেই কথা বলেছিল মাতসুমিয়া। তার উদ্দেশ্যে একবার মাথা নাড়ল ও।

"দুঃখজনক," ডাক্তার ভদ্রলোক শান্ত কণ্ঠে বলল।

"হুট করেই অবনতি হয়েছিল তার শারীরিক অবস্থার?" মাতসুমিয়া জিজ্ঞেস করে।

মাথা নেড়ে সায় দেয় ডাক্তার।

"হেমাটোমার (রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া) সন্দেহ করছি আমরা। মাথায় ওরকম ব্যথা পাওয়ার পর যে এতটা সময় লড়াই করে গেছে, সেটাই অনেক।"

"আপনার কঠোর পরিশ্রমের কারণেই সম্ভব হয়েছে। লাশ কোথায়?"

"তৃতীয় তলার নার্স স্টেশনে। আইসিইউ থেকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ও আচ্ছা, ওই মেয়েটা, কার কথা বলছি বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই, কয়েক মিনিট আগে এসেছে। ইয়াশিমার গার্লফ্রেন্ড।"

"ধন্যবাদ," মাতসুমিয়া বলে।

ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে লিফটে চেপে তৃতীয় তলায় চলে এলো ও আর কাগা। নার্স স্টেশনটা খুঁজে বের করে কেবলই জিজ্ঞেস করতে যাবে ইয়াশিমাকে কোথায় রাখা হয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে ডাক দিলো কাগা। ঘুরে দাঁড়ালে চিবুক দিয়ে করিডোরের দিকে ইশারা করল সে। ওখানকার একটা কাউচে কাঁধ ঝুঁকিয়ে বসে আছে কাওরি নাকাহারা। মুখ ঢেকে রেখেছে একটা তোয়ালেতে।

এরকম পরিস্থিতিতে কী বলবে, সেই বিষয়ে কোনো ধারণা নেই, তবুও তার দিকে হেঁটে গেল মাতসুমিয়া। কিন্তু মুখ খোলার আগেই ওর কাঁধে হাত রাখল কেউ।

"অন্তত আজকের রাতটার জন্যে আমরা নাহয় তাকে একা থাকতে দিই," কাগা বলে। "আমরা তো নিশ্চিত হয়েছি যে ইয়াশিমা মারা গিয়েছে। ডাক্তারের কথা শুনে যা বুঝলাম, সন্দেহজনক কিছু ছিল না তার মৃত্যুতে। এটুকুই তো যথেষ্ট, না-কি? উনি থাকুক উনার মতন।"

নীরবে মাথা নাড়ল মাতসুমিয়া।

লিফটে পা দেওয়ার আগে আরো একবার কাওরি নাকাহারার দিকে তাকাল

ও। কাউচে রাখা তার ব্যাগের হাতল থেকে কিছু একটা ঝুলছে, যেটা আগে চোখে পড়েনি।

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে মাতসুমিয়া বুঝতে পারল ওটা একটা রক্ষাকবচ। ফুয়ুকি ইয়াশিমার জন্যে প্রার্থনা করার সময় নিশ্চয়ই কোনো একটা মন্দির থেকে নিয়েছে জিনিসটা। এমনও হতে পারে নিহনবাশির সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরগুলোর কোনোটায় গিয়েছিল সে!

কাগা ঠিকই বলেছে, ভাবে মাতসুমিয়া। *কেসটা যদি এভাবে শেষ হয়, তাহলে সেটা তাকেয়াকির পরিবার বা কাওরি নাকাহারা— কারো জন্যেই ভালো হবে না। আসলে কী ঘটেছিল, সেই প্রশ্ন তাদের বয়ে বেড়াতে হবে সারাজীবন।*

অধ্যায় ১৬

ইউতো বুঝতে পারছে ওর প্রতি স্কুলের সবার মনোভাব রাতারাতি পাল্টে গিয়েছে। পুরোপুরি উপেক্ষা করছে, এমন নয়। কিন্তু একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। স্কুলের কেউ এগিয়ে এসে ওর সাথে কথা বলছে না। ও নিজে যদি কথা বলতে যায়, তখন হা-হু করে শেষ করে দিচ্ছে।

এইতো একটু দূরে বেশ কয়েকজন ছাত্র গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিস করে কিছু একটা বলাবলি করছে তারা। কিছুক্ষণ পরপর ইউতোর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

তাদের আচরণের এই পরিবর্তনের কারণ জানা আছে ওর। গত কয়েক দিন ধরে টিভিতে কানেসাকি মেটালসের ফ্যাক্টরিতে নানা সময়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা গোপন করার খবরটা ফলাও করে প্রচারিত হচ্ছে।

এর আগের দিন কানেসাকি গ্রুপের সিইও সংবাদ সম্মেলনের ডাক দিয়েছিল এই ব্যাপারে কথা বলার জন্যে। ছোটখাট গড়নের একজন মানুষ, চোখে বড় চশমা। সবার উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে বলে গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে তার কোনো কিছুই জানা ছিল না। তার অগোচরে হয়েছে এসব। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী ফ্যাক্টরি পরিচালনার দায়িত্ব সেখানকার স্টাফদের উপরেই বর্তায়। সব ধরনের নিরাপত্তার দিকটা দেখার দায়িত্বও তাদের। তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া আছে, ফ্যাক্টরি কাজ করার সময় কোনো কর্মী দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে, দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সেই দুর্ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এখানে 'কর্মী' পূর্ণকালীন এবং চুক্তিভিত্তিক— দুই ধরনের কর্মীদেরই বোঝানো হয়েছে। এরকম জঘন্য একটা ব্যাপার কীভাবে ঘটল, সেটা নিয়ে তারা নিজেরাও তদন্ত করবে।

ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, কোটাকে স্বীকার করেছে যে প্রাক্তন হেড অফ প্রোডাকশন তাকেয়াকির আওইয়াগির নির্দেশেই সবকিছু গোপন করা হয়েছে। এমনকি কোটাকে-কে হুমকিও দিয়েছিল সে, "যদি এই কথা ফাঁস হয়, তাহলে কিন্তু সবার আগে

চাকরি যাবে ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের।"

তাকেয়াকির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রত্যেকেরই ভাষ্য এক। এই বিষয়ে কিছুই জানত না তারা। মন্ত্রপাঠের মতন বারবার একই কথা বলে চলেছিল সবাই— সব দোষ হেড অফ প্রোডাকশনের।

অর্থাৎ, সমস্ত দোষ তাকেয়াকি আওইয়াগির।

কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী মারাত্মক আহত হয়েছিল। কিন্তু তাকেয়াকি আওইয়াগির নির্দেশনার কারণে সেই দুর্ঘটনার কোনো রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়নি কোথাও এবং দুর্ঘটনার সম্মুখীন কর্মীকে হাসপাতালে যেতেও নিষেধ করা হয়। তার নাম ফুয়ুকি ইয়াশিমা।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফুয়ুকির প্রেমিকা (যার সাথে একই বাসায় থাকত সে) তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তাই যত দ্রুত সম্ভব একটা চাকরি খুঁজে বের করা দরকার ছিল তার।

তাকেয়াকি আওইয়াগি এবং ফুয়ুকি ইয়াশিমার মধ্যে কি কথা হয়েছে, সেটা পরিষ্কারভাবে জানার কোনো উপায় নেই। তবে এটা নিশ্চিত যে ফুয়ুকি ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে ছিল। এমনটাও হতে পারে যে দুর্ঘটনার জন্যে হয়তো সরাসরি তাকেয়াকির দিকে আঙুল তোলে সে। আলোচনা দ্রুত মোড় নেয় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের দিকে। ট্যাবলয়েড এবং টিভি শো'গুলোতে নিহনবাশি মার্ডার কেস নিয়ে এখন এসবই বলা হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে।

একটা চ্যানেলে তো ফুয়ুকি ইয়াশিমার প্রেমিকার সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হয়েছে।

ঘোলা করে দেওয়া হয়েছিল মেয়েটার চেহারা, কিন্তু তার পোশাক-আশাকেই স্পষ্ট যে খুব একটা ভালো নয় আর্থিক অবস্থা। সাক্ষাৎকার চলাকালীন বড় একটা সময় মেয়েটার পেটের দিকেই তাক করা ছিল ক্যামেরা।

রিপোর্টার বারবার তাকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করছিল, সে যে অন্তঃসত্ত্বা এটা জানার পর থেকে কেমন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফুয়ুকি ইয়াশিমার দুর্ঘটনার ব্যাপারেও কিছু প্রশ্ন করে রিপোর্টার মহিলা। সাক্ষাৎকারটা শেষও হয় একটা প্রশ্ন দিয়ে।

"খুনটার ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাইছি আমি। কানেসাকি মেটালসের তৎকালীন হেড অফ প্রোডাকশন, তাকেয়াকি আওইয়াগির নির্দেশেই সবকিছু গোপন করা হয়েছিল। আপনার কি মনে হয় না সেটার সাথে খুনের ঘটনার কোনো সম্পর্ক আছে? এখানে বলে রাখি, খুনের পেছনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, এটা একটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।"

"আমার ধারণা এমনটা ঘটেছে কারণ আমার বয়ফ্রেন্ড একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল ফ্যাক্টরিতে। যেটা ধামাচাপা দেয়া হয়েছে।"

"তাহলে আপনি বলছেন তিনি-ই অপরাধটার জন্যে দায়ী?"

"হ্যাঁ," প্রায় শোনা যায় না এমন স্বরে বলে ইয়াশিমার প্রেমিকা।

এসব অনুষ্ঠানে সচরাচর যেমন ঘটে, সাক্ষাৎকারের পর শুরু হয় 'বিশেষজ্ঞ' অতিথিদের সাথে আলোচনা পর্ব। "ইয়াশিমার নিশ্চয়ই দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল।" "যে অপরাধই করুক না কেন, কাউকে খুন করার অধিকার নেই কারো।" "মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না"। তাদের কথাবার্তার ধরণে এটা স্পষ্ট যে সবাই অপরাধীর পক্ষে। ইয়াশিমার মৃত্যুও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করছে এক্ষেত্রে।

এসব কারণেই আমূল বদলে গিয়েছে স্কুলের পরিবেশ। সহপাঠীদের চোখের দৃষ্টি দেখলে ইউতোর মাঝে মাঝে মনে হয় খুনটা ওর বাবাই করেছে। অথচ সে হচ্ছে ঘটনার ভিক্টিম! *আমাদের সাথে কেন এমন ব্যবহার করা হচ্ছে,* ভাবে ও।

ক্লাসের বিরতি এবং টিফিনের সময় একাই থাকে ইউতো। এমনকি সুগিনো-ও এড়িয়ে চলে ওকে। এক দিক দিয়ে অবশ্য সেটাই ভালো। ওর এখন যেমন মানসিক অবস্থা, ছোট-খাট বিষয়েও ভীষণ রাগ উঠে যায়।

ইউতো একাই যে ভুক্তভোগী, তা নয়।

বাসায় ফিরতেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এলো ওর।

"কী করব আমি? এভাবে আর এক দিনও থাকা সম্ভব না।"

হারুকা বলছে কথাগুলো। রাগে প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে তার কণ্ঠস্বর।

"তুমি যা জানো, আমিও সেটুকুই জানি। এমন তো না যে পুলিশ আলাদা করে কিছু বলেছে আমাকে," ফুমিকোর কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি এবং হতাশার ছাপ স্পষ্ট।

"টিভিতে কী বলছে শুনেছ? সব দোষ বাবার। ইন্টারনেটেও অনেকে লিখেছে বাবার না-কি উচিত শিক্ষা হয়েছে!"

"কিছু না জেনে এসব কীভাবে বলছে তারা?"

"জানি না, কিন্তু বলছে। চাইলে তুমি নিজে ইন্টারনেটে ঢুকে দেখতে পারো," কাঁদতে কাঁদতে বলল হারুকা। "আজকে একটা মেয়ে বলছিল, বাবার মৃত্যুতে আমাকে স্বান্তনা দিয়ে না-কি ভুল কাজ করেছে। ইচ্ছে করে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল কথাটা।"

লিভিং রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ইউতো। ঘুরে দাঁড়াল ওর মা আর বোন। তারা নিশ্চয়ই বোঝেনি ও ফিরে এসেছে স্কুল থেকে। দু'জনের চেহারাতেই বিস্ময়। হারুকার চোখ একদম লাল।

"কী যে একটা অবস্থা," নিজেকে আর থামাতে পারল না ইউতো। "সব দোষ

বাবার। যেমন কর্ম তেমন ফল।"

হারুকা চোখ পাকিয়ে তাকাল ওর দিকে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে প্রচণ্ড রাগে দুদ্দাড় করে রুম থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেল স্কুলব্যাগ কাঁধে। সিঁড়ি বেয়ে তার উপরে চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল ওরা। *এখন নিশ্চয়ই ঘরে গিয়ে কান্নাকাটি করবে,* ভাবে ইউতো।

"আর নিতে পারছি না।"

"স্কুলে কেউ কিছু বলেছে না-কি?" ফুমিকো জিজ্ঞেস করল ওকে।

"সরাসরি কিছু বলেনি। কিন্তু পরিস্থিতিটা একটু অদ্ভুত। আমার সাথে কেউ কথা বলে না।"

"স্কুলেও..." ফুমিকো কথাটা শেষ করতে পারল না।

"স্কুলেও মানে? এখানে কিছু হয়েছে না-কি?"

কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর ঘরের কোণায় রাখা ময়লার ঝুড়িটার দিকে এগিয়ে গেল ফুমিকো। সেখান থেকে দলা পাকানো একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে ধরল ইউতোর দিকে।

"কিছুক্ষণ আগে মেইলবক্সে পেয়েছি এটা।"

কাগজটার ভাঁজ খুলল ইউতো। "ক্ষতিপূরণের টাকা ফিরিয়ে দে," কেউ একজন কালো মার্কার দিয়ে লিখেছে সেখানে।

কাগজটা আবারো দলা পাকিয়ে ময়লার ঝুড়ির দিকে ছুড়ে মারল ও। *কিছু মানুষ এত নিচে নামতে পারে!* খুব সম্ভবত কোনো প্রতিবেশীর কাজ এটা। ইচ্ছাকৃতভাবে ওদের পীড়া দেয়ার জন্যে লেখা হয়েছে চিরকুটটা।

রুমের অপর প্রান্তে গিয়ে স্লাইডিং দরজাটা খুলল ইউতো। লিভিং রুমের পাশেই আদি জাপানিজ নকশার আরেকটা রুম। ওখানেই একটা বেদির উপর তাকেয়াকির ছবিটা রাখা।

"এটা নামাও তো। দেখেই বিরক্ত লাগছে।"

"এরকম একটা কথা কীভাবে বললে তুমি?"

"আমার বাবা খুন হয়েছে আর সবাই কি না আমার সাথেই খারাপ ব্যবহার করছে! এটা কেমন কথা!"

"একটু ধৈর্য্য ধরো। সবসময় তো আর এমন হবে না। মানুষ ভুলে যাবে। মি. কোটাকে—"

"কোটাকে? তুমি তার সাথে কথা বলেছ না-কি?"

"দুপুরের দিকে ফোন করেছিল। সরি বলল বেশ কয়েকবার।"

"তাই? কেন সরি বলল শুনি?"

"টিভিতে গিয়ে ওসব বলার জন্যে, আর কেন? কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করলে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সত্যটা জানিয়ে দিতে বলে। এজন্যে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছে সে।"

"মানে, বাবা তাকে ওসব করতে বাধ্য করেছে?"

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ফুমিকো। এরপর হঠাৎ-ই মুখ তুলে তাকাল ছেলের দিকে।

"শোন আমার কথা। ফ্যাক্টরিতে কিছু ঘটলে সেটা যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে না জানানো হয়, তাহলে জরিমানা মাত্র পাঁচ লক্ষ ইয়েন। বড় বড় সব কোম্পানিই না-কি এরকম করে। খুব যে বড় একটা অপরাধ, তা নয়।"

"বাহ, ছাদে গিয়ে একটা মাইক নিয়ে সবাইকে এই কথা বলছ না কেন তাহলে?" তাতামি ম্যাটের উপর পা ঠুকে বলে ইউতো। "আমার স্কুলে গিয়ে বাকি সবাইকেও বলো, প্লিজ। 'ইউতোর বাবা যা করেছে, সেটা বড় কোনো অপরাধ না।' বাসায় এসব কথা বলে কোনো লাভ নেই। সবাই ধরেই নিয়েছে বাবা খুব খারাপ একটা মানুষ, খুন হওয়াটাই প্রাপ্য ছিল তার। এমনকি টিভিতেও এই কথা বলছে অনেকে।"

"কোটাকে বলেছে আমাদের ভাগ্য খারাপ। আসলে তোমার বাবা এমন একটা জায়গায় খুন হয়েছে, যেটা জাপানের সবাই চেনে। এরকম ছোটখাট একটা কারণে কেউ যে কাউকে ছুরি মারতে পারে, সেটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না কোটাকে।"

"এই লোকের কি মাথা খারাপ না-কি? এরকম একটা সময়ে কেউ এসব বলে? এটা কেমন স্বান্তনা?"

কোটাকের চেহারাটা কল্পনা করল ইউতো। হয়তো তার চেহারার ওই হাসি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, পুরোটাই মেকি। ভদ্রতার মুখোশ পরে ছিল সে। কিন্তু গোটা সময় ভেতরে ভেতরে ভেবেছে, *ভাগ্যিস আমাকে ছুরি মারেনি।*

ভেতরে ভেতরে রাগে ফেটে পড়ছে ইউতো। নিজের প্রতি করুণাও হচ্ছে। ওদের এরকম পরিস্থিতির জন্যে যে দু'জন মানুষ দায়ী, তারা দু'জনেই মৃত হওয়ার রাগের পরিমাণ বাড়ছে ক্রমশ।

তাকেয়াকির ছবিটা মাথার উপরে তুলে ধরল ইউতো, যেন ছুড়ে মারবে বেদির দিকে।

"না, ইউতো!" ফুমিকো চেঁচিয়ে বলল।

হাত নামিয়ে নিল ইউতো। ছবিটা আঁকড়ে ধরে রাখা আঙুলগুলো কাঁপছে। তাকেয়াকির হাস্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে শেষবারের মতন তাকিয়ে নামিয়ে রাখল ওটা। উলটো করে।

অধ্যায় ১৭

একটা জলজ্যান্ত মানুষ কী হয়ে গেল, সামনের পোড়া হাড্ডিগুলো দেখে এই কথাটাই প্রথমে মাথায় এলো কাওরির। কাঁদতে কাঁদতে ওর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। এখন আর শোক প্রকাশেরও শক্তি নেই।

ক্রিমেটোরিয়ামের এক কর্মীর নির্দেশমতো চপস্টিক দিয়ে ভস্ম থেকে হাড্ডির টুকরো আলাদা করছে ও। কোথায় ফুয়ুকির পেটানো শরীর আর কোথায় শুকনো ডালের মতো দেখতে এই হাড়গুলো।

ফুয়ুকির মৃত্যুর পর মাত্র একদিন মর্গে তার মৃতদেহ রাখতে রাজি হয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরদিন হাসপাতাল অফিসের এক নারী কর্মী ওকে পরামর্শ দেয় কী করতে হবে। কাওরি যদি উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে বলে, তাহলে তারাই ইয়াশিমার মরদেহ ভস্ম করতে যা খরচ হবে, সব বহন করবে। তাই সময় নষ্ট না করে ওয়ার্ড অফিসে গিয়ে পরিস্থিতি খুলে বলে কাওরি। দায়িত্বে থাকা লোকটা মনোযোগ দিয়ে শোনে সবকিছু, রাজি হয়ে যায়। তার অভিব্যক্তি দেখে কাওরির মনে হচ্ছিল ফুয়ুকির ব্যাপারে হয়তো আগেই শুনেছে সে।

হাসপাতাল থেকে শুরু করে ওয়ার্ড অফিসের সবাই খুবই ভালো ব্যবহার করে ওর সাথে। টোকিওতে আসার পর এই প্রথম অপরিচিত মানুষদের ব্যবহারে এতটা অভিভূত হলো কাওরি।

ক্রিমেটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে দেখল পশ্চিমাকাশ লাল করে সূর্য ডুবতে বসেছে। ওর জীবনের বিশেষ একটা দিনের সমাপ্তি ঘটছে। আগামীকাল থেকে কেমন হবে জীবন? ওয়ার্ড অফিসের কয়েকজন বলেছে কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রাপ্তির জন্যে আবেদন করতে। কষ্ট করে হলেও খেয়ে-পরে বাঁচতে পারবে। কিন্তু কেবলমাত্র বাঁচার জন্যে বাঁচার কি কোনো অর্থ আছে? ফুয়ুকিকে ও আর কখনো ফিরে পাবে না। শূন্য একটা বাসা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেখল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকটার সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দুশ্চিন্তা জেঁকে বসল ওর মনে। আবারো টিভি সাংবাদিক? টাকাটা

পেয়ে উপকারই হয়েছিল, কিন্তু টিভিতে দ্বিতীয় কোনো সাক্ষাৎকার দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর।

কাছাকাছি যাওয়ার পর বুঝল লোক দু'জনকে ও চেনে। তাদের একজন মাতসুমিয়া নামের সেই ডিটেকটিভ। তাকে দেখে একটু স্বস্তি পেল কাওরি। দূর থেকে দেখে গম্ভীর স্বভাবের মনে হলেও চোখের দৃষ্টি ভীষণ কোমল তার। পাশে দাঁড়ানো লম্বা ডিটেকটিভকেও চিনতে পারল। দুর্ঘটনার পরপরই হাসপাতালে এসেছিল সে। নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, হয়তো ওকে বলেইনি।

ওকে দেখে একসাথে বাউ করল দু'জনে।

"ক্রিমেটোরিয়াম থেকে ফিরছেন?" কাওরির হাতের ভস্মাধার দেখে বলল মাতসুমিয়া।

"হ্যাঁ।"

"এরকম একটা সময়ে বিরক্ত করতে আসার জন্যে দুঃখিত। যদি কিছু না মনে করেন, আমাদের কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।"

"সমস্যা নেই। কিন্তু আমার অ্যাপার্টমেন্টের অবস্থা ভালো না, আগেই বলে দিচ্ছি।"

ভেতরে ঢুকে ভস্মাধারটা ডিজনিল্যান্ডে তোলা ওর আর ফুয়ুকির একটা ছবির পাশে রেখে দিলো।

ডিটেকটিভদের উলটোদিকে নিচু টেবিলটায় বসল ও। লম্বা লোকটা নিজের নাম বলল কাগা। নিহনবাশি থানা থেকে এসেছে সে। সঙ্গীর তুলনায় তার চোখের দৃষ্টি অনেক বেশি অন্তর্ভেদী মনে হলো কাওরির কাছে।

"আপনাদের বাসায় লোক এসেছিল দেখছি," কাগা বলল। ফ্রিজের সামনে রাখা কাগজের ব্যাগের দিকে দৃষ্টি তার। জনপ্রিয় একটা পেস্ট্রি শপের লোগো দেখা যাচ্ছে ব্যাগটায়। কুকিজ ছিল ভেতরে।

"টিভির লোকেরা এসেছিল সেদিন। আসার সময় আমার জন্যে...ওহহো, আপনাদের তো চা দিলাম না," উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো ও।

"লাগবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না, প্লিজ," তাড়াহুড়ো করে বলল মাতসুমিয়া। "খুব বেশিক্ষণ থাকব না আমরা।"

পিঠ সোজা করে বসল কাওরি। "কী জানতে চান?"

"এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে অনেকবার করা হয়েছে আপনাকে। তবুও, আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। ছুরির ব্যাপারটা..."

"আবার?" উদ্যম হারিয়ে ফেলল কাওরি। এই এক ছুরি নিয়ে আরেক

ডিটেকটিভ লম্বা সময় জেরা করেছে ওকে। তাকে বারবার বলতে হয়েছে যে এরকম কোনো ছুরি আগে কখনো দেখেনি।

"ইয়াশিমার কি এর আগে কোনো ছুরি দেখিয়েছিল আপনাকে? এরকমই যে হতে হবে, তা নয়। হয়তো অন্য কারো ছুরি তাকে রাখতে দিয়েছিল কিছুদিনের জন্যে? বা ধার নিয়েছিল কারো কাছ থেকে।"

"না, না এবং না," মাথা ঝাঁকিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল কাওরি। এক কথা কয়বার বলতে হবে ওকে? বিশ্বাস করছে না কেন লোকগুলো?

কোটের বুক পকেট থেকে একটা ছবি বের করে নিচু টেবিলটায় রাখল মাতসুমিয়া। ভাঁজ করে রাখা যায়, এরকম একটা ছুরি দেখানো যাচ্ছে ওখানে। হাতলটা বাদামি। এর আগে ওকে ভিন্ন আরেকটা ছুরি দেখানো হয়েছিল।

"এটা চিনতে পারছেন?"

"না, আগে কখনো দেখিনি। কী এটা?"

"হাইস্কুল থেকে পাশ করার পর একটা ছোট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের হয়ে কিছুদিন কাজ করেছিলেন ইয়াশিমা। এই ছুরিটা তখন ব্যবহার করতেন।"

"ফুয়ুকি? আমার তা মনে হয় না," মাতসুমিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল কাওরি। "এরকম বাজে কোনো কিছু কখনোই ছিল না ওর কাছে।"

শুকনো হাসি ফুটলো মাতসুমিয়ার মুখে।

"এটা বাজে কিছু না। স্ক্রু ড্রাইভার বা টেস্টারের মতনই কাজের একটা জিনিস বলতে পারেন।" মাতসুমিয়া কাওরিকে বুঝিয়ে বলল যে এরকম ছুরি ইলেক্ট্রিশিয়ানরা তার কাটার কাজে ব্যবহার করে।

"সেই ঠিকাদার কোম্পানিতে চাকরি করত, এরকম একজন লোক দু'টো ছুরি কিনে একটা ইয়াশিমাকে দেয়। ছবির ছুরিটা সেই ব্যক্তির।"

"আমি জানতাম না। আমাকে এটা দেখানোর মানে কী?"

"আমরা এ কথা এখন নিশ্চিতভাবে জানি যে একসময় ইয়াশিমার কাছে এই ছুরিটা ছিল। কিন্তু আপনার সেই ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই। অর্থাৎ, আপনি যে তার ব্যাপারে সবকিছু জানেন, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। এমনটাও হতে পারে যে ছুরি বা এরকম জিনিসপত্র কোথাও লুকিয়ে রাখতেন তিনি।"

"মোটেও না। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, ছুরিটার ব্যাপারে জানতাম না। কিন্তু বাকি সবকিছুর ব্যাপারেই জানি আমি। বিশেষ করে ওর কী আছে বা নেই। আমাকে ছাড়া চলতই না ফুয়ুকির। ওর সবকিছু আমি গুছিয়ে রাখতাম। সেদিন তো আমি ছিলাম না দেখে ভালো মোজাও খুঁজে পায়নি।"

"মোজা আর ছুরি যে এক জিনিস না," ছবিটা পকেটে রেখে বলল মাতসুমিয়া।

তাতামি ম্যাটের ওপর দুই হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো কাওরি।

"প্লিজ, আমার কথা বিশ্বাস করুন ডিটেকটিভ। ফুয়ুকির পক্ষে কাউকে খুন করা সম্ভব না। ও ওরকম মানুষই না। পুরো বিষয়টাই একটা ভুল বোঝাবুঝি। হয়তো ঝোকের মাথায় ওই লোকটার ওয়ালেট চুরি করেছিল, কিন্তু তাকে খুন করেনি," ছোট ঘরটায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কাওরির কণ্ঠস্বর। সে চুপ করার পর নীরবতা গ্রাস করল ওদের। পুরনো ফ্লুরোসেন্ট বাতিটার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে কেবল।

"সরি," কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল কাওরি। "আমি আপনাদের যতই বলি না কেন, আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন না আমার কথা?"

তার দিকে ঝুঁকে এলো কাগা।

"ঘটনার রাতে ইয়াশিমার নম্বর থেকে একটা ফোন এসেছিল আপনার কাছে, তাই না? আপনি বলেছিলেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন সেটা জানানোর জন্যে ফোন দিয়েছিলেন মি. ইয়াশিমা। আপনি কি নিশ্চিত তিনি সেরকম কিছুই বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ, মানে..."

"আমরা তার ফোন রেকর্ডের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছি। আপনার নম্বরে কল করা হয়েছিল অপরাধটা সংঘটিত হবার পরে। আর মি. ইয়াশিমার কাছে যেহেতু ভিক্টিমের ওয়ালেট এবং ব্রিফকেস পাওয়া গিয়েছে, সেহেতু অপরাধটা সম্পর্কে তিনি কিছু না কিছু জানবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে সেই ব্যাপারে কিছু বলেননি। অথচ গোটা পৃথিবীতে আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যাকে পুরোপুরি ভরসা করতেন তিনি। এর কারণ কী হতে পারে?"

"আমি...আমি...জানি না।"

"তাহলে আমাদের কী ধারণা, সেটা বলছি। আমাদের ধারণা তিনি এমন গুরুতর কিছু করেছিলেন, যেটার ব্যাপারে কথা বলার সাহস পাচ্ছিলেন না। আর সেটা ছিচকে চুরির মতো সাধারণ কিছু না। বরং, ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে খুন—"

"আপনাদের ধারণা ভুল!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কাওরি। কাঁদছে অঝোরে। দু'জন ডিটেকটিভের সামনে এভাবে কথা বলা যে ঠিক হয়নি, তা বুঝতে পারছে ও। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছল।

"মিস নাকাহারা," এবারে কোমল স্বরে বলল কাগা। "দয়া করে আমাদের সত্যটা খুলে বলুন। মিথ্যে বলে কখনো কারো উপকার করা যায় না। বয়ফ্রেন্ডের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল আপনার, জানি আমি।"

কপালের দুই পাশে দুই আঙুল দিয়ে চাপ দিলো কাওরি। কী করবে বুঝতে পারছে না।

"ও বলেছিল খুব খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছে..." বিড়বিড় করে বলল কাওরি।

"কী?" চমকে উঠে বলল মাতসুমিয়া। "আরো একবার পরিষ্কারভাবে বলুন।

লম্বা শ্বাস নিল কাওরি।

"খুব খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছি। বুঝতে পারছি না কী করব'— ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল ও। পাগলের প্রলাপের মতন শোনাচ্ছিল।"

"এটা তো গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য," মাতসুমিয়া বলল ফিসফিসিয়ে।

"সরি। প্রথমবার আপনি যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ফুয়ুকিকে বাঁচানোর চিন্তাই মাথায় ঘুরছিল কেবল। ভেবেছিলাম এরকম কিছু বললে হয়তো অপরাধের সাথে ওর যোগসাজশ খুঁজে পাওয়া যাবে না," এখনও কেঁদে চলেছে কাওরি। টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল ও।

কাওরির একটু ধাতস্থ হওয়া অবধি নীরবে অপেক্ষা করল দুই ডিটেকটিভ। পরপর কয়েকবার লম্বা শ্বাস নিল ও, এরপর মাথা নেড়ে বলল। "সরি, এখন ঠিক আছি আমি।"

"কিছুক্ষণ আগে মি. ইয়াশিমার মোজা খুঁজে না পাওয়া নিয়ে একটা কথা বলেছিলেন। সেটা কি নিহনবাশির দুর্ঘটনার দিনটায়?"

"হ্যাঁ। আমি বাসায় ফিরে দেখি ওর মোজা যে ড্রয়ারটায় থাকে, সেটা বাইরে বের করে রাখা। ফুয়ুকির একটা বদভ্যাস হচ্ছে পায়ের নখ না কাটা, তাই মোজায় সামনের দিকে ফুটো হয়ে যায়। সাধারণত এরকম মোজা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই পরতো ও।"

"আচ্ছা," কিছু একটা ভাবছে কাগা। "আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার," বলে ডান হাতের তর্জনীটা তুলে ধরল সে। "ঘটনার দিন তো কাজে গিয়েছিলেন আপনি। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে কি মি. ইয়াশিমার সাথে আপনার কোনো আলোচনা হয়েছিল?"

"ঘটনার দিন? না, ওরকম আলোচনা হয়নি। সাধারণত আমি যখন কাজের জন্যে বের হই, তখন ঘুমিয়ে থাকে ও। সেদিনও ঘুমিয়েই ছিল।"

"এর আগের দিন? কী নিয়ে আলাপ করেছিলেন আপনারা? আপনি কাজে যাওয়ার আগে বা পরে।"

"আগের দিনের কথা বলছেন? সেদিন সকালেও ও ঘুমিয়ে ছিল আমি বের হওয়ার সময়। এরপর আমি যখন ফিরি কাজ থেকে..." মনে করার চেষ্টা করছে

কাওরি। সাধারণত আটটা নাগাদ বাসায় ফিরে আসে ও। কিন্তু সেদিনটা একটু ব্যতিক্রম ছিল। "ওহ হ্যাঁ, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমরা।"

"সিনেমা? আপনারা দু'জন?"

"হ্যাঁ। ও দু'টো টিকেট জোগাড় করেছিল। আটটার সময় গিনজার একটা থিয়েটারে ফুয়ুকির সাথে দেখা করার কথা ছিল আমার," থিয়েটার এবং সিনেমার নামটা বলল ও।

"আপনি নাহয় ততক্ষণ কাজেই ছিলেন। কিন্তু মি. ইয়াশিমা? তিনি কোথায় ছিলেন? কি করছিলেন?"

"কি যে করছিল...ওহ, মনে পড়েছে। একটু দেরি করে এসেছিল ও।"

"দেরি করে এসেছিল? আটটার সময় দেখা করেননি আপনারা?"

"আসলে ও তাড়াতাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। তাই ঘুরতে বের হয়। হাঁটতে হাঁটতে একটু বেশি দূরে চলে গিয়েছিল। আরেকটু দেরি হলে সিনেমা শুরু হয়ে যেত। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"তিনি আসার পর আপনারা সরাসরি থিয়েটারে ঢুকে যান?"

"হ্যাঁ।"

"আর তারপর?"

"বাড়ি ফিরে যাই। বাইরে কোথাও খাওয়ার সামর্থ্য নেই আমাদের।"

"ফেরার সময় নিশ্চয়ই সিনেমাটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন?"

"তা করেছিলাম। সিনেমাটা ভালো ছিল আসলেও। তাই লম্বা আলোচনা হয়েছিল। একটা ককটেলের ক্যান ছিল ওর হাতে..." বুকের ভেতরে হাহাকার অনুভব করল কাওরি। এই তো সেদিনের কথা, কিন্তু মনে হচ্ছে সুদূর অতীত। যেন একটা স্বপ্ন। "সরি, কিন্তু আপনি এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আগের দিন আমাদের কী আলোচনা হয়েছিল, সেটার সাথে কেসের কী সম্পর্ক?"

"আমি আসলে একটা বিষয় বোঝার চেষ্টা করছি। সিনেমা বাদে অন্য কোনো ব্যাপারে আলাপ হয়েছিল আপনাদের মধ্যে সেদিন।"

"নাহ, অন্য কোনো বিষয়ে আলাপ হয়নি। ককটেলটা বেশ ধরে গিয়েছিল ফুয়ুকির। তাই শুয়ে পড়ে। ঘুমানোর সময় একদম বাচ্চাদের মতো দেখায় ওকে।"

ওরকম একটা দিন আর কখনো ফিরে পাবো না আমরা, ভাবে ও। দুই চোখ আবারো ভরে ওঠে অশ্রুতে। টপটপ করে গড়াতে শুরু করে গাল বেয়ে।

মাতসুমিয়ার বাড়িয়ে ধরা রুমালটা নেয় কাওরি।

অধ্যায় ১৪

মাতসুমিয়া আর কাগা যখন ইনসিডেন্ট রুমে ফিরে এলো তখন রাত প্রায় আটটা। তবে আজকে ইশিগাকির চারপাশে ডিটেকটিভদের ভিড় নেই। গম্ভীর, অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে টেবিলের উপরে ছড়ানো অনেকগুলো রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে আছে ইউনিট প্রধান।

কেসের 'প্রধান সন্দেহভাজন মৃত' উল্লেখপূর্বক পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসে কেসটার কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। উপরমহল থেকে এরকম নির্দেশই এসেছে। অভিজ্ঞ চিফ ইন্সপেক্টর ইশিগাকি বিষয়টা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় মোটেও।

সর্বশেষ যা যা জানতে পেরেছে, সব খুলে বলল মাতসুমিয়া। কাওরি জানত না যে একসময় ইলেকট্রিশিয়ানদের কাজে আসে এরকম একটা ছুরি ছিল ইয়াশিমার কাছে। ঘটনার দিন ফোনে যে কথা বলেছিল সে, তা-ও বলল।

"খুব খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছি আমি। বুঝতে পারছি না কি করব।' এটুকুই? তখনকার প্রেক্ষিতে বলা কথা হিসেবে তো অস্বাভাবিক লাগছে না," নাকের উপরে ভ্রুজোড়া এখনো কুঁচকে রেখেছে ইশিগাকি। "এটাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এটা দূর্বল একটা প্রমাণ। যদি সে বলত 'তাকে মেরে ফেলেছি আমি'— তাহলে অন্যরকম হতো বিষয়টা।"

"আসলে, আরেক—"

"দূর্বল প্রমাণ," আবারো বলল ইশিগাকি।

"আরেকটা বিষয় আছে," কাগার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে বলে মাতসুমিয়া। "ফুয়ুকি ইয়াশিমা কাওরি নাকাহারাকে শেষ যে মেসেজটা পাঠিয়েছিল, সেখানে লিখেছিল একটা চাকরির ইন্টারভিউয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই ধরে নিয়েছি হয়তো তাকেয়াকির সাথে দেখা করার কথা বলেছে সে, পুরনো চাকরিটা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বাস্তবতা হয়তো ভিন্ন ছিল।"

"হ্যাঁ? কী বলতে চাইছ তুমি?"

"হয়তো অন্য কোনো বার বা রেস্তোরাঁয় ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার কথা বলেছে ইয়াশিমা। ভিন্ন কোনো কাজও থাকতে পারে। ভিক্টিমের সাথে দেখা করার কথা বলেনি।"

ইশিগাকির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কথাটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

"তুমি কি মিটিংয়ে মনোযোগ দাও না না-কি? নিহনবাশির আশপাশে যতগুলো প্রতিষ্ঠানে নতুন লোক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়েছে গত কয়েকদিনে, তাদের সাথে কথা বলেছি আমরা। কিন্তু ওগুলোর কোনোটাতেই আবেদন করেনি সে। নিজে গিয়ে কথাও বলেনি। ইয়াশিমার ফোনে কোনো বার, রেস্তোরাঁ বা ভিন্ন কোনো কোম্পানির ফোন নম্বরও পাওয়া যায়নি। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে বলছ না যে কোনো প্রকার পূর্ব যোগাযোগ ছাড়াই ইন্টারভিউ দিয়ে চলে গিয়েছে সে?"

"আমি মোটামুটি নিশ্চিত তাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল ইয়াশিমার, কিন্তু সেটা খুব সম্ভবত ফোনে নয়।"

"ফোন ছাড়া কীভাবে যোগাযোগ করবে? ইমেইল বা ফোনের মেসেজেও কিছু নেই।"

মাথা ঝাঁকিয়ে বসের সরু চোখজোড়ার দিকে তাকাল মাতসুমিয়া।

"ফোনে কথা বলা, ইমেইল বা মেসেজ পাঠানো ছাড়াও যোগাযোগ করা যায়। হয়তো সরাসরি চলে গিয়েছিল?"

"সরাসরি চলে গিয়েছিল? তা কেন করবে?"

"ফোনে যোগাযোগ করার চাইতে সেটা কার্যকরী। ধরুন হাঁটতে হাঁটতে ইয়াশিমা কোথাও 'জরুরি কর্মী নিয়োগ' লেখা বিজ্ঞপ্তি দেখল ইয়াশিমা। তখন তো সরাসরি গিয়েই কথা বলবে সে, তাই না?"

"হঠাৎ কিছু চোখে পড়েছিল?" ইশিগাকির অভিব্যক্তি পাল্টে গেছে। এখন ওর কথা বোঝার চেষ্টা করছে সে। "তোমার তাহলে ধারণা হাঁটতে হাঁটতে কোথাও কোনো বিজ্ঞাপন দেখেছিল ইয়াশিমা। দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল কাগজটা?"

"জি। অনেক দোকান বা রেস্তোরাঁতে কিন্তু দরজার সামনে এরকম কাগজ লাগিয়ে রাখা হয়। সেরকম কোনো বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়েছিল ইয়াশিমার, তাই ভেতরে ঢুকে চাকরির ব্যাপারে আলাপ করে। তখন সেখান থেকে বলা হয় 'আজকে সম্ভব না, আপনি আগামীকাল আসুন ইন্টারভিউয়ের জন্যে'। কী মনে হচ্ছে আপনার? এরকম হলে কিন্তু কল রেকর্ডে প্রমাণ না-ই থাকতে পারে।"

বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি করে রেখে মাতসুমিয়ার দিকে তাকাল ইশিগাকি।

"এটা খুবই সম্ভব? কিন্তু গার্লফ্রেন্ডকে তাই বলে এই ব্যাপারে কিছুই বলবে না? না-কি ইচ্ছে করে গোপন করেছিল যেন আগে থেকেই আশায় বুক না বাঁধে সে?"

"এটাও একটা সম্ভাবনা, কিন্তু আমার ধারণা সে ভুলে গিয়েছিল। ঘটনার আগের দিন ইয়াশিমা এবং কাওরি নাকাহারা অনেক দিন পর একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। সেই কারণে কাজের ব্যাপারে কোনো আলাপ হয়নি তাদের মধ্যে। ওহ্, আরেকটা কথা, গিনজার থিয়েটারটায় সিনেমা দেখার আগে বেশ অনেকক্ষণ একা একা হাঁটাহাঁটি করেছে ইয়াশিমা। খুব সম্ভবত তখনই কিছু একটা চোখে পড়েছিল তার।"

বুকের ওপরে হাত রেখেই মুখ দিয়ে শব্দ করে বাতাস ছাড়ল ইশিগাকি।

"কী দেখে মনে হলো?"

"স্যার?"

"বিশেষ কোনো কিছু দেখে তোমাদের মনে হয়েছে যে এমনটা ঘটতে পারে?"

"ইয়ে...তার মোজা।"

"ইয়াশিমার মোজা? খুলে বলো।"

কাওরি নাকাহারা যা যা বলেছিল, সব বসকে জানাল মাতসুমিয়া।

"বেশ উদগ্রীব হয়ে মোজা খুঁজেছিল সে, অর্থাৎ ইয়াশিমা জানত সেদিন একটা পর্যায়ে জুতা খুলতে হবে তার।"

"হুম," ভাবছে ইশিগাকি।

"শুধুমাত্র তাকেয়াকি আওইয়াগির সাথে দেখা করতে গেলে কিন্তু মোজা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামানোর কথা না তার। এমনকি মোজা না পরলেও কোনো সমস্যা ছিল না।"

লম্বা শ্বাস ছাড়ল ইশিগাকি। এতক্ষণ মাতসুমিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেও এখন তার দৃষ্টি অন্য কারো দিকে। মাতসুমিয়া ভালো করেই জানে কাকে দেখছে সে। কাগা নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে।

মাতসুমিয়া এতক্ষণ যা যা বলল, তার পুরোটাই আসলে কাগার থিওরি। কাওরি নাকাহারাকে কেন ঘটনার আগের দিনের বিষয়ে প্রশ্ন করছিল কাগা, সেটা তখন বুঝতে পারেনি মাতসুমিয়া। পরে ওকে সব খুলে বলে সে।

"এই চিন্তা সহজে কারো মাথায় আসত না আসলেও," স্বীকার করল ইশিগাকি। "ঠিক আছে। আমি অন্য ডিটেকটিভদের সাথে কথা বলছি। তারা খোঁজ

নেবে এই ব্যাপারে। ইয়াশিমা যদি আসলেও অন্য কোথাও ইন্টারভিউ দিতে যায় তাহলে কিন্তু তদন্তের মোড় ঘুরে যাবে। তবে সেই মোড়টা আমাদের জন্যে ইতিবাচক কিছু হবে কি না, সেটা চিন্তার বিষয়।"

ইশিগাকির কথা বলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে তদন্ত আবার প্রথম থেকে শুরু করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছে সে।

বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল মাতসুমিয়া, এসময় কাগা এলো ওর কাছে।

"ইশিগাকির তোমার আইডিয়াটা পছন্দ হয়েছে।"

"এটা তোমার আইডিয়া, কিয়োচিরো। তোমারই উচিত ছিল তাকে গিয়ে বলার। তাছাড়া, চিফ ঠিকই বুঝতে পেরেছে সবকিছু।"

"চাইলেই সবকিছু করা যায় না। নিয়মের কথা মাথায় রাখতে হয়," ফোন বের করে বলল কাগা। একটা ফোন এসেছে ওর নম্বরে। "হ্যাঁ...কাগা বলছি। ওহ, ধন্যবাদ জানানোর জন্যে। তাই না-কি? আচ্ছা। ঠিক আছে, আমি তাহলে আসছি," কথা বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা।

"কে ফোন দিয়েছিল, বলা যাবে?" মাতসুমিয়া জিজ্ঞেস করে।

"সেই রেস্তোরাঁটার মালিক। তাকেয়াকি আওইয়াগিকে যে কাস্টোমার কাসামা ইনারি মন্দিরের ওখানে দেখেছিল, সে এসেছে

আবার। ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়েছে।"

***

যত দ্রুত সম্ভব রেস্তোরাঁটায় হাজির হয়ে গেল দু'জনে। মালিকের সাথে চোখাচোখি হতে একবার মাথা নাড়ল সে।

ছয়জনের একটা টেবিলে চারজন অফিসকর্মী বসে ড্রিঙ্ক করছে। সাশিমি (জাপানিজ অমলেট) এবং ডিপ ফ্রায়েড চিকেন রাখা তাদের সামনে।

টেবিলটার এক প্রান্তে বসে বেশ স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলল রেস্তোরাঁ মালিক। কাগা এবং মাতসুমিয়াকে দেখাল চোখের ইশারায়। কিছুক্ষণ আগেও উচ্চস্বরে কথা বলতে থাকা লোকটার সঙ্গী তিনজন চুপ হয়ে গিয়েছে।

বয়স্ক লোকটা মাথা নাড়ল একবার। "নিশ্চয়ই, সমস্যা নেই," বলল সে।

মাতসুমিয়া এবং কাগার কাছে ফিরে এলো রেস্তোরাঁ মালিক। "আপনাদের সাথে কথা বলতে কোনো সমস্যা নেই তার।"

টেবিলটার কাছে গিয়ে নিজের পুলিশ ব্যাজ দেখাল কাগা। "আপনাদের খাওয়ার মাঝে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।"

"আরে এটা কোনো বিষয় না," একটু অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল লোকটা। তার নাম ইওয়াই। ইয়োকোহোমায় একটা কোম্পানিতে চাকরি করে। "আমার ধারণাও ছিল না যে পুলিশের কান অবধি চলে যাবে কথাটা। সেদিন এমনি গল্প করার সময় বলেছিলাম। আসলে খুব বেশি কিছু জানি না আমি।"

"যা দেখেছেন সেটাই বলবেন।"

"ঠিক আছে।"

একটা ছবি ইওইয়াইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলো কাগা।

"হ্যাঁ, ইনিই। আমি নিশ্চিত," মাথা নেড়ে বলল ইওয়াই।

"কবে দেখেছিলেন তাকে?"

"এই মাস দুয়েক আগে।"

"কাসামা ইনারি মন্দিরে?"

"জি।"

ইওয়াইয়ের মা এই বছর আশিতে পা দিয়েছেন। বার্ধক্যজনিত সমস্যায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় কাজ থেকে ফেরার পথে নিয়মিত মন্দিরে গিয়ে তার সু-স্বাস্থ্যের জন্যে প্রার্থনা করতে শুরু করে সে। তার নিয়মিত প্রার্থনার কারণেই সম্ভবত দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন ভদ্রমহিলা।

"আমি তো কেবল মাথা নিচু করে প্রার্থনা করতাম। কিন্তু আপনি যার ছবি দেখালেন, সে বিস্তর প্রস্তুতি নিয়ে আসত। মূলত এজন্যে একদিন তার সাথে কথা বলি।"

"প্রস্তুতি নিয়ে আসত মানে?"

"সারস। কাগজের সারস বানিয়ে আনত। অরিগ্যামির (ভাজের মাধ্যমে কাগজ বিভিন্ন রূপ দেয়ার শিল্প) কথা বলছি আর কি। সুতোয় বাঁধা থাকত সারসগুলো," বিয়ারে এক চুমুক দিলো ইওয়াই। "হাজার না হলেও অন্তত শ'খানেক তো হবেই। খুব সুন্দর বেগুনি রঙের। নৈবেদ্য দেওয়ার সিন্দুকে সারসগুলো রেখে দুই হাতের তালু এভাবে জড়ো করে প্রার্থনা করত। বুঝতেই পারছেন কেন তার সাথে কথা বলতে আগ্রহী হয়েছিলাম আমি।"

"বেগুনি রঙের? সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে লোকে বিভিন্ন রঙের এক হাজার কাগজের সারস বানায়। কিন্তু তারগুলো শুধু বেগুনি রংয়েরই ছিল?"

একটু বিরক্ত হলো ইওয়াই।

"এখন আমি তো সব একদম মুখস্থ করে রাখিনি ভাই। এক-দুইবার তাকিয়ে যা দেখেছি, সেটাই বলছি আপনাকে। বেগুনি রঙের সারস দেখে অভিভূত হয়েছিলাম, এটা মনে আছে। অন্য রঙেরও থাকতে পারে, আমি নিশ্চিত নই।"

"সেটা সমস্যা না। তাকে কী বলেছিলেন আপনি?" কাগা জিজ্ঞেস করে।

"'আপনি নিশ্চয়ই এই দেবতার ভীষণ ভক্ত!"'

"জবাবে কী বলে সে?"

"একটু লজ্জা পেয়ে যায়। সারসগুলো দ্রুত গুছিয়ে নিতে শুরু করে। আমাকে জানায় কাছাকাছি একটা জায়গায় কাজ ছিল তার, তাই এসেছে মন্দিরে।"

"কাছাকাছি একটা জায়গায় কাজ ছিল?"

"আমার কাছে অদ্ভুত লাগে তার কথা। কেউ নিশ্চয়ই হুট করে একশো কাগজের সারস নিয়ে কোথাও উদয় হয় না? খুব সম্ভবত এজন্যে তাকে মনে আছে আমার। নিহনবাশি ব্রিজে খুন হবার পর খবরে তার ছবিটা দেখাচ্ছিল। সেটা দেখেই আমার মনে হয় তাকে কোথাও দেখেছি আগে। এরপর একদিন হুট করে মনে পড়ে যায়, সেদিনও এখানে এসেছিলাম আমরা। সরি, যদি কোনো সমস্যা করে থাকি তো," হুড়মুড় করে কথাগুলো বলল ইওয়াই। বিয়ারের প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখন।

"তাহলে আপনি বলছেন প্রার্থনা শেষে সারসগুলো আবার গুছিয়ে নিয়ে যায় সে? ঠিক কী করেছিল বলতে বলতে পারবেন?"

"কী করেছিল? সাথে করে নিয়ে আসা একটা কাগজের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। আমার অন্তত সেটাই মনে আছে। বয়স হয়ে গিয়েছে, অনেক কিছুই ভুলে যাই। কিছু মনে করবেন না।"

মাথা নাড়ল কাগা। "বেশ। খাওয়ার মাঝে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমাদের তথ্যগুলো দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ," বলে বাউ করল সে।

"আপনাদের তদন্ত তো শেষ, তাই না?" ইওয়াই জিজ্ঞেস করে। "মানে, খুনি তো মারা গিয়েছে। টিভিতে দেখলাম আর কি।"

কেউ কোনো কথা বলল না কিছুক্ষণ। হাসি ফুটেছে কাগার মুখে।

"আসলে কোনো কেসের তদন্ত বন্ধ হবে না হবে, সেই ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। উপর থেকে যা নির্দেশ আসে, সেটাই পালন করি কেবল।"

"আসলে জীবনটাই এমন, তাই না? সব চাকরি দিন শেষে এক," পরের কথাটা নিজের তিন সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলল ইওয়াই।

"চলো," মাতসুমিয়াকে বলল কাগা। রেস্তোরাঁর মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা।

"কাগজের সারসগুলোর কথা শুনে অবাকই হয়েছি," কিছুদূর হাঁটার পর বলল মাতসুমিয়া। "গুরুতর কোনো কারণ না থাকলে সাধারণত এভাবে প্রার্থনা করে না কেউ।"

"কিন্তু ইয়াশিমা বলেছে কাছাকাছি একটা কাজ থাকায় ওখানে গিয়েছে, অর্থাৎ আগে থেকে কাসামা ইনারি মন্দিরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল না তার। আমার ধারণা তার মূল গন্তব্য হয়তো অন্য কোথাও ছিল। সেখানেই প্রার্থনার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল সে। কিন্তু কাসামা ইনারি মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায়, সেটা হাতছাড়া করেনি। সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরগুলোর মধ্যে সেটাও পড়ে।"

"ঠিক বলেছ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মন্দিরগুলোর মধ্যে কোনোটা তার সবচেয়ে বেশি পছন্দের ছিল।"

ওদের যে পথ দিয়ে ফেরার কথা সেদিকে না গিয়ে অন্য একটা রাস্তায় ঢুকে গিয়েছে কাগা। পিছু পিছু যাচ্ছে মাতসুমিয়া। এবারে তার মামাতো ভাইয়ের গন্তব্য কোথায়, সেটা নিয়ে ভাবছে। এসময় হঠাৎই একটা ছোট তোরি দ্বার চোখে পড়ল ওর। একটা ছোট, আধুনিক অফিস বিল্ডিংয়ের প্রায় ভেতরে মন্দিরটা। এমন কোথাও যে একটা মন্দির থাকতে পারে, তা কারো মাথায় আসবে বলে মনে হয় না।

"মাতসুশিমা মন্দির। সৌভাগ্যের সাত মন্দিরের আরেকটা," তোরি দ্বারের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল কাগা।

তাকে অনুসরণ করল মাতসুমিয়া। রাতের বেলা নিশ্চয়ই মন্দির দালানের নিরাপত্তার জন্যে বেড়া টেনে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে নৈবেদ্যর সিন্দুকটা ভেতরেই থাকার কথা।

"এই মন্দিরের দেবতা হচ্ছে কৃষিকাজ এবং বাণিজ্যের দেবতা ডাইকোকু। আওইয়াগি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত। তাই এখানে এসে প্রার্থনা করা অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু সাথে করে নিয়ে আসা সারসগুলোর কারণে খটকা লাগছে আমার মনে। সাধারণত দীর্ঘায়ু এবং কারো সু-স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার জন্যে এক হাজার কাগজের সারস নৈবেদ্য দেওয়া হয়। কাসামা ইনারির মন্দিরই সেটার জন্যে যথার্থ জায়গা।" বুক পকেট থেকে নিজের নোটবুকটা বের করল কাগা। "ইনারি মন্দিরে দীর্ঘায়ুর দেবতা জুরোজিনের পূজো করা হয়। কিন্তু অন্য মন্দিরগুলোয়?...কোয়ামি মন্দিরও একই কাতারে পড়ে। সেখানকার দেবতা হচ্ছে ফুকুরোকুজু।"

"কোয়ামি মন্দির কি এখান থেকে অনেক দূরে?"

"মোটেও না। চলো।"

এরপর পশ্চিম দিকে চলল ওরা। পথে তাকেয়াকি আওইয়াগি যে ক্যাফেটায় যেত, সেটা পেরিয়ে এলো।

নিহনবাশি এলিমেন্টারি স্কুলের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে সামনে এগিয়েছে রাস্তাটা। কিছুক্ষণ পর তিন রাস্তার একটা মোড়ে পৌঁছে গেল ওরা। মোড়ের ওপরে

সবুজে ছাওয়া ছোট একটা জায়গা। ভেতরে ছোটখাট তোরি দ্বার আর মন্দির দালানও আছে। দ্বারের দুই পাশে গোলাকার কাগজের লণ্ঠন ঝুলছে।

"তোমার কি ধারণা, এই মন্দিরটাতেই সবচেয়ে বেশি আসত সে?" মাতসুমিয়া বলে।

কাগাকে দেখে খুব একটা খুশি মনে হচ্ছে না।

"সু-স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনায় দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজো হয়, এমন অনেকগুলো মন্দির আছে। তাকেয়াকির এখানে খুব বেশি আসার কোনো কারণ দেখছি না আমি।"

"বলা যায় না, তার কোনো বিশেষ কারণ থাকতেও পারে। হয়তো আগে কখনো এখানে এসে প্রার্থনা করে ফল পেয়েছিল।"

"মিসেস আওইয়াগি কী বলেছে ভুলে গেছ? তাকেয়াকি খুব একটা ধর্মপ্রাণ ছিল না।"

"তা হয়তো বলেছে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ না হলে কেউ এতগুলো মন্দিরে এসে প্রার্থনা করবে না। এমনকি অরিগ্যামি সারসও বানিয়েছিল সে!"

"এটাই তো আসল রহস্য। অরিগ্যামিগুলো নিয়ে এসেছিল কেন?"

"আমরা এখন অবধি যাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের কেউই কিন্তু কাগজের সারসের ব্যাপারে কিছু বলেনি। তাহলে ওগুলো বানালো কখন সে? এমন তো না যে শুধু দুয়েকটা সারস ছিল তার কাছে।"

"সেটাই তো," কাগা বলে। "আর কাগজের সারসগুলো গেলই বা কোথায়?"

"কী জানি," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে মাতসুমিয়া। "ওই লোকটা তো বলল নৈবেদ্য দেওয়ার বাক্স থেকে সারসগুলো তুলে নিয়েছিল তাকেয়াকি। কোথাও কি নিয়ে গিয়েছিল? না-কি ফেলে দিয়েছে।"

"প্রার্থনার উদ্দেশ্যে বানানো অরিগ্যামি সারসগুলো তো ফেলে দেওয়ার কথা না। তাহলে কী করেছে ওগুলো?" কাগা বলে। কিছু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে, এরপর মাথা নাড়তে শুরু করল। ঠোঁটে হাসির আভাস। "হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এভাবে কাজ হতেও পারি।"

"কী? এত খুশি হচ্ছো কী নিয়ে?"

"আওইয়াগির পছন্দের মন্দির কোনোটা ছিল, সেটা বের করার একটা উপায় পেয়ে গিয়েছি মনে হচ্ছে। অরিগ্যামি সারসগুলোই আমাদের পথ দেখাবে," আঁধারে নিমজ্জিত মন্দির দালানটার দিকে তাকিয়ে বলল কাগা। মাথায় যে চিন্তার ঝড় বইছে তার, তা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট।

অধ্যায় ১৯

ঠিক সকাল দশটার পরপর সুতেনগু মন্দিরের কার্যালয়ে গেল মাতসুমিয়া ও কাগা।

"অরিগ্যামি সারস? আপনি নিশ্চিত তো?" জোর দিয়ে বলল মাতসুমিয়া।

যে লোকটার সাথে ওরা কথা বলছে তার পরনের সাদা শার্টের ওপর ধূসর কার্ডিগান। মাথা নেড়ে সায় জানাল লোকটা।

"যতদূর মনে পড়ে প্রত্যেক মাসে একবার মন্দিরের দানবাক্সের ওপর ওগুলো আর একটা খামে দশ হাজার ইয়েনের নোট রেখে যেত কেউ একজন। 'আচার পালনের খরচ' লেখা থাকত খামের ওপর।"

"ওই সারসগুলোর কোনোটা আছে আপনার কাছে?"

"নাহ... মানে আমরা আচার পালনের নীতি অনুযায়ী ওগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি," ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল লোকটি।

"এই কাগজের সারসগুলো এভাবে রেখে যাওয়া কবে থেকে শুরু হয়?"

"এই ধরুন... ছয়মাস আগে।"

সুতেনগু মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ হয় পাঁচটা নাগাদ। কিন্তু আরেকটা গেট খোলা থাকে সাতটা পর্যন্ত। মাস ছয়েক আগে মন্দিরের এক কর্মী গেট বন্ধ করতে গিয়ে দেখে দান বক্সের ওপর অসংখ্য কাগজের তৈরি অরিগ্যামি সারস রাখা।

"অসংখ্য বললাম ঠিক, কিন্তু সংখ্যায় হাজারখানেক হবে না। গোণার সময় দেখি ঠিক একশোটা ছিল ওগুলো। হলুদ রঙের। সুন্দর।"

"হলুদ রঙয়ের?" নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল মাতসুমিয়া ও কাগা। "সবগুলোই?"

"হ্যাঁ, সবগুলোই একই রকমের হলুদ। প্রত্যেক মাসেই বদলাতো এই রঙটা।"

"হ্যাঁ?"

"কখনো সবুজ, কখনো নীল, কখনো বেগুনি। কিন্তু প্রত্যেকবারই একই রঙের সারস রেখে যেত সে। আর ঠিক একশোটাই।"

সামনে ঝুঁকল কাগা। "একই দিনে? মানে প্রত্যেক মাসের একই দিনে, একই তারিখে?"

"আমার মনে হয় না। এরকম রুটিন মেনে হতো না ব্যাপারটা।"

"সপ্তাহের শেষদিনে শুধু?"

"নাহ, সপ্তাহের শুরুর দিকেই, আমার মনে হয়। যখন খুব বেশি ভক্ত-অনুরাগীরা থাকত না সেসময়।"

"এখানকার কেউ দেখেনি কে ওই সারসগুলো উৎসর্গ করে যাচ্ছে?"

"আমার মতে লোকটা ইচ্ছে করেই এমন সময় আসতো যখন কেউ থাকে না। জানি না এত গোপনীয়তার কী আছে। এটা তো আর কোনো খারাপ কাজ নয়," মলিন হাসি হেসে বলল লোকটা।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল দুই ডিটেকটিভ। সপ্তাহের কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও মন্দির প্রাঙ্গনে বেশ ভালো সংখ্যাক মানুষই রয়েছে। সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে প্রার্থনা করার সময় অরিগ্যামি সারস দিয়ে কী করত তাকেয়াকি আওইয়াগি?

কাগা বুঝল, নিশ্চয়ই ওগুলো পুড়িয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত সে। অনেক মন্দিরে পুরোনো তাবিজ-কবজ প্রায়ই পুড়িয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার পালন করা হয়। মাঝেমধ্যে ওই আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া হয় অরিগ্যামিও। এজন্য আজ সকাল থেকে সবকটা সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে ঘুরে খোঁজখবর নিচ্ছে মাতসুমিয়া ও কাগা। সুতেনগু মন্দিরে যাওয়ার আগে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করে এসেছে কোয়ামি মন্দিরে। কিচ্ছু মেলেনি ওখানে। ওদেরকে জানানো হয়েছে কেউ কোনো কাগজের সারস পুড়িয়ে পূজা দেয়ার জন্য অরিগ্যামি সারস রেখে যায়নি এরমধ্যে।

"তাহলে ধরে নেওয়া যায় সুতেনগু মন্দিরে প্রার্থনা করাই ছিল আওইয়াগির আসল উদ্দেশ্য?"

"নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না এটা। আওইয়াগিই যে পূজার জন্য ওগুলো রেখে যেত, এর স্বপক্ষে এখনো কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।"

"ব্যাপারটা তো সহজেই ধারণা করা যায়, কিন্তু প্রমাণ কীভাবে বের করব আমরা। সবগুলোই তো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আমাদের ধারণাই ঠিক। কাসামা ইনারি মন্দিরে যে কাগজের অরিগ্যামি আওইয়াগির কাছে দেখা গিয়েছে ওগুলোর সাথে এখানকারগুলোর মিল আছে। রঙগুলো ভিন্ন, কিন্তু প্রত্যেক মাসেই রঙ বদলাতো সে।"

"সেটাই। কিন্তু কেন সে এগুলোর রঙ বদলাতো বলে মনে হয় তোমার?"

"এর পেছনে বিশেষ কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। একই রঙয়ের কাগজ অনেকগুলো একসাথে পাওয়া কষ্টকর।"

থমকে গেল কাগা।

"কাগজ? হুম। সুহেইতে গেলে কেমন হয়? মানে, অনেকগুলো অরিগ্যামি সারস বানানোর জন্য কাগজ কেনার প্রয়োজন হলে কোথায় থেকে কিনবে তুমি?"

"আরে ভাই, যেকোনো জায়গা থেকেই তো কাগজ পাওয়া যায়। অরিগ্যামি বানানোর কাগজ যেকোনো মুদির দোকানেই বিক্রি করে।"

"ঠিক আছে, চলো একটু খতিয়ে দেখা যাক।"

মন্দির থেকে বেরিয়ে ওই এলাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকল ওরা। কয়েকটা স্টেশনারিতে গিয়ে দেখল অরিগ্যামি বানানোর বিভিন্ন ধরনের কাগজ। প্যাকেট আকারে বিক্রি করা হয় কাগজগুলো। একটা প্যাকেটে একই রঙয়ের অথবা ভিন্ন রঙয়ের একশো কাগজের শিট থাকে। মান ও আকারের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন কাগজও রয়েছে। অরিগ্যামি বানানোর মতো ভালো কিছু কাগজ কিনে দোকান থেকে চলে গেল ওরা দুজন।

"এগুলা এভাবে কেনার মানে কী... ?" বলো উঠল মাতসুমিয়া। তার হাতে কাগজভর্তি ব্যাগ। অরিগ্যামির এই কাগজের বান্ডিলগুলো বেশ ভারী।

"আমরা কয়েকটা অরিগ্যামি সারস বানাবো।"

"রসিকতা করছ না-কি!"

"এটাই সবথেকে ভালো পন্থা।" একটা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল কাগা।

ওয়েট্রেসের নজর উপেক্ষা করে অরিগ্যামি সারস বানাতে শুরু করল কাগা ও মাতসুমিয়া। প্রায় বিশ বছর মাতসুমিয়া কোনো অরিগ্যামি বানায়নি। তবুও কীভাবে কাগজ ভাঁজ করতে হয় এখনো মনে আছে তার।

বেশকিছু অরিগ্যামি সারস বানিয়ে লাঞ্চ সেরে রেঁস্তোরা থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। আবারও চলল সুতেনগু মন্দিরে, দেখা করল ওই একই লোকের সাথেই। নিজেদের হস্তশিল্পগুলো দেখাল তাকে।

"বলতেই হচ্ছে, এগুলো তার বানানো অরিগ্যামিগুলোর মতোই। হ্যাঁ, এই ধরণের কাগজই ব্যবহার করত সে।"

লোকটার হাতে ধরা অরিগ্যামি সারসটা ঐতিহ্যবাহী জাপানিজ ওয়াশি কাগজ দিয়ে বানানো। মাতসুমিয়া বানিয়েছে এটা।

"কিন্তু আকার ঠিক নেই। তার বানানোগুলো ছিল ছোট্ট। অনেকটা এটার মতো।" কথাটা বলে দশ সেন্টিমিটার কাগজের তৈরি একটা অরিগ্যামি উঠিয়ে নিলো সে।

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল মাতসুমিয়া ও কাগা। স্টেশনারীতে কোনো দশ বর্গ

সেন্টিমিটার ওয়াশি কাগজ ছিল না। কাগজগুলো মূলত পনেরো বর্গ সেন্টিমিটারের।

"দশ সেন্টিমিটারের বর্গাকৃতির ওয়াশি কাগজ দিয়ে বানানো হতো ওই অরিগ্যামিগুলো। তথ্যটা জেনে উপকার হলো," মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বলল কাগা।

"আওইয়াগির অফিস শিনজুকুতে। দশ সেন্টিমিটারের ওয়াশি কাগজ কেনার জন্য সেখানকার স্থানীয় কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তার। ওখানে গিয়ে খোঁজখবর নিলে হয়তো ওই দোকানটা বের করে ফেলতে পারব।"

"এমন কোনো দোকান যেখানে ঐতিহ্যবাহী ওয়াশি কাগজ বিক্রি করে... " বিড়বিড় করে বলল মাতসুমিয়া। হঠাৎই যেন ওর মাথায় একশো ওয়াটের একটা বাতি জ্বলে উঠল। সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে নামার সময় ধাপ ভুল করে প্রায় পা পিছলে পড়তে যাচ্ছিল ।

"কী হলো? ঠিক আছ তো তুমি?"

"আমি একটা জায়গা চিনি, কিয়ো। ওখানে ঐতিহ্যবাহী জাপানি ওয়াশি কাগজ বিক্রি করে। এখান থেকে কাছেই।"

"কাছে? কোথায় সেটা?"

"সেদিন সে সোবা নুডলস রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম আমরা... কোবিয়ানে? ঠিক তার কাছেই। জাপানি ওয়াশি কাগজ বিক্রির জন্য বিখ্যাত দোকানটা।"

চোখ বড় হয়ে গেল কাগার। মাতসুমিয়ার দিকে ইঙ্গিত করল ও। "চলো, ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক।"

ক্যাব ভাড়া করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। প্রথমত, বেঁচে যাওয়া অরিগ্যামি কাগজগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল এক মহিলাকে। তার সাথে একটা বাচ্চাও রয়েছে। পরিস্থিতি বুঝিয়ে তার হাতে কাগজগুলো ধরিয়ে দিলো দু'জনে। চেহারা দেখেই বোঝা গেল মহিলা খুশি হয়েছে।

নিহনবাশির একটা অফিস বিল্ডিংয়ে ঐতিহ্যবাহী জাপানিজ ওয়াশি কাগজের দোকানটা। প্রথম তলাতেই দোকান, এর ওপরতলায় অফিস। গ্লাসডোর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখা গেল দেয়ালে কিছু পোস্টার সাটানো। পোস্টারে কাগজকলের যন্ত্রপাতির ছবি। ওই পোস্টারগুলোতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কীভাবে বানানো হয় জাপানিজ কাগজ। দেয়ালে থাকা পোস্টার দেখে জানা গেল ওপর তলায় একটা প্রদর্শনী হল, একটা ঐতিহাসিক জাদুঘর ও ছোট্ট একটা গ্যালারিও আছে। প্রশস্ত দোকানের চারিদিকে রঙিন জিনিসপত্রে সাজানো। ঐতিহ্যবাহী জাপানি ওয়াশি কাগজ বিক্রির পাশাপাশি, কাগজের তৈরি রঙ-বেরঙের জিনিসও বিক্রি করে তারা।

এখান থেকে সঠিক অরিগ্যামি কাগজের খোঁজ বের করাটা চ্যালেঞ্জই বটে।

কাছেই দাঁড়ানো দোকানের কর্মীকে ডাকল মাতসুমিয়া। জিজ্ঞেস করল তাদের কাছে অরিগ্যামি বানানোর মতো কাগজ রয়েছে কি না।

ওর দিকে তালিয়ে একধরনের কাগজ নামাল সে। ঐতিহ্যবাহী দশ রঙা কাগজ। প্যাকেটের লেখায় দাবি করা হয়েছে কাগজটা হাতে তৈরি। কাগজের শিটগুলো দশ বর্গ সেন্টিমিটারের, এক প্যাকেটে একশোটা করে রয়েছে। প্রত্যেক প্যাকেটে রয়েছে দশটা করে গোলাপী, লাল, কমলা, বাদামী, হলুদ, সবুজ, হালকা নীল, গাঢ় নীল,বেগুনি ও লাইলাক রঙয়ের কাগজ শিট। মূল্য সংযোজন কর সমেত প্যাকেটের দাম ১০৫০ ইয়েন।

"এই প্যাকেটটাই নিশ্চয়ই," কাগাকে দেখিয়ে বলল মাতসুমিয়া। "আমার ধারণা এরকম দশটা প্যাকেট কিনেছিল সে। তাহলে অরিগ্যামি বানানোর জন্য প্রত্যেকটা রঙয়ের কাগজ একশোটা করে পাওয়া যাবে।"

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে দোকানের কর্মীর দিকে তাকিয়ে নিজের পুলিশ ব্যাজ দেখাল কাগা।

"কেউ কি এই ধরনের কাগজ অনেকগুলো করে কিনে নিয়ে গিয়েছে? এই ধরুন প্রায় ছয় মাস আগে।"

হতবিহ্বল দেখাল দোকানের কর্মীকে।

"একটু অপেক্ষা করতে পারবেন, স্যার?" মৃদু স্বরে কথাটা বলে ভেতরে চলে গেল সে।

কাগজের প্যাকেটটা আরেকবার ভালোভাবে দেখল মাতসুমিয়া। প্যাকেটটা এতই পাতলা, বিশ্বাস হতে চায় না এতে একশোটা কাগজের শিট রয়েছে। প্যাকেটের চারপাশে বিভিন্ন রঙয়ের কাগজের নমুনা লাগানো। যাতে ক্রেতারা বুঝতে পারে ভেতরে কী কী রঙয়ের কাগজ আছে। রঙগুলো দেখে মাতসুমিয়ার মনে হল, অরিগ্যামি বানানোর কাজে এই কাগজগুলো একেবারে যথাযথ। ফিরে এলো দোকানের কর্মী। সাথে করে একজন বয়স্ক মহিলাকে এনেছে সে। নিশ্চিতভাবেই এই মহিলা দোকানের ম্যানেজার।

"শুনলাম, আপনারা আমাদের অরিগ্যামি বানানোর কাগজগুলোর ব্যাপারে জানতে চাইছেন?" জিজ্ঞেস করল মহিলা।

নিজের প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করল কাগা। মাথা নেড়ে সায় জানাল মহিলা।

"আমাদের এরকম অনেক ক্রেতা আছে। একসাথে অনেকগুলো জিনিস কিনে নিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

"এই ভদ্রলোককে চিনতে পারছেন? সে কি কখনো এখানে এসেছিল?" দু'জন মহিলাকে তাকেয়াকি আওইয়াগির ছবি দেখাল কাগা।

একধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল বয়স্ক মহিলার চেহারায়। কয়েকবার চোখ পিটপিট করল সে। এরপর তাকাল কাগা ও মাতসুমিয়ার দিকে।

"হ্যাঁ, এখানে এসেছিল সে। আর আমি অনেকটাই নিশ্চিত, এই ব্র্যান্ডের কাগজ দশ প্যাকেট কিনেছিল সে।"

শরীরে একধরনের উত্তাপ অনুভব করল মাতসুমিয়া।

"এটা কি ছয় মাস আগের ঘটনা?" খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করল কাগা। নিশ্চিত হতে চাইছে সে।

"হ্যাঁ। আমার ভালোমতো মনে আছে, কারণ এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল।"

"কী ধরনের সমস্যা?"

"প্রথমে সে এসে যতগুলো কাগজ চাইল, আমাদের স্টকে অতগুলো ছিল না। ফলে তাকে পরের সপ্তাহে আবারও আসতে বলি।"

মাথা নেড়ে সায় জানাল কাগা। "ওহ আচ্ছা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

দশ রঙয়ের এক প্যাকেট কাগজ কিনে দোকানটা থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। এরপর আবারও সুতেনগু মন্দিরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। যাওয়ার পথে পেরিয়ে গেল তাকারদা ইবিশুর মন্দির।

***

"সৌভাগ্যের সাত দেবতার পূজা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েই এই দোকানে এসেছিল আওইয়াগি," বলল মাতসুমিয়া।

"এর মানে, শুরুর দিকে পূজার জন্য খুব বেশি অরিগ্যামি উৎসর্গ করতে পারেনি আওইয়াগি। ভাবছি কী কারণে এমন করার সিদ্ধান্ত নেয় সে।"

"আমার মতে এর পিছনে কোনো বিশেষ কারণ নেই। খেয়ালের বশে এমনটা করেছে হয়তো।"

"কী? তুমি বলতে চাইছ, শুধুমাত্র খেয়ালের বশে কেউ প্রত্যেক মাসে একশোটা অরিগ্যামি সারস বানিয়ে এনে পূজা দেবে?"

"তাও ঠিক।"

সুতেনগু মন্দিরের অফিসে ফিরে গেল ওরা। অফিসের লোকটাকে ভালোমতো দেখতে বলল দশ রঙয়ের ঐতিহ্যবাহী কাগজ দিয়ে ওদের বানানো অরিগ্যামি

সারসগুলো। হলুদ রঙয়ের একটা অরিগ্যামি হাতের তালুতে নিয়ে ভালোমতো লক্ষ্য করল লোকটা।

"এটাই ওই ধরনের অরিগ্যামি। কোনো সন্দেহ নেই। দেখতে একই রকম।"

সন্তুষ্ট হয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল মাতসুমিয়া ও কাগা।

"এখন আমরা নিশ্চিত, আওইয়াগিই অরিগ্যামিগুলো বানিয়ে পূজার জন্য উৎসর্গ করত। সুতেনগু যে তার পছন্দের মন্দির, এই ব্যাপারেও আমাদের ধারণা সঠিক।"

মন্দির প্রাঙ্গনে এসে মন্দিরের মূল ভবনের দিকে তাকাল মাতসুমিয়া।

"এগুলো সবই কিন্তু আমাদের আন্দাজ। কিন্তু আমরা এখনো রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারিনি। কেন এরকম হঠাৎ করে ধার্মিক হয়ে উঠল আওইয়াগি... " খানিকটা হতাশার সুরে বলল কাগা।

সুতেনগু মন্দিরে লোকে যায় বাচ্চা যেন নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হতে পারে এই প্রার্থনা করার জন্য। এখানে এসে কার জন্য প্রার্থনা করত তাকেয়াকি আওইয়াগি?

মন্দিরের হলটা অপরূপ সুন্দর। ঠিক এর সামনে ছোট্ট একটা ছাউনির তলায় লোকে এসো প্রার্থনার আগে হাতমুখ ধুয়ে পাক-পবিত্র হয়। নিয়মটা কাগা ব্যাখ্যা করল। মন্দিরে প্রার্থনা করতে যাওয়ার আগে এখান থেকে হাতমুখ ধুয়ে পাক-পবিত্র হয়ে যেতে হবে। মন্দির হলের পাশেই রয়েছে একটা ছোট্ট বুথ, ওখানে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের তাবিজ-কবজ, জপের মালা।

বুথের ভেতরে বসে আছে এক মহিলা। মহিলাকে তাকেয়াকি আওইয়াগির ছবি দেখাল মাতসুমিয়া। অনিশ্চিয়তা ফুটল মহিলার চোখেমুখে। এমন চেহারার কাউকে দেখে থাকার ভালো সম্ভাবনা আছে, আবার হতেও পারে এরকম কাউকে দেখেনি। হয়তো ছবিটা দেখে কোনোভাবে কল্পনা করে নিয়েছে, ব্যাখ্যা করল মহিলা। তার প্রতিক্রিয়া যৌক্তিক। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সাথে কথা বলতে হয় তাকে।

মন্দিরের ঠিক বামপাশে একটা তামার ভাস্কর্য রয়েছে। ভাস্কর্যটা দুটো কুকুরের। একটা মা কুকুর, অপরটা বাচ্চা। কুকুর দুটো স্থাপন করা হয়েছে একটা গোলাকার বেদীর ওপর। বেদীতে খোদাই করা চাইনিজ রাশিচক্রের বারোটি প্রতীক। তারকা প্রতীকটা স্পর্শ করলে না-কি সৌভাগ্যের দেখা মেলে। তবে লোকে বেশি স্পর্শ করে বাচ্চা কুকুরের মাথাতে। একমাত্র ওই জায়গাতেই সোনালী ছাপ দেখা যাচ্ছে।

একদল প্রার্থনাকারীকে লক্ষ্য করল মাতসুমিয়া। ওদের মধ্যে রয়েছে দু'জন পুরুষ ও এক মহিলা। পুরুষ ও মহিলাদের একজন মধ্যবয়স্ক। আর তুলনামূলক কমবয়সী মেয়েটার পেট স্ফীত। নিশ্চিতভাবেই গর্ভবতী মেয়েকে মন্দিরে নিয়ে এসেছে বাবা-মা। তিনজনকেই আনন্দিত দেখাচ্ছে।

ওদেরকে দেখে আরেকজন তরুণীর কথা মনে পড়ে গেল মাতসুমিয়ার।

"আওইয়াগি কি তাহলে এখানে কাওরি নাকাহারার জন্য আসত?" কিন্তু পরক্ষনেই থেমে গিয়ে মাথা নাড়ল সে। "নাহ, এমনটা সম্ভব নয়। এটা হওয়ায় জন্য আওইয়াগি ও ইয়াশিমার মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। এতদূর পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি সেই অনুযায়ী বলা যায় এই ধারণা ঠিক মেলে না।"

"এখন পর্যন্ত আমরা কী জানতে পেরেছি?" জিজ্ঞেস করল কাগা। "তদন্ত দলের তদন্তের ওপর ভিত্তি করে কিছু দৃশ্যকল্প দাঁড় করাতে পেরেছি কেবল। আমাদের তদন্তের ফলাফল যে ওদের ধারণার সাথে ঠিকঠাক মিলতেই হবে এমনটা নয়। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সত্য। এই সত্যটাই খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।"

"আচ্ছা, কিয়োচিরো, এমন কি হতে পারে যে এখানে আওইয়াগি আসতো কাওরি নাকাহারার জন্য?"

"এর সম্ভাবনা শূন্যের থেকেও কম। তবে তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ভুলে যাচ্ছ।"

"কী জিনিস? বলো আমাকে।"

"কাওরি নাকাহারা আমাদেরকে বলেছে সে তিন মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা। আর তাকেয়াকি আওইয়াগি সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির দর্শন দেয়া শুরু করেছে তিন মাসেরও অনেক বেশি সময় আগে থেকে।"

"ওহ... " কাগার কথাই ঠিক। এরকম চিন্তাভাবনার জন্য নিজেকে কষে একটা লাথি দিতে ইচ্ছে হলো মাতসুমিয়ার।

"আওইয়াগির পরিবারের সাথে কথা বলি আমরা, না-কি?" বলেই গমনপথের দিকে এগিয়ে গেল ডিটেকটিভ কাগা।

***

এবার আওইয়াগির বাড়িতে আশেপাশে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা কাউকে দেখা গেল না। এমনকি ট্যাবলয়েড টিভি শোগুলোও আর নিহনবাশি ব্রিজের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না। ফুয়ুকি ইয়াশিমার মৃত্যুর পর জনসাধারণের ধারণা এই কেসটার ইতি ঘটেছে। টিভি স্টেশনগুলো মনে করছে এই খুনের সাথে ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনা মিলিয়ে যে পরিমাণ রেটিং টিআরপি কামানো যায়, তা তারা কামিয়ে ফেলেছে।

ইন্টারকমের বেল বাজাল মাতসুমিয়া। জবাব দিলো ফুমিকো আওইয়াগি। মাতসুমিয়ার পরিচয় পাওয়ার সাথে সাথে এক ধরনের বিরক্তির আভাস পাওয়া গেল

মহিলার কণ্ঠস্বরে। ওদের সাথে দেখা করতে একেবারেই আগ্রহী নয় সে।

আগেরবারের মতোই ওদেরকে লিভিংরুমে নিয়ে গেল। পাশাপাশি বসল মাতসুমিয়া ও কাগা। ওদের নিষেধ সত্ত্বেও গ্রীন টি দিলো ফুমিকো। এবারও গতবারের চায়ের কাপেই দেয়া হয়েছে।

"তো, আজকে কেন এসেছেন?" জিজ্ঞেস করল ফুমিকো। তার দৃষ্টি স্থির হয়েছে মেঝের দিকে।

"আসল ঘটনা হলো, আমরা কিছু চমকপ্রদ ব্যাপার জানতে পেরেছি," বলা শুরু করল কাগা। "আপনার স্বামী তার কাছের লোকদের বলা আরম্ভ করেছিল একটা বাচ্চা জন্ম নিতে চলেছে। এই ব্যাপারে কি কিছু বলতে পারবেন?"

অবাক হয়ে গেল ফুমিকো। "দুঃখিত... একটা বাচ্চা?"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। একটা শিশুর জন্ম উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল আপনার স্বামী।"

তাকেয়াকি আওইয়াগির সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির দর্শনের ব্যাপারে তার পরিবারের কাছে কিছু না জানানোর সিদ্ধান্ত নিলো কাগা। ওর মতে আগেভাগেই থলের আসল বিড়ালটা বের করে দেওয়াটা হবে একটা ভুল পদক্ষেপ।

মাথা নেড়ে জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজালো ফুমিকো।

"নাহ, আমাদের পরিবারের কেউ সন্তানসম্ভবা না। এমনকি আমাদের কোনো বন্ধুর মেয়েও নয়... নাহ! কোনো বাচ্চা সম্পর্কে কিছু জানি না আমি।"

"সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে আপনি কি আপনার স্বামীর সাথে আলাপ করেছিলেন? মানে কোনো দম্পতির সন্তান হবে না-কি, অথবা এমন কোনো দম্পতি সম্পর্কে যাদের সন্তান নিতে অসুবিধা হচ্ছে?"

একেবারে বিভ্রান্ত দেখাল ফুমিকোকে। স্মৃতির অলিগলি হাতড়ে চলল, তার কোনো ফলাফল। তেমন কিছুই মনে করতে পারল না।

"দুঃখিত," বলল সে। "ওরকম কারোর কথা একদমই মনে করতে পারছি না।"

"ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। সত্যি বলতে, আমরাও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটার এই কেসের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি না। আমরা শুধু খতিয়ে দেখতে চাইছি, এই যা।"

"আচ্ছা, কিন্তু আমি তো শুনেছি এই কেসের সুরাহা হয়ে গিয়েছে? ইয়াশিমা মৃত। এই কেসে আর তদন্ত করার মতো কী আছে?"

সাথে সাথেই জবাব না দিয়ে নিজের চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়াল কাগা। "চা'টা সুস্বাদু মনে হচ্ছে," মন্তব্য করে লম্বা একটা চুমুক দিলো ও। লম্বা শ্বাস ছাড়ল।

"মিসেস আওইয়াগি," বলল ও। "আমি নিশ্চিত এই কেসের আরও অনেক বিষয়ই সঠিক বলে মনে হচ্ছে না আপনার। পুরো ব্যাপারটা এই অবস্থাতেই শেষ হয়ে গেলে কি ভালো লাগবে আপনার? সেটা কি মেনে নিতে পারবেন?"

"নাহ... আমি মেনে নিতে পারব না," মেঝের দিকে তাকিয়ে হাত ঘষল ফুমিকো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কোলাহল শোনা গেল হলের দিক থেকে। কেউ একজন দরজা খুলে এগিয়ে আসছে এদিকেই। ঘরের ভেতরে ঢুকল ইউতো। মাতসুমিয়া ও কাগাকে দেখে কার্টুন চরিত্রের মতো থেমে গেল সে। নিশ্চিতভাবেই দরজার সামনে থাকা দুই জোড়া অপরিচিত জুতা নজরে পড়েনি তার।

"শুভ অপরাহ্ন," বলল কাগা। মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল মাতসুমিয়া।

চোয়াল শক্ত করে, মুখে বিরক্তির ভাব এনে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ইউতো। রেফ্রিজারেটর খোলা ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজ ভেসে এলো ওখান থেকে। একটা প্লাস্টিকের বোতলের কোক হাতে নিয়ে বের হয়ে এলো সে। বোতলের মুখ খুলে, কয়েক ঢোক কোক পান করে তাকাল দুই ডিটেকটিভের দিকে।

"আপনারা এখনো এই ফালতু তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন?"

"ইউতো, মুখ সামলে কথা বলো," ধমকের সুরে বলল ফুমিকো।

"সমস্যা নেই," সান্ত্বনার সুরে বলল কাগা। এরপর তাকাল ইউতোর দিকে। "আমরা ডিটেকটিভরা হলাম দিনমজুরদের মতো। উপরমহল যা বলে সেসব মানতে হয়।"

নাক দিয়ে শব্দ করল ইউতো। "আপনারা অযথা কেসটা আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। সময় নষ্ট করছেন কেবল।"

"ফালতু?" প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে পারল না মাতসুমিয়া। "কোন দিক দিয়ে ফালতু লাগছে তোমার কাছে?"

"আরে ভাই, আমরা সবাই জানি এই কেসটার কোনো গুরুত্ব নেই। ওই ফ্যাক্টরি দুর্ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার কারণেই তো সব হলো? বিবেকহীন ও অমানবিক কিছু একটা করেছিল আমার বাবা। রেগে গিয়ে সেটার শোধ নিতেই বাবার বুকে ছুরি চালিয়েছে ওই লোক। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কেউ এতটা পাত্তাই দিত না ব্যাপারটাকে। কিন্তু বাবা যেভাবে সবার সামনে মারা গেল, সে কারণেই এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিডিয়া। এজন্য আপনারাও তদন্ত বাদ দিতে চাইছেন না। আমি কি ভুল বললাম?"

"একজন মানুষ কীভাবে মারা গিয়েছেন, সেটার প্রভাব আমরা আমাদের তদন্তে পড়তে দিই না।"

"তাই না-কি? আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আমার বাবা একটু শুনশান এলাকায় মরলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতো। কিন্তু সে তো মরেছে জনবহুল একটা ব্রিজের মাঝামাঝি। কেন তাকে ওখানেই গিয়ে মরতে হলো?" কথাটা বলে কোকের বোতল ঝাঁকাতে থাকল ইউতো।

ছেলেটার গালে কষে একটা থাপ্পড় মারা থেকে কষ্ট করে নিজেকে বিরত রাখল মাতসুমিয়া।

"একটা ব্যাপার একটু পরিষ্কার করি। তোমার বাবা মারা গিয়েছে হাসপাতালে, ব্রিজের ওপর নয়। আর সে যে ব্রিজের ওপরে পড়ে ছিল, তা নয়। ওখানে থাকা কিরিন মূর্তির বেদীর সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিল সে।"

"কিরিন?" অবিশ্বাসের সুরে বলল সে।

"নিহনবাশি ব্রিজের মাঝামাঝি কয়েকটা কিরিন ভাস্কর্য রয়েছে। ডানাওয়ালা কিরিন। ওরকমই একটা ভাস্কর্যের সাথে হেলান দিয়ে ছিল মিস্টার আওইয়াগি। নড়াচড়া করছিল না সে। এক পুলিশ তাকে এই অবস্থায় লক্ষ্য করে। মনে হয় আপনি জানেন, তাকে ছুরিটা মারা হয়েছে ওই জায়গাটা থেকে কিছু দূরে। এখনো আমরা জানি না, কেন মিস্টার আওইয়াগি ওই অবস্থাতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলেন।"

কোকে চুমুক দিলো ইউতো।

"সত্যিই, এতে কার কি যায় আসে? তাকে যদি খুন হতেই হতো, আমাদেরকে এভাবে ঝামেলায় না ফেলে খুন হওয়াই ভালো ছিল।"

"ইউতো!" হুট করেই চিৎকার করে উঠল ফুমিকো। তার কণ্ঠে ক্রোধের আভাস। ফুমিকোর চিৎকারের প্রভাব পড়ল ইউতোর ওপর। চুপ হয়ে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। সিঁড়ি দিয়ে তার নিচে নেমে যাওয়ার আওয়াজ পেল ওরা।

"আমি দুঃখিত," ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল ফুমিকো। "ওর বাবার ব্যাপারটা নিয়ে স্কুলে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে ওকে।"

মাতসুমিয়া বুঝতে পারল কীসের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে ইউতোকে। পরিবারের কেউ অস্বাভাবিকভাবে মারা গেলে, সবাই নিজের ইচ্ছে মতো মন্তব্য করে।

"যাই হোক," বলল কাগা। "আপনার স্বামীর বাড়িতে কি কোনো অফিস ছিল?"

মাথা নাড়ল ফুমিকো। "নাহ, আমাদের বাসায় ওরকম কিছু নেই। আমার স্বামী বলতে গেলে বাড়ি পর্যন্ত কাজ টেনে আনত না। কোনো কাজ করার থাকলে সেটা এই ঘরেই করত সে।"

"ওহ আচ্ছা। সে তার কাগজপত্র, কলম কোথায় রাখত?"

"ওই যে ওখানে," দেয়াল ঘেঁষে থাকা একটা কেবিনেটের দিকে ইঙ্গিত করল ফুমিকো। "ওটার একটা ড্রয়ারে।"

"আমরা কি একটু দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

উঠে দাঁড়িয়ে হাতে গ্লোভস পরে নিল কাগা। পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল মাতসুমিয়া।

দু'জন মিলে ড্রয়ারের ভেতরকার জিনিসপত্র খতিয়ে দেখল। অব্যবহৃত দশ রঙা ঐতিহ্যবাহী কাগজগুলো পাওয়ার আশায় আছে ওরা। সত্যি ধরে নিয়েছে সুতেনগু মন্দিরের সাক্ষীর বিবৃতি। তাকেয়াকি আওইয়াগির কাছে এখনো ছয়শ শিট অরিগ্যামি বানানো কাগজ থাকা উচিত। কোথাও না কোথাও এগুলো রয়েছেই।

কিন্তু কোথাও কাগজগুলো পেল না ওরা। অবশ্য পাওয়ার আশা যে খুব বেশি ছিল তাও নয়। নিশ্চয়ই অরিগ্যামি সারসগুলো বাড়ির বাইরে কোথাও বানাত তাকেয়াকি আওইয়াগি।

সবকিছু খতিয়ে দেখার সময় হয়ে গিয়েছে। মিসেস আওইয়াগির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঠিক সদর দরজার সামনে একজনের উপস্থিতি লক্ষ্য করল ওরা। ওদের পিছে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। মেয়েটির চোখ দুটো বড়। মেয়েটা নিশ্চয়ই হারুকা, আওইয়াগির মেয়ে।

"ওহ, এই দুই ভদ্রলোক হলেন ডিটেকটিভ," ওদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল ফুমিকো।

পরিচয় করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও ওদের দিকে একবারও তাকাল না হারুকা। কিছু না বলে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

"আমি দুঃখিত," দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমাপ্রার্থনা করল ফুমিকো।

বিদায় জানিয়ে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর সেদিকে ফিরে তাকাল মাতসুমিয়া। "কী সমস্যা?" জিজ্ঞেস করল কাগা।

মাথা নাড়ল মাতসুমিয়া। "ওহ, কিছু না।" এরপর আবারও হাঁটা আরম্ভ করল সে।

এই কেস এখনো শেষ হয়নি, ভাবল মাতসুমিয়া, এখনো কিছুই সমাধান করতে পারিনি আমরা।

অধ্যায় ২০

পরদিন তদন্তকারীদের নিয়ে একটা মিটিং বসল। মিটিংয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হলো ফুয়ুকি ইয়াশিমা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে কোথায় গিয়েছিল সেটা বের করতে পেরেছে ডিটেকটিভদের একটা দল।

স্টক হাউজ নামের এক কোম্পানিতে গিয়েছিল সে, বিভিন্ন আসবাবপত্র বিক্রি করে এই কোম্পানি। অফিস কিয়োবাশিতে। ঘটনার আগের রাতে প্রেমিকাকে নিয়ে যে মুভি থিয়েটারে গিয়েছিল ইয়াশিমা, সেখান থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা পথ।

"ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান— তিনজন কর্মী ও প্রধান নির্বাহী। শো-রুমের সাথেই অফিস ওই বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায়। এর দরজার সাথেই লাগানো ছিল কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি। বলা উচিত, আমরা ওখানে যাওয়ার আগেই নামিয়ে ফেলা হয়েছিল। বিল্ডিংয়ের একজন ওটার ব্যাপারে আমাদের জানায়, ফলে ওখানকার অন্যান্য বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করি আমরা। তখনই জানতে পারি স্টক হাউজে গিয়েছিল ইয়াশিমা।" টাস্কফোর্সের অন্যতম প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ নাগাসে ধীরেসুস্থে বলল কথাগুলো। "ঘটনার আগেরদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওখানে যায় চাকরির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। কর্মীদের মাত্র একজন তখন ওখানে ছিল। কোম্পানির প্রধানকে কল দিলে সে জানায়, 'তাকে আগামীকাল আসতে বলো।' ওই কর্মী ইয়াশিমাকে বার্তাটা পৌঁছে দেয়। পরদিন ছয়টায় আবার যায় ইয়াশিমা। এবার কোম্পানির প্রধানের সাথে দেখা হয় তার।"

যেমনটা কাগা ধারণা করেছিল ঠিক সেটাই ঘটেছে। পার্থক্যটা হচ্ছে ইয়াশিমা গিয়েছিল আসবাবপত্রের দোকানে, কোনো বার বা রেস্তোরাঁয় নয়। কাওরি নাকাহারা বলেছিল ওয়েটারের চাকরির সাথে মানিয়ে নিতে পারত না ইয়াশিমা। সেদিক বিবেচনায় তার জন্য আসবাবপত্রের দোকানের চাকরিই ভালো।

আসবাবপত্রের শো-রুমের এক জায়গায় জুতো খুলতে হয়। এই ব্যাপারটা থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন ছিদ্রবিহীন মোজা খুঁজছিল ইয়াশিমা। সে-ও ভেবেছিল ওখানে গিয়ে জুতো খুলতে হতে পারে।

"কোম্পানির প্রধান ইয়াশিমাকে চাকরি দিতে চায়নি কেননা এই চাকরি সম্পর্কে তার ধারণা ছিল পুরোপুরি ভুল," নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করতে থাকল নাগাসে।

"চাকরির ব্যাপারে ধারণা ভুল? কীভাবে?" আগ্রহী হয়ে জানতে চাইল ডেপুটি কমিশনার।

"বাণিজ্য মেলার জন্য খণ্ডকালীন কর্মী খুঁজছিল কোম্পানি। আজকালের মধ্যেই শুরু হবে ওই মেলা। পরিচিত লোকদের সাথে যোগাযোগ করে কয়েকজন কর্মী নিতে চায় ওরা, তবে সাময়িক সময়ের জন্য। একারণে প্রজ্ঞাপন দিয়েছিল। কিন্তু ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে জানা যায় আসবাবপত্র বানানোর সাথে সম্পৃক্ত কাজ খুঁজছে ইয়াশিমা।"

"তাহলে এটাই জানতে পেরেছেন। এজন্য বুঝতে পারছিলাম না কেন ওই কোম্পানির কেউ আমাদের সাথে যোগাযোগ করেনি। ওরকম একটা ঘটনার ব্যাপারে শোনেনি, ওদের পক্ষে এমন দাবি করা তো কঠিন, তাই না?"

"ওরা সংযোগটা ধরতে পারেনি।"

"মানে?"

"আমাদের সাথে কথা বলেছে ওই কোম্পানির প্রধান নির্বাহী। খুনটার ব্যাপারে শুনেছে সে। কিন্তু সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি আগেরদিন সন্ধ্যায় যে তরুণের সাথে আলাপ হয়েছে তার সে-ই সন্দেহভাজন। চাকরির ইন্টারভিউ এতই সংক্ষিপ্ত ছিল ইয়াশিমার নামটা পর্যন্ত মনে নেই তার। পুরো ঘটনাটার ব্যাপারে শুধু অনলাইনে ছোট্ট একটা প্রতিবেদন পড়েছে সে। ইয়াশিমার কোনো ছবি পর্যন্ত দেখেনি।"

"আজকাল এমন হয়," কণ্ঠে করুণার সুর এনে বলল ইশিগামি। "যতদূর জানি ইন্টারনেটে ইয়াশিমার ছবি আছে। কিন্তু ওটা এতটাই ছোট, তাকে চেনাই যায় না।"

মাথা নেড়ে সায় জানাল ডেপুটি কমিশনার। তিক্ততা ভর করেছে তার চেহারায়।

"আরেকটা ব্যাপার," নোটবুক দেখে বলেই চলল নাগাসে। "স্টক হাউজের প্রধান নির্বাহীর মতে চাকরিটা না পেয়ে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল ইয়াশিমাকে। তার ওপর করুণা হয় প্রধান নির্বাহীর। ইয়াশিমাকে বলে আসবাবপত্রের বানানোর কাজের ব্যাপারে আগ্রহী হলে কাছেই একটা কোম্পানিতে গিয়ে যোগাযোগ করতে। ওই কোম্পানির নাম আজুমা ফার্নিচার। ইদোবাশি ব্রিজের কাছেই।"

গুঞ্জন উঠল গোটা ঘরে। গতরাতে খবরটা শুনে অবাক হয়েছিল মাতসুমিয়াও।

"ইদোবাশি ব্রিজ?" কিছুটা জোরেই বলল ডেপুটি কমিশনার। "ওখানেই তো আমাদের ক্রাইম সিন।"

"হ্যাঁ। আমরা ওই আসবাবপত্রের কোম্পানিতে কথা বলতে গিয়েছিলাম। জানতে পেরেছি, আসলে ওদের সাথে দেখা করতে যায়নি ইয়াশিমা। ঘটনার দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দোকান বন্ধ করে দেয় ওরা। আপাতত আমার রিপোর্ট করার এতটুকুই ছিল।"

মুখ বিকৃত করে মাথার পেছন দিকটা চুলকাতে লাগল ডেপুটি কমিশনার।

"এই ব্যাপারটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা কী? ভিক্টিমের সাথে দেখা করার পরিকল্পনা তো আগে থেকেই ছিল ইয়াশিমার, না-কি?"

"সময়ের দিকটা বিবেচনা করে দেখলে আগে থেকে কিছু পরিকল্পনা করে রাখার সম্ভাবনা একেবারেই কম," বলল ইশিগাকি। " চাকরির ইন্টারভিউ ঠিকভাবে চললে সেটা কখন শেষ হবে তা জানার কথা নয় ইয়াশিমার। যেহেতু ভিক্টিমের ফোনে ইয়াশিমার কল দেয়ার কোনো প্রমাণ নেই, সেহেতু এটা বলা যায় যে, সে ভিক্টিমকে কল দিয়ে তাদের দেখা করার সময়টা বদলায়নি।"

"তাহলে এই দু'জন কীভাবে দেখা করল?"

"হুট করেই দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

"হুট করেই?"

"আমাদের আরেকজন ডিটেকটিভের মতে ভিক্টিম সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির নিয়মিত পরিদর্শন করত। হতে পারে সেদিন মন্দির পরিদর্শনের সময় ব্রিজের কাছে তার হঠাৎই দেখা হয়ে যায় ইয়াশিমার সাথে। ইয়াশিমা হয়তো তখন দ্বিতীয় আসবাবপত্রের দোকানের দিকে যাচ্ছিল।"

"তোমার মতে তখনই দু'জন মিলে ক্যাফেতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়?"

"সময়সীমা তো সেটাই বলে। এক্ষেত্রে যদিও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব না কীভাবে ইয়াশিমার কাছে ছুরিটা এলো।"

আবারও তিক্ততায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল ডেপুটি কমিশনারের। "ছুরি? এটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"হুট করেই যদি ভিক্টিমের সাথে দেখা হয় ইয়াশিমার, তবে তার সাথে ছুরি থাকার কোনো সম্ভবনাই নেই।"

"আত্মরক্ষার জন্যেও তো জিনিসটা সবসময় নিজের কাছে রাখতে পারে সে?" যুক্তি দিলো ডেপুটি কমিশনার।

"আত্মরক্ষা?" কণ্ঠ নিচু করে বলল ইশিগাকি।

এই বিষয়টার সুরাহা না হয়েই শেষ হয়ে গেল মিটিং। ইশিগাকি ও কিয়োবাশি উঠে গিয়ে ডেপুটি কমিশনারের দু'পাশে বসলে, আলাপ শুরু করল তিনজন মিলে।

তারা ছুরির ব্যাপারেই আলাপ করছে বলে ধারণা করল মাতসুমিয়া। হঠাৎ ঘরে ঢুকল টাস্কফোর্সের এক তরুণ ডিটেকটিভ। তিনজন যে টেবিলে বসে আলাপ করছে সেদিকে চলে গেল সে। দূরে দাঁড়িয়েও মাতসুমিয়া দেখতে পেল তরুণের কথা শুনে মুখে আঁধার নেমে এসেছে ওদের। ঘরের চারিদিকে তাকাল ইশিগাকি। তার দৃষ্টি স্থির হলো মাতসুমিয়ার দিকে। নিজের নাম শুনতে পেয়ে চমকে উঠল মাতসুমিয়া।

এগিয়ে গেল সে। "জি স্যার, কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল। কিছুই বলল না ইশিগাকি, কাছে আসার ইশারা করল শুধু। এগিয়ে গিয়ে তিন ঊর্ধ্বতনের বিপরীত দিকে দাঁড়াল মাতসুমিয়া।

"যত দ্রুত সম্ভব তুমি ও কাগা ভিক্টিমের বাড়ি চলে যাও।"

"কিছু কী ঘটেছে স্যার?"

ধীরে মাথা নেড়ে সায় জানাল ইশিগাকি। "আজ সকালে ভিক্টিমের মেয়ে নিজের কব্জির রগ কেটে ফেলেছে।"

চমকে উঠল মাতসুমিয়া ।

"অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তার চোট গুরুতর নয়, তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পুলিশকে খবর দিয়েছে। বাড়িতে ফিরে গিয়েছে মেয়েটা। আমি চাই, তোমরা গিয়ে তার খোঁজখবর নিয়ে আসো।"

"জি, স্যার।"

কাগার কাছে গিয়ে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল মাতসুমিয়া। কথাটা শুনে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হলো ওর। নিশ্চিতভাবেই এই খবরটা ওর কাছেও অবাক করার মতোই।

"গতকাল দুই-এক সেকেন্ডের জন্য ওই মেয়েটাকে দেখেছি আমি। কিন্তু দেখেই মনে হয়েছিল তার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই," সাবওয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় বলল মাতসুমিয়া। "ভিক্টিমের পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও লোকজন নিশ্চয়ই তাকে কঠিন সময় উপহার দিয়েছে।"

"খুনের ঘটনাগুলো আসলে ক্যান্সার কোষের মতো। একবার এগুলো মানুষের মধ্যে ঢুকে গেলে যন্ত্রণা ও ব্যথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তদন্ত সফল হলে কিংবা খুনি ধরা পড়লে কি না এতে কিচ্ছু যায় আসে না। এই অদ্ভুত রোগের বিস্তার রোধ করা প্রায় অসম্ভব।"

কাগার বলা কথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে গেল মাতসুমিয়ার। *একেবারে ঠিক কথা বলেছে সে*, ভাবল ও।

আওইয়াগির বাড়ির চারপাশটা একেবারে কবরস্থানের মতো নীরব। কিন্তু

অল্পসময় আগেই এখানে অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল। প্রতিবেশীরা নিশ্চয়ই অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন শুনতে পেয়ে জানালা খুলে উঁকি দিয়েছে। আওইয়াগির মেয়েকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে বের করতে দেখে কল্পনা ডালপালা মেলেছে তাদের মনে। *এই ঘটনা যেন নতুন করে কোনো গুজব না রটায়*, মনে মনে প্রার্থনা করল মাতসুমিয়া।

ইন্টারকম চাপল সে। আশা করল ফুমিকোর কণ্ঠস্বর শোনার। কিন্তু জবাব দিলো একটা কমবয়সী ছেলে। নিশ্চয়ই ইউতো।

মাতসুমিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়ে আসার কারণ ব্যাখ্যা করল। জানাল, তার বোনের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর জবাব ভেসে এলো, "আসুন।"

বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল মাতসুমিয়া ও কাগা। দরজা খুলে উঁকি দিলো ফুমিকো। কান্নার কারণে লাল হয়ে আছে তার চোখ। টানটান হয়ে আছে তার চেহারা, সেখানে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

"এভাবে আপনাকে বিব্রত করার জন্য দুঃখিত," বাউ করে বলল মাতসুমিয়া। "আপনার মেয়ের খবর জেনেছি আমরা।"

"ডাক্তার ওকে কোনো একটা ঔষধ দিয়েছে। এখন ঘুমাচ্ছে। কোনোভাবেই কারোর সাথে কথা বলার অবস্থাতে নেই ও।"

"এক্ষেত্রে আমরা কেবল আপনার সাথেই কথা বলব, মিসেস আওইয়াগি। দয়া করে আমাদেরকে বলবেন আসলে কী ঘটেছে?"

"নিশ্চয়ই। ভেতরে আসুন তাহলে।"

"ধন্যবাদ।" ভেতরে গেল ওরা দু'জন। কেউ একজন হলের মেঝেতে স্পোর্টস ব্যাগ ফেলে রেখেছে। এটা সম্ভবত ইউতোর।

লিভিংরুমে রয়েছে ইউতো নিজেও। আরও ভালোভাবে বললে, বলা যায় ঘরটার সাথে থাকা জাপানিজ নকশার রুমে রয়েছে সে।

তাকেয়াকি আওইয়াগির ছবির সামনে দুই পা ভাঁজ করে বসে আছে ইউতো। ডিটেকটিভ দু'জন ঘরে ঢোকার পর ওদের দিকে ঘুরেও তাকাল না ছেলেটা।

"তোমার স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে ইউতো, এখানে সবকিছু ঠিকভাবে সামলে নিতে পারব," বলল ফুমিকো।

"আজকে স্কুলে যাবো না। এরইমধ্যে স্কুলে কল দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি আমি সম্ভবত আজকে আসতে পারব না।"

"হ্যাঁ, কিন্তু... "

"বলছি তো সমস্যা নেই। আমাকে বিরক্ত কোরো না।" বুকের ওপর দুই হাত

পেঁচিয়ে বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে রইল ইউতো।

সোফায় বসল মাতসুমিয়া ও কাগা। কিচেনের ওদিকে আছে ফুমিকো। কাগা বলে উঠল, "দয়া করে, আমাদের নিয়ে ব্যস্ত হবেন না," বলল ও। "কী হয়েছে সেটাই শুনতে চাই শুধু। এরপর চলে যাবো।"

এসে বসে পড়ল ফুমিকো। তার অবস্থা করুণ। চেহারায় হতাশার ছাপ স্পষ্ট।

"হারুকাকে স্বাভাবিক সময়ে ঘর থেকে না বের হতে দেখে দুশ্চিন্তা হয় আমার। ওর ঘরে যাই আমি। পুরো বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল... আর ওর মধ্যে শুয়ে ছিল ও।"

"কী দিয়ে কব্জির রগ কেটেছে ও? রেজর?"

"বক্স কাটার দিয়ে। মেঝেতেই পড়ে ছিল ওটা। কেটে ফালা ফালা করে ফেলেছে কব্জি।"

"তার চেতনা ছিল?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ করছিল না। কেবল কেঁদেই চলেছিল।"

"তাকে হাসপাতালে দেখানোর পর কী হলো? তখন তার সাথে কথা বলতে পেরেছেন?"

হালকা মাথা নেড়ে নাকচ করে দিলো ফুমিকো।

"আপনারা আসার আগ পর্যন্ত তার ঘরেই ছিলাম আমি। একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি ও।"

"কোনো ধারণা আছে আপনার কোন ব্যাপারটা তাকে এমনটা করতে প্রভাবিত করেছে?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ফুমিকো। "আমি ঠিক বিস্তারিত জানি না। শুধু বলতে পারি, ওর বাবার সাথে যা ঘটেছে সেটার পর থেকে স্কুলে খুবই কঠিন সময় যাচ্ছে ওর। বাসায় ফিরে নিজেকে ঘরবন্দি করে রাখত।"

এসময় পাশের রুম থেকে উচ্চ শব্দ ভেসে এলো। দুই হাতের মুঠি দিয়ে তাতামি ম্যাটে আঘাত করেছে ইউতো।

"হারুকা একটা নির্বোধ। আত্মহত্যা করতে চাওয়া মানে বাবা কে দোষী সেটা স্বীকার করে নেওয়া।"

ইউতোর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মাতসুমিয়া।

"কথাটা ঠিক বলোনি তুমি। ভেবে দেখো তোমার বোন কী অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল।"

"আপনার কাছ থেকে সেটা শোনার কোনো প্রয়োজন নেই আমার। আমিও

ওই একই অবস্থার ভেতর দিয়েই যাচ্ছি।"

উঠে দাঁড়িয়ে, মাতসুমিয়া ও কাগার পাশ দিয়ে হেঁটে সিঁড়িতে চলে গেল ইউতো।

তার পায়ের আওয়াজ বিলীন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কাগা। এরপর ফুমিকোকে জিজ্ঞেস করল, "গতরাত ও আজকে সকালের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে কি?"

"আমার জানামতে, না।"

"অনলাইন অথবা টিভি থেকে কি এই কেসের ব্যাপারে হারুকা নতুন কোনো তথ্য জানতে পেরেছে?"

মাথা নেড়ে নাকচ করে দিলো ফুমিকো। "আমরা যতটা পারি কম খবর দেখার চেষ্টা করছি।"

"অথবা বাড়িতে কেউ কি এসে থাকতে পারে?"

"নাহ, যেমনটি বললাম। গতকাল হয়তো স্কুলে ওকে কেউ কিছু বলেছে।"

নীরবে মাথা নেড়ে সায় জানাল কাগা। তাদের দু'জনের কথাবার্তা শুনে মাতসুমিয়া ভাবল কাগা কেন এই বিষয়ে এত জোর দিচ্ছে। পরিস্থিতি আর মেয়েটার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে দেখলে তার এভাবে কব্জি কেটে ফেলাটা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া মেয়েটার বয়সটাই এরকম আবেগের।

আওইয়াগির বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাগাকে প্রশ্নটা করল মাতসুমিয়া। "আরে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এমনি একটা বিষয় একটু খতিয়ে দেখছিলাম," জবাব এলো কাগার তরফ থেকে।

ইশিগাকিকে কল করে অবস্থা জানাল মাতসুমিয়া। ওরা যতটা ভেবেছিল পরিস্থিতি ততটা খারাপ নয় জেনে স্বস্তিবোধ করল ইউনিট চিফ।

"আমাদের জন্য ভালো খবর এটা। ভিক্টিমের পরিবারের কোনো সদস্য আত্মহত্যা করলে মিডিয়া আরও মুখরোচক খবর পেয়ে যায়।"

"সুস্থ হয়ে উঠছে মেয়েটা। পরিবার ব্যাপারটাকে ভালোমতোই সামলে নিয়েছে। অফিসে ফিরে এসেছি আমরা।"

"নাহ, এখনই আসার দরকার নেই। আমি চাইছি, খুন হওয়ার দিন ভিক্টিমের গতিবিধি আবারও একবার খতিয়ে দেখো তোমরা। এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া লাগবে।"

"ভিক্টিমের গতিবিধি?"

"আমি নিশ্চিত হতে চাই, খুন হওয়ার দিন সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির

দর্শনে গিয়েছিল আওইয়াগি। যেমনটা আজ মিটিংয়ে আলাপ হলো, ইয়াশিমা ও আওইয়াগির যদি আগে থেকেই দেখা না হওয়ার কথা থাকে তবে নিশ্চয়ই ওদের হুট করেই দেখা হয়েছিল রাস্তায়। আমরা এখন জানি কেন ইদোবাশি ব্রিজ এলাকায় গিয়েছিল। এখন আমাদের জানতে হবে ভিক্টিমের ব্যাপারটা।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"ভিক্টিমের চরিত্র বিশ্লেষণে তোমরা দু'জনই সেরা। তোমাদের ওপর ভরসা করে আছি আমরা।"

"জি, স্যার।"

ফোন কেটে দিয়ে ইশিগাকির নির্দেশনা কাগাকে জানাল মাতসুমিয়া। মাথা নাড়ল কাগা। সন্দেহপ্রবণ দেখাল ওকে।

"সে মনে করছে ওদের দু'জনের হুট করেই দেখা হয়েছিল?... আমার মতে আচমকাই দেখা হয়নি ওদের।"

"আমি ভাবছি ছুরির ব্যাপারটা সে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে। এটা তো মিলছে না ঠিক।"

"আমার মনে হয় সে এই ছুরির বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চাইছে। যাই হোক, চলো আওইয়াগির ওইদিনের গতিবিধি একটু খতিয়ে দেখা যাক।"

নিনগিয়োচো পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে হাঁটা ধরল ওরা। এই এলাকার রাস্তা এখন ওদের তালুর মতোই পরিচিত, ফলে ম্যাপ লাগে না। সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরের আশেপাশে ঘুরল ওরা। সবগুলো মন্দিরের আশেপাশের রেঁস্তোরা ও দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল। এমনকি যেসব দোকানে এরইমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ওসবেও গেল। দ্বিতীয়বারে অনেকেই অনেক কিছু মনে করতে পারে, যা হয়তো প্রথমবার ওদের মনে ছিল না।

কয়েক ঘণ্টা ঘুরে ফিরে খোঁজখবর নেওয়ার পর ওরা এমন কোনো আলামত পেল না যা প্রমাণ করে খুন হওয়ার দিন সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে দর্শন করেছিল তাকেয়াকি আওইয়াগি।

"হতে পারে কোথাও না থেমেই সবগুলো মন্দির দর্শন করত সে," তাকারাদা ইবিশু মন্দির পেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল মাতসুমিয়া। এরইমধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে রাস্তাটা।

"অথবা আদৌও সে মন্দিরগুলো দর্শনই করত না," বিড়বিড় করল কাগা।

"আমার এমন কিছু মনে হয় না। মানে, এমনটা হলে কেন অকারণে নিহনবাশি আসবে সে?"

"আমার ধারণাও তোমার মতোই। তবে সে সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির দর্শনে আসলে সাথে করে নিয়ে আসত একশোটা অরিগ্যামি, এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই কাজ করছি আমি। কিন্তু ঘটনার দিন, সুতেনগু মন্দিরে কেউ কোনো অরিগ্যামি রেখে যায়নি।"

"হয়তো সবসময়ই সাথে করে অরিগ্যামি সারস আনত না। এমনটা কি হতে পারে না?"

নীরব হয়ে গেল কাগা, আবার সংশয় ভর করল ওর চেহারায়। এই মুহূর্তে ঐতিহ্যবাহী জাপানিজ কাগজ কোম্পানির এক কোণায় আছে ওরা। প্রথম তলার দোকানটা এখনো খোলা।

থেমে গেল কাগা। "চলো একটু উঁকি মেরে আসা যাক।"

"কি! গতকাল-ই তো ওখানে গেলাম।"

মাতসুমিয়ার আপত্তি আমলে না নিয়ে এগিয়ে গেল কাগা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে অনুসরণ করল মাতসুমিয়া।

গতকাল দোকানটার যে তরুণীর সাথে আলাপ করেছিল ওরা, ওদেরকে দেখে এগিয়ে এলো সে। একটু বিব্রত দেখালেও হাসল, "ম্যানেজারকে কি ডাকব?"

"সেটার দরকার নেই। আমরা কি দশ রঙের ঐতিহ্যবাহী জাপানি কাগজগুলো আরেকবার দেখতে পারি?" জিজ্ঞেস করল কাগা।

"এইটা?"

তার হাতে থাকা কাগজের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে ভালোমতো নিরীক্ষা করল কাগা। গতদিন এই কাগজই কিনেছে ওরা।

"কী করছ বলো তো?" জিজ্ঞেস করল মাতসুমিয়া।

"একটা ব্যাপার জানাতে পারবেন?" দোকানের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল কাগা। "এই প্যাকেটগুলোতে কি বিভিন্ন রঙয়ের কাগজগুলো একই প্যাটার্নে সাজানো থাকে? না-কি মাঝেমধ্যে আলাদাভাবেও সাজানো থাকে?"

হতবিহ্বল দেখালো দোকানী মেয়েটাকে। "দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন," এরপর দোকানের পিছনের দিকে চলে গেল মেয়েটা।

ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে নিরীক্ষা করতে লাগল মাতসুমিয়া। প্রত্যেক প্যাকেটে কাগজগুলো একইভাবে সাজানো। সবার ওপরে গোলাপী, এরপর লাল, কমলা, বাদামী, হলুদ, সবুজ এভাবেই সাজানো আছে।

মাতসুমিয়া জিজ্ঞেস করতে চাইল কেন কাগা এই সামান্য বিষয়ে এত বিচলিত হচ্ছে। কিন্তু সেই সুযোগ আর পেল না, ফিরে এসেছে দোকানী মেয়েটা।

"দুঃখিত স্যার। এই ধরনের প্যাকেটে সব রঙয়ের কাগজগুলো একইভাবে সাজানো থাকে।"

"সত্যিই? অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে?" হাতে থাকা প্যাকেটটা শেলফে রেখে দিলো কাগা।

"কী হচ্ছে এসব বলো তো?" দোকানী চলে গেলে কাগাকে জিজ্ঞাসা করল কৌতূহলী মাতসুমিয়া। "রঙের ক্রম নিয়ে কে এত মাথা ঘামায়?"

ধীরেসুস্থে ঘুরে মাতসুমিয়ার দিকে তাকাল কাগা।

"তোমার মনে আছে সুতেনগু মন্দিরের লোকটা কি বলেছিল আমাদের? প্রথম সেটে কোন রঙয়ের অরিগ্যামি পেয়েছিল সে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে। ওগুলো হলুদ রঙয়ের ছিল।"

"হ্যাঁ, ঠিক। আমার মতে, আওইয়াগি এই ব্র্যান্ডের কাগজ সম্পূর্ণ দশ প্যাকেট একসাথে কিনেছিল। দশটা প্যাকেটের প্রতিটা থেকে একই রঙয়ের কাগজ একবারে বের করত সে। এরপর ওগুলো দিয়ে একশোটা অরিগ্যামি সারস বানাত। তোমার কি মনে হয় না ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত? তার জায়গায় থাকলে তুমি কী করতে? অরিগ্যামি বানাতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তুমি একটা প্যাকেট থেকে ক্রমানুসারে কাগজ বের করে বানাতে। প্যাকেটের প্রথম দশটা কাগজ গোলাপী, হলুদ রয়েছে মাঝখানের কোথাও। কেন সে মাঝখানের কোনো কাগজ দিয়ে অরিগ্যামি বানানোর কথা ভাবল বলে তোমার মনে হয়?"

দশ রঙা ঐতিহ্যবাহী জাপানী কাগজের প্যাকেটের দিকে আরেকবার দেখল মাতসুমিয়া। কাগজের ক্রমের ব্যাপারে কাগার কথা যৌক্তিক।

"হলুদ রঙয়ের কাগজ দিয়েই শুরু করার নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল তার। তুমি কি এটাই ভাবছ?"

"হ্যাঁ, এটাই ভাবছি আমি। সেই কারণটা কী ছিল, সেটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।

অধ্যায় ২১

ভদ্রমহিলা বারো শতকের সন্ন্যাসী যোদ্ধা বেনকেইয়ের ভাস্কর্যটা আরও বড় হবে মনে করেছিল। ভেবেছিল এত বিশাল ভাস্কর্যের দিকে মাথা তুলে তাকাতে হবে হয়তো। কিন্তু বাস্তবে এটা স্বাভাবিক আকারের থেকে একটু বড়। এর বেদীও খুব বেশি উঁচু নয়, চারপাশে কোনো লোহার বেড়াও নেই। ফলে কাছাকাছি গিয়ে এটাকে স্পর্শ করা যায়।

হামাচো গ্রীন রোড পার্কে এসেছে কাওরি। সময় রাত দশটার কাছাকাছি। শীতল বাতাস বইছে। গাছের ওপর পড়েছে স্ট্রিটলাইটের আলো, কিন্তু রাস্তাটা অন্ধকারাছন্ন।

টিভি রিপোর্ট থেকে সে জানতে পেরেছে অপরাধটা ঘটার দিন পালিয়ে এই পার্কেই এসেছিল ফুয়ুকি। জায়গাটার নাম উল্লেখ ছিল না, তবে বেনকেই ভাস্কর্যের কথা জেনেই বুঝে গিয়েছে কোন জায়গাটার কথা বলা হয়েছে।

অ্যাপার্টমেন্টে বসে ডিনার করার সময় হুট করেই জায়গাটা দেখে আসার ইচ্ছা জাগে কাওরির। এই জায়গা থেকেই জীবনের শেষ ফোন কলটা করেছিল ফুয়ুকি। ঠান্ডা পড়েছে বেশ, কোট ঠিকভাবে পরে গলায় মাফলার জড়িয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছে কাওরি। এই এলাকার একটা রেঁস্তোরা খোলা ছিল। সেখানে ঢুকে জেনে নেয় বেনকেই ভাস্কর্যের পার্কটা কোনদিকে। রেস্তোরাঁয় থাকা মহিলার ব্যবহার বেশ আন্তরিক।

বড় করে শ্বাস নিল কাওরি। শ্বাসের সাথে ঠান্ডা যেন প্রবেশ করল তার ফুসফুসে। কেঁপে উঠল সে। স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ছাড়তে পেরে অবাক হলো।

জায়গাটা একেবারে স্তব্ধ। অস্বস্তিকর নীরবতা যাকে বলে। কিন্তু কাঠের পথ ধরে সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল কাওরি। গাছপালায় ঘেরা ছাউনির নিচে থাকা একটা বেঞ্চ পেরিয়ে গেল সে।

সেদিন এসে কোথায় লুকিয়ে ছিল ফুয়ুকি? ভাবল সে, কোনো গাছের আড়ালে?

"কাওরি," একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে। শুনে মনে হয়েছিল কেউ একজন

গোঙিয়ে তার নাম ধরে ডাকছে। ওই রাতে ফোন দিয়ে তাকে এভাবেই ডেকেছিল ফুয়ুকি।

আমি খুবই জঘন্য একটা কাজ করে ফেলেছি। ভয়াবহ একটা ব্যাপার ঘটেছে। বুঝতে পারছি না কী করব, বলে সে।

কল করার সময় ফুয়ুকির মানসিক অবস্থা কেমন ছিল? কলটা করার পরই এক পুলিশের অফিসারের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে চেষ্টা করার সময় ট্রাকের ধাক্কা খায় সে।

কোনো একটা ভুল হয়েছে— এটাই ওই ঘটনার একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা। ফুয়ুকি কখনো কাউকে খুন করতে পারে না।

বেঞ্চের ওপর বড় প্যাকেটের মতো একটা জিনিস লক্ষ্য করল কাওরি। কৌতূহলবশত এগিয়ে গেল জিনিসটার দিকে। কাছে যাওয়ার আগেই কেঁপে থেমে গেল সে। একটা ধূসর কম্বলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা হাত। কম্বল মুড়ি দিয়ে, জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে এক লোক।

হঠাৎ করে ভয় পেতে আরম্ভ করল কাওরি। পার্কের এই জায়গাটা একটু বেশিই অন্ধকারাছন্ন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে যেদিক দিয়ে এসেছে চলে যেতে লাগল ঐদিকেই। বেনকেই ভাস্কর্যের কাছে গিয়ে দেখল এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। লোকটা লম্বা। চেহারায় স্ট্রিটলাইট পড়ার কারণে তাকে চিনতে পারল না কাওরি। অন্যদিকে ঘুরে হাঁটা ধরল সে।

"মিস নাকাহারা।"

লোকটার মুখে নিজের নাম শুনে চমকে জ্ঞান হারানোর দশা হলো তার।

লোকটা এগিয়ে এলো তার দিকে। "আপনি ঠিক আছেন তো?"

লোকটা ডিটেকটিভদের একজন। তার নাম কাগা। নিহনবাশি পুলিশের ডিটেকটিভ।

"দুঃখিত, ভয় পাইয়ে দিয়েছি আপনাকে," হেসে বলল লোকটি।

তার চকচকে সাদা দাঁত থেকে কোনোভাবে নিরাপত্তার আভাস পেল কাওরি।

"আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত। আপনার চেহারা দেখতে পাইনি।"

"এত রাতে আপনি এখানে কী করছেন? আপনি কি... "

"হ্যাঁ," বলল কাওরি। "ফুয়ুকি যেখান থেকে শেষ ফোন কলটা করেছে ও যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে সেই জায়গাটা দেখতে চাইছিলাম আরকি।"

"আমিও এটাই ভেবেছি। জায়গাটা আসলে ওইদিকে। আর অ্যাক্সিডেন্টটা

ঘটেছে পার্কের শেষপ্রান্তে," কাওরি যেদিক থেকে এসেছে তার বিপরীত পথটা হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলো কাগা।

"ওহ।"

"জায়গাটা কি দেখতে চান আপনি? আপনি চাইলে দেখাতে পারি।"

"দেখাতে পারবেন?"

"নিশ্চয়ই।"

এই ডিটেকটিভের সাথে নিরাপদ বোধ করছে সে, ফলে জায়গাটা দেখতে যাওয়ার জন্য কোনোরকম ইতস্তত না করেই রাজি হয়ে গেল।

"আজ ডিটেকটিভ মাতসুমিয়া আসেননি?" গাছের সারির মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় বলল কাওরি।

"কিছুক্ষণ আগেই যে যার পথ ধরেছি আমরা। কাজের বাইরে আমরা একে অপরের সাথে কম থাকার চেষ্টা করি আমি। সারাদিন একসাথে থাকতে থাকতে বিরক্ত আমরা।"

বুঝতে পারল, কথা বলে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে ডিটেকটিভ। হাসল সে।

"এখানে আপনি কী করতে এসেছেন, ডিটেকটিভ কাগা?"

"ওহ্, তেমন বিশেষ কোনো কারণ নেই। কোনো কেসে কাজ করার সময়, যেখান থেকে কেসটা শুরু ওই জায়গায় বারবার যাই আমি। এটাই আমার কাজের ধরন।"

"যেখান থেকে ঘটনাটার শুরু.... "

"হ্যাঁ, এটাই সেই জায়গা। যার কারণে আপনিও এখন এখানে। না-কি ভুল বললাম?"

নীরবে মাথা নাড়ল কাওরি। একই মানবিকতা ও উষ্ণ আচরণ কাগার কাছ থেকে পাচ্ছে সে, যেমনটা পেয়েছে তার পার্টনার মাতসুমিয়ার থেকে। আস্তে আস্তে তার ভেতরকার সংশয় উবে যাচ্ছে।

সব ডিটেকটিভই এরকম না-কি এই দু'জন আলাদা? ভাবল সে।

গাছের কারণে গাঢ় ছায়া পড়েছে জমিনে। একটু আগে ভয়াবহ লাগছিল গাছগুলোকে, কিন্তু এখন ওগুলোকে সুন্দর কিছু বলেই মনে হচ্ছে।

পার্ক থেকে বের হওয়ার পথে চলে এলো ওরা। সামনে বিশাল রাস্তা, রাস্তার ট্রাফিক নজরে এলো।

"শিন-ওহাসি বুলভার্ড," ব্যাখ্যা করল কাগা। "এই রাস্তাতেই আপনার প্রেমিক দৌড়ে এসেছিল।"

"এখানেই... "

ব্যাপারটা একপ্রকার হাস্যকর রকমের অবিচার। একদিকে রয়েছে তিন লেন বিশিষ্ট হাইওয়ে আর অপরিদকে ঢালু এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে।

কল্পনায় দেখতে পেল ফুয়ুকিকে ধাক্কা মারছে ট্রাক। চোখ বন্ধ করে ফেলল কাওরি। টের পেল ক্রমেই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে সে। ভেঙে পড়বে যেকোনো মুহূর্তে। না কাঁদার সংকল্প নিল।

কয়েকবার গভীর শ্বাস নিয়ে চোখ খুলল সে।

"ধন্যবাদ। যে জায়গায় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে সেটা দেখানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মাথা নেড়ে সায় জানাল কাগা, একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "আমার সাথে আরেকটু সামনে যেতে পারবেন।"

"নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু কেন?"

"ছোট্ট একটা বিষয়," অস্পষ্টভাবে বলে সামনে এগিয়ে গেল কাগা।

শিন-ওহাশি বুলভার্ড ধরে হাঁটতে থাকল ওরা। কাওরি জানে না কোথায় এগোচ্ছে ওরা।

একটু হেঁটে একটা মুদির দোকানে এসে পৌঁছুল। "এখানে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারবেন?" জিজ্ঞেস করল কাগা। এরপর ভেতরে ঢুকে এক বোতল গরম জাপানি চা ও এক ক্যান দুধ চা নিয়ে বেরিয়ে এলো।

কাওরির সামনে উঁচিয়ে ধরল দুটোই। "কোনটা নিতে চান আপনি?"

"জাপানি চা নেব আমি। চায়ের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।"

"একমাত্র এই গরম পানীয়টাই আছে এদের কাছে। নাহলে কোকো নিতাম।"

"কোকো আপনার পছন্দ?"

"এরকম কিছু নয়। তবে মাঝেমধ্যে ক্যাফেইনবিহীন পানীয় স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।"

"আহ... " কী চিন্তাশীল মানুষ। অন্তত তার থেকে বেশি বিবেচক।

নিজের দুধ চা পান করতে আরম্ভ করেছে কাগা। জাপানি চায়ের প্লাস্টিক বোতলটা খুলল কাওরি।

"জানেন, আমার প্রেমিকও হট চকলেট পছন্দ করত?" নিজের চায়ের বোতলে চুমুক দিয়ে চা পান করার পর বলল সে। "ডিনার করতে গেলে ড্রিঙ্কবার থেকে বারবার রিফিল করে আনত তার হট চকলেট।"

"তার মিষ্টি পছন্দ ছিল, ঠিক না?"

"সম্ভবত। আর সে ড্রিঙ্কও পছন্দ করত।"

আর কখনোই ফুয়ুকির সাথে ডিনারে যাওয়া হবে না ওর। পাবে ড্রিঙ্কের গ্লাসে গ্লাস ছোঁয়ানোও হয়ে উঠবে না।

"শারীরিকভাবে এখন কেমন আছেন আপনি। সম্ভবত আপনাকে ডাক্তার বেশি নড়াচড়া করতে না করেছে?" চায়ের ক্যান হাতে জিজ্ঞেস করল কাগা।

"কোনো সমস্যা নেই। ডাক্তার বলেছে একটু হাঁটাহাঁটি করাই ভালো।

"সত্যিই? শুনে ভালো লাগল। যাই হোক, আপনি কি মানুষকে জানিয়েছেন আপনি সন্তানসম্ভবা?"

"এখনও না। যেকোনো দিন আমি আমার বন্ধুদের জানিয়ে দেব ব্যাপারটা।"

"আর আপনার প্রেমিক, মিস্টার ইয়াশিমা? সে কি কাউকে এই ব্যাপারে জানিয়েছিল?"

কাগার মুখ থেকেও তার প্রেমিককে "সন্দেহভাজন" শব্দটার পরিবর্তে "মিস্টার" সম্বোধন শুনে যারপরনাই বিস্মিত হলো সে।

"কাউকে বলে থাকলেও আমাকে জানায়নি । ইদানীং খুব বেশি মানুষের সাথে দেখা করত না সে।"

তার অথবা ফুয়ুকির কারোরই টোকিওতে খুব ঘনিষ্ঠ কেউ নেই। এখন মনে হচ্ছে পরামর্শের জন্য কারোর সাথে যোগাযোগ করলেই মনে হয় ভালো হতো।

রাস্তার মাঝে বিশাল এক চৌরাস্তায় এসে দাঁড়াল কাগা। একটা দোকানের বড় সাইনবোর্ডে ডল কেকের বিজ্ঞাপন দেওয়া। এই এলাকার বিশেষ কেক এটা।

"আমার সন্তানসম্ভবা হওয়ার ব্যাপারটা কি গুরুত্বপূর্ণ? আপনার মনে হয় এটা কেসের সাথে সম্পর্কিত?"

"ঠিক জানি না। আপনি কি সুতেনগু মন্দিরটা চেনেন? যেখানে নবজাতক যেন নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হয় সেজন্য প্রার্থনা করা হয়। এজন্যই মন্দিরটা বিখ্যাত।"

"নামটা পরিচিত লাগছে।"

"গিয়েছেন কখনো ওখানে?"

"নাহ।"

"আর এই ব্যাপারে আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে আলাপও করেননি?"

"নাহ," অবচেতনেই কাওরির হাত চলে গেল তার পেটে। নিরাপদে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রার্থনা। এই চিন্তাটাই কখনো তার মাথাতে আসেনি। অন্যান্য দম্পতির আশেপাশে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন থাকে এরকম ধরনের পরামর্শ দেয়ার জন্য। "কেন জানতে চাইছেন এই ব্যাপারে?"

জবাবে চৌরাস্তার একপ্রান্তে ইশারা করল কাগা। "ওখানকার পুলিশ স্টেশনটা দেখতে পাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"এখান থেকে বোঝা কঠিন। কিন্তু ঠিক এর পিছনেই সুতেনগু মন্দির। এজন্যই রাস্তার এই চৌরাস্তাকে বলে... "

কাগার দেখানো ট্রাফিক লাইটের দিকে তাকিয়ে বুঝে গেল কাওরি। এর নাম সুতেনগুমে চৌরাস্তা।

"তাকেয়াকি আওইয়াগি, মানে যে লোকটা খুন হয়েছে সে এই সুতেনগু মন্দির দর্শনে আসত। প্রায় নিয়মিতই।"

চমকে উঠে কাগার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল কাওরি।

"যাই হোক? এই বিষয়ে আপনার কিছু মনে পড়ছে?"

"কী বলতে চাইছেন? আওইয়াগির সাথে আমার জীবনেও দেখা হয়নি।"

মাথা নেড়ে সায় জানাল কাগা। কোনো বিকার নেই তার। স্বাভাবিক রয়েছে তার চেহারার অভিব্যক্তি।

"ঠিক আছে। যেমনটা ভেবেছিলাম আরকি।"

"ব্যাপারটা কী আসলে?"

একদিকে মাথা কাত করে ঝাঁকাল কাগা।

"হয়তো কেউ একজন সন্তানসম্ভবা।"

"কে?"

ম্লান হাসি হেসে মাথা চুলকালো কাগা।

"জানি না। এজন্যই তো যেখান থেকে ঘটনার শুরু সেখানে ফিরে এসেছি আমি।"

ডিটেকটিভের চেহারার দিকে তাকাল কাওরি। *কাগার বিশ্বাস ফুয়ুকি দোষী নয়,* ভাবল সে, এজন্যই তার কথাবার্তা এমন শোনাচ্ছে।

"ঠান্ডা বাড়ছে। আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।"

"আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে, ডিটেকটিভ কাগা।"

"কী অনুরোধ?"

"ক্রাইম সিন এখান থেকে হাঁটা দূরত্বে, ঠিক না? আমাকে একটু নিয়ে যাবেন ওখানে?"

চোখ বড় হয়ে গেল কাগার। "এখনই?"

"হ্যাঁ। খুব বেশি কিছু চেয়ে ফেললাম?"

"নাহ সেটা বলছি না.... " ভ্রূ কুঁচকে তাকাল কাগা। এক মুহূর্ত ভেবে অনিশ্চয়তার সাথে মাথা নেড়ে সায় জানাল।

"কোনো সমস্যা নেই। আরেকবার নিশ্চিত হয়ে নিই, আপনার এভাবে চলাফেরায় ডাক্তার কিছু বলবে না তো?"

"সে তো বলেছে কোনো সমস্যা নেই।"

"ঠিক আছে তাহলে। চলুন আমার সাথে।"

হঠাৎ করেই বদলে গেল ট্রাফিক লাইট। হাঁটা ধরল কাগা। তাকে অনুসরণ করল কাওরি।

চৌরাস্তার বামদিকের পথটা ধরল ওরা। বেশিরভাগ দোকান ও স্টোরই বন্ধ। শুধু বারগুলো খোলা।

"ফুয়ুকি মানুষ হিসেবে কেমন ছিল?" জিজ্ঞেস করল কাগা। "তার শখ কী ছিল? বই পড়তে পছন্দ করত সে?"

"দাঁড়ান ভেবে দেখি," বলল কাওরি। "তাকে কখনো বই পড়তে দেখিনি। কখনো কোনো কমিক্স পড়তেও দেখিনি তাকে। যদি ওরকম কোনো পছন্দ থাকে তাহলে সেটা হলো খেলাধুলা। অনেক ফুটবল ও বেসবল দেখত সে। বলা চলে খেলার অন্ধ ভক্ত ছিল।"

"ঘটনার আগের দিন আপনারা দু'জন মুভি দেখতে গিয়েছিলেন, ঠিক না? সে কি মুভি পছন্দ করত?"

"ওহ, আচ্ছা.... আমরা মাঝেমধ্যে মুভি দেখতে যেতাম। আমাদের টাকাপয়সার সমস্যা ছিল। সেজন্য কেউ শুধুমাত্র টিকেট বিনামূল্যে দিলে অথবা প্রিভিউ স্ক্রিনিংয়ের টিকেট জিতলেই দেখতে যেতাম আমরা।"

"প্রিভিউ স্ক্রিনিং?"

"হ্যাঁ, প্রিভিউ স্ক্রিনিংয়ের খবর পেলেই আমরা ওটা দেখার জন্য আবেদন করতাম। এভাবে অনেক টিকেট জিতেছি আমরা।"

"এভাবে জিতেছেন? এর কোনো ট্রিক আছে না-কি?"

"অবশ্যই আছে।"

কাওরির দিকে তাকাল কাগা। তার কণ্ঠের উচ্ছ্বাস দেখে অবাক হলো।

"পোস্টকার্ড," বলল কাওরি। "পোস্টকার্ডের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আবেদন করতে হয় টেক্সট বা ইমেইলে। আমরা এসবে

আবেদন করতাম না। বেশিরভাগ মানুষই এভাবে করে, কারণ এটা সহজ উপায়। ফলে প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। কিন্তু পোস্টকার্ডের মাধ্যমে আবেদন করা ঝামেলার ও খরচসাপেক্ষ। এতে লোকে আগ্রহী হয় না। ফলে জেতার সুযোগ বেড়ে যায়।"

"বুঝতে পারছি।"

"কিছু অফারে অনলাইন বা মেইলে আবেদন করা যায়। সেক্ষেত্রেও পোস্টকার্ডের মাধ্যমে আবেদন করলে জেতার সম্ভাবনা বেশি। সম্ভবত দুই ধরনের আবেদনের জন্য আলাদাভাবে ড্র করে ওরা। আমাদের যথেষ্ট পয়সা নেই ঠিক, কিন্তু আমরা প্রিপেইড পোস্টকার্ড সংগ্রহে রাখতাম।"

"তাহলে এটা একটা গোপন রহস্য।"

"আপনি কোথা থেকে তথ্যটা পাচ্ছেন সেটাও একটা ব্যাপার। যদিও অফারের ব্যাপারে তথ্যটা ফোনে পান তবে তুমুল প্রতিযোগিতা হবে। আমরা সেসব অফারই খুঁজতাম যেগুলো অনলাইনে নেই।"

থামলো কাগা। "কোত্থেকে পেতেন অফারগুলো? মুভি ভিত্তিক ম্যাগাজিনে?"

"ওরকমই," বলল কাওরি। "ভেবে দেখুন, মুভি ম্যাগাজিন কারা পড়ে? অবশ্যই যারা মুভি পছন্দ করে। ফলে তারা মুভি টিকেট বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য আবেদন করতে চাইবে। আমরা মুভি টিকেটের খোঁজ মূলত মুভি ম্যাগাজিন বা নারীবিষয়ক ম্যাগাজিনে করতাম না। খোঁজ করতাম পুরুষদের ম্যাগাজিনে।"

"কেন?"

"বুঝতে পারছেন না, ডিটেকটিভ কাগা? মেয়েরা বিনামূল্যে কিছু পেতে ভালোবাসে আর ঝামেলাও পছন্দ করে না। কিন্তু পুরুষরা ভিন্ন। সামান্য পরিমাণ শ্রম দেওয়ার প্রয়োজন পড়লেও ওরা টাকা দিয়ে সেটা সমাধান করে।"

সামান্য মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ধীরগতিতে হাঁটা আরম্ভ করল কাগা। "নতুন কিছু শিখলাম আজকে।"

"ফুয়ুকির নয়, পুরো আইডিয়াটাই আমার ছিল। সে হলে এত মাথা না খাটিয়ে, টাকা দিয়ে টিকেট কিনে আনত। আপনিও চেষ্টা করে দেখতে পারেন, ডিটেকটিভ। নিশ্চিতভাবেই বিনামূল্যে কিছু টিকেট পাবেন।"

"চেষ্টা করে দেখব।"

অলসভঙ্গিতে হাঁটছে কাগা। তার সাথে পা মেলানো যাতে সহজ হয়। হঠাৎ করেই সামনে একটা ব্রিজ দেখতে পেল কাওরি। "এটাই ইদোবাশি ব্রিজ," বলল কাগা।

একটা প্রশস্ত রাস্তা পার হয়ে ব্রিজের দিকে এগোতে থাকল ওরা। অবশেষে

পৌঁছাল একটা সিঁড়ির কাছে। এর নিচে রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ। কাওরির কিছু একটা মনে পড়ল। তার মনে পড়ল, অপরাধটা ঘটেছে আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজেই।

"এটা কি এখানেই ঘটেছে?"

"হ্যাঁ।"

প্যাসেজটা ছোট ও সরু। এর সাদা দেয়াল উজ্জ্বল আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

কেঁপে ওঠার জন্য এখানে আসাই যথেষ্ট কাওরির। একজন খুন হয়েছে এখানে, আর সবাই ভাবছে এর জন্য দায়ী ফুয়ুকি। মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য কোনো দেয়াল ভেঙে পড়ছে তার ওপর। পালানোর কোনো পথ নেই।

"আপনি ঠিক আছেন তো?" তাকে জিজ্ঞেস করল কাগা।

ডিটেকটিভের দিকে তাকাল কাওরি। "ডিটেকটিভ, ফুয়ুকি কাউকে খুন করতে পারে না। এই কাজটা করার সামর্থ্য তার নেই, বিশ্বাস করুন। অনুরোধ করছি আপনাকে।"

কাওরি জানে, সে যতই বিরোধিতা করুক, কোনো লাভ নেই। কিন্তু কণ্ঠ উঁচু না করে পারল না। তার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা গেল বদ্ধ আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজে।

তার দিকে তাকাল কাগা। কাগার দৃষ্টি শীতল, নির্লিপ্ত।

তার চোখটা আসলেই ডিটেকটিভের মতো, ভাবল কাওরি। চেহারা দেখেই বোঝা যায় এই লোক তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। আবেগকে এক ফোঁটাও প্রাধান্য দেয় না। এই লোকের কাছে আকুতি-মিনতি করা বৃথা।

কাগার পরবর্তী কথাটা শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল সে। "হ্যাঁ, আমি জানি," বলল ডিটেকটিভ।

"কি!" ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে বলল কাওরি। "আপনি জানেন? মানে আপনি... "

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে গমনপথের দিকে এগিয়ে গেল কাগা। তাকে অনুসরণ করল কাওরি।

বাইরে বেরিয়ে ওদের সামনে থাকা রাস্তার কোণার দিকে ইঙ্গিত করল কাগা।

"ছুরিবিদ্ধ হবার পর ভিক্টিম এই রাস্তাটা পেরিয়ে নিহনবাশি ব্রিজে আসে।"

"আহ... হ্যাঁ, খবরে দেখেছি আমি," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কাওরি। "কিন্তু এত জায়গা থাকতে ভিক্টিমের ওখানে যাওয়াটা বিস্ময়কর।"

হতবাক হয়ে ভ্রূকুঁচকে তাকাল কাগা। এরপর উপলব্ধির ছাপ ফুটে উঠল তার চেহারায়।

"মাতসুমিয়া বলেছে আমাকে কীভাবে আপনার দু'জন এই কেসটা নিয়ে পুরো টোকিও চষে বেড়াচ্ছেন।"

"ওহ্ আচ্ছা।"

"নিহনবাশি ব্রিজ নিশ্চয়ই আপনার কাছে স্মরণীয়। যাইহোক, যা দেখতে চাইছিলেন সেটা কি দেখতে পেয়েছেন?"

"নাহ। আমি ব্রিজটাতে যেতে চাই," একরকম জোর দিয়েই বলল কাওরি। "আবার দেখতে চাই ব্রিজটা।"

"ঠিক আছে," বলল কাগা।

পাশাপাশি হাঁটতে থাকল ওরা। রাস্তায় তেমন কেউ নেই বললেই চলে। যদিও রাজধানীর কেন্দ্রেই রয়েছে ওরা আর খুব বেশি রাতও হয়নি। তেমন একটা গাড়িঘোড়াও নেই রাস্তাতে। *ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে কেউ এদিক ওদিক হেঁটে বেড়ালেও লক্ষ্য করার মতো লোক নেই এখানে,* ভাবল কাওরি।

"আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, দয়া করে ভুল বুঝবেন না," বলল কাগা। "অনাগত বাচ্চাটার ব্যাপারে কী ভাবছেন? আপনার বর্তমান পরিস্থিতিতে বাচ্চা মানুষ করা তো কঠিন হবে।"

"বলতে চাইছেন বাচ্চাটা রাখা উচিত হবে না আমার?"

"ওরকম কিছু বলছি না, শুধু... "

"বাচ্চাটা রাখব আমি," কাগাকে থামিয়ে প্রতিবাদ জানাল কাওরি। হাঁটার সময় নিজের ডানহাত পেটের ওপর রাখল। "বাচ্চাটাকে রাখব আমি," আবারও বলল সে। "বাচ্চাটা না থাকলে আমি একেবারেই একা হয়ে পড়ব। জানি ব্যাপারটা সহজ হবে না। বাবা না থাকার কারণে জীবন কঠিন হয়ে পড়বে বাচ্চাটারও। কিন্তু সেটা দেখা যাবে। কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে ফেলব আমি।"

নিজের অজান্তেই উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে সে। যেন নিজেকেই আশ্বাস দিচ্ছে। *হাল ছাড়া যাবে না, আমার নিজের ও বাচ্চার জন্য হলেও আমাকে শক্ত হতে হবে।*

কিছুই বলল না কাগা। আড়চোখে তার দিকে তাকাল কাওরি। ভাবল, তার ব্যাপারে কি ভাবছে কাগা। সামনের দিকে একমনে তাকিয়ে আছে সে।

"হয়তো ভাবছেন আমি বোকার মতো বড় বড় কথা বলে ফেলেছি," বলল কাওরি। "আবেগের বশবর্তী হয়ে।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে তার চেহারার দিকে তাকাল কাগা। "আপনি যদি আবেগের বশবর্তী হয়েই থাকেন তবে যতদূর মনে হয় সেটা আপনার জন্যই ভালো। আপনি যদি ভবিষ্যতের কথা না ভেবে জীবনের প্রতি সব আশা-ভরসা হারিয়ে বসে থাকেন

তবে আমি খুবই হতাশ হবো।"

"ডিটেকটিভ কাগা... "

"সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি এমন অনেক মহিলাকে চিনি যারা একা হাতে নিজের বাচ্চাকে মানুষ করেছে। মাতসুমিয়ার মা-ও ওরকম একজন।"

"আপনার পার্টনারের মা? সেও তাকে একা বড় করেছে?"

"ওকে দেখে বোঝা যায় না। মনে হয় সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে।"

মাথা নেড়ে সায় জানাল কাওরি। মাতসুমিয়ার ব্যাপারে তার ধারণা ঠিক এমনই ছিল। একটু যেন নিশ্চয়তা পেল সে।

নিহনবাশি ব্রিজের পাথরের বিশাল ভাস্কর্য নজরে এলো। প্রথমবার এই ব্রিজে আসার স্মৃতি মনে পড়ে গেল কাওরির। এক্সপ্রেসওয়ের ওপর এরকম অসাধারণ ভাস্কর্য প্রথমবার দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিল সে।

ব্রিজের কাছে গেল ওরা। ব্রিজটা পার হওয়ার সময় হুট করেই থেমে গেল কাগা। নিজের সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। ঠিক মাঝামাঝি নড়াচড়া করছে একটা অবয়ব। হুডি পরিহিত হাইস্কুল পড়ুয়া একজন। ব্রিজের রেলিংয়ের সাথে থাকা ল্যাম্পপোস্টের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

ঘুরে ওদের দিকে আসতে থাকল, হুট করেই ওদেরকে দেখে থেমে গেল। তার চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট।

সামনে এগিয়ে তাকে কয়েকটা কথা বলল কাগা। হাত নেড়ে কিছু একটা দেখাল, এরপর ছেলেটা ঘুরে বিপরীত দিকে হাঁটা ধরল।

কাগার কাছে এগিয়ে গেল কাওরি। "কে ছিল ওটা?" জিজ্ঞেস করল সে।

"ভিক্টিমের ছেলে। তাকে বলেছিলাম, তার বাবাকে আমরা ভাস্কর্যের বেদীর সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় পেয়েছি। এজন্য হয়তো সে জায়গাটা দেখতে এসেছে।" পাশে থাকা ভাস্কর্যের দিকে তাকাল কাগা। ল্যাম্পপোস্টের উভয় দিকে রয়েছে ড্রাগনের মতো দুটো মূর্তি।

"ওগুলো কি ড্রাগন?"

হাসল কাগা।

"ওগুলো দেখতে ড্রাগনের মতো, কিন্তু আসলে ওগুলোকে বলে কিরিন। চাইনিজ কিংবদন্তির প্রাণী। বিয়ারের বোতলের লোগোতে হয়তো এদের দেখে থাকতে পারেন।"

"দেখেছি," বলল কাওরি। "তবে জানতাম না এদের ডানা আছে।"

ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি দুটোর পিঠে ডানা রয়েছে।

"ঐতিহ্যগতভাবে কিরিনের ডানা থাকে না। কিন্তু ব্রিজে এই দুটো কিরিনের মূর্তি স্থাপন করা হবে জেনে ভাস্কর এদের পিঠে ডানা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। লোকমুখে এমনটাই প্রচলিত আছে।"

"কেন এমনটা করেছে সে?"

রাস্তার মাঝ বরাবর ইশারা করল কাগা।

"কেননা এটাই একসময় ছিল জাপানের সব রাস্তার কেন্দ্রবিন্দু।"

"অবশ্যই, আমি জানি এটা। 'জিরো পয়েন্ট' বলা হয় না একে?"

"হ্যাঁ, ঠিক। জাপানের সব রাস্তার জিরো পয়েন্ট এটাই। পুরো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হলে এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে মানুষ। এজন্যই হয়তো কিরিনের পিঠে ডানা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে।"

"এটা জানতাম না," মূর্তিগুলোর দিকে আরেকবার তাকিয়ে বলল কাওরি।

এরা আমাদের মতোই, আমাদের সকল আশা ভরসার প্রতীক এগুলো, ভাবল সে। আমরা সবকিছু ছেড়ে পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসি। ভাবি এটাই আমাদের প্রথম পদক্ষেপ, মনে করি পুরো দুনিয়া আমাদের পায়ের তলায়। আমাদের চোখে থাকে বড় বড় স্বপ্ন । মনে করি আমাদের সাথে থাকা অদৃশ্য ডানার সাহায্যে উড়াল দেব ভবিষ্যতে। কিন্তু অবশেষে আর মাটিতে ফিরে আসতে সক্ষম হই না।

মুখোমুখি হই মৃত্যুর, ঠিক যেভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে ফুয়ুকি।

অধ্যায় ২২

"ঘটনার আগের দিন সন্দেহভাজন ফুয়ুকি ইয়াশিমা ও তার প্রেমিকা, যার সাথে সে লিভ-ইন করত, কাওরি নাকাহারা, একসাথে মুভি দেখতে যায়। আটটার দিকে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। একটু আগেই চলে আসে ইয়াশিমা, ফলে ওই এলাকায় একটু হাঁটাহাঁটি করে সে। হাঁটাহাঁটির সময় তার নজরে পড়ে স্টক হাউজ মানে কিয়োবাশির ওই আসবাবপত্রের দোকানের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। সেখানে যায় ইয়াশিমা, কিন্তু ততক্ষণে কোম্পানির প্রধান বাড়ি চলে গিয়েছে। ফলে এক কর্মী ইয়াশিমাকে পরেরদিন সন্ধ্যা ছয়টায় আসতে বলে।"

ইনসিডেন্ট রুমের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হলো কোবায়াশির ভারি কণ্ঠস্বর। বলতে গেলে সব তদন্তকারীরাই উপস্থিত আছে। ঘরের শেষপ্রান্তে থাকা ডায়াসে বসেছে ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

"এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ব্যাপারে কিছুই জানত না মিস নাকাহারা। আমাদের মতে তার কাছ থেকে এই বিষয়টা ইচ্ছা করেই গোপন রাখেনি ইয়াশিমা, বরং তাকে বলতে ভুলতে গিয়েছিল। পরেরদিন বিকাল পাঁচটায় বাড়ি থেকে বের হয় সে। নাকাহারাকে টেক্সট করে জানায় তার চাকরির ইন্টারভিউয়ের কথা। ছয়টার একটু পর স্টক হাউজে পৌঁছায় ইয়াশিমা। গিয়ে জানতে পারে, যেমনটা ভেবেছিল চাকরিটা সেরকম নয়। তার জন্য দুঃখ হয় কোম্পানি প্রধানের। ফলে ইদোবাশির কাছাকাছি আরেকটা জায়গার ঠিকানা দিয়ে সেখানে চাকরির জন্য তাকে চেষ্টা করতে বলে। এরপর স্টক হাউজ থেকে বেরিয়ে যায় ইয়াশিমা। আমাদের মতে ওখান থেকে আজুমা ফার্নিচারের দিকে যায় সে। যেটার ব্যাপারে খানিক আগেই শুনেছে। কিন্তু গিয়ে দেখে সেদিনের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছে আজুমা। আমরা জানি না, ইয়াশিমা আজুমা ফার্নিচারের অফিস পর্যন্ত গিয়েছিল না-কি। কিন্তু আমাদের ধারণা ইদোবাশি ব্রিজের কাছাকাছি কোথাও তার সাথে দেখা হয়ে যায় তাকেয়াকি আওইয়াগির। কানেসেকি মেটালে আগে চাকরি করত ইয়াশিমা। পুরোনো চাকরি ফেরত পাওয়ার জন্য আওইয়াগির সাথে জোর-জবরদস্তি করে সে। সম্ভবত এক পর্যায়ে কোম্পানির

দুর্ঘটনা আড়াল করার বিষয়টার দিকেও ইঙ্গিত করে। কিন্তু সামান্য একজন কন্ট্রাক্ট কর্মীকে মনে রাখার কথা নয় কোম্পানির হেড অফ প্রডাকশনের। ধারণা করা হয়, এরপর ওই দু'জন একটা ক্যাফের দিকে এগোয়। পরিস্থিতির শিকার হয়েই আওইয়াগিকে যেতে হয় তার সাথে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ওই ক্যাফেতে থাকার পর বেরিয়ে যায় দুজন। জানি না, আইডিয়াটা কার ছিল। কিন্তু এরপর ওরা এগোতে থাকে ইদোবাশি ব্রিজের দিকে। ব্রিজের কাছাকাছি আন্ডারপাস দিয়ে যাওয়ার সময় ইয়াশিমা লক্ষ্য করে আশেপাশে কেউ নেই। সুযোগ বুঝে আওইয়াগির বুকে ছুরি চালিয়ে তার ওয়ালেট, ব্রিফকেস নিয়ে দৌড়ে ব্রিজ পেরিয়ে পালিয়ে যায় সে। জানি না, কোন রাস্তা ধরে পালিয়েছিল সে। তবে গিয়ে লুকায় হামাচো গ্রিনরোড পার্কে। রাত এগারোটার কিছু পরে ওখান থেকে মিস নাকাহারাকে কল করে বলে, 'খুবই ভয়ঙ্কর ও খারাপ কিছু ঘটেছে।' সেইসময় একজন প্যাট্রোল অফিসারকে নিজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে দৌড়ে পালাতে চায়। তখনই শিন-ওহাশি বুলভার্দে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দেয় তাকে। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।"

হাতের ডকুমেন্টগুলোর দিক থেকে চোখ তুলে চারিদিকে তাকাল কোবিয়াশি। "এটুকুই," বলার পর নিজ চেয়ারে হেলান দিলো সে।

ডেপুটি কমিশনারের দিকে তাকাল ইশিগাকি।

"আপনার কি মনে হচ্ছে, স্যার? আমাদের হাতে যা আছে সেগুলোকে টাইমলাইন অনুযায়ী সাজালে এরকম কিছুই পাচ্ছি। ধরে নেওয়া যায় ইয়াশিমা-ই হলো খুনি।"

জিহ্বা দিয়ে নিচের ঠোঁট ভেজাল ডেপুটি কমিশনার। তাকে খুব একটা সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে না।

"খুনের অস্ত্রের ব্যাপারে আমাদের ধারণা কী? খুনে ব্যবহৃত ছুরিটার কথা তো উল্লেখও করলেন না।"

"অন্য কেউ এই বিষয়ে রিপোর্ট করবে, সাকাগামি।"

নিজের নাম শুনে উঠে দাঁড়াল সাকাগামি।

"আমরা এখনও এমন কোনো আলামত পাইনি যা ইঙ্গিত করে ছুরিটা ইয়াশিমার। প্রথমে বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরের চাকরি করত ইয়াশিমা। সেসময় কাজের খাতিরে তার কাছে ইলেকট্রিক ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্র থাকত। ছুরি-চাকুর ব্যাপারে ভালোই ধারণা আছে তার। ফলে বলা যায় ছুরিটা সে কিনেছে অথবা তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছ থেকে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞের মতে, এই অপরাধে ব্যবহৃত ছুরিটা হলো ধারালো, ভারী ছুরি। কাঠের কাজে ব্যবহৃত হয় এই ধরনের জিনিস। আমার কাছে

রিপোর্ট করার মতো আপাতত এটুকুই আছে।"

বসে পড়ল সাকাগামি। বরাবরের মতোই হতাশ দেখালো ডেপুটি কমিশনারকে।

"তেমন কাজের কিছু তো জানা গেল না। ব্যাখ্যা তো করতে পারলেন না, ওই দিনই কেন নিজের সাথে ছুরি রেখেছিল ইয়াশিমা।"

"স্পষ্টতই, স্টক হাউজে একটা নিরাপদ, ব্যবহারিক কাজের খোঁজে গিয়েছিল ইয়াশিমা, স্যার।"

"ব্যবহারিক কাজ?"

"কাঠমিস্ত্রীর কাজ, মানে কারিগর হিসেবে আরকি। কিন্তু ওখানকার চাকরিটা ছিল বাণিজ্যমেলার খণ্ডকালীন কর্মীর। এজন্যই তো ওখানকার মালিক তাকে আরেকটা কোম্পানির খোঁজ দেয়।"

"বলতে চাইছেন সে কাঠমিস্ত্রির কাজ খুঁজছিল বলে তার সাথে ছুরি ছিল?"

"যেহেতু সে ব্যবহারিক কাজের খোঁজে ছিল, সেহেতু সে আশা করেছে ইন্টারভিউয়ে কাঠের কাজের দক্ষতা দেখানো লাগতে পারে। এক্ষেত্রে সাথে করে ছুরি নিয়ে যাওয়াটা অদ্ভুত কিছু নয়।"

"আপনার এই ধারণার পিছনে কারণটা বুঝতে পারছি," চেয়ারে হেলান দিয়ে বুকের ওপর হাত জড়ো করে বলল ডেপুটি কমিশনার। "লোকে বলে, কারিগরদের সবসময়ই নিজের যন্ত্রপাতির ওপর আকর্ষণ থাকে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনার এই ধারণা মন্দ নয়।"

"এই ব্যাখ্যাটা সব সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো বাতিল করে দিচ্ছে।"

"ঠিক আছে, ধরেই নিলাম আপনার ধারণা ঠিক। এখন এই বিষয়টা ভালোভাবে খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে হবে।"

"জি, স্যার," বলল ইশিগাকি। তার বসের থেকে তাকে কম উচ্ছাসিত দেখাচ্ছে।

আসল মিটিংটা শেষ হলে, তদন্তকারীরা দলে দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে থাকল।

মাতসুমিয়া ও কাগার সুপারভাইজার কোবিয়াশিকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

"ব্যাপারটা কি বিশ্বাসযোগ্য?" নরম স্বরে কোবিয়াশিকে জিজ্ঞেস করল মাতসুমিয়া।

"এই ছুরির পুরো ব্যাপারটা?"

"হ্যাঁ।"

মুখ বিকৃত করে ভ্রূ চুলকাতে থাকল কোবিয়াশি।

"তুমি কি আশা করো? উপরমহল থেকে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে একটা যথাযত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে কেসটা দ্রুত বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। ইউনিট চিফও ব্যাপারটাকে টেনে নেওয়া আর ভালোভাবে দেখছেন না। তোমার কি মনে হয় শুধুমাত্র মাথা নেড়ে বিষয়টি মেনে নেওয়া উচিত আমাদের?"

"নাহ, মনে হয় না।"

"আমারও মনে হয় না। দেখো, ইয়াশিমার যদি সত্যিই কাঠের কাজ করে দেখানোর মনোভাব থাকত তাহলে এর জন্য সে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বক্স নিয়ে যেত। কিন্তু আমাদের কী করার আছে? যা বলা হয়েছে সেটাই করতে হবে এখন।"

কোবিয়াশিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আস্ত একটা লেবুতে কামড় বসিয়েছে। নিজের দিক থেকে যতটা পারে ব্যাপারটা সামলানোর চেষ্টা করছে সে, বুঝল মাতসুমিয়া। *দিনশেষে আমরা একেকজন সরকারী সৈনিক ব্যতীত আর কিছুই নই,* ভাবল সে।

ফুযুকি ইয়াশিমার ফোনের কন্টাক্ট লিস্টে থাকা মানুষদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিল মাতসুমিয়া ও কাগা। এর মাধ্যমেই শেষ হলো তিনজনের মিটিং।

ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনা আড়াল করার ব্যাপারটার ফলে ইয়াশিমার যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা জানতে চায় কোবিয়াশি। যা জানা যাবে সেটাই জোরদার করবে ইশিগাকি ও কোবিয়াশির ধারণাকে।

"ইয়াশিমাকে খলনায়ক বানানো নিশ্চিতভাবেই এই কেসে বেশ ভালো একটা মাত্রাই যোগ করবে। কিন্তু বাস্তবেই কি ঘটনাটা এমন?" করিডোর দিয়ে কাগার *সাথে* হাঁটার সময় বলল মাতসুমিয়া।

কিছুই বলল না কাগা। সবকিছু বলে দিচ্ছে ওর অভিব্যক্তি। নাহ, বাস্তবে এমনটা না। এটা ঠিক নেই।

"আচ্ছা, যাই হোক, কানামোরির কাছ থেকে ইমেইল পেয়েছি," পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে বলল মাতসুমিয়া। "বলেছে, সে তোমার সাথে স্মরণসভার ব্যাপারে আলাপ করতে চায়। তোমাকে মেসেজ করেও কোনো রিপ্লাই পায়নি।"

"এটাকে নিয়ে এখন ভাবার মতো সময় নেই।"

"কথা বলার সময় কি পাবে তুমি? সে-ও কিন্তু ব্যস্ত। তুমি তাকে রিপ্লাই না দিলে আমি নিজে গিয়ে তার সাথে আলাপ করে আয়োজনের ব্যবস্থা করব, কিয়ো।"

"দয়া করে সেটাই করো। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা... " থেমে গিয়ে দ্রুত চারিদিকে নজর বুলালো কাগা। "একটা ছোট্ট সাহায্য চাই আমি।"

"স্মরণসভার ব্যাপারে?"

ভ্রূকুঁচকে হাত নেড়ে নাকচ করে দিলো কাগা। "অবশ্যই না। কাজের ব্যাপারে। আমি চাই এই মুহূর্ত থেকে কিছু সময় দাও। অর্ধেক দিন সময় দিলেই হবে।"

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিজের ফুফাতো ভাইয়ের দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। "কী করার পরিকল্পনা করছ তুমি?"

"সত্যি বলতে, লোক দেখানো একটা খেলা খেলতে হবে," পুলিশ স্টেশনের চারিদিকে তাকিয়ে বলল কাগা। "সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এজন্য কাজটা একা করতে চাইছি। সফল হলে তোমাকে জানাবো।"

"কীসের খোঁজ করছ অন্তত সেটা তো বলো।"

একমুহূর্ত ভেবে মাতসুমিয়ার দিকে দৃষ্টি স্থির করল কাগা।

"জানতে পেরেছি, গরম কোকো খেতে খুব পছন্দ করত ফুয়ুকি ইয়াশিমা।"

"কোকো?"

"শুধু কোকো-ই পান করত সে। একসাথে অনেকগুলো— স্থানীয় রেঁস্তোরাতে।"

"কোথায় থেকে জানলে এটা?"

"গতরাতে তুমি চলে যাওয়ার পর মিস নাকাহারার সাথে দেখা হয় আমার।"

"তাই না-কি?"

"মনে আছে ক্যাফের কর্মী আওইয়াগির ব্যাপারে কি বলেছিল? 'সে কি অর্ডার করেছিল ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে দু'জনে একই জিনিস অর্ডার করেছিল।' আওইয়াগি যদি ইয়াশিমার সাথে দেখা করেই থাকে তবে দুজনের-ই কোকো অর্ডার করার সম্ভাবনা আছে। কোকো আছে ওই ক্যাফের মেন্যুতে।"

"এটা থেকে কী জানা যায়?"

"আমি অটোপসি রিপোর্ট চেক করে দেখেছি। পাকস্থলীতে হজম করা খাবারের মধ্যে কোকোর কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।"

চোখ বড় করে ঢোক গিলল মাতসুমিয়া।

"আমার কখনোই মনে হয়নি ওই ক্যাফেতে গিয়েছিল ইয়াশিমা।"

"মানে সেদিন ওখানে আওইয়াগির সাথে অন্য কেউ ছিল।"

"এমনটাই তো মনে হচ্ছে," মলিন হাসি ফুটে উঠল কাগার ঠোঁটে। তবে ওর চোখদুটো নিষ্প্রাণ।

"আর তোমার মতে ওই ব্যক্তিই আসল খুনি?"

নিঃশ্বাস ফেলে মাথা হেলালো কাগা। "সেটাই তো জানি না। শুধু জানি, বর্তমানে যেসব ধারণা দাঁড় করানো হয়েছে সেগুলো আয়নার মতো ভেঙে টুকরো

টুকরো হয়ে যাবে যদি জানা যায় সেদিন ক্যাফেতে আওইয়াগির সাথে ইয়াশিমা ছিল না।"

"এমনকি ক্যাফের কর্মীও আওইয়াগির সঙ্গীকে দেখেনি। ফলে এটা প্রমাণ করতে হলে রীতিমত সংগ্রাম করতে হবে।"

"আমি অতটা নিশ্চিত নই। তবে একজন ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অনুপস্থিতি প্রমাণের জন্য কিছু নির্ভরযোগ্য ট্রিক আছে। সবসময়ই যেগুলো প্রয়োগ করে থাকি আমরা।"

"নির্ভরযোগ্য ট্রিক?" একমুহূর্ত ভেবে জবাব দিলো মাতসুমিয়া। "অ্যালিবাইয়ের কথা বলছ?"

"এটাও একটা," মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বলল কাগা। "ফুয়ুকি ইয়াশিমা যদি ওই সময় ক্যাফেতে না-ই থেকে থাকে তবে তখন কোথায় ছিল সে আর স্টক হাউজ থেকে বের হওয়া ও খুনের মধ্যবর্তী দুই ঘণ্টা সময় কি করছিল? এটাই জানার চেষ্টা করছি আমি।"

"আর কীভাবে জানার চেষ্টা করছ?"

উত্তর দিলো না কাগা।

"রাতে দেখা হচ্ছে," পরিবর্তে বলল ও।

মাতসুমিয়া কিছু বলে ওঠার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল কাগা।

অধ্যায় ২৩

ইউতো ক্যারিয়ার গাইডেন্স রুমে যাওয়ার পর তাকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সানাদা, এরপর চোখ পিটপিট করে বলল, "বসো ওখানে।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল ইউতো।

"কী অবস্থা? এখন কি আগের থেকে একটু ভালো?"

একদিকে মাথা হেলালো ইউতো। "জানি না। কেসটা এখনো সমাধান হয়নি। ফলে, নাহ। অবস্থা আগের থেকে ভালো বলা যায় না।"

"বুঝতে পারছি," দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের হাতে থাকা কাগজটার দিকে তাকাল সানাদা।

"তোমার জীবনে এখন অনেক কিছু চলছে। ফলে হাতে থাকা অপশনগুলো নিয়ে তোমার পক্ষে ভেবে দেখা কঠিন। বুঝতে পারছি সেটা। তোমার ক্লাসের ছেলেদের সাথে আলাপ করেছি। তোমাকে আসতে বলেছি এজন্য। আমি আসলে জানতে চাই বিষয়গুলোর ওপর তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন। যেভাবে পারো সাজিয়ে উত্তর দাও।"

"আচ্ছা," বলল ইউতো।

"ঠিক আছে, একেবারে শুরু থেকে শুরু করো। থার্ড ইয়ারে ওঠার পর ইন্টারভিউয়ে বলেছিলে কলেজে যাওয়ার স্বপ্ন দেখো তুমি। ধরে নেব, এখনো এই স্বপ্ন দেখো তুমি?" ইউতোর ফাইলে চোখ বুলিয়ে বলল সানাদা।

জবাব দিলো না ইউতো। জবাব দিতে পারল না।

ফাইল থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকাল সানাদা। "কী হয়েছে? তুমি কি তোমার মত বদলেছ?"

বুকের ভেতর জমে থাকা নিঃশ্বাস ছেড়ে ইউতো বলল, "হতবিহ্বল লাগে আমার।"

"হতবিহ্বল? কীভাবে?"

"আসলে... উহ... " সামনে হেলে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল ইউতো।

"আর্থিক সমস্যা না-কি?"

"সেটাও একটা ব্যাপার।"

"আরও ব্যাপার আছে তাহলে?"

নীরব থাকল ইউতো। প্রস্তুত নয় সে। সময় বা জায়গা কোনোটাই ঠিক নয় এখন।

"শোনো আওইয়াগি," বলল সানাদা। "অন্তত আমার দিকে তাকাও।"

মাথা তুললে মেঝের দিকেই দৃষ্টি স্থির রাখল ইউতো।

"বুঝতে পারছি তোমার অনুভূতি কেমন। তোমার বাবার সাথে যা ঘটেছে এরপর তুমি তোমার পরিবারকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ। কলেজে পড়তে অনেক টাকার দরকার হয়। বরং একটা চাকরি করে মা ও বোনকে সাহায্য করতে পারো। তুমি ঠিক এটাই ভাবছ, তাই না?"

ইউতোর চিন্তাভাবনা এরকম কিছু না হলেও সে বলল, "হ্যাঁ, এমনটাই ভাবছি।"

"হুহ," আপন মনেই মাথা নেড়ে সায় জানাল সানাদা। "এমনটাই মনে করেছিলাম। তোমার এরকম চিন্তাভাবনার প্রশংসা করি আমি। তুমি যদি এই সিদ্ধান্তই নাও তবে সবসময় তোমার প্রতি সমর্থন থাকবে আমার। কিন্তু শোনো আওইয়াগি, এই সিদ্ধান্তটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র হাইস্কুল ডিপ্লোমা নিয়ে চাকরি খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে তোমার জন্য। তোমার মতো কয়েকজনকে চাকরি পেতে সহায়তা করেছি আমি। দিনে দিনে কঠিন হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। সত্যিই যদি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করতে হয় তবে তোমার জন্য কলেজে কিংবা ভোকেশনাল স্কুলে ভর্তি হওয়াই ভালো হবে।"

সানাদার ভাষণ কোনো অনুপ্রেরণা যোগাতে পারল না ইউতোর মনে। চাকরির কথা ভাবছেই না সে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার চিন্তাও মাথাতে নেই।

বর্তমানের কথা ভাবছে সে। এটাই তার কাছে সবকিছু।

"কেউ কি তোমাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিতে পারবে না? আপাতত সাহায্য করার মতো কোনো আত্মীয় নেই?" ইউতোকে কিছু না বলতে দেখে সানাদা যোগ করল, "তোমার বাবার কোম্পানির বেশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। নিশ্চয়ই তার জমানো কিছু আছে।"

"এই ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই।"

"এই ব্যাপারে কি মায়ের সাথে আলাপ করেছ?"

"নাহ, বাবার মৃত্যুর পর বলা হয়নি।"

"ওহ আচ্ছা," ডেস্কের ওপর আঙুল নাচাল সানাদা। "এই প্রসঙ্গে মায়ের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা উচিত তোমার। আমার ধারণা— বলা যায় দৃঢ় ধারণা, তোমার মা-ও চান তুমি কলেজে যাও। আর্থিক দিকটা ভাবলে, শিক্ষার জন্য অনেকগুলো বৃত্তি পাওয়া যায় আজকাল। আমি নিশ্চিত এরকম কিছু পেয়ে যাবে তুমি। যাই হোক, মায়ের সাথে এই প্রসঙ্গে কথা বলাই হবে তোমার প্রথম পদক্ষেপ।"

"জি, স্যার।"

***

ক্লাসরুমে ফিরে এলো ইউতো। স্কুল শেষ হয়ে গেলেও তার কিছু সহপাঠী রয়ে গিয়েছে। সুগিনো ওদের মধ্যে একজন। ইউতোকে দেখার পর উঠে দাঁড়াল ওরা সবাই। ব্যাগ নিয়ে একে একে বেরিয়ে গেল ক্লাসরুম থেকে। শুধু থেকে গেল সুগিনো।

"নিশ্চিত ওদের সাথে যেতে চাও না তুমি?" বলল ইউতো। "আমার সাথে মিশে খুব একটা উপকার হচ্ছে না তোমার।"

চিৎকার করে উঠল সুগিনো। "আমি ওরকম ছেলে নই," বলল সে।

"সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। কুরোসাওয়ার কোনো খোঁজখবর পাচ্ছি না। কী হয়েছে বলতে পারবে?"

"কুরোসাওয়া?"

"আমার মেসেজ বা ফোন কোনোটারই জবাব দিচ্ছে না সে। নতুন ফোন নিয়েছে না-কি?"

"জানি না। কুরোসাওয়ার খোঁজ করছ কেন হঠাৎ?"

"তার সাথে একটা ব্যাপারে আলাপ করতে হবে। তোমার সাথেও। তিনজন মিলেই কথা বলতে হবে বিষয়টা নিয়ে।"

চমকে বড় হয়ে গেল সুগিনোর চোখ, শক্ত হয়ে গিয়েছে তার চেহারা।

"একটা ব্যাপার? বলতে চাইছ...?"

"উহ-হুহ," বলল ইউতো। "ওটার কথাই বলছি।"

ঘুরে দাঁড়াল সুগিনো। "অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ওই বিষয়ে আলাপ করার মতো আর কিছু নেই।"

"যথেষ্ট আলাপ হয়নি এই প্রসঙ্গে। আর অনেক দেরি হয়নি। এজন্যই কথা বলতে চাইছি আমি।"

এখনও ইউতোর চোখ মেঝের দিকে নিবদ্ধ। সুগিনো জিজ্ঞেস করল, "কেন? কেউ কি কিছু বলেছে?"

"নাহ, না, আমি... " কথার মাঝপথে নিজেকে থামিয়ে দিলো ইউতো। "অথবা ধরে নাও কেউ কিছু বলেছিল আমাকে।"

তার দিকে তাকাল সুগিনো।

"কে?"

"আমার বাবা।"

"কি!" কেঁপে উঠল সুগিনো। "মানে, তোমার বাবা তো... "

"যাই হোক, বাদ দাও। আমি চাই কুরোসাওয়ার সাথে যেভাবেই হোক যোগাযোগ করো তুমি। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।" কথাটা বলে ব্যাগ নিয়ে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে গেল ইউতো।

স্কুলমাঠ পেরিয়ে সাবওয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল সে। এখানে-সেখানে আড্ডা দিতে থাকা নিজের বন্ধুদের দেখে লজ্জায় চেহারা লাল হয়ে গেল। তবে ঠান্ডা বাতাসে ভালো অনুভূত হলো। যা করতে চলেছে সেটা ভেবে আঁধার ঘনিয়ে এলো তার মনের মধ্যে। তার বুকের ভেতরকার বোঝাটা ভারী। এই বোঝা ফেলে পালিয়ে যেতে পারবে না। চোখ ফেরানো যাবে না এটা থেকে।

নাকামেগুরো স্টেশনে একটা ট্রেন ঢুকতে দেখল ইউতো। উঠে পড়ল ওই ট্রেনে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখতে পেল একটা লোক হেঁটে আসছে তার দিকে। লোকটাকে চিনতে পারল।

তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পা চালাল ইউতো। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় অপর জন চিনতে পারল তাকে।

"ওহ, তুমি, ইউতো," হাসি ফুটে উঠল কোটাকের চারকোণা চেহারায়। বোঝাই যাচ্ছে হাসিটা জোর করে আনা। "বাড়ি ফিরছ না-কি?"

"হ্যাঁ, ঠিক। আপনি?"

"হ্যাঁ, আমিও। কোম্পানির কিছু অফিশিয়াল কাগজপত্র ডেলিভারি করার ছিল। জানোই তো, আমি একজন লিয়াজোঁ।"

"ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনা আড়াল করার ব্যাপারটা নিয়ে কী হলো?"

ইউতোর প্রশ্নটা শুনে তিক্ততায় যেন চেহারা বিকৃত হয়ে গেল কোটাকের।

"ব্যাপারটা সামলে নিয়েছি আমরা। সম্ভবত এটা তোমার পরিবারের জন্য ভালো কিছু হবে না। কিন্তু এই নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। বিষয়টা

ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো।"

"আপনারা সামলে নিয়েছেন? কীভাবে সামলালেন? আমার বাবা... তাকেয়াকি আওইয়াগি ছিল পুরো ব্যাপারটার মূল হোতা— এটা বলেই পুরো ব্যাপারটা ইতি ঘটাবেন?"

"মূল হোতা? এবার কি অতি নাটুকেপনা শুরু করেছ তুমি?"

ঘুরে দাঁড়িয়ে কোটাকের চেহারায় সন্দেহজনক হাসি দেখতে পেল ইউতো। রাগে পুরো শরীর গরম হয়ে গেল তার।

"হ্যাঁ, আর আপনার কী অবস্থা?" চিৎকার করল ইউতো। "নিজের কাঁধে কোনো দায় না নিয়েই ব্যাপারটা শেষ করবেন?"

তার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি হানল কোটাকে। "শোনো ছেলে, তোমাকে বলি, দুর্ঘটনা আড়াল করার ব্যাপারটা নিয়ে ইতোমধ্যেই পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসে রিপোর্ট করেছি আমি।"

"কিন্তু আপনাকে তো কেউ চাকরিচ্যুত করবে না। নিজের ম্যানেজারের পদটা হারাবেন না আপনি। কারণ সব দায় আমার বাবার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন।"

"আমি সেটাই করেছি যা আমাকে করতে বলেছিল তোমার বাবা।"

"মিথ্যে বলছেন আপনি।"

"নাহ, বলছি না।"

"আমার বাবা কাউকে এরকম জঘন্য আর নোংরা কাজ করতে বলতে পারে না। আমি নিশ্চিত, আপনি নিজের গরজে কাজটা করেছেন।"

"কী বলতে চাইছ? তুমি এখনও একটা দুধের শিশু, যে দুনিয়াদারী কিছুই বোঝে না," ঘোঁতঘোঁত করল কোটাকে।

রক্ত গরম হয়ে টগবগ করে ফুটতে থাকল ইউতোর শরীরের ভেতরে। মনে হল যেন নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে। হাত মুঠি করে সজোরে একটা ঘুষি চালিয়ে দিলো কোটাকের চারকোণা চেহারা বরাবর।

অধ্যায় ২৪

তালিকায় থাকা চতুর্থ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল মাতসুমিয়া। ঠিক সেসময় তাকে কল দিলো কাগা। বিকাল পাঁচটা বেজে পার হয়েছে। যে তিনজনের সাথে ইতোমধ্যে দেখা করেছে ওদের কাছ থেকে কার্যকরী কোনো তথ্য আদায় করতে পারেনি সে। ওরা ফুয়ুকি ইয়াশিমার পরিচিত ছিল ঠিকই। তবে ওরা খুব অল্প সময়ের জন্য তার কলিগ ছিল বা কোনো ইন্টারভিউয়ের পর তার সাথে টুকটাক কথা বলেছে এমন। ঠিকানা, ফোন নম্বর বিনিময় করলেও পরবর্তীতে ওদের আর যোগাযোগ হয়নি ইয়াশিমার সাথে।

হাঁটার সময় কলটা ধরল ইয়াশিমা।

"হ্যালো, কাগা। কিছু পেলে না-কি?"

"এখনো জানি না। কোথায় তুমি এখন?"

"আমি এখন.... কামেইদোতে বলা চলে," চারপাশে তাকিয়ে বলল মাতসুমিয়া।

"দারুণ। জিজ্ঞাসাবাদে ইস্তফা দিয়ে আমার এখানে এসে কাজে হাত লাগাও।"

"কী করাতে চাইছ আমাকে দিয়ে?"

"মিস নাকাহারাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

"এক সেকেন্ড দাঁড়াও। তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসব মানে? মানে কোথায় নিয়ে আসব? তুমি কোথায় এখন?"

"আমি একটা বইয়ের দোকানে।"

"বইয়ের দোকানে?" চমকে উঠে হুট করেই থেমে গেল মাতসুমিয়া।

দোকানটার নাম বলল কাগা। নিহনবাশির বেশ জনপ্রিয় বইয়ের দোকান ওটা।

যুক্তিটা ধরতে পারছি, ভাবল মাতসুমিয়া। একজন লোকের পক্ষে সময় অতিবাহিত করার মতো জায়গা খুব বেশি নেই। ক্যাফেতে যাওয়া যেতে পারে। তবে ক্যাফেতে যাওয়ার মতো যথেষ্ট পয়সা ফুয়ুকি ইয়াশিমার ছিল বলে মনে হয় না।

অপরদিকে বইয়ের দোকানে বই ও ম্যাগাজিন বিনামূল্যেই নেড়েচেড়ে দেখা যায়। ইয়াশিমা বইয়ের দোকানে গিয়েছিল এমন ভাবনাটা অমূলক নয়।

"তাকে কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছ?"

"তাকে এখানে নিয়ে আসলেই সেটা বুঝতে পারবে। দেখা হচ্ছে তাহলে।" কল কেটে দিলো কাগা।

শালা আত্মকেন্দ্রিক লোক একটা, নিজ মনেই কাগাকে গালি দিলো মাতসুমিয়া। এরপর হাত তুলে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালো।

বাড়িতেই ছিল কাওরি নাকাহারা। তার চেহারায় কোনো মেকআপ নেই। ফ্যাকাশে ও অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। মাতসুমিয়া জানাল তার সাথে এক জায়গায় যেতে হবে তাকে। কথা শুনে যারপরনাই অবাক হলো নাকাহারা।

"আপনারা যদি ওই ঘটনার ব্যাপারে আমাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে বলব মনে হয় না আমার আর নতুন করে কিছু বলার মতো আছে।"

"এমন কিছু করব না আমরা। আমরা শুধু আপনার সাহায্যে একটা ব্যাপার নিশ্চিত করতে চাই।"

"নিশ্চিত করতে চান?" আবারও অবাক হওয়ার ভাব ফুটে উঠল তার চেহারার অভিব্যক্তিতে।

"সম্ভাবনা আছে," ক্রমেই মরিয়া হয়ে উঠছে মাতসুমিয়া। "ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে পারলে আপনার প্রেমিক আর সন্দেহভাজন থাকবে না।"

চোখ বড় হয়ে গেল কাওরি নাকাহারার। "মানে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করা যাবে?"

"অত কিছু বলতে পারছি না। এটা কেবলই একটা সম্ভাবনা মাত্র।"

গভীর শ্বাস নিয়ে মাতসুমিয়ার দিকে কড়া দৃষ্টি হানল কাওরি। "দশ মিনিট অপেক্ষা করতে পারবেন? আমাকে রেডি হতে হবে।"

"সমস্যা নেই," উত্তর দিলো মাতসুমিয়া।

কাওরি তৈরি হয়ে গেলে একটা ক্যাব ডাকল মাতসুমিয়া। এরপর নিহনবাশির দিকে এগিয়ে গেল ওরা। যাওয়ার পথে কাওরি জিজ্ঞেস করল কোন বিষয়টা নিশ্চিত হতে চাইছে ওরা। কেন সে এত অধৈর্য্য হচ্ছে বুঝতে পারল মাতসুমিয়া।

"বিস্তারিত জানি না আমি। ওখানে ডিটেকটিভ কাগার সাথে দেখা হবে আমাদের।"

"ডিটেকটিভ কাগা...."

"সে বলেছে গতকাল রাতে না-কি তার সাথে আপনার দেখা হয়েছিল? কী নিয়ে আলাপ করলেন?"

"তেমন কিছু না। সিনেমার প্রিমিয়ার শো'র টিকেট জেতার কৌশল নিয়ে। এসব কথাবার্তাই হয়েছে মূলত।"

"টিকেট জেতার কৌশল?"

কাগার সাথে কী আলাপ হয়েছে সেটা মাতসুমিয়াকে বলল কাওরি। তার কথা শুনে অবশেষে যুক্তিটা ধরতে পারল মাতসুমিয়া। কোকোর আলামত না পেয়ে কাগা নিশ্চিত হয়েছে তাকেয়াকি আওইয়াগির সাথে ক্যাফেতে ছিল না ইয়াশিমা। ফলে কাগার ধারণা ওই সময় বইয়ের দোকানে গিয়েছিল সে।

গন্তব্যে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামল ওরা। কাগাকে ফোন করল মাতসুমিয়া, এরপর কাওরিকে নিয়ে এগিয়ে গেল প্রবেশপথের দিকে। বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছে কাওরি, সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

দরজার কাছে এলো কাগা। মাতসুমিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে, এভাবে ডেকে আনার জন্য কাওরির কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

"আপনি সত্যিই মনে করেন আমার প্রেমিককে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবেন?"

"এখনো জানি না। যাই হোক, এদিকে আসুন," বলল কাগা। তাকে নিয়ে বইয়ের দোকানের ভেতরে হাঁটতে থাকল ও। ওদেরকে অনুসরণ করল মাতসুমিয়া।

পেছন দিকের একটা দরজা পেরিয়ে গেল ওরা। দরজায় লেখা, "কর্মচারী ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ"। ছোট্ট একটা প্যাসেজের দুই পাশে স্তূপাকারে সারি করে রাখা আছে অসংখ্য কার্ডবোর্ড বক্স। অবশেষে একটা ছোট্ট ঘরে এসে উপস্থিত হলো তিনজন। ঘরটার দেয়ালের চারিদিকে অসংখ্য মনিটর। একটা মধ্যবয়স্ক সিকিউরিটি গার্ড বসে রয়েছে চেয়ারে।

"ওহ, সিসিটিভি," কাগা কী করার চেষ্টা করছে বুঝতে পারল মাতসুমিয়া।

"নিহনবাশিতে সে কেউ যদি কোনো বইয়ের দোকানে আসতে চায়, তবে এই জায়গাটা হবে তাদের প্রথম পছন্দ। এখানকার সিকিউরিটি ক্যামেরা পুরোপুরি কভারেজ দিতে পারে না। তবে এখানে সে দুই ঘণ্টার মতো থাকলে কোনো না কোনো ক্যামেরাতে তার ধরা পড়ার আশা আমরা করতেই পারি।"

"বুঝতে পারছি। তারপরও দোকানটা বড়। নিশ্চয়ই অনেকগুলো ক্যামেরা আছে এদের।"

"অবশ্যই আছে। ওইদিনের সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যকার

সবকটা ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখেছি আমি। আমার চোখ জ্বলছে।"

আঙুল দিয়ে নিজের চোখের পাতা ঘষল কাগা।

ফুপাতো ভাইয়ের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল মাতসুমিয়া। বয়সে তার থেকে কয়েক বছরের বড় কাগা। একজন দক্ষ ডিটেকটিভ হিসেবে হোমিসাইড ডিভিশনে সুনাম আছে কাগার। নিশ্চিতভাবেই ও দক্ষ। কিন্তু ওর সবথেকে বড় সম্পদ হলো মানসিক দৃঢ়তা।

" মিস নাকাহারাকে কী দেখাতে চাইছিলে তুমি?" জিজ্ঞেস করল মাতসুমিয়া।

"হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। আমরা যে ফুটেজটা পেয়েছি ঐটা কি একটু ছাড়তে পারবেন?" বলল কাগা।

মেশিনে কয়েকটা বাটন চাপলো সিকিউরিটি গার্ড। তার কাছাকাছি থাকা মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠল একটা ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন ক্রেতা ম্যাগাজিন র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন পড়ছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। মাতসুমিয়ার মনে হলো, এটা সম্ভবত মহিলাদের ম্যাগাজিন সেকশন।

"মিস নাকাহারা, আপনি কি প্রস্তুত? আমরা এখন ফুটেজটা চালাব। কিছু চোখে পড়লে বলবেন।"

মনিটরের কাছাকাছি এগিয়ে গেল কাওরি।

"চালান," বলল কাগা।

ছবিটা চলতে আরম্ভ হলো। তেমন কিছু ঘটছে না ভিডিওতে— একজন মহিলা র‍্যাক থেকে ম্যাগাজিন নিয়ে সরে যাচ্ছে তার জায়গা নিচ্ছে আরেকজন।

কয়েক মুহূর্ত পর ঢোক গিলল কাওরি।

"ভিডিওটা থামান," বলল কাগা।

"ওই যে ওখানে, মনে হচ্ছে ওটাই ফুয়ুকি।"

স্ক্রিনে তার ইঙ্গিত করার অংশের দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। ম্যাগাজিন র‍্যাকের কাছে দাঁড়ানো একটা মহিলার পিছন দিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একটা লোক। এমনভাবে হেঁটে যাচ্ছে সে, সহজে তার চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু চেহারাটার সাথে ফুয়ুকি ইয়াশিমার চেহারার মিল সহজেই ধরা যায়।

"ভিডিওটা আবার চালান," সিকিউরিটি গার্ডকে নির্দেশ দিলো কাগা।

আবারও প্রথম থেকে চলতে শুরু করল ফুটেজটা। দ্বিতীয়বার দেখার পর মাথা নেড়ে সায় জানাল কাওরি। "নিশ্চিতভাবেই এটা ফুয়ুকি।"

উত্তেজনায় কেঁপে উঠল মাতসুমিয়া। ভিডিও ফ্রেমের কোণায় টাইম স্ট্যাম্প দেখা যাচ্ছে। সময় দেখাচ্ছে ১৯:৪৫। ওই সময় তাকেয়াকি আওইয়াগি ক্যাফেতে

ছিল। অর্থাৎ, তখন সে যার সাথেই ক্যাফেতে থাকুক, সেটা ফুয়ুকি ইয়াশিমা নয়।

"পরের সেটের ফুটেজটা চালাতে পারবেন?" শান্তস্বরে বলল কাগা। ওর কণ্ঠে মাতসুমিয়ার উত্তেজনার ছিটেফোঁটা ও নেই।

ভিডিওর নতুন সিকোয়েন্স আরম্ভ হলো। "এটা ফুয়ুকিই," কয়েক মুহূর্ত পর বলে উঠল কাওরি। তাকে চিনতে পারল মাতসুমিয়াও। ভিডিওতে শেলফ থেকে একটা ম্যাগাজিন উঠিয়ে নিতে দেখা গেল তাকে। দুর্ভাগ্যবশত, তার পিঠ ক্যামেরার দিকে। কিন্তু তার সেদিনের পরিহিত পোশাক দেখে তাকে ভালোমতোই চেনা গেল।

ওই জায়গাতে প্রায় বিশ মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও একবারও ক্যামেরার দিকে মুখ ঘুরায়নি ফুয়ুকি ইয়াশিমা।

"এটাই সর্বশেষ ফুটেজ।"

এই ফুটেজে দেখতে পাওয়া জায়গা বাকি দুটোর থেকে আলাদা। এখানে খুবই অল্প লোক ও দুইপাশে বুকসেলফ রয়েছে। স্পষ্টভাবেই বিক্রির জন্য মেঝেতে স্তূপাকারে ম্যাগাজিন সাজানো নেই এখানে।

ঢোক গিলল মাতসুমিয়া। ফ্রেমে দেখা গেল একটা লোককে। ক্যামেরার দিকে তার পিঠ। এবারও তাকে ফুয়ুকি ইয়াশিমার মতোই লাগল।

ভিডিওতে দেখা গেল লোকটা থেমে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে স্ক্রিনের বামদিকের শেলফ থেকে কিছু বই নামিয়ে নিল। স্ক্রিনে যতই তাকাচ্ছে তত-ই লোকটাকে ফুয়ুকি ইয়াশিমা বলেই মনে হচ্ছে মাতসুমিয়ার।

কিছু না কিনে হঠাৎ করেই হাঁটা ধরল লোকটা।

"কোনো সন্দেহ নেই এটা ফুয়ুকি," ঘোষণার সুরে বলল কাওরি।

মাথা নেড়ে সায় জানাল কাগা। "আপনার এমনটাই মনে হয়? আপনি যদি সত্যিই নিশ্চিত হলে হয়তো আপনার কথাই ঠিক।"

"এটা কি ওকে নির্দোষ প্রমাণ করতে যথেষ্ট?" অসহায় দৃষ্টিতে কাগার দিকে তাকাল কাওরি।

কোনো জবাব দিলো না কাগা। মাতসুমিয়ার দিকে তাকাল ও।

"মিস নাকাহারাকে বাসায় রেখে আসো।"

"কেন?" উঁচু কণ্ঠে বলল কাওরি। "আপনি যে বললেন আমাকে এখানে আনা হয়েছে আমার প্রেমিককে নির্দোষ প্রমাণের জন্য।"

মেঝেতে তাকিয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার দিকে দৃষ্টি স্থির করল কাগা। "কোনো কিছু প্রমাণ করতে অনেক পরিশ্রম দরকার। আপনার বোঝা উচিত সেটা।"

কিছুই বলল না কাওরি নাকাহারা।

"তাকে বাসায় রেখে আসো," পুনরাবৃত্তি করল কাগা।

কাওরিকে ঘরটার বাইরে নিয়ে গেল মাতসুমিয়া। একটা শব্দও উচ্চারণ করল না সে। কিছু বলার মতো খুঁজে পেল না মাতসুমিয়াও। কাগার কথাই ঠিক। এই মহিলার ভেতরে আশা জাগানো ছাড়া আর কিছু করার মতো নেই ওদের। আপাতত সর্বোচ্চ এটুকুই করতে পারে ওরা।

"আমি এখান থেকে একাই যেতে পারব," বইয়ের দোকানের বাইরে এসে বলল কাওরি।

"আপনি নিশ্চিত? আপনাকে বাড়িতে রেখে আসতে পারলে আমি খুশি হব।"

মাথা নাড়ল কাওরি। "মনে হয় এখানে একটু হেঁটে বেড়াতেই ভালো লাগবে আমার। শহরের এই অংশে আমার প্রেমিক শেষবারের মতো ঘুরতে এসেছিল।"

"আহ.... হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"ডিটেকটিভ মাতসুমিয়া," তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল কাওরি। "যেভাবেই হোক ব্যাপারটা প্রমাণ করুন। আমি আপনার ওপর ভরসা করে আছি।" কথাটা বলে বাউ করল সে।

"আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টাই করব," কথাটা ক্লিশে শোনালেও মন থেকেই বলল মাতসুমিয়া।

মহিলাকে রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে দেখল সে। এরপর হেঁটে সিকিউরিটি গার্ডের রুমে ফিরে এলো মাতসুমিয়া। মনিটরগুলোর সামনে বসে আছে কাগা।

"তাহলে তাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসোনি?"

"নাহ। বলল এই এলাকায় একটু হেঁটে দেখতে চায় সে। তো এই ফুটেজগুলো নিয়ে কী করবে ভাবছ?"

"টাস্কফোর্সের কাছে নিয়ে যাবো, অবশ্যই। যদিও মনে হয় না উচ্চপদস্থদের মত বদলানোর জন্য এটা যথেষ্ট।"

"তাহলে?"

সামনে থাকা মনিটরের দিকে তাকাল কাগা।

"সিসিটিভি ফুটেজের লোকটাই যে ফুয়ুকি ইয়াশিমা এটার কিন্তু কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আমার মনে হয়েছে লোকটা দেখতে তার মতন, এজন্য মিস নাকাহারাকে এখানে এনে নিশ্চিত হলাম। এই লোকটাই ইয়াশিমা এটা যদি সে হলফ করে বলতেও প্রস্তুত থাকে তবুও কিন্তু ব্যাপারটা প্রমাণ হয় না। কারণ সে কোনো তৃতীয় পক্ষ নয়।"

মনিটরের দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। "আর কোনো ছবি নেই যেখানে তার

চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে?"

"ফুটেজগুলো চেক করেছি আমি। যে সিকোয়েন্সগুলো দেখালাম এর থেকে ভালো কিছু আর পাইনি।"

নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল মাতসুমিয়া। স্ক্রিনে একটা ফ্রেম স্থির হয়ে আছে। এতে দেখা যাচ্ছে বের হয়ে যাওয়ার আগে বইটা শেলফে রাখছে ইয়াশিমা।

হঠাৎ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাতসুমিয়ার মাথায়। মনিটরের স্ক্রিনের আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল সে।

"ফিঙ্গারপ্রিন্ট। শেলফের সব বই চেক করে দেখলে হয়তো ইয়াশিমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেতে পারি আমরা।"

"এমনটা করা যেতে পারে।"

"এটা কয় তলায়? সবকটা বই-ই নিয়ে আসতে হবে আমাদের। ঈশ্বর, আশা করি কেউ বইগুলো নেড়ে-ঘেঁটে একাকার করে দেয়নি অথবা নিয়ে যায়নি। কয় তলায় এটা?"

"বিশ্বাস রাখো। আলামতগুলো ঠিকই আছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু..." প্রতিবাদ জানাতে চাইলো মাতসুমিয়া। কিন্তু শব্দগুলো আটকে রইল তার গলাতেই। টেবিলের নিচ থেকে একটা কাগজের ব্যাগ বের করল কাগা। ব্যাগটা বইয়ে ভরা। একটা খণ্ডের নাম 'সেরা ১০০ জাপানি সায়েন্স ফিকশন সিনেমা'।

অধ্যায় ২৬

ল্যাপটপে সিসিটিভি ফুটেজটা দেখে বিকৃত হয়ে গেল ইশিগাকির চেহারা। বিরক্তিতে হালকা গুঙিয়ে উঠল সে। তার সামনের টেবিলের অপর পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাতসুমিয়া ও কাগা। নিহনবাশি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটা ছোট্ট মিটিংরুমে আছে ওরা এই মুহূর্তে। এই রুমেই ইশিগাকির সাথে দেখা করতে চেয়েছে এই দুই ডিটেকটিভ, যাতে অন্য কারোর চোখে ফুটেজটা না পড়ে।

"তুমি দেখি তোমার পুরানো কৌশল খাটাচ্ছ।" কাগার ওপর স্থির হল ইশিগাকির দৃষ্টি। "যাই হোক, এটা তেমন কিছু না," ঠোঁট কুঁচকে ঘোঁতঘোঁত করল ইশিগাকি। "অবশ্যই ফুটেজটা গুরুত্বপূর্ণ। লোকটা নিশ্চিতভাবেই দেখতে ইয়াশিমার মত। কিন্তু কেবল দেখতেই, এর বেশি কিছু নয়।"

"এজন্যই তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট... "

হাত তুলে মাতসুমিয়াকে থামিয়ে দিলো ইশিগাকি। বুকের ওপর হাত জড়ো করে, চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

মাতসুমিয়া বুঝল, তার বস কী ভাবছে। ভাবছে, ইয়াশিমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেলে এই কেসের ব্যাপারে ওদের ধারণা এক মুহূর্তে বদলে যাবে। ব্যাপারটা কীভাবে ঊর্ধ্বতনদের কাছে ব্যাখ্যা করবে? কেসের মোড় বদলালে তদন্ত কীভাবে করা হবে? কোনো প্রশ্নেরই সহজ জবাব নাই। চোখ খুলল ইশিগাকি। প্রথমে তাকাল মাতসুমিয়ার দিকে এরপর কাগার দিকে। "চলো ফরেন্সিককে দেওয়া যাক এটা।"

"ধন্যবাদ স্যার।" কৃতজ্ঞতার সাথে মাথা নাড়ল মাতসুমিয়া।

"তবে আরেকটা ব্যাপার।" টেবিলে দুই হাত রেখে ওদের দিকে ঝুঁকল ইশিগাকি। "ফরেন্সিক যদি কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট না পায়, তবে আমরা এই ফুটেজের কথা ভুলে যাবো। এতে কোনো আপত্তি নেই তো?"

কাগার দিকে আড়চোখে তাকাল মাতসুমিয়া।

"ঠিক আছে," বলল কাগা। ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ইশিগাকির কাছ থেকে এমন প্রতিক্রিয়াই আশা করছিল ও।

"ভালো কাজ দেখিয়েছ," বলল ইশিগাকি। "ওহ, আরেকটা কথা তো বলতেই ভুলে গেছি।" স্পষ্টতই কিছু একটা মনে পড়েছে। "গত সন্ধ্যায় ভিক্টিমের ছেলেকে মেগুরো পুলিশ স্টেশনে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

"ভিক্টিমের ছেলে.... কী, মানে ইউতো?" বলল মাতসুমিয়া। "উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কেন? কী করেছে ছেলেটা?"

"শারীরিক আঘাত। রাস্তাতে কানেসেকি মেটালের এক কর্মচারীকে পিটিয়েছে সে। স্থানীয় এক লোক এই মারামারির ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে। মারামারির আগেই যথেষ্ট বাকবিতণ্ডা হয়েছে ওদের মধ্যে।"

"কানেসাকি মেটালের কর্মচারীটা কে ছিল?"

"সম্ভবত, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার।"

"আহ।" ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের কথা মনে পড়ল মাতসুমিয়া। লোকটার নাম কোটাকে। একবার ফ্যাক্টরিতে এই লোকের সাথে দেখা হয়েছিল ওদের। "বুঝলাম না, ইউতো ওই লোকটার ওপর চড়াও হলো কেন।"

"প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য মতে, ইউতো দাবি করছিল তার বাবা নির্দোষ। বারবার চিৎকার করে বলছিল তার বাবার পক্ষে এরকম জঘন্য কাজ করা সম্ভব নয়।"

অবাক হয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল কাগা ও মাতসুমিয়া।

"পরিবারটার খুবই কঠিন সময় যাচ্ছে, প্রথমে ওর বোন আত্মহত্যার চেষ্টা করল। এরপর ছেলেটা। অপরপক্ষ ব্যাপারটা আর বেশিদূর বাড়াতে চায়নি। এজন্য পুলিশ দ্রুত ছেড়ে দিয়েছে ছোড়াটাকে।"

"ধন্যবাদ, স্যার," বলল মাতসুমিয়া। এরপর ঘরটা থেকে বেরিয়ে গেল মাতসুমিয়া ও কাগা।

"ছেলেটার মায়ের মনের অবস্থাটা কেমন ভাবতেই পারছি না," বলল মাতসুমিয়া। "খুন জিনিসটা আসলে ক্যান্সার কোষের মতো। একবার এগুলো মানুষের মধ্যে ঢুকে গেলে যন্ত্রণা ও ব্যথা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে।"

"তোমার সাথে একমত আমি। কিন্তু কিছু একটা ঠিক মনে হচ্ছে না।"

"কী?"

"বাবার জন্য কেন রাগ দেখাতে যাবে ইউতো? শেষবার যখন দেখা হলো তখন ছেলেটা বলেছিল না ওর বাবা তার প্রাপ্য বুঝে পেয়েছে?"

"আমার মনে হয়, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বাবাকে বিশ্বাস করত ছেলেটা। যাই হোক, সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে কি আমাদের কাজ এখানেই শেষ?"

"আলামত হিসেবে ফুটেজটার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। দেখা যাক, প্রিন্টে

কিছু পাওয়া যায় কি না।" হাতঘড়ির দিকে তাকাল কাগা। "সাতটা পঞ্চাশ বাজে? এহহে দেরি করে ফেলেছি।"

"কোনো পরিকল্পনা আছে না-কি?"

"একজনের সাথে দেখা করার কথা। আসতে চাও?" কথাটা বলেই দৌঁড় দিলো কাগা।

"তুমি কি চাও তোমার সাথে আসি? কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছ?"

"তুমিই ওই মহিলার সাথে দেখা করতে বলেছিলে আমাকে।"

"কী? তুমি তাহলে.... "

"মিস কানামোরির সাথে দেখা করতে যাচ্ছি," বলল কাগা। "বাবার স্মরণসভার ব্যাপারে আলাপ করার জন্য আটটার দিকে দেখা করতে বলেছে সে।"

"তাহলে তুমি তার সাথে যোগাযোগ করেছিল, কিয়ো?"

"হ্যাঁ। বইয়ের দোকানে তোমার জন্য অপেক্ষা করার সময় যোগাযোগ করি তার সাথে। ভেবেছিলাম আটটার সময় আরামে দেখা করতে যেতে পারব। এখন দেখছি তাড়াহুড়ো লেগে গিয়েছে।"

সময়ের সাথে পাল্লা দিতে দৌঁড়ে গিয়ে পুলিশ স্টেশনের বাইরে থেকে ট্যাক্সিতে উঠল ওরা। নিনগিয়োচোতে নেমে দ্রুত খুঁজে বের করল রেঁস্তোরাটা। একটা পুরানো দুই তলা ভবনে এটা অবস্থিত। ভেতরে গিয়ে সিঁড়ি পেরিয়ে একটা বিশাল ঘরে এসে পৌঁছাল। ঘরটাতে রয়েছে ডাইনিং টেবিলের অনেকগুলো সারি। দ্রুতই তোকিকো কানামোরিকে খুঁজে পেল। ঘরটার ভেতরের দিকের একটা টেবিলে বসেছে মহিলা। তার সামনে খোলা একটা নোটবুক। মাতসুমিয়া ও কাগাকে দেখে হাসল সে।

"অনেকদিন পর দেখা হলো," বসার আগে তাকে বাউ করে অভ্যর্থনা জানাল মাতসুমিয়া। সমতল কুশনে পায়ের ওপর পা তুলে বসল ওরা।

"আসলেই অনেকদিন পর দেখা হলো। তোমাকে দেখে ভালো লাগছে।" মাতসুমিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল তোকিকো কানামোরি। দুই বছর আগের থেকে একটু শুকিয়ে গিয়েছে মহিলা। কিন্তু তার হাসি আগের মতোই আছে। "এই কেসে কাগার সাথে আপনিও কাজ করছেন?"

"হ্যাঁ, একসাথেই কাজ করতে হচ্ছে," বলল মাতসুমিয়া।

মেন্যুকার্ড খুলল কাগা। "এখানকার বিফ স্ট্যু-টা বিখ্যাত। আর ক্রোকেট। নিশ্চিত অন্যান্য খাবারগুলো ভালো।"

"আমাদের জন্য খাবার অর্ডার করে ফেলো, কাগা।"

কয়েক মিনিট মেন্যুকার্ড দেখে ওয়েটারকে ডেকে কয়েকটা খাবার অর্ডার করল

কাগা। ওর খাবার অর্ডার করার ধরন দেখেই বোঝা যায় এখানে আগেও বেশ কয়েকবার এসেছে ও।

"তাহলে সবমিলিয়ে কী অবস্থা? স্মরণসভার জন্য সময় বের করতে পারবেন?" বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কাগাকে জিজ্ঞেস করল মিস কানামোরি।

নিজের বিয়ারে চুমুক দিয়ে একদিকে মাথা হেলালো কাগা। "ঠিক বলতে পারছি না। অন্তত হাতের কেসটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সময় বের করতে পারব কি না নিশ্চিত নই।

"শুনেছি নিহনবাশি মার্ডার কেস অনেকটাই সমাধান হয়ে গিয়েছে।"

"ওটা মিডিয়ার ভাষ্যমতে। হাসপাতালে যে যুবক মারা গিয়েছে, সে-ই যে খুনি এই বিষয়ে নূন্যতম আলামতও আমাদের হাতে নেই।"

"শুনে অবাক হলাম। যদিও এই ব্যাপারে আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই... যাই হোক, স্মরণসভার জন্য যে তারিখটা আগে ঠিক হয়েছিল সেটা ধরেই কাজ এগোতে চাইছি আরকি। এতে কারোর কোনো আপত্তি নেই তো, তাই না?" কোমল স্বরে দৃঢ়তার সাথে বলল মহিলা।

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়," অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল কাগা।

কানামোরির সাথে কাগাকে কথায় পেরে না উঠতে দেখে মজাই পেল মাতসুমিয়া।

টেবিলে ওদের খাবার চলে এলো। ক্রোকেটটা মচমচে, বিয়ারের সাথে আরাম করে খাওয়া যাচ্ছে। চিংড়ির ফ্রাইটা থেকে দারুণ ঘ্রাণ ভেসে আসছে। বোঝাই যাচ্ছে সুস্বাদু। মুখে নেওয়ার সাথে সাথেই গলে গেল বিফ স্ট্যুর মাংসের টুকরো।

এমনকি খাওয়ার সময়ও আলাপের প্রসঙ্গ থেকে একবিন্দুও সরলো না তোকিকো কানামোরি। একটু পরপর চপস্টিক নামিয়ে রেখে, নোটবুকের দিকে চোখ বুলিয়ে স্মরণসভা আয়োজনের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে কাগার মতামত জানতে চাইছে সে। মনে হলো অনেকগুলো বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি। যেমন— আত্মীয়স্বজন ও পারিবারিক বন্ধুদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা হবে, কী উপহার দেয়া হবে উপস্থিত অতিথীদেরকে, স্মরণসভার পর দুপুরের খাবারের মেন্যু কী হবে। সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর দিলো কাগা। তবে উত্তরগুলো একই— "যেটা ভালো মনে হয় সেটাই করেন" অথবা "আপনিই ভেবে দেখেন।"

"কাগা, শুনুন," চেহারা টানটান করে বলল মিস কানামোরি। "এই স্মরণসভাটা আপনার বাবার। নিজে থেকে কি একটু ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারছেন না?"

ডিনারের পরে দিয়ে যাওয়া কফিতে চুমুক দিয়ে একদিকে মাথা হেলিয়ে কাগা বলল, "দেখুন, আপনাকে আগেই বলেছি। আমার মনে হয় না এই স্মরণসভার কোনো প্রয়োজন আছে। আপনিই বলেছেন, বাবার মৃত্যুর পর তার জন্য একটা স্মরণসভার আয়োজন করা উচিত। যাতে তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনরা... "

"আপনার নিজের জন্যও এর প্রয়োজন আছে কাগা," বলল কানামোরি। "কেন নিজের বাবাকে বছরে একবার ভালোমতো স্মরণ করবেন না?"

"বলছি না তাকে নিয়ে ভাবি না। তবে, আমার জন্য তার অধ্যায় শেষ।"

"তার অধ্যায় শেষ মানে? কী বোঝাতে চাইছেন?"

"মানে বাবার সাথে যা যা সমস্যা ছিল সব ভুলে গিয়েছি। পিছনে ফিরে ওগুলো আর মনে করতে চাই না।"

"আপনার ভুল হচ্ছে। আপনার কোনো ধারণাই নেই।"

কঠোরভাবে কথাটা বলল মহিলা। তার কথা বলার ভঙ্গিতে এই কথোপকথনের অংশ না হওয়া সত্ত্বেও কেঁপে উঠল মাতসুমিয়া।

"কী ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই?"

"মৃত্যুর আগে আপনার বাবার অনুভূতি সম্পর্কে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগে তার অনুভূতি কেমন ছিল এই ব্যাপারে একমুহূর্তও ভেবেছেন?"

নীরবে কফির কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখল কাগা।

"হয়তো মৃত্যুর আগে তার অনেক ধরনের অনুভূতি-ই হয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ে ভেবে আমি কী করব?"

"স্বার্থপরের মতো কথা বলছেন আপনি, কাগা। এই ব্যাপারে আপনার ভাবা উচিত। মৃত্যুর আগে নিজের ছেলের সাথে শেষবারের মতো দেখা করার জন্য কতটা মরিয়া ছিল সে।"

কেঁপে উঠে নিজের ভাইয়ের দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। দুঃখভরা হাসি হাসল কাগা। "বাবার সাথে এই ব্যাপারে আলাপ করেছি। অনেক আগেই এই বিষয়ে তার সাথে একমত হয়েছিলাম আমি।"

"তার সাবেক স্ত্রী... মানে আপনার মা। তাকেও একাই মরতে হয়েছে। তিনিও মৃত্যুর আগে তার একমাত্র ছেলের মুখ দেখতে পারেননি। আপনার বাবাও বলেছিলেন না-কি, 'আমি চাই না আমার মৃত্যুর আগে তুমি আমার আশেপাশে থাকো'?"

"হ্যাঁ, বলেছিল," বলল কাগা। "একে অপরকে কথা দিয়েছিলাম আমরা।"

উপহাসের হাসি ফুটে উঠল কানামোরির ঠোঁটে। "হাস্যকর।"

"কী বললেন?" হুট করেই কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল কাগা।

"বললাম, আপনার বাবা বেঁচে থাকতে তাকে যে কথা দিয়েছিলেন তার আসলে কোনো মূল্য নেই। কখনো কি কাউকে মরতে দেখেছেন, কাগা?"

"অসংখ্যবার। গোনা নেই। মানুষের মৃত্যু আমার কাজেরই অংশ।"

মাথা নাড়ল কানামোরি। "নাহ, যা দেখেছেন, সেগুলো লাশ। মানুষকে মরতে দেখেননি আপনি। আমি দেখেছি অনেক লোককে মরতে। কতবার, সেটা ঈশ্বর-ই জানেন। মৃত্যু নিকটে এলে লোকে নিজের অনুভূতিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। দম্ভ, জেদ ভুলে প্রকাশ করে দেয় নিজের সত্যিকারের আশা, আকাঙ্ক্ষা। জীবন্ত মানুষদের দায়িত্ব হলো মৃত্যুশয্যায় থাকা মানুষদের কথা শোনা। তাদের শেষ বার্তাটা শোনা। আপনি সেই দায়িত্বটা পালন করেননি, কাগা।"

তার কথাগুলো অনেক ভারী বলে মনে হলো মাতসুমিয়ার কাছে। প্রত্যেকটা শব্দ হৃদয়ে গিয়ে আঘাত হানে। কাগা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় সেটা দেখতে আড়চোখে ওর দিকে তাকাল সে। কিন্তু নীরবেই বসে রইল কাগা। ওর এরকম যন্ত্রণাকাতর চেহারা আগে খুব বেশি দেখেনি মাতসুমিয়া।

"আমি দুঃখিত," নরম স্বরে বলল কানামোরি। "এই ব্যাপারটায় আমার এভাবে নাক গলানো উচিত নয়। নিশ্চিতভাবেই যেভাবে আপনি ও আপনার বাবা আলাদা হয়ে গিয়েছেন, তাতে কোনো ভুল নেই। আমি শুধু আপনার বাবার শেষ অনুভূতিটা আপনাকে উপলব্ধি করতে বলছি।"

ভ্রূ কুঁচকে জিহ্বা দিয়ে নিজের ঠোঁট ভেজাল কাগা। "আপনাকে ধন্যবাদ," বিড়বিড় করল ও।

ডিনার শেষে তিনজনই বেরিয়ে গেল রেঁস্তোরা থেকে। রাস্তায় নামার সাথে সাথেই হাজির হলো একটা ফাঁকা ট্যাক্সি। হাত উঁচু করে ট্যাক্সিটা থামাল কাগা।

"ডিনারের জন্য ধন্যবাদ। শুভরাত্রি," কথাটা বলে ট্যাক্সিতে উঠে গেল কানামোরি।

ট্যাক্সিটা চলে যেতে দেখল ওরা। হাঁটা ধরল কাগা। ক্যাবে ওঠার জন্য আগ্রহী দেখাল না তাকে।

"তুমি তো যুক্তিতর্ক না করে চুপচাপ বসে থাকার লোক নও," বলে উঠল মাতসুমিয়া।

কিছু না বলে সোজাসুজি হাঁটতে থাকল কাগা। ওর চেহারার অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল না কী চলছে মনের ভেতরে।

ইদোবাশি ব্রিজের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। খুব একটা অবাক হলো না

মাতসুমিয়া। কাগার চলার গতি দেখে মনে হচ্ছে পুলিশ স্টেশন নয়, ক্রাইম সিন-ই ওর গন্তব্য।

ইদোবাশি ব্রিজ পেরিয়ে আন্ডারপাসের দিকে এগিয়ে গেল কাগা। একমুহূর্ত থামল এর বাইরে। এরপর এগিয়ে গেল নিহনবাশি ব্রিজের দিকে। পুরো সময় একটা কথাও বলল না ও।

নিহনবাশি ব্রিজ পুলিশ স্টেশন পেরিয়ে এগিয়ে গেল নিহনবাশি ব্রিজের দিকে। একেবারে ব্রিজের মাঝামাঝি গিয়ে থামল কাগা। পাশাপাশি থাকা দুটো কিরিন মূর্তির কাছে গিয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল।

"বেঁচে থাকা লোকদের দায়িত্ব হলো মৃত্যুশয্যায় থাকা ব্যক্তির শেষ বার্তাটা শোনা... এটাই বলল না সে?" কথাগুলো ফিসফিস করে বলার পর হঠাৎ করে চোখ বড় হয়ে গেল কাগার। মাতসুমিয়ার মনে হলো জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ।

আবারও হাঁটা ধরল কাগা। এবার হাঁটার গতি আগের থেকেও বেশি। ওর সাথ ধরার জন্য জোরে পা চালাল মাতসুমিয়া। "এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"স্টেশনে ফিরব। মনের হয় কোনো একটা ব্যাপারে গুরুতর ভুল করে বসে আছি।"

অধ্যায় ২৬

একটা নিরিবিলি এলাকার মাঝে শুবুনকান জুনিয়র হাইস্কুল। স্কুলের বাইরে পিলারের সাথে থাকা স্কুলের লোগোটা জ্বলজ্বল করছে। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল কাগা, ভাব দেখে মনে হলো যেন স্কুলটার মালিক ও-ই।

কোবায়াশিকে অনুরোধ করে আজকের দিনের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি চায় মাতসুমিয়া। তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় কোবিয়াশি।

"তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। জানি না কী করবে, তবে যেটাই করো না কেন আমাকে রিপোর্ট করবে।"

"জি, স্যার।"

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় টের পায় কে যেন আঁকড়ে ধরেছে ওর হাত। মাতসুমিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে যায় কোবিয়াশি।

"আমাকে খোলাখুলি বলতে পারো। তোমার মতে ইয়াশিমা খুনটা করেনি।"

"আসলে এখনো সেটা বলতে পারছি না।"

জোরে তার হাত ঝাঁকায় সে।

"তাহলে কীসের খোঁজ করছ তোমরা? কী তদন্ত করছ?"

স্পষ্টত-ই উত্তর না পেয়ে তাকে ছাড়ার কোনো ইচ্ছা কোবিয়াশির ছিল না। "ছেলেটা," অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দেয় মাতসুমিয়া।

"ছেলেটা?" অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে ওঠে কোবিয়াশির চেহারায়। "ভিক্টিমের ছেলেটা?"

"এখনও জানি না আমরা," কোবিয়াশির হাত ছাড়িয়ে বলে সে।

এটাই সত্যি। এখনও জানে না ওরা। এখনও সবকিছু পুরোপুরি ধারণার বাইরে। তবে মাতসুমিয়ার মনে হয় কিছু একটা পেতে চলেছে। সত্যের খুব কাছাকাছি আছে ওরা। জোর চেষ্টা চালাচ্ছে কাগা। পথের কোনো জায়গাতেই আছে এটা।

স্কুল মাঠে শারীরিক শিক্ষা ক্লাস চলছে। একদল ছেলে বাস্কেটবল খেলছে, আরেকদল ভলিবল। বয়স্ক লোকটা সম্ভবত ওদের প্রশিক্ষক। কোনোরকম কোচিং

না করিয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে ছেলেদের খেলা দেখছে লোকটা।

মূল ভবনের প্রথম তলাতে প্রশাসনিক ভবন। রিসিপশন ডেস্কের লোকটার সাথে কথা বলল কাগা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বেরিয়ে এলো এক মহিলা। একটা ঘরে ওদেরকে নিয়ে গেল সে। ঘরটার সামনে লেখা, "অতিথি কক্ষ।" ঘরটায় রয়েছে নিচু একটা টেবিল ও পুরানো নকশার দামী সোফা। মহিলাটা ওদেরকে সোফাতে বসতে দিয়ে চা দিলো।

"দীর্ঘদিন কোনো স্কুলের ভেতরে ঢুকিনি আমি। মনেও নেই কতদিন আগে শেষ ঢুকেছিলাম," মাতসুমিয়া বলল। বাচ্চাদের গানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওরা। সম্ভবত মিউজিক রুমটা আশেপাশেই।

উঠে দাঁড়িয়ে একটা শোকেসের কাছে গেল কাগা। বিভিন্ন ট্রফি ও ক্রেস্ট সাজানো ওই শোকেসে।

"মনে হচ্ছে এই স্কুলটা খেলাধুলার বিষয় গুরুত্বের সাথে নেয়," বলল সে।

"সাঁতার দলের কী অবস্থা?"

ট্রফির দিকে ইঙ্গিত করল কাগা। "জাতীয় রিলে চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় হয়েছে এই স্কুল।"

"দারুণ।"

"যদিও এটা দশ বছরের পুরোনো।"

ঠিক ওই মুহূর্তে দরজায় নকের আওয়াজ হলো।

"আসুন," বলল কাগা।

চওড়া কাঁধের একটা লোক ঘরের ভেতরে ঢুকল। লোকটার মাথাটা বড় আর ভ্রূগুলো ঘন। লোকটা সম্ভবত দক্ষিণ জাপানের দিককার, ভাবল মাতসুমিয়া।

এই শিক্ষকের নাম ইতোকাওয়া। খুন হওয়ার তিনদিন আগে ফোনে এই লোকের সাথে যোগাযোগ করে তাকেয়াকি আওইয়াগি। এরইমধ্যে এই ব্যাপারে ইতোকাওয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কাগা। সে বলেছে, ছেলের সাথে নিজের সম্পর্কের জটিলতার ব্যাপারে আলাপ করতে ফোন দিয়েছিল আওইয়াগি।

নিজের পরিচয় দিলো মাতসুমিয়া। অনাগ্রহের সাথে মাথা নেড়ে সায় জানাল ইতোকাওয়া।

"আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। জানি আপনি ব্যস্ত মানুষ," ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল কাগা। "ক্লাস নিচ্ছিলেন না-কি?"

"নাহ। এই পিরিয়ডে ফাঁকাই আছি। কী কারণে এসেছেন আজকে? যদি গতবারের মতো এবারও একই কারণেই আসেন, তবে বলে রাখি, আমার নতুন

কিছু বলার নেই। এমনকি আমার অ্যালিবাইয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।"

"আমি দুঃখিত, স্যার। আগের দিনই আপনাকে বলেছি এই কেসের সাথে সম্পর্কিত সবাইকে কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করছি আমরা। আপনাকে বিব্রত করে থাকলে আমরা সত্যিই দুঃখিত।"

"চিন্তা নেই, বিব্রতবোধ করছি না আমি। বলুন, কেন এসেছেন আজকে?"

"বর্তমান কেসটা নিয়ে কথা বলতে আসিনি আমরা। তবে কয়েকদিন আগে অন্য একটা ঘটনার ব্যাপারে একটু আলাপ করতে এসেছি।"

কাগার কথা শুনে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভ্রূ কুচকাল ইতোকাওয়া। "কয়েকদিন আগে?"

"তিন বছর আগে আরকি। তিন বছর আগের গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আশা করি কীসের কথা বলছি বুঝতে পারছেন।

"ওহ, ওই ঘটনা?" চেহারায় সতর্কতার ছাপ ফুটে উঠল ইতোকাওয়ার। "কী হয়েছে এর?"

"বর্তমান কেসটা তদন্ত করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে ওই ঘটনায় আরেকবার দৃষ্টিপাত করা উচিত। আসলে কী ঘটেছিল সেটা আমাদের বলুন।"

চিন্তিত চেহারায় জোর করে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে তুললো ইতোকাওয়া। প্রথমে কাগার দিকে, এরপর মাতসুমিয়ার দিকে তাকাল সে।

"খুব বেশি কিছু বলার মতো নেই। কেন মনে হচ্ছে ওই দুর্ঘটনা আর আপনাদের বর্তমান কেসটা সম্পর্কিত? দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা। তাছাড়া আপনারা জানেন দোষী কে। যে লোকটা মারা গিয়েছে সে-ই তো খুনি, ঠিক না? এখনও তদন্ত চলমান কেন?"

"কারণ কেসটা এখনও সমাধান হয়নি," বিড়বিড় করে বলল মাতসুমিয়া। "ওই লোকটাই খুনি কি না আমরা এখনও নিশ্চিত নই।"

"ওহ। তবে এখনও বুঝছি না কয়েক বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা কেন মাটি খুঁড়ে বের করতে চাইছেন।" মাথা একদিকে হেলে বলল ইতোকাওয়া।

"তাহলে এই ঘটনাটা আর মনে করতে চান না আপনি?"

"নাহ।"

"আমরা যদি এই ঘটনাটা টেনে বের করি সেটা কি আপনার জন্য অস্বস্তিকর হবে?"

চোখ বড় হয়ে গেল ইতোকাওয়ার। "কী বোঝাতে চাইছেন?"

"ডিটেকটিভ হিসেবে আমাদের বেশ অভিজ্ঞতা আছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময়

কেউ যদি কোনো প্রসঙ্গে কথা বলতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে আমরা ধরে নিই ওই প্রসঙ্গটা তার জন্য অস্বস্তিকর।"

মুখ বিকৃত হয়ে গেল ইতোর। "ওই ফালতু দুর্ঘটনার ব্যাপারে কী জানতে চান?"

"ওই দুর্ঘটনার বিস্তারিত জানতে চাই। যতদূর জানি, আপনি-ই তো দুর্ঘটনাস্থলে প্রথম গিয়েছিলেন মিস্টার ইতোকাওয়া।"

"হ্যাঁ, আমি-ই প্রথমে গিয়েছিলাম।"

"যদি আপনার সমস্যা না থাকে তবে আমাদের একটু বিস্তারিত বলুন কীভাবে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা পর্যন্ত গড়িয়েছে। ক্রীড়া কমপ্লেক্সে তো তখন সাঁতার প্রতিযোগিতা চলছিল বলে জানি।"

জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট চেটে নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ইতোকাওয়া। "আচ্ছা, সেটা বলতে পারব," কাগার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল সে। লোকটার চেহারার দিকে তাকিয়ে মাতসুমিয়া বোঝার চেষ্টা করল সে মিথ্যে বলছে না-কি।

কানামোরির সাথে দেখা করে ফেরার সময় পুলিশ স্টেশনে ফেরার কথা জানায় কাগা। তখনই মাতসুমিয়া বুঝেছে কিছু একটা চলছে ওর পার্টনারের মাথায়। ওর সাথে সবসময়ই সাথ দিয়েছে সে। স্টেশনে ফিরে অনলাইনে কিছু মন্দিরের ব্যাপারে ওয়েবে সার্চ করে কাগা। দেখতে থাকে এই সম্পর্কিত পুরানো ও নতুন প্রতিবেদন। ওর এরপরের সার্চ করা কি-ওয়ার্ডগুলো দেখে অবাক হয় মাতসুমিয়া। কি-ওয়ার্ডগুলো ছিল— "শুবুকান জুনিয়র হাইস্কুল", "সাঁতার দল" ও "দুর্ঘটনা"। এসব শব্দ দিয়ে সার্চ করার কারণটা কি, জিজ্ঞেস করে মাতসুমিয়া।

"আওইয়াগির মন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারটায় আমরা শুধুমাত্র সুতেনগু মন্দিরেই নজর দিয়েছি। কেননা পূজার নিবেদন হিসেবে অনেকগুলো অরিগ্যামি পোড়ানো হতো সেখানে। এযাবৎ আমাদের সব ধারণাই যৌক্তিক, কিন্তু এতে আমাদের তদন্ত দিক বদলেছে। আমরা শুধু ভেবেছি সুতেনগু মন্দিরে নিরাপদে বাচ্চা প্রসবের জন্যই প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু এখানে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও যে প্রার্থনা করা হয় সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছি।"

"ডুবে যাওয়া... " ব্যাপারটা জানা ছিল না মাতসুমিয়ার। কাগা বলার পরেই জানতে পারে। এরপর তার মনে পড়ে মন্দির প্রাঙ্গনের দোকানে জল-দেবতার মুখোশ দেখেছে সে।

"টোকিওতে অসংখ্য মন্দির আছে। এসব মন্দিরগুলোয় বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। বেশিরভাগেই আগুন

থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হয়। পানি বিষয়ক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয় এমন মন্দির খুব কমই আছে। এরকম মন্দির সুতেনগু ছাড়া আরেকটা হলো সোগেঞ্জি। মন্দিরটা তাইতো ওয়ার্ডে। আমার একটা থিওরি হলো, পানি বিষয়ক কোনো দুর্ঘটনা আওইয়াগিকে নিয়মিত মন্দিরে যেতে প্ররোচিত করেছে। তখনই মনে পড়ে, তার ছেলে স্কুলের সাঁতার দলের সদস্য ছিল।"

কাগার কথা শুনে কিছু একটা উঁকি দেয় মাতসুমিয়ার স্মৃতিতে।

"আর খুন হওয়ার তিনদিন আগে ইউতোর সাবেক সাঁতার দলের কোচের সাথে যোগাযোগ করে আওইয়াগি।"

"এখন বুঝতে পারছ কেন এই শব্দগুলো দিয়ে সার্চ করছি?"

কাগার ব্যাখ্যা দ্রুত সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। তিন বছর পুরানো একটা প্রতিবেদন খুঁজে পায় ও।

আঠারো তারিখ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ শুবুকান হাই স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হয় স্কুলের সুইমিংপুল থেকে। দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। কিন্তু কোমায় চলে যায় ছেলেটা। বলা হয়, ছেলেটা ছিল স্কুলের সাঁতার দলের সদস্য। অনুমতি ছাড়াই স্কুলে ঢুকে সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে নামে সে। তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ অজানা। ওইদিন বিকেলে না-কি ক্রীড়া কমপ্লেক্সে আন্তঃস্কুল সাঁতার প্রতিযোগিতা ছিল। এতে খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে হতাশায় ভুগছিল ওই ছাত্র। কোচ-ই ওই ছাত্রকে ডুবন্ত অবস্থায় খুঁজে পায়। সুইমিংপুল রুটিন চেক করতে গিয়েছিল কোচ। তখনই দেখে পুলের নিচে ডুবে আছে ছাত্রের দেহ।

এরপর আর কোনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। শুবুনকান হাইস্কুলে ঘটা এই একটা দুর্ঘটনার ব্যাপারে জানতে পেরেছে মাতসুমিয়া ও কাগা।

কণ্ঠ খাদে নামিয়ে কথা বলছে ইতোকাওয়া, স্মৃতি হাতড়ে চলেছে সে। ওই সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয় চারটা নাগাদ। প্রতিযোগিতা পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। এরপর সবাইকে ছেড়ে দেয় সে। ভেবেছিল সবাই বাড়ি চলে গিয়েছে। নিজেও স্কুলে ফিরে গিয়েছিল কম্পিউটারে প্রতিযোগিতার রেজাল্টটা তুলে রাখার জন্য।

"কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি দেয়ার সময় আমার মনে পড়ে একটা কাগজ দরকার। কাগজটা আনতে কোচরুমে যাই। ওই ঘরটা পুলের ঠিক পাশেই। পুলের দিকে নজর গেলে পুলের ধারে কয়েকটা পোশাক চোখে পড়ে। মনে হচ্ছিল, কেউ পোশাক বদলেছে। ব্যাপারটা দেখে একটু সতর্ক হই। পুলের কাছে গিয়ে দেখি কেউ একজন সুইমিংপুলের নিচে ডুবে আছে। কিছু না ভেবেই তাকে টেনে তুলি। বুঝতে

পারি সে দ্বিতীয় বর্ষের সাঁতার দলের সদস্য। দ্রুতই ৯১১-এ ফোন করি, এরপর এম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করার সময় তার মুখে মুখ ঠেকিয়ে ও সিপিআর দিয়ে তার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করি। ততক্ষণে একটা শিক্ষকও ছিল না। অ্যাম্বুলেন্স এলে সিকিউরিটি গার্ড এসে জানায় আমাকে। এরপর ছেলেটার পরিবার ও প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করি। ছেলেটাকে একাই পাহারা দিচ্ছিলাম, ফলে অ্যাম্বুলেন্স আসার আগ পর্যন্ত কিছুই করতে পারিনি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইতোকাওয়া। "দুর্ঘটনার ব্যাপারে এটুকুই বলার আছে আমার।" কাগার দিকে তাকাল সে। যেন ওকে চ্যালেঞ্জ করছে তার বলা কথায় কোনো খাদ খুঁজে বের করতে।

"যার সাথে দুর্ঘটনা ঘটেছে ওই ছাত্রের নাম কী?" জিজ্ঞেস করল কাগা। ভ্রূ কুঁচকে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল ইতোকাওয়া। "চাইলেই কিন্তু সহজেই বের করতে পারব সেটা," যোগ করল ও।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলেটার নাম জানাল ইতোকাওয়া। ছেলেটার নাম তোমোইয়ুকি ইয়োশিনাগা।

"শুনেছি ছেলেটার পরিবার টোকিও থেকে নাগানো এলাকায় চলে গিয়েছে। ঠিকানা আমার কাছে নেই।"

" ছেলেটা কি পুরোপুরি সুস্থ হতে পেরেছে?"

"নাহ। জানেন-ই তো... " অস্বস্তিতে ভুগছে ইতোকাওয়া। "এরকম দুর্ঘটনার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক।"

কোনোমতে বেঁচে আছে ছেলেটা।

"কেউ কি এই দুর্ঘটনার জন্য স্কুলকে দায়ী করেছে?" জিজ্ঞেস করল কাগা।

"প্রসঙ্গ উঠেছিল। স্কুলে চুরি করে ঢোকা কি এতই সহজ হওয়া উচিত? কথাটা যৌক্তিক-ই। ছুটির পর স্কুল লক করা হয় ঠিক। কিন্তু বাস্তবে, কাউকে বাইরের পুলে নামানো থেকে আটকানো অসম্ভব। ইয়োশিনাগার বাবা-মা মেনে নেয় সেটা। ফলে ব্যাপারটা আর আদালত পর্যন্ত গড়ায়নি।"

"এরকমটা কি প্রায়ই ঘটে? মানে ছেলমেয়েরা প্রায়ই কি চুরি করে স্কুলে ঢুকে পুলে নামে?"

"একেবারেই ঘটে না তা বলব না। ছাত্ররা জানিয়েছে এখনও অনেকে এভাবে চুরি করে পুলে নামে। শুধুমাত্র বর্তমান ছাত্ররাই নয়, অনেক সাবেক ছাত্রও।"

"পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ওইদিনের প্রতিযোগিতায় নিজের ফলাফলে হতাশ ছিল ইয়োশিনাগা।"

"এতে আমারও দায় আছে," কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল ইতোকাওয়া। "ওর প্রতি আমার প্রত্যাশা বেশি ছিল। প্রত্যাশা না মেটায় একটু কড়া ভাষায় বকাবকি করি। জানতাম না এত খারাপ লাগবে ওর। স্কুলের পুলে একাই সাঁতার চর্চা করতে গিয়ে সম্ভবত পায়ে ক্র্যাম্প কিংবা হার্ট অ্যাটাক হয় ওর।"

নোট নিচ্ছিল কাগা। তার কথা শুনে নোটবুক থেকে মুখ তুলে তাকাল।

"সত্যি কি সে একাই ছিল?"

"দুঃখিত? কী বলছেন বুঝলাম না?"

"ওহ, এমন কী হতে পারে না হয়তো কেউ ছিল তার সাথে। মানে সতীর্থের সাথে সাঁতারের ল্যাপ চর্চা তো একা করার থেকে বেশি আনন্দের।"

"আনন্দ বা মজা করার মেজাজে ছিল না সে। যাই হোক, সাঁতারের দূরত্ব চর্চাটা একাই করত। তাছাড়া, ওর সাথে কেউ যদি থাকত তাহলে এভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটতই না।"

মাথা নেড়ে সায় জানাল কাগা। "বুঝতে পারছি," বলল ও। যদিও একটু হলেও অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে ওকে। "পুলটা আমাদেরকে একটু দেখাতে পারবেন?"

"হ্যাঁ পারব, যদিও বছরের এই সময়ে পুলে কোনো পানি নেই।"

"সমস্যা নেই," উঠে দাঁড়াল কাগা। "চলুন তাহলে দেখা যাক।"

স্কুল ভবন থেকে বেরিয়ে মাঠ দিয়ে হাঁটতে থাকল ওরা। পুলটা স্কুলের অন্যপ্রান্তে। স্কুল জিমনেশিয়াম থেকেও দূরে। এতটাই দূরে, এখানে সাঁতার কাটলে স্কুল ভবন থেকে দেখাও যাবে না। আর পুলের চারপাশের ঘিরে থাকা বেড়া এতই নিচু, যে কেউই এটা টপকে পুলে নামতে পারবে।

ইতোকাওয়াকে অনুসরণ করে পঁচিশ মিটার দীর্ঘ পুলের কাছে পৌঁছুল ওরা। পুলটা ফাঁকা, পানি নেই। পুলের ভেতরে পড়ে রয়েছে শুকনো, মরা পাতা।

"আশেপাশে কোনো আলোর ব্যবস্থাও দেখছি না," বলল কাগা।

"ইমারজেন্সি লাইট আছে। সাধারণত ওগুলো ব্যবহার করা হয় না।"

"ইয়োশিগামাকে সন্ধ্যা সাতটার দিকে পেয়েছিলেন আপনি। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল। কিন্তু মনে হয় ততক্ষণে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।"

"হ্যাঁ, অন্ধকার হয়ে এসেছিল।"

"চিনতে পেরেছিলেন তাকে?"

"হ্যাঁ?"

"অন্ধকারে পুলের তলায় ডুবে থাকা ইয়োশিগামাকে ঠিকভাবেই চিনতে পেরেছিলেন। ভালো ব্যাপার। আপনি বললেন, তার পোশাকগুলো পুলের ধারে

ছিল। যদিও তার দেহ এর কাছাকাছি থাকার কোনো কারণই নেই।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইতোকাওয়া। "আমার কাছে ফ্ল্যাশলাইট ছিল," বলল সে।

"আহ।" মাথা নেড়ে সায় জানাল কাগা। "ইয়োশিগামার সেরা স্ট্রোক কোনটা ছিল?"

"ফ্রিস্টাইল। পঞ্চাশ মিটার স্প্রিন্টে পারদর্শী ছিল সে।"

"ওইদিন কি প্রতিযোগিতায় এই স্প্রিন্টেই সাঁতরেছিল সে?"

"হ্যাঁ। অবশ্যই এটাই ছিল— দেখুন, নাগরিক হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো আপনাদের সহযোগিতা করা। আপনাদেরকে সাহায্য করার-ই চেষ্টা করছি। কিন্তু এসব জিজ্ঞেস করার যৌক্তিকতা কী, ডিটেকটিভ? ব্যক্তিগতভাবে, নিহনবাশির ওই খুনের সাথে এর কোনো সংযোগ দেখি না আমি।" ইতোকাওয়ার কণ্ঠে বিরক্তিকর ছাপ স্পষ্ট। নিজের বিরক্তি আর আড়াল করতে পারছে না লোকটা।

"আপনার বিরক্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি সেটা বুঝতে পারছি," বলল কাগা। "আমি কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাকে বিরক্তির শেষপর্যায়ে নিয়ে ছাড়ি। কিছু না জানিয়েই জিজ্ঞেস করি হাজারো প্রশ্ন। এভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কারণ আছে যদিও।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে আমার। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চলমান তদন্তের বিষয়বস্তু গোপন রাখতে হয় আপনাদের। বুঝতে পারছি, তবুও... "

"ব্যাপারটা পুরোপুরি ওরকম নয়। জিজ্ঞাসাবাদের আগে কাউকে যদি বলে দিই কেন এত প্রশ্ন করছি তবে তার মনে বিভিন্ন আগাম ধারণা জন্ম নেয়। আমি আমার প্রশ্নগুলোর আগাম ধারনাবিহীন জবাব চাই।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের চেহারা স্পর্শ করল ইতোকাওয়া। "আমি বুঝতে পারছি সেটা।"

"যাইহোক, আপনাদের সাঁতার দলের সাবেক সদস্যদের নম্বর আছে আপনার কাছে? থাকলে আমি নিতে চাই।"

মাথা নেড়ে নাকচ করে কাগার প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া জানাল ইতোকাওয়া। "আমি এটা দিতে পারব না। এগুলো সব ব্যক্তিগত তথ্য। নম্বর নিতে চাইলে, আপনাদেরকে ওয়ারেন্ট আনতে হবে।"

"তাই? আচ্ছা তাহলে," জোর দিলো না কাগা। "সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।"

"জিজ্ঞাসাবাদ শেষ?"

"হ্যাঁ, আপাতত শেষ। আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আবার যোগাযোগ করব।" বাউ করে ধন্যবাদ জানাল কাগা। "চলো," মাতসুমিয়াকে বলল ও।

অধ্যায় ২৭

"হয়তো এখান থেকে কিছু একটা পেতে চলেছি," স্কুলের গেট থেকে বেরিয়ে বিড়বিড় করে বলল কাগা। "আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে তিন বছর আগে ঘটা এই দুর্ঘটনার সাথে আমাদের চলমান কেসের কোনো সংযোগ আছে। আমার এটাও মনে হচ্ছে, এই শিক্ষক কিছু একটা লুকাচ্ছে।"

"আমি একমত। খুন হওয়ার তিনদিন আগে আওইয়াগি ইতোকাওয়ার সাথে যোগাযোগ করেছিল, তোমার কি মনে হয় ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারেই আলাপ করতে চেয়েছিল সে?"

"এই ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত আমি। যদিও অনেক কিছু এখনও মিলছে না।"

ব্লকের কাছাকাছি পৌঁছে থেমে গেল কাগা।

"স্থানীয় থানায় আমার পরিচিত একজন আছে। তাকে সকালবেলা কল দিয়ে বলেছি ওই পুল দুর্ঘটনার সব ফাইল আমার জন্য বের করতে। ফাইলগুলো আনতে ওখানে যাচ্ছি এখন। পরে দেখা হবে তোমার সাথে।"

"আমি আওইয়াগির বাড়ির দিকে যাচ্ছি।"

মাতসুমিয়ার দিকে ঘুরল কাগা, তার চেহারায় অবাক হওয়ার ছাপ।

"যদি ইউতোর সাথে দেখা করতে চাও, তাহলে জেনে রাখো সে এখন স্কুলে।"

"হ্যাঁ, জানি। আমি ইউতোর মায়ের সাথে দেখা করে তার জুনিয়র হাইস্কুলের ডাইরেক্টরিটা চাইব।"

সহমত প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সায় জানাল কাগা। "ভালো বুদ্ধি।"

পরে নাকামেগুরো স্টেশনে দেখা করবে ঠিক করে দুইজন দুইদিকে হাঁটা ধরল।

বাড়িতেই ছিল ফুমিকো আওইয়াগি। স্কুলে যায়নি হারুকা, নিজের ঘরেই রয়েছে মেয়েটা, জানাল ফুমিকো। মাতসুমিয়াকে লিভিংরুমে বসার জন্য বলল সে। কিন্তু নাকচের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল মাতসুমিয়া।

"আমি এখানেই ঠিক আছি। একটা জিনিস নিতে এসেছি আরকি।"

ইউতো স্কুলের সাঁতার দলে থাকাকালীন সময়কার স্কুল রেজিস্টারটা চাইল মাতসুমিয়া। একটু বিভ্রান্ত দেখাল ফুমিকোকে। "জিনিসটা কি এই কেসের সাথে সম্পর্কিত?"

"আমি এখনো নিশ্চিত নই। শুধু বলতে পারি এটা সম্পর্কিত হলেও হতে পারে।"

"ভেবেছিলাম ওই লোকটাই খুনি।"

"ফুয়ুকি ইয়াশিমাকে যদি খুনি ভেবে থাকেন, তবে জেনে রাখুন, সে যে খুনি এই উপসংহারে মিডিয়া পৌঁছেছে। পুলিশ এই ব্যাপারে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি।"

চোখ বড় করে তার দিকে তাকাল ফুমিকো। "বলতে চাইছেন সে খুনটা করেনি? তাহলে কেন? কেন আমার স্বামী খুন হলো? খুনটা করেছে কে তাহলে?" কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

পরিস্থিতি ক্রমেই বিব্রতকর হয়ে উঠছে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মাতসুমিয়া। এরকম পরিস্থিতিতে কাগা কী করত?

"দয়া করে শান্ত হোন। এই পর্যায়ে, কেসের ব্যাপারে কোনো বিস্তারিত আপনাকে জানানোর স্বাধীনতা আমার নেই। আপাতত এসব না ভেবে আমাকে কি ওই ডাইরেক্টরিটা দিতে পারবেন?"

দুঃখ ও বিভ্রান্তির মিশ্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল ফুমিকোর চেহারায়। এরপর সিঁড়ির ওপরে তাকাল সে। "ডাইরেক্টরিটা আমার ছেলের ঘরে আছে। আমি গিয়ে ওটা এনে দিলে মনে হয় সে রেগে যাবে।"

"আমি ওটা ফটোকপি করে সরাসরি আপনাকে দিয়ে যাবো। ফোর্সের বাইরের কেউ ওটা দেখবে না, কথা দিচ্ছি।"

আর কোনো কথা না বাড়িয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো ফুমিকো।

"ঠিক আছে, এক মিনিট অপেক্ষা করুন।"

"ধন্যবাদ আপনাকে," বাউ করে বলল মাতসুমিয়া।

কয়েক মিনিট পর মাতসুমিয়ার হাতে একটা পুস্তিকা ধরিয়ে দিলো ফুমিকো। এর প্রচ্ছদে লেখা— শুবুনকান জুনিয়র হাইস্কুল সাঁতার দল হীরক জয়ন্তী স্মরণ সংখ্যা। এর পেছনে রয়েছে স্কুল সাঁতার দলের সাবেক ও বর্তমান সদস্যের নাম ও ফোন নম্বর। সম্ভবত দশ বছর পরপর এই পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, ধারণা করল মাতসুমিয়া।

"আপনাকে এটা ফেরত দিয়ে যাচ্ছি," মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানাল মাতসুমিয়া। দরজা খুলে বের হয়ে যাওয়ার সময় কিছু একটা মাথায় এলো তার। ঘুরে দাঁড়াল আবারও।

"তিন বছর আগে শুবুনকান হাইস্কুলের সুইমিংপুলে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আপনার মনে আছে?"

অবাক হলো ফুমিকো, চোখ বড় হয়ে গেল তার। "হ্যাঁ, মনে আছে... ইউতোর এক বছরের ছোট একজন ডুবে যায়, সম্ভবত।"

"সম্প্রতি কি পরিবারের মধ্যে এই প্রসঙ্গে আলাপ করেছেন আপনারা?"

"নাহ, আমার জানামতে না।"

"আচ্ছা, ধন্যবাদ। আসছি একটু পর।"

স্থানীয় একটা দোকানে গিয়ে পুস্তিকাটা ফটোকপি করল মাতসুমিয়া। এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটা ভূমিকা লেখা। ভূমিকাটা লিখেছে ইতোকাওয়া। সেটাও কপি করল।

আওইয়াগির বাড়িতে পুস্তিকাটা ফেরত দিয়ে ট্রেন স্টেশনের দিকে এগোনোর সময় কাগাকে ফোন করল সে। কাছেই একটা ক্যাফেতে বসে আছে কাগা।

"রেকর্ড অনুযায়ী, ইতোকাওয়া আমাদের যেভাবে বলেছে সেভাবেই ঘটেছে দুর্ঘটনাটা।" নিজের কফি কাপ একদিকে সরিয়ে একটা ফাইল টেবিলের ওপর তুলল কাগা। "ধারণা করা হয়, দুর্ঘটনাটা ঘটেছে তোমিয়ুকি ইয়োশিগামার নিজের গাফিলতির কারণেই। ফলে কাউকেই দায়ী করা হয়নি। আমি আরও বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলাম। এজন্য কল করি ইয়োশিগামার বাড়িতে। কেউ ফোন ধরেনি। ইতোকাওয়া যেমনটা বলল, নিশ্চয়ই অন্য এলাকায় চলে গিয়েছে ওরা।"

"এসবের মানে কী? ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপত্তা দেয় এমন মন্দিরে নিয়মিত যেতে কোন ব্যাপারটা প্রভাবিত করেছিল আওইয়াগিকে? এই কাজটা ইউতো করলেও ঠিক ছিল।" কথাটা বলে কাগার ফাইল ও কাগজপত্রের ওপর ফটোকপি করে আনা নাম-ঠিকানার কাগজটা রাখল মাতসুমিয়া।

"আরেকটা রহস্য হলো, পরিবারের থেকে নিজের এই মন্দির দর্শনের ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল আওইয়াগি। এমনকি ইউতোকেও জানায়নি।"

"হয়তো আওইয়াগি ও তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামার মাঝে কোনো সংযোগ ছিল।"

"কেমন সংযোগ?"

"হতে পারে.... " নিচু কণ্ঠে বলল মাতসুমিয়া। "হতে পারে, আওইয়াগির অবৈধ সন্তান হলো ইয়োশিগামা।"

মুখ বিকৃত করে তাকাল কাগা। "আমার মনে হয় না।"

"কেন মনে হয় না? ব্যাপারটা খতিয়ে না দেখা পর্যন্ত তো জানা সম্ভব নয়।"

"তাহলে খতিয়ে দেখা যাক চলো।" ফটোকপি করা কাগজটা উঠিয়ে নিয়ে বলল কাগা। "দেখো, এখানে তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামার নতুন ঠিকানাটা আছে। যদিও ওই শিক্ষক দাবি করেছে নতুন ঠিকানা তার জানা নেই। নতুন ঠিকানাটা কারুইজাওয়াতে। দিনে গিয়ে ফিরে আসার মতো দূরত্ব।"

"টাস্কফোর্স রুমে গিয়ে চিফ ইশিগাকির সাথে কথা বলব। নিজেদের মতো কাজ করছি বলে লোকটা নিশ্চিত আমাদের নিয়ে বিদ্রুপ করবে।"

"আচ্ছা, কথা বলো তার সাথে। দেখো, এতে ইতোকাওয়া কী লিখেছে। 'জল কখনো মিথ্যে বলে না। জলের সাথে মিথ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। জলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করলে জলও তোমাকে ধোঁকা দেবে।' শালার দেখি একেবারে কবি কবি ভাব, ঠিক না? এখানে যা লেখা আছে সেটা যদি ইতোকাওয়া মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকে তবে আমাদের বর্তমান তদন্তের ধারা নষ্ট হয়ে যাবে।"

কফিতে চুমুক দিয়ে কাগার দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। "এখনই আমাকে বলার সঠিক সময় নয়?"

"কী বলব তোমাকে?" জিজ্ঞেস করল কাগা।

"কীভাবে বুঝলে আওইয়াগির মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল ডুবে যাওয়া কাউকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা, নবজাতকের নিরাপদ জন্মের জন্মের নয়? বুঝতে পারছি, অন্তঃদৃষ্টি দিয়েই এই ধারনা করেছ। তবে আমার মতে, এর চেয়েও বেশি কিছু তোমার মনে এই ধারণা জন্ম দিতে প্রভাবিত করেছে।"

ফটোকপিগুলো রেখে কফির কাপ উঠিয়ে নিলো কাগা। "ঠিক জানি না আমি।"

"তোমাকে এভাবে ভাবতে কোন ব্যাপারটা প্রভাবিত করেছে সেটা জানো না?"

"সরাসরি কিছু নয় আরকি। ইউতো আচার-আচরণ একশো আশি ডিগ্রিতে ঘুরে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমাদের সাথে কথা বলার সময় তার মধ্যে বাবার প্রতি অবজ্ঞাই দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু এরপর সবকিছু বদলে গেল। ফ্যাক্টরি ম্যানেজার কোটাকে ইউতোর কাছে মার খেল তার বাবাকে নিয়ে কটূক্তি করার কারণে। এই ব্যাপারটাই আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে।"

"আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, তার বোন কব্জি কেটে ফেলার পরই তার মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছে।"

"আমার মনে হয় না। তোমার মনে নেই, ইউতো কী বলেছিল? বলেছিল বোনের এরকম আচরণের অর্থ হচ্ছে বাবার দোষ স্বীকার করে নেওয়া। এটা শুনে আমার মনে হয়েছে, তার বাবা যে নির্দোষ, এটা সে বোনের আত্মহত্যার চেষ্টার নাটকের আগে থেকেই বিশ্বাস করত।"

প্রত্যেকটা ঘটনা ক্রমানুসারে ভাবতে থাকল মাতসুমিয়া। কাগার কথাই ঠিক।

"তো ছেলেটার মতের পরিবর্তন কেন হলো বলে তুমি মনে করো?"

"সম্ভবত বাবার ব্যাপারে নতুন তথ্য পেয়েছে সে। তবে আমরা জানি, সম্প্রতি তার পরিবারের কারোর বাইরের কারো সাথে কোনো যোগাযোগ হয়নি। মিসেস আওইয়াগিও বলেছে, তারা খুব কমই টিভি দেখে বা অনলাইন সংবাদ পড়ে।"

এইসব প্রসঙ্গ ওদের মায়ের সাথে আলাপের সময় তুলেছিল কাগা। অর্থাৎ, তখন ইউতোর আচরণ পরিবর্তনের কারণ বের করতে চাইছিল ও।

"তাহলে প্রশ্নটা হলো, কে তথ্যগুলো দিয়েছে ইউতোকে? আমার জানার কোনো উপায় ছিল না। তবে এই প্রশ্নের উত্তরটা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলাম।"

স্মৃতি হাতড়ে মনে করার চেষ্টা করল মাতসুমিয়া। কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। মনে মনে নিজেকে গালি দিয়ে কাগার দিকে তাকাল সে। "আচ্ছা যাও, তুমিই জিতেছ। এত ভণিতা না করে সরাসরি বলো না, ভাই।"

মজার ছলে হাসলো কাগা। "উত্তরটা তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি।"

"আমার কাছ থেকে? কী বলেছিলাম আমি?"

"মেয়েটা কব্জি কেটে ফেলার আগেরদিন আওইয়াগির বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। তখন তুমি কিরিনের কথা উল্লেখ করেছিল। মানে নিহনবাশি ব্রিজের ভাস্কর্যের কথা আরকি।"

"ওই ভাস্কর্য? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এর কথা তুলেছিলাম সেদিন। কিন্তু শুধু এটার কথা তুলেছিলাম, আর তো কিছু বলিনি। এরপর উঠে সরাসরি নিজের ঘরে চলে যায় ইউতো।"

"সত্যি বলতে তোমার কথাটা জোরালো প্রভাব ফেলে ছেলেটার মনে। মনে আছে, তোমাকে বলেছিলাম, হামাচো গ্রিন রোড পার্কে আমার সাথে হঠাৎ-ই দেখা হয়েছিল মিস নাকাহারার? এর কিছুক্ষণ পর, নিহনবাশি ব্রিজের মাঝখানে ইউতোকে দেখতে পাই আমরা।"

"ইউতো? ব্রিজের ওপর?" প্রথমবারের কত কথাটা শুনল মাতসুমিয়া।

"সেসময় এটা নিয়ে অতটা ভাবিনি। পরে ভেবে দেখলাম কিরিন ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। মনে করেছি হয়তো ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল ছুরি লাগার পর কেন তাকেয়াকি আওইয়াগি এত কষ্ট করে নিজেকে নিহনবাশি ব্রিজ

পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। যে কারণ-ই হোক না কেন এর সাথে কিরিন ভাস্কর্যের কোনো সংযোগ আছে। আর এটাই যথেষ্ট ছিল বাবার প্রতি তার চিন্তাধারণা সম্পূর্ণ বদলে ফেলার জন্য। আর এটাই, বাবার প্রতি হৃদয়ের অভিব্যক্তি পরিবর্তনের কারণ।"

"এই কিরিন মূর্তির তাৎপর্য কী?"

"জানি না। শুধু এটুকু বলতে পারি কিরিন ভাস্কর্য-ই ছিল ইউতোর প্রতি তাকেয়াকির শেষ বার্তা। সন্তানের প্রতি এক মৃত্যু পথযাত্রী বাবার শেষ বার্তা বলা চলে।"

"তাকেয়াকি ও ইউতো... সন্তানের উদ্দেশ্যে মৃত্যুপথযাত্রী বাবার বার্তা... " কাগার বলা কথার পুনরাবৃত্তি করল মাতসুমিয়া। বুঝতে পারল এরপরই। "কিয়ো, তাহলে কানামোরির বলা কথাগুলো থেকেই এই ধারণাটা তোমার মাথায় এসেছে।"

"মস্তিষ্ক খাটিয়ে করা নিজের অনুমানগুলোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি আমি। যাইহোক, সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এখন ইউতোই আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ওকে নিয়েই ভাবতে হবে আমাদের। বাবার শেষ বার্তাটা ধরতে পেরেছে সে। এর মানে, মৃত্যুর আগে ওর বাবার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ব্যাখাহীন আচরণের কারণও বুঝতে পেরেছে। কেন তাকেয়াকি আওইয়াগি বারবার নিহনবাশি যেত? ব্যাপারটা এক নতুন দিক থেকে ভাবার চেষ্টা করছি। এমন যদি হয়, সে নিজের জন্য প্রার্থনা করতে যেত না? এমন যদি হয়, সে প্রার্থনা করতে যেত তার ছেলে ইউতোর পক্ষে? এমন কি হতে পারে না, ইউতোর প্রেমিকা গর্ভবতী? কিন্তু এমন কোনো আলামত পাইনি আমরা।"

"এই কারণেই তুমি পুরো ব্যাপারটা 'ডুবে যাওয়া কারোর নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনার' দিক থেকে ভেবে দেখলে।" মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাতসুমিয়া। "এবার বুঝতে পেরেছি।"

"তাকেয়াকি আওইয়াগির অবৈধ সন্তান তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামা, তোমার এই থিওরির কী হলো?"

"ওটার কথা বাদ দাও। তাকেয়াকি আওইয়াগি ছেলের হয়ে মন্দির দর্শনে যেত, আমি নিশ্চিত তোমার এই ধারণাই ঠিক। এক্ষেত্রে ছেলেটার সাথে আমাদের কথা বলা জরুরি।"

"আমি জানি," হাতঘড়ির দিকে তাকাল কাগা। "স্কুল ছুটির সময় হয়ে গিয়েছে।"

কফি শেষ করে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে আওইয়াগির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো ওরা। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখল, বাড়ির পাশেই একটা ট্রাক দাঁড়

করানো। ট্রাকের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিলো।

"সুইমিংপুলে আসলে কী ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয়?" মাতসুমিয়াকে জিজ্ঞেস করল কাগা।

একমুহূর্ত ভেবে মাথা নাড়ল মাতসুমিয়া। "ঠিক নিশ্চিত নই। তবে আমার একটা ধারণা হলো ইয়োশিগামা সেখানে একা ছিল না।"

"তার সতীর্থরা ওখানে থাকলে দ্রুতই বুঝতে পারত কিছু একটা ঠিক নেই। নিশ্চয়ই সে বেশ কিছুক্ষণ পুলের তলায় ডুবে ছিল। নাহলে অ্যাম্বুলেন্স ডাকার প্রয়োজন পড়ত না। ফলে ব্যাপারটা যৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে না।"

কী ধরণের পরিস্থিতিতে এরকম অযৌক্তিক ঘটনা ঘটতে পারে? এটা নিয়ে কয়েকমুহূর্ত ভাবল মাতসুমিয়া। কিন্তু ভেবে কোনো লাভ হলো না।

"মাতসুমিয়া," তার কাঁধে টোকা দিলো কাগা। ওর ইঙ্গিত করা দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। দেখতে পেল রাস্তার অপর পাশ থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে ইউতো আওইয়াগি। তার দিকে এগিয়ে গেল দুই ডিটেকটিভ। ইউতোর চোখ মাটির দিকে থাকলেও কিছু একটা বুঝতে পারল সে। মাথা উঁচু করে দেখতে পেল দুই ডিটেকটিভকে। রাস্তাতেই থেমে গেল সে।

"তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই আমরা," বলল মাতসুমিয়া। "ঠিক আছে?"

"অ্যাম্বুশ করার মতো রাস্তার মাঝে এভাবে আটকানোর মানে কী?" তীর্যক দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল ইউতো।

"আমরা কেবল তোমার সাথে কথা বলতে চাই," বলল কাগা। "আমাদের মনে হয়েছে, তোমার মা ও বোন আশেপাশে না থাকলে আমরা তোমার কাছ থেকে সদুত্তর আশা করতে পারি।"

"কী জানতে চান আপনারা?"

"এভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছি না। চলো কোথাও যাওয়া যাক, যেখানে আরামে বসে আলাপ করা যাবে।"

সরে দাঁড়াল কাগা। ইউতোর দিকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করে কাগাকে অনুসরণ করতে বলল মাতসুমিয়া।

আবারও আগের ক্যাফেতেই ফিরে এলো ওরা। কফি অর্ডার করল কাগা, মাতসুমিয়া ইংলিশ চা। ইউতো নিলো আইস কফি।

"আমরা জানতে পেরেছি তুমি স্কুলে পড়াশোনার বাইরে কোনো কাজে অংশগ্রহণ করো না," বলা শুরু করল কাগা। "কেন?"

"কোনো কারণ নেই...কোনো কিছুতে আগ্রহ নেই আমার।"

"সাঁতার? শুনেছি জুনিয়র হাইস্কুলে একজন দক্ষ সাঁতারু ছিলে তুমি।"

চোখ পিটপিট করল ইউতো। "এটা কি কোনো আনুষ্ঠানিক জিজ্ঞাসাবাদ?"

"হলেও হতে পারে। সমস্যা কোথায়? মনে হচ্ছে তোমার একটু অস্বস্তি লাগছে। সাঁতার দলে থাকাকালীন সময়ের কথা বলতে ভালো লাগে না না-কি?"

"নাহ, সমস্যা নেই... " মেঝের দিকে দৃষ্টি স্থির করল ইউতো।

"তাহলে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলা যাক। তোমার বাবা নিয়মিত নিহনবাশি এলাকায় যেতেন। আমরা জানি, কেন। সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির দর্শনে যেতেন তিনি। সুতেনগু মন্দির ছিল তার প্রধান প্রার্থনাস্থল। উৎসর্গের জন্য সাথে করে নিয়ে যেতেন একশোটা করে অরিগ্যামি। তবে আমার মতে, তুমি এসব জানো।"

ওদের দিকে তাকাল ইউতো। এরপর নিচের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে নাকচ করে দিলো সে। "এই ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই আমার। কেবলমাত্র জানলাম।"

"তুমি নিশ্চিত? তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না অবাক হয়েছ।"

"আমাকে কী করতে বলছেন? আর এই সুতেনগু মন্দিরের ব্যাপারটাই বা কী?"

"আমাদের থিওরি হলো, তোমার বাবা সুতেনগু মন্দিরে ডুবে যাওয়া কারোর নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে যেতেন। আমাদের পরবর্তী ধাপ ছিল তোমার বাবা সম্প্রতি কোনো পানিজনিত দুর্ঘটনার সাথে জড়িত কি না সেটা খতিয়ে দেখা। সেটা খতিয়ে দেখতে গিয়েই শুবুকান হাইস্কুলে তিনবছর আগে ঘটা দুর্ঘটনার ব্যাপারটা নজরে আসে। ওই দুর্ঘটনার কথা বলছি যেটার কারণে তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লেগেছে। আশা করছি ঘটনাটা ভুলে যাওনি।"

জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজালো ইউতো। "নাহ," কর্কশ কণ্ঠে বলল সে।

"আমরা চাইছি ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে আমাদের জানাও। একেবারে বিস্তারিত। যা জানো সব।"

কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলল না ইউতো। এরপর গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে আইস কফিতে চুমুক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"ইউতো," বলল কাগা।

"আমি কিছু জানি না," বলল ইউতো। কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠস্বর। "সত্যিই জানি না। ইয়োশিগামা একাই পুলে নেমে ডুবে গিয়েছিল। এটুকুই জানি শুধু।"

"তাহলে কেন মিস্টার আওইয়াগি— তোমার বাবা ওই কাজটা করছিলেন? কেন সে সুতেনগু মন্দিরে প্রার্থনা করছিল বলে তুমি মনে করো?"

"জানি না।"

"দেখো ইউতো, ব্যাপারটা গুরুতর। এটার সাথে তোমার বাবার খুনের সংযোগ থাকতে পারে। সত্যি বলতে আমাদের ধারণা এই দুটো ঘটনা সম্পর্কিত। আমাদের সত্যিটা বলছ না কেন?"

ঝুলে গেল ইউতোর চোয়াল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা তুললো সে। "আমি জানি না।" তাকাল কাগার দিকে। "আমি কি এখন যেতে পারি, ডিটেকটিভ? আপনাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না।"

"শোনো, ইউতো.... " বলা আরম্ভ করল মাতসুমিয়া। তাকে হাতের ইশারায় থামতে বলল কাগা।

"তুমি চাইলে যেতে পারো। তোমার জন্য করুণা হচ্ছে, সত্যিই করুণা হচ্ছে। তুমি একটু সাহায্য করলেই এই কেসটা অনেক দ্রুত সমাধান করা সম্ভব।"

ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ইউতো। "আমি এসব ঝামেলায় নেই। যাচ্ছি, কফির জন্য ধন্যবাদ।" সামান্য মাথা নেড়ে হাঁটা ধরল দরজার দিকে। তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। ছেলেটার মধ্যে একগুঁয়েমির ছাপ স্পষ্ট।

চায়ে চুমুক দিয়ে একদিকে মাথা হেলালো মাতসুমিয়া। "পুরো ব্যাপারটা নিয়েই ভাবছি। নিশ্চয়ই এতে ছেলেটার জন্য অস্বস্তিকর কিছু রয়েছে।"

"আমার ওরকম মনে হয় না। সে যদি শুধু নিজের কথাই ভাবত তবে তার চোখের ভাষা ওরকম দেখাত না।"

"চোখের ভাষা?"

"কাউকে আড়াল করার চেষ্টা করছে সে। তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। একটা কিশোরের চোখের ভাষা ওরকম হলে, প্রাপ্তবয়স্করা সহজেই ধরে ফেলে কোনো গড়বড় আছে।"

কাগা কি বোঝাতে চাইছে ভেবে পেল না মাতসুমিয়া। ঠিক তখনই বেজে উঠল তার ফোন। ফোন করেছে কোবিয়াশি।

"মাতসুমিয়া বলছি।"

"কোবায়াশি বলছিলাম। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। কথা বলতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই। কী হয়েছে?"

একমুহূর্ত নীরবতায় কাটলো। "আমরা প্রিন্ট পেয়েছি," বলল কোবিয়াশি।

"প্রিন্ট বলতে... " ঘামের অস্তিত্ব অনুভব করল মাতসুমিয়া।

"তোমাদের নিয়ে আসা বইটাই ইয়াশিমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছে ওরা। আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি সিসিটিভির লোকটা ফুয়ুকি ইয়াশিমা। অর্থাৎ, ভিক্টিমের সাথে ক্যাফেতে যে-ই থাকুক, সে ইয়াশিমা নয়।"

অধ্যায় ২৪

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ করেই নেমে গেল তাপমাত্রা। সাদা ধোঁয়ার মতো হয়ে বের হতে থাকল সবার নিঃশ্বাস। প্রকৃতিতে শীতের আগমনী বার্তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

স্কুলব্যাগ কাঁধে একাই হেঁটে চলেছে ইউতো। সরাসরি বাড়ি যাওয়ারই ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু ডিটেকটিভদের বাঁধার সম্মুখীন হওয়ার পর মত বদলেছে সে।

শোনো ইউতো, ব্যাপারটা গুরুতর। এই বিষয়টার সাথে তোমার বাবার খুনের সংযোগ থাকতে পারে। ডিটেকটিভ কাগার বলা কথাটা কি সত্যি? এই "সংযোগ" বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে লোকটা? সে কি বাবার নিহনবাশিতে যাওয়ার পেছনের কারণটা নিয়েই বলছিল না-কি এর থেকেও বেশি কিছু?

বিভ্রান্তি ও শঙ্কা ফুটে উঠল ইউতোর চেহারায়। এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিল সবকিছু বলে দেবে ডিটেকটিভকে। যদিও শেষপর্যন্ত বলতে পারেনি। এই সিদ্ধান্ত একা নিতে পারবে না।

পরিচিত বাড়িগুলো চোখের সামনে এলো। একটি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ইউতো। ইউরোপীয় ধাঁচের এই বাড়িটা বেশ বড়। গেটের সামনে একটা বোর্ডে খোদাই করা "কুরোসাওয়া" নামটা।

ইন্টারকমের বেল চাপলো ইউতো। কিছুক্ষণ পর এক মহিলা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "হ্যালো।"

"শুভ অপরাহ্ন," বলল ইউতো। "আমার নাম আওইয়াগি। শোতার সাথে জুনিয়র হাইস্কুলে একই ক্লাসে পড়তাম। বাসায় আছে ও?"

"ওহ... একটু অপেক্ষা করো।" মনে হলো তাকে চিনতে পেরেছে মহিলা।

কিছুক্ষণ পর সদর দরজা খুলে উঁকি দিলো কুরোসাওয়া। "কী অবস্থা?" চমকিত চেহারায় জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

"একটু সময় হবে?"

"নিশ্চয়ই।"

বাগানের গেটটা খোলা রেখেই সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল ইউতো। "আমার কল ধরছ না কেন? আবার আমার মেসেজের রিপ্লাইও দিচ্ছ না।"

"আহ," মুখ হা হয়ে রইল কুরোসাওয়ার। "এক সেকেন্ড দাঁড়াও।" ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দরজা আটকে দিলো সে।

দরজার ওপাশ থেকে খসখস আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু পর দরজা খুলল কুরোসাওয়া। তার হাতে একটা ফোন।

"নতুন ফোন নিয়েছি। দুঃখিত, তোমাকে এর নম্বরটা দেওয়া হয়নি।"

ঘোঁতঘোঁত করল ইউতো।

বাজি ধরে বলতে পারি কথাটা সত্যি নয়, ভাবল সে, *কুরোসাওয়া নিশ্চিতভাবেই জানে ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনার সাথে আমার বাবাকে কীভাবে জড়ানো হয়েছে। শালা ভেবেছে আমাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম।*

তাকে নিজের নতুন নম্বর ও ইমেইল অ্যাড্রেস দিলো কুরোসাওয়া। তার দিকে তাকাল ইউতো।

"আমাদের তিনজনের একসাথে বসে কথা বলা উচিত। সুগিনোকেও এটাই বলেছি।

গম্ভীর হয়ে গেল কুরোসাওয়ার চেহারা। "কোন বিষয়ে কথা বলব?"

"যখনই 'আমাদের তিনজন' কথাটা বললাম তখনই তুমি বুঝে গিয়েছ কোন বিষয়ে কথা বলব।"

মাটির দিকে তাকাল কুরোসাওয়া। "এখনই কেন?"

"আমি বলেছি তাই। এত প্রশ্ন করছ কেন?"

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

"সময় হবে আজকে?"

মাথা তুলে তাকিয়ে, ভ্রূ কুঁচকে মাথা নেড়ে নাকচ করে দিলো কুরোসাওয়া। "আজকে সময় হবে না আমার। যেকোনো সময় আমার প্রাইভেট টিউটর পড়াতে আসবে। বাসায় থাকতে হবে।"

"আচ্ছা। তাহলে আগামীকাল?"

"আগামীকাল.... কয়টার সময়?"

"স্কুল ছুটির পর। ধরো পাঁচটা নাগাদ, নাগামেগুরো স্টেশনের আশপাশে?"

কয়েকমুহূর্ত ইতস্তত করার পর অবশেষে রাজি হলো কুরোসাওয়া। "আচ্ছা," বলল সে।

"আগামীকাল দেখা হচ্ছে তাহলে। সুগিনোকে জানিয়ে দেব।"

ইউতো ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরলে তাকে পেছন থেকে ডাকল কুরোসাওয়া। "আয়ো!" ঘুরে তাকাল ইউতো। "কী ঘটেছে আসলে?" জিজ্ঞেস করল কুরোসাওয়া।

"তুমি জানো কী ঘটেছে," জবাব দিলো ইউতো। "খুন হয়েছে আমার বাবা।"

কুরোসাওয়াকে রেখে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বাগানের গেট খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ইউতো।

অধ্যায় ২৯

বুলেট ট্রেনে চড়ে বসল মাতসুমিয়া ও কাগা। নয়টা বিশে টোকিও স্টেশন ছেড়ে গেল ট্রেনটা। কারুইজাওয়া পৌঁছানোর কথা দশটা বত্রিশ মিনিটে।

"ওখানে হয়তো অনেক শীত পড়বে। তুমি প্রস্তুত তো?" লাগেজ র‍্যাকে নিজের কোটটা রেখে বসার পর বলল কাগা। মাতসুমিয়ার সাথে একটা ব্যাগ আছে। তবে জার্নির সময় ভারী কিছু সাথে নিতে পছন্দ করে না কাগা।

"আমার মতে লোকে কারুইজাওয়াতে যায় গরমের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য। কিছু লোক আবার ওখানে বছরের পর বছর ধরে থেকে যায়," বলল মাতসুমিয়া। "মহিলা বলেছে, ওরা না-কি ওখানে তাদের পুরানো হলিডে হোমেই বসবাস করছে।"

মাতসুমিয়ার বলা এই "মহিলা" হলো তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামার মা। গতরাতে মাতসুমিয়া তাকে ফোন করে জানায় ওরা আজকে দেখা করতে আসবে। দেখা করতে যাওয়ার কারণ অবশ্য খোলাসা করেনি। শুধু বলেছে তার ছেলের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়।

অপ্রত্যাশিতভাবে খুব সহজেই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে এই কারুইজাওয়া যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে ওরা। ইয়াশিমা যে দোষী এই থিওরির ভিত এখন একেবারে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে।

বইয়ের দোকানের সেই ম্যাগাজিনটায় ইয়াশিমার আঙ্গুলের ছাপ প্রমাণ করে খুন হওয়ার দিন ক্যাফেতে আওইয়াগি যার সাথে দেখা করেছিল সে ইয়াশিমা নয়, অন্য কেউ। এতেই বদলে গিয়েছে কেসের প্রেক্ষাপট।

তবে ইয়াশিমার খুনি হওয়ায় সম্ভাবনা পুরোপুরি বাতিল করে দিচ্ছে না এটা। অনেকের মতে এমনও হতে পারে বুকশপ থেকে বেরিয়ে হুট করেই আওইয়াগির সাথে দেখা হয়ে যায় ইয়াশিমার। মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ছিনতাই করে সে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, আওইয়াগির সাথে ক্যাফেতে যে ছিল কেন সে বাঁচাতে এগিয়ে এলো না। শুধুমাত্র ঝামেলায় জড়াতে চায় না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঘটনাটা ঘটতে দেখছিল সে?

"তোমরা যে লাইনে তদন্ত করছ মনে হয় সেটাই ঠিক," বলে ইশিগাকি। তার চোখে সামান্য হুমকির ইঙ্গিত। যেন সে বলতে চাইছে, *আমি তোমাদেরকে তোমাদের খেয়াল খুশি মতো তদন্ত করতে দিয়েছি। এখন সময় এসেছে সঠিক ফলাফল প্রদর্শনের।*

সত্যি বলতে ওদের দু'জনেরই কোনো ধারণা নেই তিন বছর আগে সুইমিংপুলে ঘটা দুর্ঘটনার পিছনে কী ধরনের গোপন রহস্য লুকানো আছে। গতকাল ইউতো আওইয়াগির সাথে কথা বলার পর ওই সাঁতার দলের আরও কয়েকজন সদস্যের সাথে কথা বলে মাতসুমিয়া ও কাগা। ওদের কাউকে দেখেই মনে হয়নি কিছু লুকাচ্ছে ওরা অথবা ওদের কথাবার্তায় সন্দেহজনক কিছু আছে।

"আমার মতে ইয়োশিগামা পাগলের মতো ওভাবে পুলে নেমেছিল। নিজের ওপর অতি আত্মবিশ্বাসী ছিল সে। ওই দলের সহকারী কোচ ও সাবেক সদস্য তার সাঁতারকে স্কির সাথে তুলনা করত। ফলে প্রতিযোগিতার ওরকম অপ্রত্যাশিত ফলাফল তার জন্য বড় ধাক্কা হয়েই এসেছিল," কণ্ঠে আবেগ নিয়ে বলে সাঁতার দলের একজন।

ধারণাটা হলো, সাঁতার দলের ট্রেনিং সেশনে দুর্ঘটনাটা ঘটা একদম বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা এমন হলে সবার জবানবন্দি মিলত না, আর কেউ না কেউ মুখ ফসকে সত্যিটা বলে ফেলত।

কেসটা নিয়ে এসব চিন্তা করছিল মাতসুমিয়া, এমন সময় ট্রেন ব্রেক কষল কারুইজাওয়া স্টেশনে।

পুরো যাত্রায় দুই ডিটেকটিভ তেমন কোনো কথাই বলেনি। উঠে দাঁড়িয়ে মাড়মোড়া ভেঙে মাথা ঝাঁকাল কাগা। নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছিল ও, ভাবল মাতসুমিয়া।

স্টেশনের বাইরে এসেই একটা ক্যাব পেল ওরা। ড্রাইভারকে গন্তব্য বুঝিয়ে দিলো।

সবুজে ঘেরা পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকল ট্যাক্সিটা। যদিও চারপাশটা তুষারে ঢাকা নয়, তবুও গাড়ির ভেতরে বসে অনুভব করা যাচ্ছে হাড় কাঁপানো শীত। রাস্তার সবার পরনে শীতের মোটা কাপড়। তীব্র শীত মোকাবেলায় সবাই প্রস্তুত।

হলিডে হোমসগুলোর সামনে এসে থামল ট্যাক্সি।

"এর আশেপাশেই হবে কোথাও বাসাটা," বলল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

ট্যাক্সি থেকে নেমে সব থেকে কাছের গেটপোস্টটা চেক করে দেখল মাতসুমিয়া। গেটের পাশে একটা কাঠের ফলকে লেখা "ইয়োশিগামা"।

"এটাই ওদের বাড়ি," কাগাকে বলল সে। এখনও ট্যাক্সির ব্যাকসিটে বসে রয়েছে কাগা।

ড্রাইভারকে ভাড়া বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো কাগা। "মারাত্মক ঠান্ডা।" কোটের বোতাম লাগানো শুরু করল ও।

কোনো ইন্টারকম না থাকায় ধাক্কা দিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেল দু'জনে। ভেতরের বাগানটা মোটামুটি ভালোই, বাগানের মধ্যে দিয়েই সরু পথ চলে গিয়েছে সদর দরজা পর্যন্ত।

বাদামী রঙয়ের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভূত হলো ওদের। জানালাগুলো লাগানো, সদর দরজাটা একটু উঁচুতে। সম্ভবত তুষার জমে যাতে সমস্যা না হয় এজন্য।

সদর দরজার কোণায় রয়েছে একটা ইন্টারকম। ইন্টারকমের বেল চাপল মাতসুমিয়া। "হ্যাঁ, হ্যালো," নরম একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। কণ্ঠটা মহিলার।

"টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ থেকে এসেছি। গতকাল কথা হয়েছিল আমাদের।"

"আচ্ছা।"

কয়েক সেকেন্ড পর তালা খোলার আওয়াজ ভেসে এলো। এরপর খুলে গেল দরজাটা। একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। মহিলাটার মাথাটা তুলনামূলকভাবে ছোট। তার পরনে জিন্স ও সোয়েটার। বয়স পঞ্চাশের মতো। ধূসর চুলগুলো পেছনে বাঁধা। ফোনে আলাপ হওয়ায় কারণে মাতসুমিয়া জানে এই মহিলার নাম মিয়েকো। নিজেদের পরিচয় দিলো দুই ডিটেকটিভ। ওদেরকে ভেতরে আসতে বলল মহিলা। ঘরের ভেতরকার বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে ফুলের মৃদু সুবাস।

"তোমোইয়ুকি কোথায়?" জুতো খুলে মহিলার দেয়া স্লিপারে পা গলিয়ে জিজ্ঞেস করল কাগা।

মিয়েকো ইয়োশিগামা দুই হাত একত্র করে দুইজন ডিটেকটিভের দিকে তাকাল। "লিভিংরুমে আছে ও।"

একটা প্যাসেজ দিয়ে ওদেরকে নিয়ে গেল সে। প্যাসেজের শেষে রয়েছে একটা দরজা। "এখানেই," বলল সে। এরপর ভেতরে ঢুকল ওরা দু'জন। লিভিংরুমটা দুই তলার। এতে কিচেন ও ডাইনিং এরিয়া রয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এর অভিজাত্যের ছাপ। ঘরটাতে রয়েছে কয়েকটা সোফা ও টেবিল, জানালার ঠিক পাশে রয়েছে একটা রকিং চেয়ার। ওই রকিং চেয়ারে বসে আছে একটা ছেলে।

তার শরীরের ওপরের অংশ কম্বলে মোড়ানো আর পায়ে স্নিকার্স। ওদের মুখোমুখি হয়ে বসে আছে ছেলেটা, কিন্তু তার চোখ বন্ধ। ছেলেটা দুর্বল, তার ত্বক পোর্সেলিনের মতো সাদা। চুলগুলো নিখুঁতভাবে ছাটা।

ধীরে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে নিরীক্ষা করে দেখল মাতসুমিয়া। কোনো পেশী একবিন্দুও নড়ালো না ছেলেটি। একেবারে মরার মতো স্থির হয়ে আছে সে।

"শুধু শ্বাসটাই নিজে নিতে পারে ও," বলল মিয়েকো ইয়োশিগামা। "মাঝেমধ্যে মন ভালো থাকলে ওর অভিব্যক্তি বদলায় অবশ্য।

"কখনো কি চোখ খোলে ও?"

মিয়েকোকে হাসতে দেখে একধাপ পিছিয়ে দাঁড়াল কাগা।

"ঘুমাচ্ছে ও, সবসময়ই ঘুমায়। ফলে না, চোখ খোলে না কখনো।"

মহিলা এমন একটা ভাব ধরল যেন মনে হলো কিছুই হয়নি তার ছেলের। সবকিছু ঠিক আছে। যেন নিজের ভালোর জন্য নিজের সাথে এই অভিনয় করে সে।

"দয়া করে বসুন," বলল মহিলা। দু'জন গিয়ে বসল সোফাতে।

চা বানিয়ে এনেছে মিয়েকো। চিনামাটির কাপে চা দিয়েছে ওদেরকে।

"আপনারা কবে এখানে চলে এসেছেন?" জিজ্ঞেস করল কাগা।

"ওই দুর্ঘটনার এক বছর পর আমার স্বামী রিটায়ার করে। টোকিওর বাড়িটা বেঁচে দিয়ে এখানে চলে আসি আমরা। তোমোইয়ুকিকে পরিষ্কার, বিশুদ্ধ বাতাসে রেখে দেখাশোনা করতে চেয়েছি।"

"আপনার স্বামী কোথায়?"

"টোকিওতে গিয়েছে সে। রিটায়ার করলেও কয়েকটা কোম্পানির পরামর্শক হিসেবে কাজ করে। ফলে মাঝেমধ্যে টোকিওতে যেতে হয় তাকে," হেসে উত্তর দিলো মহিলা।

ভাগ্যিস এই পরিবারটা স্বচ্ছল, ভাবল মাতসুমিয়া। নিম্নবিত্ত পরিবারের জন্য তোমোইয়ুকির যত্ন-আত্তি ও চিকিৎসার খরচ ধরাছোঁয়ার বাইরে হত।

"কী ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন আপনারা?"

সামান্য সামনে ঝুঁকে বসল কাগা। "আপনার ছেলের ব্যাপারে কথা বলতে। আমাদের রেকর্ড বলছে আপনি কোনো প্রকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তাহলে কি ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই?"

সামান্য মাথা নাড়ল মিয়েকো। "সত্যি বলতে আমার সেরকম কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন নেই এই ঘটনার ব্যাপারে। আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি আমার ছেলে একা একা পুলে নেমেছে বা ডুবে গিয়েছে। ছোটবেলা থেকে সাঁতার শিখছে। পানির সাথে সবসময় সখ্যতা ওর। জানত পানিতে কীভাবে থাকতে হয়।"

"তাহলে এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে স্কুল থেকে দেওয়া ব্যাখ্যা আপনি মানেন না?"

"না মেনে উপায় ছিল না। পুলিশ বলেছে ওরা সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পায়নি। তাছাড়া, ছেলের যত্ন নেওয়াকেই সবসময় প্রাধান্য দিয়েছি আমরা। এই ঘটনার জন্য দায়ী কে সেটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাইনি আর।" রকিং চেয়ারে বসা নিজের ছেলের দিকে তাকাল মিয়েকো। "আমি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলাম, হয়তো হ্যাঁ, সবকিছু ওভাবেই ঘটেছে। কারণ আমার ছেলে সবসময় বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল ছিল... "

"কী বলতে চাইছেন?"

"ওই সাঁতার প্রতিযোগিতার দিন আসলেই উদ্বিগ্ন ছিল তোমোইয়ুকি। বারবার বলছিল, 'আমি যদি আমার সতীর্থদের হতাশ করি?'"

"হতাশ করা বলতে?"

"সাঁতারের রিলে দলে সুযোগ পায় ও। ওই দলের সবাই তৃতীয় বর্ষের ছিল। তোমোইয়ুকি একাই ছিল দ্বিতীয় বর্ষের। বয়সে বড় সতীর্থদের হতাশ করতে চায়নি ও।"

"তাহলে রিলে দলে ছিল সে, তাই না?"

"আপনারা," বলে উঠল মিয়েকো। "আসলে কী ধরনের তদন্ত করছেন? ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে এখন এসে এসব জানতে চাইছেন কেন?"

তার প্রশ্নটা যৌক্তিক।

"সম্প্রতি টোকিওতে একটা খুন হয়েছে," বলল কাগা। "এটাই তদন্ত করছি আমরা।"

"খুন?" অস্বস্তি ফুটে উঠল মিয়েকোর চেহারায়।

"দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার পরিবারের কাউকে কোনোভাবেই এতে জড়ানো হচ্ছে না। তবে আমাদের ধারণা আপনার ছেলের দুর্ঘটনার সাথে ওই খুনের ভিক্টিমের একটা নির্দিষ্ট আচরণের কোনো সংযোগ আছে। এজন্যই আপনার সাথে দেখা করতে আসা।"

"খুনের ভিক্টিম কে?"

"আওইয়াগি নামের এক লোক। তাকেয়াকি আওইয়াগি। নামটা কি পরিচিত লাগছে?"

"আওইয়াগি.... নামটা শুনেছি মনে হচ্ছে.... নাহ চিনতে পারলাম না।"

নামটা যদি সে শুনেই থাকে, তবে সেটা তোমোইয়ুকির মুখেই শুনেছে, ভাবল মাতসুমিয়া। নিশ্চিতভাবেই সাঁতার দলের সদস্যদের নিয়ে বাসায় কথা বলত তোমোইয়ুকি।

ওদের নিজ থেকে জানানো উচিত হবে না তাকেয়াকি আওইয়াগি হচ্ছে ওই

সাঁতার দলের এক সদস্যের বাবা, ভাবল কাগা।

"নিহনবাশি এলাকার সুতেনগু মন্দিরটা চেনেন? শিশু যেন নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হয় লোকে এই প্রার্থনা করতে যায় ওখানে। আবার জায়গাটা ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষার প্রার্থনার জন্যও বিখ্যাত।"

কাগার প্রশ্ন শুনে চোখ পিটপিট করল মিয়েকো। "হ্যাঁ, জায়গাটা চিনি।"

"আমরা জানতে পেরেছি মিস্টার আওইয়াগি নিয়মিত সুতেনগু মন্দিরে যেতেন। একশোটা করে অরিগ্যামি সারস উৎসর্গ করতেন প্রত্যেকবার। কথাটা শুনে কি কিছু মনে হচ্ছে?"

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল কাগা। ওর থেমে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারল মাতসুমিয়া। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে মিয়েকোর চেহারার অভিব্যক্তিকে। চোখ বড় হয়ে গিয়েছে তার, হাঁসফাঁস করছে সে।

"নিশ্চয়ই কিছু মনে হচ্ছে আপনার," নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিলো কাগা।

উন্মত্ত হয়ে মাথা নেড়ে সায় জানাল মিয়েকো। "অবশ্যই মনে হচ্ছে। লোকটা নিশ্চিত টোকিও হানাকো।'"

"হানাকো?"

"এক মিনিট দাঁড়ান," কথাটা বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মিনেকো।

কাগার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো মাতসুমিয়ার। তার মামাতো ভাই যত দক্ষ ডিটেকটিভ-ই হোক না কেন, এই মুহূর্তে কী ঘটছে মাথায় ঢুকছে না ওর-ও। তবে দু'জনই এটুকু ধারণা করতে পারছে, গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র হাতে আসতে চলেছে ওদের।

ফিরে এলো মিয়েকো। তার হাতে একটা ল্যাপটপ।

"আসলে আমার নিজস্ব একটা ব্লগ আছে। ব্লগটা খোলার পর, শুরুর দিকে আমার ছেলের পরিচর্যার ব্যাপারে বিভিন্ন আপডেট দিতাম। কয়েকদিন পর অন্যান্য মানুষরাও আমাকে সমর্থন ও সমবেদনা জানাতে লাগল।" কথা বলার সময় ল্যাপটপ কম্পিউটারটা চালু করল মিয়েকো।

"আর টোকিও হানাকো ওদেরই একজন?"

কাগার প্রশ্নের জবাবে মাথা নেড়ে সায় জানাল মিয়েকো।

"এক পর্যায়ে গিয়ে ইমেইল আদান-প্রদান শুরু করি আমি ও হানাকো। আমার মনে হয়েছিল সে কোনো পুরুষ। ঈশ্বর। আপনারা বলতে চাইছেন সে-ই খুন হয়েছে?"

"একশো অরিগ্যামির ব্যাপারে কিছু জানেন?"

"হ্যাঁ। ঐতিহ্যগতভাবে মন্দিরে এক হাজারটা অরিগ্যামি না দিয়ে একশো করে দশ সেটে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার ব্লগে এসব লেখা আছে। চাইলে পড়তে পারেন।" ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে দিলো মিয়েকো, যাতে দুই ডিটেকটিভ স্ক্রিনটা দেখতে পারে। "ব্যাপারটা একটু লজ্জাজনক।"

স্ক্রিনে একটা ব্লগপেইজের ওপরের অংশ দেখা যাচ্ছে। রঙিন ইলাস্ট্রেশন করা এতে।

"দেখো!" পেইজের ওপর আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল কাগা। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল মাতসুমিয়া।

ব্লগটার নাম "কিরিনের ডানা"।



অধ্যায় ৩০

দুপুর দুইটার পর স্টেশনে ফিরে এলো কাগা ও মাতসুমিয়া। কাগার পরামর্শে সরাসরি শুবুনকান হাইস্কুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো ওরা।

স্কুলে গিয়ে সোজা অফিসে চলে গেল। গতদিন যে মহিলা ওদের অতিথি কক্ষে নিয়ে বসিয়েছিল সে ওদেরকে আবারও দেখে অবাক হলো।

"এভাবে হুট করে আসার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত," বলল কাগা। "তবে আমাদের মিস্টার ইতোকাওয়ার সাথে আলাপ করা জরুরি।"

দ্রুত কম্পিউটারের কী-বোর্ড চাপল মহিলা। "এখন ক্লাসে আছেন তিনি। বিষয়টা কি বেশি জরুরি?"

"নাহ। উনি ব্যস্ত থাকলে আমরা ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব। আগেরদিন যেখানে বসেছিলাম ওখানে গিয়ে বসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। একা যেতে পারবেন তো?"

"সমস্যা নেই।"

অতিথি কক্ষে গিয়ে ঠিক গতদিনের মতো পাশাপাশি দুটো সোফাতে বসল দু'জন। দু'জনের কেউই কোনো কথা বলল না। বুলেট ট্রেনে ফেরার সময় যা যা বলা দরকার বলে নিয়েছে। (যদিও কাগার থিওরির ব্যাখ্যা শুনেছে মাতসুমিয়া।)

গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক কিছুই আলোতে এসেছে। এখন যেকোনো সময় সত্যিটা উন্মোচন করে ফেলতে পারবে বলে কাগা ও মাতসুমিয়া দু'জনই আত্মবিশ্বাসী।

ক্লাস শেষে ঘণ্টা বেজে উঠল। বাইরের প্যাসেজে হই হই করে বেরিয়ে আসতে থাকল ক্লাসের ছেলেরা। ওদের কোলাহল অনেকটা গর্জনের মতো শোনাল।

কয়েক মিনিট পর খুলে গেল অতিথি কক্ষের দরজা। বান্দা হাজির, অর্থাৎ ইতোকাওয়া এসেছে। আগের দিনের থেকে আরও সতর্ক দেখাচ্ছে তাকে।

মাতসুমিয়া ও কাগা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করে অভ্যর্থনা জানাল তাকে।

"এখন আবার কী চান আপনারা। আমার মনে হয় না আপনাদেরকে বলার মতো আর কিছু আছে," বিরক্তি লুকানোর চেষ্টা না করে রুক্ষভাবে বলল ইতোকাওয়া।

"এভাবে বিরক্ত করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে একটা জিনিস দেখতে এসেছি," বলল কাগা।

"কী?"

একমুহূর্ত থামল কাগা। "ওই সাঁতার প্রতিযোগিতার ফলাফল," বলল ও। "জানেন-ই তো, তিনবছর আগে ওই দুর্ঘটনার দিন একটা সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ওই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ফলাফলটা যদি দেখান তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব।"

বিকৃত হয়ে গেল ইতোকাওয়ার চেহারা।

"কেন ওই জিনিস দেখতে চান?" কর্কশ কণ্ঠে বলল ইতোকাওয়া।

"সবাই বলছে তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামা যা করেছে সেটা সে করেছে কেননা সেদিন তার ফলাফল আশানুরূপ ছিল না বলে হতাশ ছিল সে। এটা ভেবে আমরা শুধু দেখতে চাই কতটা খারাপ ছিল তার সেদিনের ফলাফল।"

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ইতোকাওয়া। "ওটা দেখে কী লাভ? সবাই জানে ইয়োশিগামা খারাপ করেছে সেদিন। আমি নিজেও বলছি।"

"আমরা আসলে চাইছি," একধাপ এগিয়ে গেল কাগা। "ফলাফলের বিস্তারিত দেখতে। আপনি যথাযত সহযোগিতা করলে খুশি হবো।"

দীর্ঘদেহী ডিটেকটিভকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে একটু অস্বস্তি হলো ইতোকাওয়ার।

"ঠিক আছে। দেখতে চাইলে একটু অপেক্ষা করুন।"

"নাহ, আমরা আপনার সাথে আসছি। স্টাফরুমটা তো এখানেই, ঠিক না?"

"রেকর্ড স্টাফরুমে রাখা হয় না। ওগুলো কোচরুমে আছে।"

"কোনো সমস্যা নেই। আমরা যাবো আপনার সাথে।"

উঠে দাঁড়িয়ে কাগার সাথে কাঁধ মিলিয়ে মাতসুমিয়া বলল, "চলো, যাওয়া যাক।"

ক্রোধের সাথে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরটা থেকে বেরিয়ে গেল ইতোকাওয়া। তাকে অনুসরণ করল মাতসুমিয়া ও কাগা। মূল স্কুল ভবনের বাইরে ছাত্ররা দলে দলে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। মাতসুমিয়া কাগার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল ওরা। শিক্ষক ব্যতীত যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরাই ওদের জন্য আগ্রহের পাত্র।

কোচরুম একটা ছোট ভবনের দ্বিতীয় তলায়। ভবনটি ঠিক সুইমিংপুলের পাশে।

ঘরটার তালা খুলল ইতোকাওয়া। ঘরটা ছোট্ট, এতে রয়েছে একটা ডেস্ক, কয়েকটা লকার ও একটি কেবিনেট। শেলফে সারি করে সাজানো অনেকগুলো

মোটা বাইন্ডার। ওগুলোর স্পাইনের লেখা দেখে বোঝা যাচ্ছে এসব বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল।

"ঠিক এটারই খোঁজ করছিলাম আমরা," একজোড়া সাদা গ্লোভস পরে বলল কাগা। "আমরা নিজেরা দেখলে কিছু মনে করবেন না তো?"

"দেখেন, আর কী বলব," রাগান্বিত হয়ে বলল ইতোকাওয়া।

গ্লোভস পরে নিল মাতসুমিয়া। এদিকে ফাইলগুলোর পৃষ্ঠা উলটে পালটে দেখা শুরু করেছে কাগা।

একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় গিয়ে থেমে গেল ওর হাত। প্রতিযোগিতার তারিখ ১৮ আগস্ট, ঠিক তিন বছর আগের। ওইদিনই ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা।

অন্যান্য ইভেন্টের রেকর্ড ও সাঁতারুদের নাম খতিয়ে দেখছিল মাতসুমিয়া। পঞ্চাশ মিটার ফ্রি-স্টাইলে তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামার নামটা দেখে থেকে গেল সে। ইউতো আওইয়াগিও ওই একই ইভেন্টে সাঁতরেছে, লক্ষ্য করল মাতসুমিয়া।

গ্লোভস পরা হাত দিয়ে আরেকটা পৃষ্ঠায় ইঙ্গিত করল কাগা। দুইশো মিটার রিলের খতিয়ান ওটা। দলের সদস্যদের নাম পড়ে ঢোক গিলল মাতসুমিয়া।

প্রথম লেগ- ইউতো আওইয়াগি (তৃতীয় বর্ষ)
দ্বিতীয় লেগ- তাতসুয়া সুগিনো (তৃতীয় বর্ষ)
তৃতীয় লেগ- তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামা (দ্বিতীয় বর্ষ)
চতুর্থ লেগ- শোতা কুরোসাওয়া (তৃতীয় বর্ষ)

"এটা নোট করে নাও," ফিসফিস করে বলল কাগা। মাতসুমিয়াকে না বললেও চলত, কেননা ইতোমধ্যে কলম বের করে ফেলেছে সে। প্রতিযোগিতার ফলাফলে কোনো আগ্রহ নেই ওদের। ওই রিলে দলে কে কে ছিল সেটাই মূলত জানতে চেয়েছিল ওরা।

ইউতো আওইয়াগি বা তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামার কেউই আর কোনো ইভেন্টে অংশ নেয়নি।

ফাইলটা বন্ধ করে শেলফে রেখে দিলো কাগা। দুইজন ডিটেকটিভই প্রায় একই সাথে ঘুরে ইতোকাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়াল। আঁধার নেমে এসেছে তার চেহারায়, চোখে ফুটে উঠেছে ধূর্ততার সামান্য ছাপ।

"খুশি এখন?" বলল ইতোকাওয়া।

"খুব খুশি। আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"আবার কী প্রশ্ন? বুঝতেই পারছেন আমি অনেক ব্যস্ত।"

"আপনি কোন বিষয় পড়ান?"

সন্দেহের দৃষ্টিতে ভ্রূকুঁচকে তাকাল ইতোকাওয়া। "গণিত।"

"আসলেই? জুনিয়র হাইস্কুলের গণিতে তো সব ধরনের সূত্র-ই থাকে—পিথাগোরাসের উপপাদ্য, দ্বিঘাত সমীকরণ এগুলো।"

"তো এগুলো দিয়ে কী হবে?"

"সূত্র মনে থাকলে তো যেকোনো ধরনের সমস্যাই সমাধান করা যায়। কিন্তু যদি সূত্র-ই ভুলভাবে পড়েন তাহলে তো সবকিছুই বারবার ভুল হবে। ঠিক না?"

"অবশ্যই।" বলল ইতোকাওয়া। তার চেহারার অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল সে ভেবে মরছে কোনদিকে এগোচ্ছে কাগা।

"নিশ্চিত করবেন আপনার ছাত্ররা যেন সব সূত্র ঠিকভাবে মুখস্থ করে।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে এই উপদেশ আপনার না দিলেও চলবে।"

"আমারও সেটাই মনে হয়। আচ্ছা, দুঃখিত। আর সহায়তার জন্য ধন্যবাদ," দ্রুত বলল কাগা। এরপর মাতসুমিয়াকে ইঙ্গিতে বোঝাল যাওয়ার সময় হয়েছে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে একটা স্থানীয় রেঁস্তোরায় গিয়ে লাঞ্চ সারল ওরা।

খাওয়া শেষে ব্যাগ থেকে কয়েকটা কাগজ বের করল মাতসুমিয়া। সাঁতার দলের সদস্যদের ব্যাপারে বিস্তারিত আছে এই ফটোকপি কাগজে।

"তাতসুয়া সুগিনো আর শোতা কুরোসাওয়া এই দু'জন ও ইউতো আওইয়াগি তিনবছর আগে ঘটা দুর্ঘটনার সাথে জড়িত। এই ব্যাপারে আমরা শতভাগ নিশ্চিত।"

লাঞ্চের পর নেওয়া কফিতে চুমুক দিয়ে মাথা নেড়ে সায় জানাল কাগা।

"খুব সম্ভবত। অথবা ওদের কাছে এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। যা ওরা কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারবে না। গতকাল স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে কাউকে রক্ষার চেষ্টা করছে ইউতো। সম্ভবত বাকি দু'জনকে। আমার ধারণা ওদের অনুমতি না নিয়ে আমাদেরকে সত্যিটা বলতে পারবে না সে।"

"ওই তিনজনকে একত্র করে মুখ খোলাতে হবে সম্ভবত।"

ফটোকপিটা নিজের দিকে টেনে নিল কাগা।

"আমি তাতসুয়া সুগিনোর কাছে যাবো। তুমি শোতা কুরোসাওয়াকে সামলাও।"

"বুঝেছি।"

উল্লেখিত ঠিকানা দেখে বোঝা গেল দুটো ছেলে একে অপরের থেকে বেশ দূরত্বে থাকে।

"সাড়ে চারটা বাজে, দ্রুতই স্কুল ছুটি হবে," হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল কাগা।

"শোতা কুরোসাওয়াকে কি উঠিয়ে আনব?"

একমুহূর্ত ভাবল কাগা। "আওইয়াগির বাড়িকে আমাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয়?" জিজ্ঞেস করল ও। "ইউতো সম্ভবত ওখানেই আছে এখন। আর না থাকলেও দ্রুত চলে আসবে।"

"হ্যাঁ, মন্দ হয় না। শোতা কুরোসাওয়াকে খুঁজে বের করে তোমাকে কল দিবো।"

"ঠিক আছে।"

রেস্তোরাঁর বাইরে বেরিয়ে কাগার থেকে আলাদা হয়ে একটা ক্যাবে উঠল মাতসুমিয়া। ক্যাবে জিপিএস আছে। ফলে শোতার বাড়ির ঠিকানা জিপিএসে ইনপুট দিতে বলল ড্রাইভারকে।

একটা আবাসিক এলাকার মাঝামাঝি গিয়ে থামল ক্যাব। ভাড়া দিয়ে নেমে গেল মাতসুমিয়া। হেঁটে প্রত্যেকটা বাড়ির নামফলক দেখতে থাকল সে। অবশেষে খুঁজে পেল কুরোসাওয়ার বাড়ি। বাড়িটা বড়সড়, ইউরোপীয় ধাঁচের।

ইন্টারকম চেপে নিজের নাম বলল মাতসুমিয়া। "টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ" শব্দটা শোনার পর এক ডিগ্রি নিচে নেমে গিয়েছে ভেতর থেকে জবাব দেওয়া মহিলার কণ্ঠস্বর।

সদর দরজায় দাঁড়ানো ওই মহিলার পরনে লাইলাক ডিজাইনের কার্ডিগান। সম্ভবত সে শোতা কুরোসাওয়ার মা। মাতসুমিয়া জানাল তার ছেলের সাথে কথা বলতে চায় সে। কথাটা শোনার পর একটু অস্বস্তিবোধ হলো মহিলার।

"ও কি খারাপ কিছু করেছে?"

"না, না," হেসে হাত নেড়ে নাকচ করে দিলো মাতসুমিয়া। "তাকে শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। এখনো ফেরেনি সে?"

"ফিরেছিল তো। এরপর আবার বেরিয়ে গিয়েছে। কোনো বন্ধুর সাথে যেন দেখা করতে যাবে বলছিল।"

"বন্ধু? তার বর্তমান স্কুলের কোনো বন্ধু?"

"নাহ। জুনিয়র হাইস্কুলের ক্লাবের বন্ধু।"

"ক্লাব বলতে? সাঁতার দলের কথা বলছেন?"

এই ডিটেকটিভ ছেলের ব্যাপারে এত নির্দিষ্টভাবে জানে দেখে একটু বিব্রত দেখাল মহিলাকে। "হ্যাঁ, ঠিক।" উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। হাত দিয়ে কপাল ঘষলো সে।

"কোন বন্ধু?"

"ছেলেটার নাম... আওইয়াগি।

দমবন্ধ হবার জোগাড় হলো মাতসুমিয়ার। এটা কি কোনো কাকতলীয় ঘটনা? ভাবল সে।

"দেখা করতে কোথায় গিয়েছে বলতে পারবেন?"

"ঠিক নিশ্চিত নই," একদিকে মাথা হেলালো মহিলা। "তবে স্টেশনের দিকে দেখা করবে না-কি যেন বলছিল।"

হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল মাতসুমিয়ার। পরিস্থিতি ক্রমেই হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

"আমি চাইছি, এইমুহূর্তে আপনি আপনার ছেলেকে কল দিয়ে জানুন কোথায় আছে সে। আমার ব্যাপারে একটা কথাও বলবেন না।"

"কিহ... কীভাবে প্রশ্নটা করব আমি?"

"সেটা আপনার ব্যাপার।"

ঘরের ভেতরে চলে গেল শোতা কুরোসাওয়ার মা। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে তার চেহারায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় কাগাকে ফোন দিয়ে পরিস্থিতি জানাল মাতসুমিয়া।

"ব্যাপারটা আসলেই দুশ্চিন্তার। আমি স্টেশনের দিকে এগোচ্ছি। ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"তাতসুয়া সুগিনোর কী খবর?"

"ওই ছোড়াও এখনো স্কুল থেকে ফেরেনি। কে জানে, হয়তো সে-ও ইউতো আর কুরোসাওয়ার সাথে দেখা করতে গিয়েছে।"

"ঠিক এই মুহূর্তে তিনজন দেখা করছে... তোমার কি মনে হয় এটা কাকতালীয়?"

"কখনোই না। বাবার খুন ইউতোর মন-মানসিকতায় একটা পরিবর্তন এনেছে। এর ওপর গতকাল তার কাছে ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে জানতে চেয়েছি আমরা, ফলে হয়তো সে খুন আর ওই দুর্ঘটনার সংযোগ নিয়ে ভেবেছে।"

"খুব অস্থির লাগছে আমার।"

"আচ্ছা। এই মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা ছাড়া কিছু করার নেই আমাদের। ওই ছেলেগুলোর অবস্থান খুঁজে বের করতে হবে।"

"বুঝতে পেরেছি," বলল মাতসুমিয়া। কলটা কাটার সাথে সাথেই খুলে গেল সদর দরজা। হতবিহ্বল দেখাল শোতা কুরোসাওয়ার মাকে।

"স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও আছে ও। কিন্তু ঠিক কোথায় আছে সেটা বলল না।"

আর কিছু করার নেই তাহলে। মহিলার কাছ থেকে শোতা কুরোসাওয়ার সেলফোন নম্বরটা নিয়ে রওয়ানা দিলো মাতসুমিয়া।

নাকমেগুরো স্টেশন এলাকায় এসে সব ক্যাফে, ফাস্টফুডের দোকান ও রেঁস্তোরা ঘুরে দেখতে লাগল সে। কিছুক্ষণ পরপর ফোনে যোগাযোগ চলতে থাকল কাগার সাথে। সমস্যাটা হলো, ওরা যাদের খোঁজ করছে তাদের সমবয়সী অনেক কিশোর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে জটিল হয়ে গিয়েছে কাজটা।

একটা বার্গারের দোকান পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় পরিচিত স্কুল ইউনিফর্ম চোখে পড়ল মাতসুমিয়ার। থেমে ভালোমতো দেখল সে। জানালার ধারের কাউন্টারের কাছে বসে আছে ইউতো আওইয়াগি। তার পাশে বসা লম্বা চুলের ছেলেটা কি শোতা কুরোসাওয়া?

কাগাকে কল করে বিষয়টা জানাল সে।

দ্রুতই চলে এলো কাগা। দু'জন মিলে এগিয়ে গেল বার্গারের দোকানটার দিকে। সরাসরি ইউতো ও শোতার কাছে গেল ওরা। লম্বা চুলের ছেলেটাই ওদেরকে প্রথম লক্ষ্য করে ঘুরে বসল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল ইউতো।

"তুমিই কুরোসাওয়া, ঠিক না?" লম্বা চুলের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল কাগা।

"হলেই বা কী?" পাল্টা প্রশ্ন করল ছেলেটা।

ইউতোর দিকে তাকাল কাগা। "যেকোনো সময় সুগিনো এসে হাজির হবে বলে আশা করছ?"

কিছুই বলল না ইউতো। একপাশ থেকে তার চেহারা দেখে মাতসুমিয়া বুঝল শক্ত থাকার চেষ্টা করছে ছেলেটা। কমবয়সী ছেলেপেলেরা যেমনটা করে আরকি।

"আমার ধারণাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে।"

"জাহান্নামে যান," তীক্ষ্ম দৃষ্টি হেনে বলল ইউতো। "আমরা এখানে কার জন্য অপেক্ষা করছি সেটা আপনাদের মাথাব্যথা না। কোনো আইন ভাঙছি না আমরা।"

"আইন ভেঙেছ বলেই না এই ছোট্ট মিটিংটার আয়োজন করেছ তোমরা?"

কাগার কথাটা শুনে রক্ত সরে গেল দুই কিশোরের চেহারা থেকে।

লাল হয়ে গিয়েছে শোতা কুরোসাওয়ার চোখ।

"সুগিনোর কখন আসার কথা?" জিজ্ঞেস করল কাগা

"ও আসছে না," বলল ইউতো। "ওকে পাঁচটার দিকে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু এখনো ওর দেখা নেই। আমার কল বা মেসেজ কিছুর-ই জবাব দেয় না।"

নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। ইতোমধ্যে আধা ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে।

"এই মিটিংটার পরিকল্পনা কখন করেছ?" জিজ্ঞেস করল কাগা।

"লাঞ্চের সময়। ওকে টেক্সট মেসেজ দিয়ে জানাই। আমরা একই স্কুলেই পড়ি, কিন্তু ওকে আমার সাথে কথা বলতে দেখলে অন্য ছেলেরা ওকে চিহ্নিত করে রাখতে পারে। এই ঝামেলায় ফেলতে চাইনি ওকে।"

"ওই মেসেজের রিপ্লাই দিয়েছে সে?"

"হ্যাঁ, বলেছে 'আসার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব'। এরপর তাকে মেসেজ দিয়ে বলি, 'তোমাকে আসতেই হবে'। কিন্তু কোনো লাভ হলো না।" জিহ্বা দিয়ে আওয়াজ করল ইউতো।

হাত বাড়িয়ে দিলো কাগা। "মেসেজটা দেখাও আমাকে।"

ঢোক গিললো ইউতো, চোখ বড় হয়ে গিয়েছে তার। "কী?"

"মেসেজটা দেখাও আমাকে। এখনই।"

কাগার জোরাজোরিতে বাধ্য হয়েই নিজের ফোনটা বের করে দিলো ইউতো।

কাগার হাতে থাকা ফোনটার দিকে তাকাল মাতসুমিয়া। তাতসুয়া সুগিনোকে আজ দুটো মেসেজ ঠিকই পাঠিয়েছে ইউতো। প্রথমটায় লিখেছে— "তোমার সাথে কথা বলাটা জরুরি। কুরোসাওয়াকেও ডেকেছি। নাকামেগুরো বার্গার শপে বিকাল পাঁচটার দিকে বসব আমরা। চলে এসো।"

সুগিনো লিখেছে— "বাড়িতে কাজ আছে। নিশ্চিত না আসতে পারব কি না। পারলে অবশ্যই আসব।" এরপরই আরেকটা মেসেজ পাঠায় ইউতো— "ব্যাপারটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে। এটা হয়তো আমার বাবার কেসের সাথে সম্পর্কিত। ইয়োশিগামার সাথে ঘটা দুর্ঘটনার ব্যাপারে গতকাল পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে," লেখা হয়েছে মেসেজটাতে।

ইউতোকে সেলফোনটা দিয়ে মাতসুমিয়ার দিকে ঘুরল কাগা। মামাতো ভাইয়ের চাহনী দেখে আঁতকে উঠল মাতসুমিয়া। কাগার চোখে এই তীক্ষ্ম দৃষ্টি আগে কখনো দেখেনি সে।

"ইনসিডেন্ট রুমে কল করো এখনই। ওরা যেন দ্রুত তাতসুয়া সুগিনোকে ট্র্যাক করে। আমরা হয়তো ইতোমধ্যে অনেক দেরি করে ফেলেছি।"

অধ্যায় ৩১

ঘরের তাপমাত্রা খুব অল্প না হওয়া সত্ত্বেও মনে হচ্ছে যেন তাকে রেফ্রিজারেটরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। ওটা কি শ্বেতশুভ্র দেয়াল? লম্বা টেবিল আর চেয়ারগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছে তার উদ্বিগ্নতা। এই ঘরে আগেও এসেছে সে। ঠিক বাবার মৃত্যুর পরপর। পুরো পরিবারকে নিহনবাশি পুলিশ স্টেশনে আসতে হয়েছিল লাশ চিহ্নিত করতে।

ইউতো এখন একাই আছে। কুরোসাওয়াকেও তার সাথে উঠিয়ে আনা হলেও হয়তো তাকে অন্য রুমে রাখা হয়েছে। ভাবল, কী হচ্ছে তার বন্ধুর সাথে। বার্গারের দোকানে দেখা করলেও তাকে যা বলতে চেয়েছিল সেটা বলতে পারেনি ইউতো। অপেক্ষা করছিল সুগিনোর জন্য।

সে জানে না কী হচ্ছে এসব। কী কারণে সুগিনোর অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কাগা? আর তাকে ও কুরোসাওয়াকে এখানে উঠিয়ে এনে কী করার পরিকল্পনা করছে ওরা?

নিজের সেলফোনের দিকে তাকাল ইউতো। এখনও কোনো রিপ্লাই পাওয়া যায়নি সুগিনোর কাছ থেকে। কল করা উচিত? নাহ, অসংখ্যবার কল করা হয়ে গিয়েছে, একবারও কল ধরেনি শালা।

ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখার পর দরজায় নকের আওয়াজ পেল ইউতো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

কাগা ও মাতসুমিয়া এসে টেবিলের অপরপ্রান্তের চেয়ারে তার মুখোমুখি বসল।

"এখনো সুগিনোর অবস্থান চিহ্নিত করতে পারিনি আমরা," বলল কাগা। "পুরো টোকিও জুড়ে পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো আমরা দু'জনও খুঁজতে বের হতাম। কিন্তু আমাদের হাতে অন্য কাজ আছে। কাজটা হলো, তোমার সাথে কথা বলা।"

ঢোক গেলার চেষ্টা করল ইউতো। কিন্তু গলা শুকিয়ে গিয়েছে। তার চোখের

দিকে তাকাল কাগা। "আমি চাইছি তুমি যা যা জানো সব আমাদেরকে বলো। তিন বছর আগে ঘটা ওই দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে সবকিছু।"

মাথা নিচু করে টেবিলের একটা ফাঁটল খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল ইউতো।

"জানি রুমি অনুতাপে ভুগছ," বলল কাগা। "এই কারণে ওই কাগজের অরিগ্যামিগুলো বানিয়েছিলে তুমি। এই অনুতাপের কারণেই গিয়েছ সুতেনগু মন্দিরে। আর এসবও যথেষ্ট মনে না হলে তুমি দর্শন দেয়া শুরু করো নিহনবাশির সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরে। ঠিক বলছি না?"

চমকে মাথা তুলে তাকাল ইউতো। বিশ্বাসই করতে পারছে না ইতোমধ্যে এতকিছু জেনে গিয়েছে ডিটেকটিভ।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইউতোর দিকে তাকিয়ে আছে কাগা। একপ্রকার গাম্ভীর্য আছে ওই দৃষ্টিতে। সস্তা ও মিথ্যে গল্প বেঁচে খাওয়ার ছেলে ইউতো নয়। এমনকি বার্গারের দোকানে তাকে যেমন ভীত দেখাচ্ছিল এইমুহূর্তে সেটাও দেখাচ্ছে না। সাহসী বলেই মনে হচ্ছে তাকে। ইউতোর মনে হলো, যেমনই হোক না কেন, তার স্বীকারোক্তি মুক্তমনা হয়েই শুনবে কাগা।

"তুমিই আসল টোকিও হানাকো, ঠিক না? আর যে ব্যক্তি এই দায়িত্বটা তোমার কাছ থেকে নিয়েছিল সে হলো তাকেয়াকি আওইয়াগি, তোমার বাবা?"

কাগার কথাগুলো শুনে ইউতোর মনে হলো পথের শেষপ্রান্তে চলে এসেছে সে। সবকিছু খুলে বলার সময় চলে এসেছে।

"ঠিক বলেছেন," বলল ইউতো।

লম্বা শ্বাস ফেলল কাগা। "কথা বলতে প্রস্তুত তুমি?"

"হ্যাঁ," বলল ইউতো।

"কোথা থেকে শুরু করব আমরা? পুলের ওই দুর্ঘটনা থেকে?" জানতে চাইল ও।

"আচ্ছা। ওই ঘটনা থেকেই শুরু করছি। এক গ্লাস পানি পেতে পারি?"

উঠে দাঁড়াল মাতসুমিয়া। "শুধু পানি হলেই চলবে? চাইলে চা বা কফিও দিতে পারি।"

"পানি হলেই চলবে," জানাল ইউতো। এরইমধ্যে কল্পনায় তিন বছর পূর্বে চলে গিয়েছে সে।

***

তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামা ছিল দ্বিতীয় বর্ষের একগুঁয়ে এক ছাত্র।

আরও ভালোভাবে বললে, তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ইউতো আর তার বন্ধুদের চোখে এই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রটি ছিল একগুঁয়ে। অন্যান্য ছেলেরা তাকে এরকম ভাবত সেটা ইয়োশিগামার দোষ নয়। কঠোর পরিশ্রম করত সে, নির্দেশনা মোতাবেক চলত। দলের অন্যতম সিরিয়াস ও একনিষ্ঠ সদস্য ছিল সে।

দলের সাবেক এক সদস্য কোচিং করাতে এসে ইয়োশিগামার ব্যাপারে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে, তখনই ছেলেটা নজরে পড়ে তৃতীয় বর্ষের সদস্যদের। সবাইকে একত্র করে ছোটখাটো ভাষণ দেয় ওই সাবেক সদস্য।

"তোমাদের অনেকের থেকে ইয়োশিগামার স্ট্রোক সেরা। তোমাদের সবার তার কাছ থেকে শেখা উচিত। শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছেলেরাই নয়, তৃতীয় বর্ষের ছেলেরাও।"

ওই লোকের এই মন্তব্য শুনে অবাক হয় ইউতো। মন্তব্যটা পাত্তা না দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে সে। নিঃসন্দেহে দারুণ ফর্মে ছিল ইয়োশিগামা। যদিও শারীরিকভাবে একটু পাতলা গড়নের সে। ফলে গতির দিক দিয়ে এগিয়ে ছিল ইউতো। যদিও সে জানত, দ্রুতই হয়তো ব্যাপারটা বদলে যাবে। আর তার একার-ই *এমন* অনুভূতি হয়নি।

অনুশীলন শেষে তৃতীয় বর্ষের সবাই একত্র হয়। নিজেদের মধ্যে সমালোচনা করতে থাকে ওই কোচ ও ইয়োশিগামাকে নিয়ে।

"এই শালার কোচ তো সাঁতারের স-ও জানে কি না সন্দেহ। পানিতে তো ইয়োশিগামা জল মতো সাঁতার কাটে।"

"সেটা তোমার না বললেও চলবে। একগুঁয়ে গাধা একটা। বানরের মতো হাবভাব।"

ওইদিন থেকে ইয়োশিগামার প্রতি তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের মনোভাব একেবারে বদলে যায়। কেউ কথা বলত না তার সাথে। এমনকি সে নিজে ওদের কাছে কোনো পরামর্শ চাইতে এলে ওরা ব্যঙ্গ করে বলত, "আমরা কীভাবে বলব? তোমার মতো একজন বিশেষজ্ঞ সাঁতারুকে কীভাবে শেখাব?" ইয়োশিগামা খারাপ করলে আড়ালে নিজেদের মধ্যে উদযাপন করত ওরা।

এসব হয়তো কোনো বাজে রকমের বুলিং নয়, তবে বুলিংয়ের কাছাকাছি পর্যায়েই পড়ে।

এরকম অবস্থাতেই আয়োজন করা হয় সাঁতার প্রতিযোগিতার। শুবুকান হাইস্কুল সাঁতার দলের সবাই-ই কোনো না কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তবে ওদের পারফরম্যান্স ভালোর ধারের কাছেও ছিল না। যা দলের প্রধান কোচ ইতোকাওয়ার জন্য বড় রকমের ভরাডুবি। ওদের কাছ থেকে আরও বেশি প্রত্যাশা ছিল তার। অনুশীলনে দুশো মিটার ও মেডলি রিলেতে যে সময় নিত ওরা, সেটার কাছাকাছিও যেতে পারেনি মূল প্রতিযোগিতায়। যেখানে স্বাভাবিক সময়ের মধ্যে সাঁতরাতে পারলেই জেতা সম্ভব ছিল।

"তোমরা আজ আমাকে হতাশ করলে," প্রতিযোগিতার পর পুরো দলের উদ্দেশ্যে বলে ইতোকাওয়া। "আজ কী কী ভুল করেছ সেটার ব্যাপারে সময় নিয়ে ভালোমতো ভাবো। ভুলটা বোঝার পর সেটা শোধরানোর চেষ্টা করো। যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকলে ব্যর্থ হতেই থাকবে।"

দুইশো মিটার রিলে দলের একজন সদস্য ছিল ইউতো। সুগিনো, কুরোসাওয়া, ইয়োশিগামাও ছিল এই দলে। প্রতিযোগিতা শেষে চারজন-ই নিজেদের মধ্যে আলাপে বসে।

"সম্ভবত ইতোকাওয়া আমাদেরকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে বলল," বলে সুগিনো।

"যথেষ্টর থেকে বেশি অনুশীলন করি আমরা। এর থেকে বেশি করা সম্ভব না।"

"দোষটা আমার," তখনই বিড়বিড় করে ইয়োশিগামা। "আমার জন্যই দল হেরেছে।"

ইয়োশিগামা ভুল কিছু বলেনি। কিন্তু তার একার পারফরম্যান্স-ই এই ভরাডুবির কারণ নয়, এই ব্যাপারে অবগত ছিল বাকিরাও। তবে নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য একটা বলির পাঠা দরকার ছিল ওদের। নিজেই বলির পাঠা বানানোর সুযোগ ওদেরকে করে দেয় ইয়োশিগামা, সেটা লুফে নেয় ওরা।

"ওই অতিথি কোচ তোমাকে যে প্রশংসা করেছে সেটা তোমার মাথায় চেঁপে বসেছে। নিজেকে বিশ্বসেরা সাঁতারু ভাবতে শুরু করেছ তুমি," বলে কুরোসাওয়া।

"নাহ, মোটেও এমন কিছু নয়," মাথা নেড়ে নাকচ করে দেয় ইয়োশিগামা।

"তাহলে আজ এটা কী হলো?"

"আমি দুঃখিত.... আমি আরও কঠিন পরিশ্রম করব। আগামীকাল থেকেই।"

"আগামীকাল থেকে করলে হবে না। আজই শুরু করতে হবে। চলো আজকেই শুরু করা যাক। কঠিন অনুশীলন।" চোখ জ্বলজ্বল করে কুরোসাওয়ার। একটা বুদ্ধি

খেলে যায় তার মাথায়।

"এখনই?" অবাক হয়ে কুরোসাওয়ার দিকে তাকায় ইউতো। "কোথায়?"

"স্কুলের পুলে। সহজেই ঢোকা যাবে ভেতরে।"

"এখন! পাঁচটা বেজে পার হয়ে গিয়েছে। স্কুল গেট তো বন্ধ। সকাল ছ'টার পর খুলবে একেবারে।"

"হ্যাঁ, জানি। আগেও চুরি করে স্কুলে ঢুকেছি আমি। একটা জায়গা দিয়ে সহজেই বেড়া টপকানো যায়," একেবারে প্রস্তুত হয়েই বলে সুগিনো।

ইউতো বুঝতে পারে কী চলছে সুগিনো আর কুরোসাওয়ার মাথায়। ইয়োশিগামাকে অনুশীলনের নামে শাস্তি দিতে চায় ওরা। এমন নয় যে ইয়োশিগামাকে অপছন্দ করে বা তার ওপর ক্রোধান্বিত ছিল ওরা। কোচের কাছে তিরষ্কার হওয়ার রাগ তার ওপর মেটাতে চেয়েছে শুধু।

"বাজে আইডিয়া, এসব করার দরকার নেই... " এটাই বলা উচিত ছিল ইউতোর। কিন্তু সেটা বলতে সক্ষম হয়নি। চায়নি বাকি দু'জন মনে করুক ওদের মজা মাটি করতে চাইছে সে। ইউতো জানে, কুরোসাওয়া ও বুদ্ধিটা যার সেই সুগিনো, দু'জনের অনুভূতিই এক।

না করতে পারে না ইয়োশিগামা। ফলে চুরি করে স্কুলে ঢোকে ওই চারজন। গ্রীষ্মকালীন ছুটি থাকার কারণে মরুভূমি হয়ে ছিল স্কুলের ভেতরটা। সন্ধ্যাও নেমে আসছিল।

পুলের পাশেই পোশাক বদলে নেমে পড়ে পানিতে। প্রথমে গা গরমের জন্য একটু সাঁতার কেটে নেয় ওরা। এরপর দ্রুত সাঁতার কাটার জন্য ইয়োশিগামাকে নির্দেশ দেয় কুরোসাওয়া।

"পা ছুড়বে না। শুধু হাত নেড়ে সাঁতার কাটো। আমরা তোমার পা ধরে রাখব। আমাদেরকে সহ টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।"

এটাই করেছিল ওরা। ওদের একজন (কুরোসাওয়া) ডাইভ দিয়ে ধরে রেখেছিল ইয়োশিগামার গোড়ালি। ইয়োশিগামা সাঁতার কাঁটলে একজন চলে যাচ্ছিল পুলের মাঝখানে, পেছন থেকে তার জায়গা দখল করছিল অপরজন। পুলের শেষপ্রান্তে পৌঁছালেও তৃতীয়জন ধরে রাখে তার গোড়ালি। পুরোটা সময় একজনের বোঝা নিয়ে সাঁতার কাটতে হয়েছে ইয়োশিগামার।

পঁচিশ মিটার পুলে দুই ল্যাপ সম্পন্ন করে সে। দুর্ঘটনা ঘটে তৃতীয় ল্যাপ সম্পন্ন করতে গিয়ে, পুলের মাঝামাঝি। ইয়োশিগামার গোড়ালি ধরে ছিল কুরোসাওয়া।

সুগিনোকে জায়গা করে দিতে চায় সে। অন্যদিকে পুলের একপাশে সাঁতার কাটছিল ইউতো।

দেখতে পায় দুটো মাথা পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল না মাথা দুটো কার।

"কী সমস্যা?" জিজ্ঞেস করে ইউতো।

"ও নেই," বলে ওঠে কুরোসাওয়া। "ইয়োশিগামা নেই।"

"নেই মানে? তাকে ধরে ছিলে না তোমরা?"

"ওকে ধরার দায়িত্ব সুগিনোকে দিতে চেয়েছিলাম। ছাড়ার সাথে সাথেই হাওয়া হয়ে গেল।"

"পালাল না-কি?" পুলের চারিদিকে তাকায় ইউতো। কারো পালানোর কোনো চিহ্ন নেই। অন্ধকারে পুলের তলা দেখা যাচ্ছিল না।

"হায় ঈশ্বর!" চিৎকার করে ওঠে সুগিনো। "ওই যে ওখানে ও। তলিয়ে গিয়েছে।"

ভয় পেয়ে যায় ইউতো। এরপর সাঁতরে চলে আসে বাকি দু'জনের কাছে।

সবাই মিলে তলা থেকে টেনে তোলে ইয়োশিগামাকে। এরপর উঠিয়ে নিয়ে যায় পুলের ধারে। কোনো নড়াচড়া ছিল না তার। নাম ধরে ডাকার পরও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। এমনকি শ্বাসও নিচ্ছিল না।

তার বুকে চাপ দেয়া শুরু করে সুগিনো। কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না ইয়োশিগামার থেকে।

ইউতো ভাবে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কী করবে ওরা এখন।

"অ্যাই, তোমরা কী করছ ওখানে?"

হঠাৎ করেই অন্য মানুষের আওয়াজ শুনে ইউতোর হৃদপিণ্ড মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। তাকিয়ে দেখতে পায় ইতোকাওয়া ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই।

"কী করছ তোমরা?"

কেউ একটা কথাও বলে না। ইয়োশিগামার দিকে তাকিয়ে থাকে ইউতো।

"কী হয়েছে? ইয়োশিগামাকে কী করেছ তোমরা?" কুরোসাওয়ার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে ইতোকাওয়া।

"আমরা একটু সাঁতার অনুশীলন করছিলাম।"

"অনুশীলন?"

"হ্যাঁ। আর পাথরের টুকরোর মতো ডুবে গেল ও.... "

"বোকার দল," ক্রোধান্বিত হয়ে বলে ইতোকাওয়া। সেলফোন বের করে তাকায় তিনজনের দিকে। "এভাবে সঙয়ের মতো দাড়িয়ে আছ কেন? ছেলেটার বুকে ডলা দিতে থাকো। আর মুখে মুখে ঠেকিয়ে শ্বাস দাও। যেমনটা তোমাদের শিখিয়েছি।"

ইয়োশিগামার বুকে ম্যাসাজ করতে থাকে সুগিনো। কৃত্রিমভাবে শ্বাস দিতে থাকে ইউতো।

৯১১- এ কল দেওয়া শেষ করে সুগিনোকে সরিয়ে ম্যাসাজ করার দায়িত্ব নেয় ইতোকাওয়া। "তোমরা তিনজনই কাপড় পরে বেরিয়ে যাও এখান থেকে," তিনজনকে বলে সে। "অ্যাম্বুলেন্স যেকোনো সময় চলে আসবে। আশেপাশে তোমাদের না থাকাই ভালো।"

"কোথায় যাবো আমরা?" জিজ্ঞেস করে সুগিনো।

"বেরিয়ে যাও এখান থেকে। কেউ যেন তোমাদের না দেখে। বাড়ি গিয়ে চুপচাপ বসে থাকো। এখানে কী ঘটেছে কাউকে বলার দরকার নেই। এমনকি বাবা মাকেও না। প্রতিযোগিতা শেষে আলাদা আলাদাভাবে বাড়ি চলে গিয়েছ তোমরা। ইয়োশিগামার সাথে ছিলে না। এটাই বলবে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে। বুঝলে?"

একজনও একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। "বুঝলে?" পুনরাবৃত্তি করে ইতোকাওয়া।

"জি," কোনোমতে উত্তর দেয় ওরা।

"ঠিক আছে। এখন যাও। কেউ যেন না দেখে তোমাদের।"

ইতস্তত করে পোশাক পরার পর যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই বের হয়ে যায় ইউতো ও তার বন্ধুরা। বেড়া টপকে স্কুলের বাইরে গিয়ে শুনতে পায় অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ।

তিনজনের কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই এরপর কী হয়েছে। ওইদিন রাতে সুগিনোর ফোন কল পায় ইউতো।

"ইতোকাওয়া কল করেছিল। ইয়োশিগামা বেঁচে আছে।"

খবরটা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইউতো। আতঙ্কে ছিল সে, ভাবছিল ওদের কারণেই হয়তো মারা যাবে ইয়োশিগামা। ডিনার মুখে তোলার রুচি হয়নি। দরজা বন্ধ করে বসে ছিল নিজের ঘরে।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সত্যি অনেক স্বস্তি পেলাম," বলে ইউতো। তার প্রতিক্রিয়া ছিল অকপট।

"স্বস্তি পাওয়ার মতো কিছু হয়নি।" ইউতোর স্বস্তির নিঃশ্বাসে ছেদ ফেলে ইউতোর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। "এখনও অবচেতনই আছে সে।"

"নাহ!"

"শ্বাস নেয়া শুরু করেছে সে। তবে এখনো হাসপাতালে কোমাতেই আছে।"

আবারও বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে ওঠে ইউতোর।

"সাঁতার দলের সবাইকে আগামীকাল সকালে ডাকা হয়েছে। আমাদেরকে একগাদা প্রশ্ন করবে ওরা। কিন্তু ইতোকাওয়া চায় আমরা যেন মুখ বন্ধ রাখি।"

"এতে কোনো সমস্যা হবে না তো?"

"ইতোকাওয়া বলেছে এটা করলেই সব থেকে ভালো হবে। নাহলে আজীবনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে সুইমিং ক্লাব।"

এমনটা হওয়া সম্ভব। ঘটনার বিশালতা নিয়ে আরেকবার ভালোমতো ভাবল ইউতো।

পরেরদিন স্কুলে একজন পুলিশ আসে। সব সাঁতারুকে একত্র করে গতদিনের ঘটনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে। স্বাভাবিকভাবেই ওই তিনজন ইতোকাওয়ার সতীর্থ হওয়ার কারণে ওদেরকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু ইতোকাওয়ার নির্দেশনা মোতাবেক উত্তর দেয় ওরা। বলে পুলিশের লোকটা কোনো সন্দেহ করেনি।

ধীরে ধীরে ইউতো বুঝতে পারে কী ঘটেছে।

ইতোকাওয়া পুলিশকে বলেছে, প্রতিযোগিতা শেষে স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে স্কুলে ফিরে এসে দলের ফলাফল নিয়ে কাজ করতে থাকে সে। তখনই তার মনে পড়ে কোচ রুম থেকে একটা ডকুমেন্ট আনার কথা। যাওয়ার পথে পুলের পাশে কিছু কাপড় পড়ে থাকতে দেখে ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে পুলটা দেখে সে। তখনই দেখতে পায় পুলের তলায় কাউকে পড়ে থাকতে। যত দ্রুত পারে ছেলেটাকে পানি থেকে তুলে বুঝতে পারে এটা তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামা, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। দ্রুত ৯১১-এ কল করে ছেলেটার শ্বাস-প্রশ্বাস সচলের চেষ্টা চালায় সে। অ্যাম্বুলেন্স এলে নিথর ইয়োশিগামাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

"প্রতিযোগিতার পর ওকে একটু বকাঝকা করি। হারার জন্য নিজেকে দায়ী করে, প্রাচীর টপকিয়ে স্কুলে ঢুকে অনুশীলন করে সে," পুলিশকে এমনটাই বলে ইতোকাওয়া।

কেউ তার এই গল্প নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। কেননা ইয়োশিগামা হারটা গুরুত্বের সাথে নেয়। নিজের দ্বিতীয়বর্ষের কয়েকজন বন্ধুকে বলেছিল এই হারের পিছনে দায়

তার-ই। তার কারণেই রিলেতে খারাপ করেছে দল।

এসবের পরও অস্বস্তিতে ভুগতে থাকে ইউতো। যদিও এখন কেউ কিছু সন্দেহ করছে না, তবে ইয়োশিগামা কোমা থেকে ফিরলে সব বদলে যাবে।

"সময় হলে এই প্রসঙ্গে আলাপ করা যাবে," তিনজনকে আলাদাভাবে ডেকে বলে ইতোকাওয়া। "আমরা ইয়োশিগামা ও তার পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলব, শুধুমাত্র সুইমিং ক্লাব বাঁচানোর জন্যই এই মিথ্যেটা বলেছি আমরা। আমিও তোমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাথা নিচু করে ক্ষমা চাইবো। ততদিন পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখবে তোমরা। কোনো ফিসফাস করবে না।" তার কথার বিরোধিতা করে না কেউ।

মুখ বন্ধ রাখলেও ইতোকাওয়া ওদেরকে যা বলেছে সেটা করতে থাকে ওরা। ইয়োশিগামার সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করতে থাকে। যদিও ওদের হৃদয়ের একটা অংশ চাইত কোমাতেই থেকে যাক সে।

পেছনে ফিরে তাকালে ইউতো বুঝতে পারে, শুরু থেকেই ইতোকাওয়া জানত আর কখনোই চেতনা ফিরবে না ইয়োশিগামার। আর কখনোই স্কুলে ফিরতে পারবে না সে। সময় কেটে যায় নিজের নিয়মে। জুনিয়র হাইস্কুল পাশ করে বেরিয়ে যায় ইউতো ও তার বন্ধুরা। কিন্তু ওদের মনের ক্ষত কখনোই শুকায়নি।

অধ্যায় ৩২

সুগিনোই প্রথম এই ব্লগের ব্যাপারে জানায় ইউতোকে। " 'কিরিনের ডানা' নামের কোনো ব্লগের ব্যাপারে শুনেছ?" গম্ভীর চেহারায় ইউতোকে বলে সুগিনো।

"কিরিন? এটা আবার কি?"

"বুঝতে পেরেছিলাম তুমি চিনতে পারবে না। ব্লগের নাম এইটা। কাতানা ভাষায় লেখা— কিরিন নো সুবাসা।"

"ব্লগ? কী নিয়ে এই ব্লগ?"

জবাব দেয় না সুগিনো।

"নিজেই দেখো। গুগল করলেই পাবে," এটুকুই বলে কেবল।

ব্লগটা খুঁজে পেতে সমস্যা হয় না ইউতোর। ব্লগের পুরো শিরোনাম, কিরিনের ডানা - স্বপ্নের ডানা মেলার দিন। ব্লগের লেখক সম্ভবত মহিলা। প্রথম প্যারাটাতেই চোখ আটকায় ইউতোর।

আমাদের বাসার কিরিনটা আজও ঘুমাচ্ছে। ওর নখ কেটে দিলাম, বড় হয়ে গিয়েছিল নখগুলো।

ও সারাদিন ঘুমিয়ে থাকলেও ওর নখ ও চুল বাড়তে থাকে। দ্রুত ওর চুল কাটতে হবে। সম্ভবত চুল কাটার পর ওকে একটু বড়দের মতো দেখাবে।

আগামী সপ্তাহে শুরু বসন্তকাল। আশা করি আমাদের জীবনেও বসন্ত নেমে আসবে।

এসব কী, ভাবে ইউতো, মানুষের কিছু উদ্ভট চিন্তাভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই কিরিনটা কে? কোনো বাচ্চা? না-কি পোষা প্রাণী? যাই হোক, অর্থহীন কথাবার্তা সব।

বুঝতে পারে না কেন-ই বা সুগিনো এই ব্লগের কথা উল্লেখ করল। না-কি ভুল হচ্ছে তার?

ব্লগে কিছু ছবিও আছে— হুটহাট, এখানে-সেখানে তোলা ছবি। ছবিগুলো তেমন আকর্ষণীয় বা যত্নসহকারে তোলাও নয়।

একটা নির্দিষ্ট ছবিতে চোখ পড়লে স্ক্রল করা বন্ধ করে ইউতো।

ব্লগের ১ জানুয়ারি'র লেখার অংশ এই ছবিটা। নববর্ষের দিনের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি ছেলে বসে রয়েছে হুইলচেয়ারে। ছেলেটার পরনে স্যুট, সাথে নেকটাই। চুলগুলো ছোট করে ছাটা।

তার চোখ একেবারে বন্ধ। ফলে তার অসহায় চেহারাটা ক্যামেরার দিকে থাকলেও মূলত তার চোখ ক্যামেরার দিকে নয়। গলায় একটা মোটা তোয়ালে পেঁচানো। সম্ভবত মাথাটা ঠিকভাবে রাখার জন্যই।

"আমাদের কিরিন নববর্ষ উদযাপন করছে। নতুন স্যুটে ওর স্মরণীয় ফটোশ্যুট," লেখা আছে ক্যাপশনে।

আঁতকে ওঠে ইউতো। বুঝতে পারে সুগিনো যা বলার চেষ্টা করছিল তাকে।

ছেলেটা ইয়োশিগামা। আর এই ব্লগটা চালায় ইয়োশিগামার মা।

শুরু থেকে ব্লগের লেখাগুলো পড়া শুরু করে ইউতো। প্রায় বছরখানেক আগে থেকে লেখা শুরু হয়েছে ব্লগটা। প্রথম লেখাটা দেখেই বুঝে যায় ব্লগটা কী নিয়ে।

দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ঘটা এক দুর্ঘটনায় কোমায় চলে গিয়েছে মহিলার সন্তান। তার চেতনা ফিরে আসার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে ডাক্তাররা। যদিও ছেলেটার বাবা-মার আশা একদিন কোমা থেকে জেগে উঠবে তাদের সন্তান। বর্তমানে কারুইজাওয়াই চলে গিয়েছে ওরা ছেলেটাকে দেখাশোনা করার জন্য। ছেলেটির মা ব্লগটা খুলেছে যার ছেলের শারীরিক অবস্থা ও তাদের জীবনযাপনের রেকর্ড রাখার জন্য।

কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে জমে যায় ইউতো।

ইয়োশিগামা বেঁচে আছে এখনো....

এতদিন ইউতো ভাবত মারা গিয়েছে ইয়োশিগামা। জুনিয়র হাইস্কুল থেকে পাশ করে বের হওয়ার সময় ইউতো গুজব শুনে ইয়োশিগামা কোমাতে। তখনই ইউতো ভাবে বেশিদিন হয়তো বাঁচবে না ইয়োশিগামা। তার কাছে ওই দুর্ঘটনার দিন থেকেই ইয়োশিগামা মৃত। তার মতে, কুরোসাওয়া ও সুগিনোও এমনটাই ভাবে।

যদিও ইয়োশিগামা এখনো বেঁচে আছে, তবে তখনও এখানকার মতোই এরকম ঘুমন্ত ছিল সে। এখন ইউতো এমন কারোর ব্লগ দেখছে যে বিশ্বাস করে ছেলেটা একদিন চোখ খুলবে।

নিজেদের কুকর্মের কথা মনে পড়ে ইউতোর।

ঘটনাটা অনেকদিন আগের, ওদের কাছে এই অধ্যায়ের ইতি ঘটেছে ততদিনে।

কিন্তু এখনও ওই ঘটনার জন্য প্রতিনিয়ত ভুগছে ইয়োশিগামার পরিবার।

এর কয়েকদিন পর সুগিনোর কাছে যায় ইউতো। তাকে জানায় ব্লগটা পুরোটা দেখেছে সে। "ওহ, তাই?" বলে সুগিনো। "কিন্তু... আমাদের এই ব্যাপারে কিছুই করার নেই, ঠিক না?"

তার কথা শুনে মনে হয় যেন বন্ধুর চেয়ে নিজেকেই বেশি বোঝাচ্ছে সুগিনো।

আমাদের কিছুই করার নেই। ব্যাপারটা আসলেই এমন।

কথাটা সত্যিই। কিছু করার সময়টাও পেরিয়ে গিয়েছে। নিজেদের দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করতে পারত ওরা, কিন্তু এমনটা করলেও জ্ঞান ফিরে আসত না ইয়োশিগামার। এতে করে ছেলেটার বাবা-মার জীবন আরও কষ্টকর হয়ে উঠত।

কিন্তু কিছুই না করে হাত-পা গুটিয়ে এভাবে চুপচাপ বসে থাকা কি ঠিক?

প্রতিনিয়ত ব্লগটা দেখতে থাকে ইউতো।

নিয়মিত কিছু লেখা হয় না এতে। ফলে নতুন কোনো লেখা না থাকলে পুরোনো লেখাগুলোই দেখতে থাকে সে।

একদিন এই প্যারাটা নজরে পড়ে তার।

একটা কাজের জন্য দীর্ঘদিন পর টোকিওতে গিয়েছিলাম। কাজের ফাঁকে টোকিওর সুতেনগু মন্দির দর্শনে যাই। সবাই জানে টোকিওর এই মন্দিরে নবজাতকের নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু এখানে পানিজনিত দুর্ঘটনা ও ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপত্তার প্রার্থনাও করা হয়। আমি সুযোগ পেলেই ওই মন্দিরে যাই, কেননা আমার ছোট্ট কিরিন সোনাটার সাথে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরের মধ্যে সুতেনগু একটা। ফলে বাকি সাতটা মন্দিরেও যাই আমি। (নামে সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির হলেও মন্দির আসলে আটটা!!!) একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি। মন্দিরগুলো দর্শনের সময় নিহনবাশি ব্রিজের মূর্তি দুটো চোখে পড়ে আমার। ওটার নামেই এই ব্লগের নাম রাখি আমি। টোকিও থেকে এখানে চলে আসার ফলে আমার পক্ষে নিয়মিত মন্দির দর্শন করা অসম্ভব। এটাই আফসোস।

এই লেখাটা পড়েই সুতেনগু আর নিহনবাশির সৌভাগ্যের সাত দেবতা মস্তিষ্কে গেঁথে যায় ইউতোর। কিছু একটা করার চিন্তাটা তখনই অবশ্য তার মাথায় আসেনি। তবে হুট করেই একদিন মাথায় আসে।

তার এক আত্মীয়ের বিয়ে হচ্ছিল সুতেনগু মন্দিরের কাছাকাছি এক মন্দিরে। সময় কাটানোর জন্য আশেপাশের মন্দিরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিল ইউতো। সপ্তাহের শেষের দিক হওয়ার কারণে মন্দির প্রাঙ্গণে লোকসমাগম হয়েছিল। বেশিরভাগ মানুষ

এসেছিল নবাজতকের নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে। মা কুকুর ও কুকুরছানার মূর্তিটা স্পর্শ করছিল ওরা।

মন্দিরের দানবাক্সে কিছু পয়সা ফেলার পর ইয়োশিগামার সুস্থতা কামনা করে মন থেকে প্রার্থনা করে ইউতো। এরপর একটু দূরত্বে দাঁড়িয়ে মন্দিরের ছবি তোলে। এরপর আবারও বিয়ের অনুষ্ঠানে ফিরে গেলে তার বাবা-মা জানতে চায় কোথায় ছিল সে। তাদেরকে সত্যিটা জানায় না।

তিনদিন ইতস্তত করে অবশেষে ব্লগের পোস্টে কমেন্ট করার সিদ্ধান্ত নেয় ইউতো।

হ্যালো, আমি আপনার ব্লগের নিয়মিত পাঠক। মন থেকে চাই আপনার কিরিন সুস্থ হয়ে উঠুক। কয়েকদিন আগে সুতেনগু মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ হয় আমার। ওর জন্য প্রার্থনা করি আমি। একটা ছবিও তুলেছি। আপনাদের জন্য শুভকামনা। আপনাদের কথাই ভাবছি সবসময়।

নিজের নাম "টোকিও হানাকো" লেখে ইউতো।

দ্রুতই রিপ্লাই পায় কমেন্টের।

মেসেজের জন্য ধন্যবাদ। মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেছেন জেনে অনেক খুশি হয়েছি। ছবিটা কেমন? আমাকে দেখাতে পারবেন?

মহিলার রিপ্লাই পেয়ে একটু অস্বস্তি হয় ইউতোর। অবশ্যই মহিলাকে ইমেইলে ছবিটা পাঠানো যায়, ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে নিজের পরিচয় গোপন রেখে। কিন্তু এটা কি ঠিক হবে? সে প্রশ্ন করা শুরু করলে কীভাবে এত মিথ্যা বলবে?

অবশেষে ছবিটা ইমেইল করেই দেয়। রিপ্লাই না দিয়ে তাকে হতাশ করতে চায়নি ইউতো।

আবারও দ্রুতই রিপ্লাই দেয় মহিলা। তাকে ধন্যবাদ জানায় ইয়োশিগামার মা। অনুমতি চায় ছবিটা ব্লগে আপলোড করার। তাকে স্বাগত জানিয়ে ইউতো বলে আপলোড করলে খুশিই হবে সে।

পরেরদিন ইউতোর তোলা মন্দিরের ছবিটা ব্লগে আপলোড করে মহিলা। ক্যাপশনে সংক্ষেপে লেখে— "ছবিটা শেয়ার করার জন্য টোকিও হানাকোকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

ব্লগে ছবিটা দেখার পর ওর অন্তরে কিছু একটা বদলে যায়। মনে হয় দীর্ঘদিন ধরে হৃদয়ের গোপন কুঠুরিতে বন্দি হয়ে থাকা কিছু যেন ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। সে

জানত, কোনোভাবেই এটা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তবে কিছু না করে বসে থাকার চেয়ে অন্তত ভালো। অন্তত মনের ভেতর থেকে অপরাধবোধ একটু হলেও দূর করা সম্ভব হবে।

ফলে সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দিরগুলো দর্শন দেয় সে। আলাদাভাবে ছবি তুলে আনে প্রত্যেকটা মন্দিরের। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট মনে হয় না তার কাছে।

একদিন এক দোকানে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী জাপানি শাসি কাগজ ও অরিগ্যামি পেপার চোখে পড়ে ইউতোর। তখনই বুদ্ধিটা মাথায় আসে। ভাবে, এই কাজটাই করব।

গোপনে অরিগ্যামি বানাতে থাকে ইউতো। তার পরিকল্পনা ছিল এক হাজারটা অরিগ্যামি বানানো। কিন্তু কাজটা বেশ কঠিন। ফলে গোলাপি কাগজ দিয়ে একশো অরিগ্যামি বানায় সে। এরপর ওগুলোকে সুতেনগু মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দানবাক্সের ওপর রেখে ছবি তোলে। এরপর ছবিটা ইয়োশিগামার মাকে পাঠায়। দ্রুত রিপ্লাই দেয় মহিলা। মেসেজে স্পষ্টই প্রকাশ পায় তার উচ্ছ্বাস। পরেরদিন-ই ব্লগে ইউতোর তোলা ছবিটা আপলোড করে সে।

পরের মাসে আরও একশোটা অরিগ্যামি বানায় ইউতো। এবার শুধু লাল রঙয়ের কাগজ ব্যবহার করে। এবার ওগুলো শুধু সুতেনগু মন্দিরেই নয়, সৌভাগ্যের সাত দেবতার অন্যান্য মন্দিরেও নিয়ে গিয়ে ছবি তোলে সে। পরের মাসে কমলা রঙয়ের কাগজ ব্যবহার করে বানায় অরিগ্যামি। প্রত্যেক মাসে কাগজের রঙ বদলে অরিগ্যামিগুলো বানাচ্ছিল সে। যাতে বোঝা যায় একই অরিগ্যামি বারবার ব্যবহার করছে না। এভাবে মোট এক হাজার অরিগ্যামি বানানোর কথা ভাবে।

কিন্তু হঠাৎ-ই অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটে।

একদিন কম্পিউটারের সামনে বসে ইমেইল লেখার সময় নিচতলা থেকে ওর মা ফুমিকো ডাক দেয়। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না, তবে এরপরই এক বন্ধু ফোন দেয় ওকে। ফলে লিভিংরুমে খানিকক্ষণ থাকতে হয়। অবশেষে নিজের ঘরে ফিরে দেখে তাকেয়াকি মানে ওর বাবা বের হচ্ছে ওর ঘর থেকে।

স্বাভাবিকভাবি বলে ওঠে ও, "আমার ঘরে যখন-তখন এভাবে ঢুকতে পারো না তুমি।"

পাত্তা না দিয়ে ওর বাবা বলে, "এগুলো কী?"

আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ইউতো। কম্পিউটার স্ক্রিনে ইমেইল ইন্টারফেস খোলা ছিল।

"আমার ইমেইল পড়েছ তুমি?" তাকেয়াকির দিকে তাকায় ইউতো। "তুমি

আমার বাবা হতে পারো। কিন্তু তবুও কিছু জিনিসে নাক গলানোর অধিকার তোমার নেই। আমার নিরাপত্তায় হস্তক্ষেপ করেছ তুমি।"

নাকচের ভঙ্গিতে হাত নাড়ে তাকেয়াকি। "ফালতু বকবে না। কী চলছে এসব? আমাকে এক্ষুনি বলো, মেয়ে পরিচয়ে কাকে মেইল পাঠাচ্ছ তুমি?"

"বলব না। জেনে রেখো ভুল কিছু করছি না।" তাকেয়াকির বুকে আলতো ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় ইউতো।

ঘরে ঢুকে কম্পিউটারের দিকে তাকাল সে। ইয়োশিগামার মাকে পাঠানো সব ইমেইল সেভ করে রেখেছিল, জানে না কতগুলো ওর বাবা পড়তে পেরেছে। তৎক্ষণাৎ সব ইমেইল ডিলেট করে দেয় ও।

বুকের ভেতরে চিনচিনে এক অনুভূতি হয় ওর। মনে হয় যেন কেউ জুতো না খুলেই ওর পবিত্র জায়গায় পা রেখেছে, নষ্ট করেছে ওর যজ্ঞ।

ক্লোজেটে রাখা কার্ডবোর্ড বক্সটা চেক করতে যায় ইউতো। ততদিন পর্যন্ত বানানো সব অরিগ্যামি ওর মধ্যেই রাখা ছিল। দেখে ওর মনে হয় কেউ স্পর্শ করেনি ওগুলো। তবুও ওগুলোকে একটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে রাখে ইউতো। পরেরদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ফেলে দেয় ট্র্যাশ ক্যানে।

ওইদিনের পর থেকে আর ইয়োশিগামার মাকে ইমেইল করেনি ইউতো। নিজের ভুয়া অ্যাকাউন্টটাও ডিলেট করে দেয়, যাতে মহিলার পাঠানো ইমেইলও ওর কাছে না আসে। বন্ধ করে দেয় অরিগ্যামি বানানো ও সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির দর্শন। যতটা পারে নিজের বাবাকেও এড়িয়ে চলে।

ঠিক এর ছয় মাস পরেই খুন হয় ওর বাবা।

মাঝেমধ্যে কিরিনের ডানা ব্লগের কথা ভাবলেও, ওটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। টোকিও হানাকোর এভাবে যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া দেখে নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়েছিল ইয়োশিগামার মা। মহিলার মানসিক অবস্থা কেমন সেটা জানার সাহস ছিল না ওর। সময়ের সাথে সাথে পুরো ব্যাপারটাই ম্লান হয়ে যায় ওর মস্তিষ্ক থেকে।

এরইমধ্যে জানতে পারে তাকেয়াকি মানে ওর বাবা নিহনবাশি এলাকাতেই খুন হয়েছে। কিন্তু ব্লগের সাথে খুনটার সংযোগ ধরতে পারেনি ও। তাছাড়া যেখানে খুন হয়েছে সেই জায়গাটাও মন্দিরগুলো থেকে বেশ দূরেই।

ডিটেকটিভ মাতসুমিয়া ওকে নিহনবাশি ব্রিজের কিরিনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে যারপরনাই অবাক হয় ইউতো। মনে হয় যেন কেউ ওর মাথা এক বালতি ঠান্ডা পানি ঢেলে দিয়েছে।

ডানাওয়ালা কিরিনের মূর্তি...

ততদিন কিরিনকে বাস্তবিক কোনো জন্তু বলেই ভাবত ইউতো। এরপর ইন্টারনেটে "কিরিন", "নিহনবাশি" ও "ভাস্কর্য" লিখে সার্চ করে ও। দ্রুতই জানতে পারে কিরিন ভাস্কর্যের ব্যাপারে। এই বিখ্যাত ভাস্কর্য আসলে ভিন্ন ধরনের কিরিন, অনেকটা জিরাফের আকৃতির, এর সাথে রয়েছে একটা আধুনিক ভবনের প্রতিকৃতি। ইউতো জানত না কিংবদন্তির কোনো প্রাণী হচ্ছে কিরিন। ধারণা করে, তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামা হয়তো ছোটবেলায় জিরাফ পছন্দ করত বলেই তার মা তাকে কিরিন বলে ডাকে।

কিন্তু ইউতোর ধারণা ভুল। আসলে সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির দর্শন শেষে নিহনবাশি ব্রিজে আসার পর কিরিন ভাস্কর্যে নজর পড়ে ইয়োশিগামার মায়ের। তখনই মহিলার মাথায় চিন্তা আসে এই মূর্তির নামেই ব্লগের। নামকরণ করার। মহিলার মতে, ডানা মেলে আকাশের দিকে তাকানো এই মূর্তি তার ছেলের কোমা থেকে জেগে ওঠার প্রতীক।

এটা জানার পর ইউতোর মাথায় আসে বুকে ছুরি লাগার পরও কীভাবে ওর বাবা নিজেকে টেনে নিয়ে ওই কিরিন মূর্তির বেদীর কাছে নিয়ে যায় নিজেকে। এই ব্যাপারটা কি কাকতালীয়-এর থেকে বেশি কিছু নয়?

অনেকদিন পর আবারও কিরিনের ডানা ব্লগে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেয় ইউতো। দেখতে পায় নিয়মিত আপডেট দেওয়া হচ্ছে ব্লগে। তখনই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে চমকে ওঠে।

দেখতে পায়, নিয়মিত ছবি পাঠাচ্ছে টোকিও হানাকো। সাম্প্রতিক ছবিটা ছিল, লাইলাক রঙের কাগজে বানানো একশো অরিগ্যামির ছবি। সবমিলিয়ে আটটা ছবি। যে-ই ছবিগুলো পাঠিয়ে থাকুক, নিহনবাশির সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির একে একে দর্শন করেছে সে।

ব্লগের পুরানো পোস্টগুলো পড়তে থাকে ইউতো। একটা লেখা দেখতে পায়।

বেশ কয়েকদিন কোনো খোঁজ ছিল না টোকিও হানাকোর। হঠাৎ করেই কয়েকটা নতুন ছবি পাঠিয়েছে সে। তার কম্পিউটার না-কি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবার সে নিজ হাতে হলুদ রঙের কাগজে অরিগ্যামি বানিয়ে, ওগুলো সাথে নিয়ে সৌভাগ্যের সাত দেবতার মন্দির দর্শন করেছে। একটা ডিজিটাল ক্যামেরা কিনেছে সে, ছবিগুলোও সুন্দর এসেছে।

জমে গিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে ইউতো।

কী হচ্ছে এসব?, ভাবে ও। কেউ একজন টোকিও হানাকো নামটা নিয়ে

ইয়োশিগামার মাকে মেইল-ই করেনি, বরং এক হাজার অরিগ্যামি দিয়ে ওর আইডিয়ার প্রয়োগও ঘটিয়েছে।

কাজটা কার সেটা বুঝতে বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না তাকে। সম্ভাব্য একজনই এই কাজটা করে থাকতে পারে।

কল্পনায় তাকেয়াকি আওইয়াগিকে অরিগ্যামি সারস বানাতে দেখল ইউতো। আরও দেখতে পেল, ওগুলোকে একত্র করে সুতেনগু ও কোয়ামি মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছে সে। এই দৃশ্য কল্পনা করে নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল ও। যদিও ব্যাপারটা বাস্তবেই ঘটেছে।

তাকেয়াকি কেন এমনটা করল?

নিশ্চিত ইউতোর পুরানো ইমেইল পড়ে কিরিনের ডানা ব্লগ সম্পর্কে জানতে পারে সে। ইমেইলগুলোই সন্দেহের অবতারণা ঘটায় তার মনে। মনে প্রশ্ন জাগে, কেন তার ছেলে এই নির্দিষ্ট ব্লগারের সাথেই কথা বলছে? কেন সে অরিগ্যামি বানাচ্ছে? দুনিয়াতে তো হতভাগা মানুষের অভাব নেই, তাহলে কেন ইউতো এই মহিলার ব্যাপারেই উদ্বিগ্ন?

এক পর্যায়ে গিয়ে তাকেয়াকি সব বুঝতে পারে। টের পায় ব্লগে উল্লেখিত "কিরিন" হচ্ছে শুবুকান হাইস্কুলের পুলে দুর্ঘটনার স্বীকার হওয়া ওই ছেলেটা। জানতে পারে ছেলেটা, তার নিজের ছেলের এক বছরের ছোট।

এসব বিষয় আরও নতুন সন্দেহের অবতারণা ঘটায় তার মনে। সহপাঠী কিংবা জুনিয়রের সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনায় দোষের কিছু নেই তাহলে ভুয়া নামে কেন? ইমেইলে কেন এই ঘটনার সাথে নিজের সংযোগ আড়াল করেছে ও?

জানার সহজ উপায় হলো সরাসরি ইউতোকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা। কিন্তু তাকেয়াকি সেটা করেনি। না-কি সে বুঝতে পেরেছিল এর পেছনে লুকানো আছে ভয়াবহ এক সত্য?

কিছু না করেই তাকেয়াকি কাগজের অরিগ্যামি বানানো শুরু করে। ইউতোর কাছ থেকে টোকিও হানাকোর দায়িত্ব বুঝে নেয় সে। ব্লগের পুরানো একটা পোস্টে বলা আছে ঐতিহ্যবাহী দশ রঙের কাগজ ব্যবহার করে অরিগ্যামি বানাতো টোকিও হানাকো। ওই একই ব্র্যান্ডের কাগজ খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তাকেয়াকিকে।

ইউতোর জানার কোনো উপায় নেই কাজটা করতে কোন বিষয়টা অনুপ্রাণিত করেছিল ওর বাবাকে। সম্ভবত এভাবেই নিজের দুঃখ প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, তাকেয়াকি সম্ভবত ছেলের প্রার্থনায় ব্যাঘাত

ঘটানোর জন্য অনুতপ্ত ছিল, ফলে ছেলের হয়ে প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্তত যতদিন পর্যন্ত না সত্যিটা আলোর মুখ দেখে।

ব্লগে এক সেট লাইলাক রঙের অরিগ্যামি দেখে ইউতো। দশ রঙের কাগজের প্যাকেটের শেষ রঙটা ছিল লাইলাক। অর্থাৎ ওর বাবা এক হাজারটা অরিগ্যামি বানাতে সক্ষম হয়। ইউতো বুঝতে পারে, কেন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসেও জোর করে নিজেকে নিহনবাশি ব্রিজের মূর্তির কাছে টেনে নিয়ে যায় ওর বাবা। এমনটা করে ওকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছে তাকেয়াকি— "সাহসী হও! সত্যি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না! যেটা সঠিক বলে মনে হয় সেটাই করো।"

যেন ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ইউতো। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, হৃদয়ে জ্বেলে উঠল আশার আলো। একইসাথে অন্তরের গহীনে অনুভূত হলো অনুতাপ। বাবার অনুভূতি ও চিন্তাধারনা বোঝার জন্য কেন আরও চেষ্টা করেনি ও?

বাবাকে নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত আমার। ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনা আড়াল করার মতো জঘন্য কোনো কাজ আমার বাবা করতে পারে না। কেউ তাকে বিশ্বাস না করলেও আমি করি, ভাবল ইউতো।

***

হাতের মুঠোয় একটা রুমাল শক্ত করে ধরে আছে সে। ওটা দিয়ে তার চোখ বেয়ে পড়া অশ্রু মুছে ফেলা দরকার। বুঝতে পারছে না সে। এখন এত কাঁদছে কেন, যেখানে বাবার মৃত্যুর পর একফোঁটাও চোখের জল ফেলেনি? একবিন্দুও লজ্জা হলো না তার।

"আমাদেরকে সত্যিটা বলার জন্য ধন্যবাদ," নরম স্বরে বলল কাগা। "সুতেনগু মন্দিরে তোমার বাবার দেওয়া অরিগ্যামিগুলো ছিল হলুদ রঙয়ের। দীর্ঘদিন ধরে ভেবেও পাইনি কেন তোমার বাবা প্যাকেটের মাঝখানের কাগজ দিয়ে অরিগ্যামি বানাবে। ব্লগটা পড়ে বিষয়টা স্পষ্ট হলো। এখন বুঝলাম অরিগ্যামি বানানোর দায়িত্বটা তোমার বাবা আরেকজনের থেকে নেয়।"

"আমি বিশ্বাস-ই করতে পারছি না বাবা কাজটা করেছে। যদিও এর কারণে একফোঁটাও বিব্রত নই আমি। আমার বরং মনে হচ্ছে কী করেছি আমরা? অন্যের জীবন ধ্বংস করে আমরা নিজেদের জীবনটাও তছনছ করে দিয়েছি, এরপর এমন একটা ভাব ধরেছি যেন কিছুই হয়নি। ব্যাপারটা অমানবিক।"

"এজন্যই তুমি বাকিদের ডেকেছিলে আলাপ করার জন্য।"

মাথা নেড়ে সায় জানাল ইউতো।

"তিনজন মিলে সত্যিটা স্বীকার করে শাস্তি মাথা পেতে নেওয়ায় খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি। এমনটা করে একটু হলেও মানবিক হওয়া যাবে। এটাই বলার জন্য ডাকি ওদেরকে।"

চোয়াল উঁচিয়ে ইউতোর দিকে তাকাল কাগা।

"তুমি বিচক্ষণ বলে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ। জীবনে আমরা সবাই-ই কোনো না কোনো ভুল করে থাকি। ভুলগুলো শোধরানোর জন্য কী করি সেটাই বড় ব্যাপার। ভুল থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইলে বা এড়িয়ে গেলে আবারও একই ভুল হয়।"

"কিন্তু ডিটেকটিভ, আমাকে একটা কথা বলুন। ওই পুলের দুর্ঘটনা আর আমার বাবার খুনের মধ্যে সংযোগটা কোথায়? এই ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না।"

চোখ সরিয়ে একটু অন্য দিকে তাকাল কাগা। একটু ইতস্তত দেখাচ্ছে ওকে। ঘাবড়ে গেল ইউতোও। কখনোই এই গোয়েন্দাকে এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখেনি সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় নকের আওয়াজ পাওয়া গেল। উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলতে গেল মাতসুমিয়া। দরজা খুলে কারোর সাথে কিছু কথা বলল। এরপর ফিরে এসে ফিসফিস করে কিছু বলল কাগার কানে।

বড় কোনো ঝামেলা হয়েছে নিশ্চয়ই।

নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল কাগা।

"তাতসুয়া সুগিনোর অবস্থান জানতে পেরেছি আমরা। এক স্থানীয় প্যাট্রোল পুলিশ খুঁজে পেয়েছে তাকে। শিনাগাওয়া স্টেশনের একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল সুগিনো। প্রস্তুত হচ্ছিল কেহিন-তোহকু ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য।"

হতবাক হয়ে গেল ইউতো।

"ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য? সুগিনো? কিন্তু কেন? কী কারণে?"

"আমাকে বলা হয়েছে তাতসুয়া সুগিনো," এরপর একমুহূর্ত থেমে শ্বাস নিলো কাগা। "স্বীকার করেছে তোমার বাবা তাকেয়াকি আওইয়াগিকে খুন করার কথা।"

অধ্যায় ৩৩

ঠিকভাবে কথা বলার অবস্থায় নেই তাতসুয়া সুগিনো। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে নিহনবাশি থানায় উঠিয়ে আনার আগে তাকে বাড়ি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ। একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এই বিষয়টা এড়িয়ে যেতে পারেনি ওরা।

পরেরদিন ইশিগাকি ডাকে কাগা ও মাতসুমিয়াকে। ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব দেয় ওদেরকে। জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রেই ওরাই এখন সেরা অস্ত্র।

এইমুহূর্তে তাতসুয়া সুগিনোর সাথে ইন্টারোগেশন রুমে আছে ওরা। যদিও ছেলেটার মানসিক অবস্থার উন্নতি নেই। তার মুখ খোলানোই বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। ধৈর্য্য আর লাগাতার প্রশ্নের মাধ্যমে কেসটার ব্যাপারে একটা প্রাথমিক ধারণা দাঁড় করাতে পেরেছে।

তাতসুয়া সুগিনোর কাছ থেকে যে স্বীকারোক্তি পাওয়া গিয়েছে সেটার একটা সারসংক্ষেপ তৈরি করেছে ওরা। তবে তার আসল স্বীকারোক্তি বেশ জটিল।

***

ওই ঘটনার দিন একটা ফোনকল পায় তাতসুয়া সুগিনো। স্কুল শেষে বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল সুগিনো।

নম্বরটা ছিল অচেনা।

ফোনটা ধরার পর ফোনের অপর পাশের মানুষটা নিজের পরিচয় দেয়।

ফোনের অপরপ্রান্তের লোকটা তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামার বাবা জানার পর আতঙ্কিত হয় তাতসুয়া সুগিনো।

"তিনবছর আগে স্কুলের সুইমিংপুলের ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে আলাপ করতে চাই। দেখা করা যাবে?"

দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় সুগিনো। ওই দুর্ঘটনার এতদিন পর ইয়োশিগামার বাবা কী নিয়ে আলাপ করতে চায় তার সাথে?

"আর কেউ কি থাকবে?" জিজ্ঞেস করে সুগিনো।

"নাহ, শুধু তুমি আর আমি। বাকিদের সাথেও একে একে কথা বলব আমি। তবে মনে হলো তোমাকে দিয়েই কথা বলা শুরু করি। দেখা করতে পারি আমরা?"

লোকটার কণ্ঠ নরম হলেও এক ধরণের শীতল ভাব ছিল। যা শুনে বোঝা যায় সে "না" শুনতে চায় না। মুহূর্তের মধ্যে কোনো অজুহাত না খুঁজে পেয়ে দেখা করতে রাজি হয় সুগিনো। নিহনবাশি স্টেশনের গেটে দেখা করতে সম্মত হয় ওরা।

"একটা জায়গা তোমাকে দেখাব," বলে ইয়োশিগামার বাবা।

ওইদিন সন্ধ্যা সাতটায় দেখা করবে বলে ঠিক হয়। প্রথমে বাসায় যায় সুগিনো। আতঙ্ক ও উদ্বিগ্নতা কাজ করছিল ওর মধ্যে। ইয়োশিগামার বাবা কী এমন বলবে ওকে? কোন জায়গা দেখাতে নিয়ে যাবে সে?

সুগিনো ভাবে পুলিশও এর সাথে জড়িত কি না। তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামার সাথে ওরা যা করেছে সেটা হত্যাচেষ্টার-ই শামিল। ইয়োশিগামা মারা গেলে এটা খুন হিসেবেই ধরা হবে, একেবারে সহজ-সরল ব্যাপারটা। ইয়োশিগামার বাবা কি ওদের তিনজনকে জেলে পাঠানোর কথা ভাবছে?

ওই লোকের একমাত্র সন্তানের জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ওদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়তো তার জন্য যথেষ্ট নয়। নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নিতে চাইবে লোকটা।

সম্ভবত এটাই। অবশেষে সত্যিটা জানতে পেরে ওদের তিনজনের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে ইয়োশিগামার বাবা। আর সুগিনোকে দিয়েই এর শুরু।

যদি এমনকিছুই হয়ে থাকে তবে কিছু করতে হবে ওকে। সুগিনো জানে ওরা যা করেছে সেটা ক্ষমার অযোগ্য, কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে এর মূল্য চুকাতে রাজি নয় সে।

লোকটাকে কি খালি হাতে আটকানো যাবে? সে মধ্যবয়স্ক বলে তাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এরকম বয়সের লোক মাঝেমধ্যে একজন হাইস্কুল পড়ুয়ার মতোই শক্তি রাখে। আর ওই লোক যদি প্রতিশোধ নিতেই আসে তবে নিশ্চয়ই সাথে অস্ত্র নিয়ে আসবে।

নিজের ডেস্ক ড্রয়ার থেকে কিছু একটা বের করে সুগিনো। একটা ছুরি। এই ছুরিটা দীর্ঘদিন আগে ওর এক আত্মীয় ওকে উপহার দেয়। কাজে আসতে পারে ভেবে ছুরিটা নিজের রেইনকোটের পকেটে নিয়ে নেয় সুগিনো।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ নিহনবাশি স্টেশনে পৌঁছায় সে। হঠাৎ নিজের পিঠে টোকা অনুভব করে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে তামাটে বর্ণের এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাটা বড় ও কাঁধ চওড়া। মারামারি করলে একে হারানো অসম্ভব সুগিনোর পক্ষে।

ক্রোধের কোনো ছাপ নেই লোকটার চেহারায়। "কফি খেতে যেতে পারি আমরা?" সুন্দরভাবে হেসে বলে সে।

কাছেই একটা ক্যাফেতে যায় ওরা। কী পান করতে চায় জানতে চাইলে সুগিনো বলে যেকোনো কিছু হলেই চলবে। দুটো ক্যাফে ল্যাতে অর্ডার করে সুগিনোর বাবা, নিজেই উঠে গিয়ে টেবিলে নিয়ে আসে লোকটা। এরপর দু'জন মুখোমুখি বসে, একটু স্থির হয়ে লোকটা এমন একটা কথা বলে যা ধারণার বাইরে। "প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত আমার। আমি তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামার বাবা নই। আমি আসলে ইউতো আওইয়াগির বাবা।"

অবাক হয়ে যায় সুগিনো। যদিও তার সামনে বসে থাকা লোকটা কিছুটা ইউতোর মতোই দেখতে। বেশ কয়েকবার ইউতোর বাড়ি গিয়েছে সুগিনো। কিন্তু কখনোই ইউতোর বাবার সাথে দেখা হয়নি তার।

"আমি নিজেকে ইয়োশিগামার বাবা বলে পরিচয় দিয়েছি কেননা আমি তোমার প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছিলাম। তোমার যদি ভয়ের কিছু না থাকত তাহলে তোমার প্রতিক্রিয়া হতো সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু ফোনে তোমাকে বড্ড উত্তেজিত শোনাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তুমি আতঙ্কিত।"

কোনো জবাব দেয় না সুগিনো। মিশ্র অনুভূতি কাজ করে তার ভেতরে। আওইয়াগির বাবার চালাকিতে বোকা বনে গিয়ে রাগ হচ্ছিল, পাশাপাশি জানার আগ্রহ হয় কেন এমনটা করল লোকটা।

"দেখো, সুগিনো," বলে আওইয়াগির বাবা। "তিন বছর আগের ওই ঘটনার ব্যাপারে সত্যিটা আমাকে বলছ না কেন? শুধু জানতে চাই ওই দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটেছিল। আমি অনেকটাই নিশ্চিত, আমার ছেলে ইউতোও এতে জড়িত। ঠিক বলছি না? তুমি তার সব থেকে কাছের বন্ধু। কেউ জানলে তুমিই জানবে।"

ওইদিন কি ঘটেছে সেই ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই ইউতোর বাবার, শুধুমাত্র সন্দেহ হয়েছে তার। তার ছেলে কোনোভাবে এই ঘটনার সাথে জড়িত সেটা ধারণা করতে পেরে ছেলের বন্ধুর কাছ থেকে সত্যিটা জানতে আসে সে।

"এই ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না," বলে সুগিনো। "সত্যিই জানি না।" কাঁপা কণ্ঠে বলে সে। এমনকি সে নিজেও মানবে তার অভিনয় খুবই কাঁচা ছিল। সত্যি বলতে একেবারেই বিশ্রী।

"তাহলে তুমিও জড়িত। আমার তো এটাই মনে হচ্ছে।" তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে আওইয়াগির বাবা। "শোনো, সুগিনো। আমি আমার মত ঠিক করে ফেলেছি। যদি আমার ছেলে সত্যি দোষী হয়, তবে তাকে নিজে আইনের হাতে

তুলে দেবো। নাটক করে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি আরও খারাপই হবে। সত্যিটা বলো আমাকে। আমার ছেলে ও তুমি, দু'জনই এই ঘটনার সাথে জড়িত, ঠিক না?"

কথাটা নাকচ করে দিতে চায় সুগিনো। "না" বলে চিৎকার করে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ওর পা যেন মাটির সাথে গেঁথে গিয়েছে, কোনো সাড়া দিচ্ছে না। তাছাড়া, দৌঁড়ে পালালে কোনো সমাধান হবে না। ঈশ্বরের দোহাই, এই পাগল লোকটা নিজের ছেলেকে পর্যন্ত পুলিশে সোপর্দ করতে প্রস্তুত!

"যাই হোক, মুখ খুলতে প্রস্তুত তুমি?" এই কথাটা শুনেই দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় সুগিনোর। মাথা নেড়ে সায় জানায় সে।

এই লোকটাকে থামানোর কোনো উপায় নেই। ফলে আওইয়াগির বাবার সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে সবকিছু স্বীকার করে নেয় সুগিনো। কথা বলার সময় টের পায় হালকা লাগছে ওর বুকটা। যেন নিজের ভেতরে বিশাল এক দৈত্য লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন।

"তোমার সততার জন্য ধন্যবাদ," তার বলা শেষে বলে আওইয়াগির বাবা। "সবকিছু খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। আমার ছেলে যেটা করছে সেটাও।"

আওইয়াগির বাবার বলা শেষ কথাটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করে সুগিনো।

"তোমাকে একটা জায়গা দেখাতে নিয়ে যেতে চাই। যদিও অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, ভেতরে ঢুকতে পারব না। তবুও দূর থেকে দেখতে পারব। এটা করতেই হবে। চলো প্রায়শ্চিত্তের ওই জায়গায় যাওয়া যাক।"

এর থেকে নির্দিষ্টভাবে আর কিছু বলার ছিল না লোকটার।

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে যায় ওরা। "এদিক দিয়ে যেতে হবে," বলার পর হাঁটা ধরে আওইয়াগির বাবা।

"তোমরা যা করেছ তা অনেকটাই ক্ষমার অযোগ্য। কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে গেলে লোকে তোমাদের খারাপ ভাববে। ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলবে এই ব্যাপারটা। কিন্তু এসব কোনো ব্যাপার না। তোমাদের পুরো জীবন এখনো পড়ে আছে। চাইলেই নতুন করে শুরু করতে পারো, যদি দ্বিতীয় একটা সুযোগ চাও তবে নিজেদেরকে মিথ্যা বলা বন্ধ করো।"

রাস্তা দিয়ে হাটতে থাকে ওরা দুজন। আওইয়াগির বাবা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করে সত্যিটা বললে কতটা ভালো হয়। তার কথাগুলো যথেষ্ট যৌক্তিক। একইসাথে সুগিনো বুঝতে পারে তার কথা মতো চললে সামনে কতটা জটিল সময় অপেক্ষা করছে।

ওর ভবিষ্যৎ, পড়াশোনা...

স্কুল থেকে আনুষ্ঠানিক সুপারিশ নিয়ে নিজের পছন্দের একটি কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে সুগিনো। এই সুযোগটা পেতে তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এগুলো কি নষ্ট করা যায়?

থেমে যায় সুগিনো। আমি আর যেতে পারব না, ভাবে ও।

"কী হলো?" জিজ্ঞেস করে আওইয়াগির বাবা।

"আমি এসব করতে পারব না। ওখানে বসে আপনাকে যা যা বললাম মনে করবেন ওগুলো আপনি শোনেননি। হাত জোড় করছি আপনার কাছে।"

"এটা সম্ভব নয়। আমি সবাইকে সত্যিটা জানিয়ে দেবো। আমার মনে হয় এটাই আমার ছেলে ও তোমার জন্য ভালো। চলো এখন।"

আবারও হাঁটা শুরু করে আওইয়াগির বাবা। পেছন থেকে তাকে দেখে একজন একগুঁয়ে লোক বলে মনে হয় সুগিনোর।

ওই মুহূর্তে এই লোকের আবেগকে ব্যাখ্যা করা সুগিনোর কাছেও সম্ভব ছিল না। সুগিনোর মনে হয়, কিছু একটা করতে হবে। যেভাবেই হোক থামাতে হবে এই লোককে। কী করছে বুঝে ওঠার আগেই ছুরির হাতল স্পর্শ করে সে।

নিশ্চিত কিছু একটা উপলব্ধি করে আওইয়াগির বাবা। কেননা সে থেমে ঘুরে দাঁড়ায়।

এগিয়ে গিয়ে তার সামনে ছুরিটা উঁচিয়ে ধরে সুগিনো। এরপর লোকটাকে চেঁপে ধরে দেয়ালের সাথে, যাতে তার দেহ টানটান হয়ে যায়। ছুরি বসিয়ে দেয় তার বুক বরাবর। ঠিক সেসময়ই ও বুঝতে পারে, ওরা এখন একটা আন্ডারপাসে রয়েছে।

খুব একটা আওয়াজ করতে পারে না আওইয়াগির বাবা। দেয়ালে হেলান দিয়েই হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে সে। বুকের ভেতরে একেবারে গেঁথে গিয়েছে ছুরিটা। ওটা টেনে বের করার চেষ্টা করে সুগিনো, কিন্তু বের করতে পারে না। তাড়াহুড়োয় স্কুল টাই দিয়ে চুরির হাতল মুছে দেয়। ওই অবস্থাতেও নিজের হাতের ছাপ নিয়ে চিন্তিত ছিল সুগিনো। এরপর পিছু হাটতে থাকে ও। তখনই অফিস ব্লকের কাছে একটা অবয়ব নজরে পড়ে ওর। কেউ ওকে দেখে ফেলেছে কি না এটা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে, দৌঁড় দেয় তাতসুয়া সুগিনো। যত জোরে সম্ভব দৌড়াতে থাকে। বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে দরজা লাগিয়ে রাতটা পার করে সে। ভয়ে কেঁপেছে সারারাত। এই বুঝি পুলিশ হাজির হবে, এই ভেবে আতঙ্কে ছিল। এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারেনি। সকালবেলা খবরের খোঁজে ইন্টারনেটে ঢোকে ও। কিন্তু যা জানতে পারে সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

'আওইয়াগির বাবার খুনের সন্দেহভাজন গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত।'

অবাক হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী আরম্ভ করে সুগিনো। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায়। অন্য একজন ব্যক্তিকে সন্দেহ-ই করা হচ্ছে না, সেইসাথে সন্দেহভাজন লোকটা কোমাতেও...

এটা অলৌকিক, ভাবে সুগিনো। *ওই লোকটা সুস্থ না হয়ে উঠলে আমি বিপদের বাইরে। কে জানে হয়ত সে সুস্থ হয়ে উঠলেও বেঁচে যাবো আমি।*

তখনই ইউতো আওইয়াগির কাছ থেকে ইমেইল পায় সুগিনো। ইমেইলটি পড়ে বুকের ভিতর চিনচিনে অনুভূতি হয় ওর। এতে লেখা ছিল, "আমার বাবা মারা গিয়েছে।" তবুও সে যা করেছে সেটা গোপন রাখারই সিদ্ধান্ত নেয়। নিজের উত্তেজনা চেঁপে ইউতোকে সমবেদনা জানিয়ে একটা মেসেজ দেয় সে।

কোম্পানির দুর্ঘটনা আড়াল করার ব্যাপারটা সামনে এলে স্কুলের সবাই ইউতোর সাথে শীতল ব্যবহার করলে উভয় সংকটে পড়ে যায় সুগনো। বুঝতে পারে না কেমন আচরণ করবে বন্ধুর সাথে। বেশি না ভেবে ইউতোর সাথে দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ও। ওর এরকম আচরণ সন্দেহ জাগায় ইউতোর মনে।

খুনের সন্দেহভাজন ফুয়ুকি ইয়াশিমা কোমা থেকে না জেগে মারা গেলে সুগিনো ভাবে বেঁচে গিয়েছে ও। কিন্তু ওর এমন ধারণাটা ছিল ভুল। একদিন হুট করেই ইউতো ফোন দিয়ে ওকে দেখা করতে বলে। কুরোসাওয়া আর ওর সাথে না-কি কী ব্যাপারে জরুরি আলাপ আছে তার। ইউতো আলাপের বিষয়বস্তু খোলাসা না করায় আরও বিব্রত লাগে সুগিনোর।

এরপর ওকে আবারও মেসেজ দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে বলে ইউতো। জানায়, স্কুল পুলে ঘটা দুর্ঘটনার ব্যাপারে আলাপ করতে হবে। কেননা পুলিশ তার বাবার খুন আর ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে সংযোগ খুঁজে পেয়েছে। দ্রুতই পদক্ষেপ নেবে পুলিশ।

হঠাৎ করেই আঁধার ঘনিয়ে আসে সুগিনোর চোখে।

ধরা পড়ে গিয়েছে ও। ওরা জেনে গিয়েছে, ও-ই খুন করেছে আওইয়াগির বাবাকে। পুলিশ সত্যিই মাঠে নামলে ওর বাঁচার আর সুযোগ নেই। খেলা শেষ! একেবারে শেষ!

রাস্তাতেই হতাশায় মুষড়ে পড়ে সুগিনো। কী করব আমি? কী করা উচিত আমার?

পুলিশ জানতে চায় কেন শিনাগাওয়া রেলস্টেশনে গিয়েছিল ও। কোনো জবাব দিতে পারেনি। কীভাবে ওখানে গেল কোনো ধারণাই নেই ওর। আবছা ভাবে মনে পড়ছে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেওয়ার কথা ভেবেছিল ও।

মৃত্যুই এখন আমার বাঁচার একমাত্র উপায়। এখনও আমার সেটাই মনে হয়....

অধ্যায় ৩৪

একগুঁয়ে আচরণ করলেও আতঙ্কের ছাপ দেখা গেল ইতোকাওয়ার চোখে। তার ঘেমে যাওয়া হাতের ছাপ পড়েছে টেবিলের ওপর, যা তার আতঙ্কের আরেকটা প্রমাণ।

আজকের জিজ্ঞাসাবাদটা স্কুলে নয়, পুলিশ স্টেশনের একটা ইন্টারভিউ রুমে।

"পুলের দুর্ঘটনার ব্যাপারে সবই জানিয়েছি আপনাদের। ঐ তিনজন ছেলেও এসবই বলবে।"

ইতোকাওয়ার বিবৃতি ইউতো ও তার বন্ধুদের সাথে মিলে যায়। তবে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার পিছনে তার উদ্দেশ্যটা নিয়ে সন্দেহ আছে দুই ডিটেকটিভের। যদি ইতোকাওয়ার দাবি "ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই" কাজটা করেছে সে। কিন্তু এটাই কি আসল সত্যি?

"সবাই যদি জেনে যেত রিলে টিমের সদস্যদের ট্রেনিংয়ের সময় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে তবে দায়টা সরাসরি সাঁতার দলের ওপর এসে পড়ত। আপনি যেহেতু কোচ, আপনার দুশ্চিন্তা ছিল এই ঘটনায় স্কুল কতৃপক্ষ আপনাকেই এসে আগে ধরবে। এজন্যই কি বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?"

কাগার দিকে তাকাল ইতোকাওয়া। "দয়া করে আমাকে এভাবে অপমান করা বন্ধ করুন। আমি ওরকম বিবেকহীন নই।"

"কিন্তু আপনার আচরণ বিবেকহীনের মতোই।"

"কী বোঝাতে... " চেহারায় ঘৃণার ছাপ থাকলেও চুপ হয়ে গেল ইতোকাওয়া।

"সাঁতার অনুশীলনের সময় সাঁতারুর পা ধরে রাখা হবে ও সে শুধু হাত নেড়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করবে— আমাদেরকে একজন বলেছে এই দুর্দান্ত আইডিয়াটা না-কি আপনার?"

হাতের তালু দিয়ে টেবিলের ওপর থাবা দিলো ইতোকাওয়া।

"পরের প্রশ্নে যাওয়া যাক," বলল মাতসুমিয়া। "খুন হওয়ার তিনদিন আগে তাকেয়াকি আওইয়াগি আপনাকে কল করে। প্রথমে আপনি আমাদেরকে

বলেছিলেন, ছেলের সাথে তার সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে আপনার সাথে আলাপ করতেই ফোন দিয়েছিল। আপনার এই বিবৃতিতে কি বদল আনতে চান? এই কথাটা কিন্তু আলামত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ভেবে দেখুন।"

মনে হলো শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ইতোকাওয়ার। কয়েকমুহূর্ত হাঁসফাঁস করে বিড়বিড় করল, "হ্যাঁ, আমি আমার বিবৃতিতে বদল আনতে চাই।"

"ঠিক আছে। এবার সবকিছু ঠিকঠাকমতো বলা শুরু করেন তাহলে।"

হাত দিয়ে মুখ মুছল ইতোকাওয়া।

"পুলের দুর্ঘটনার ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে চেয়েছিল আওইয়াগি। টের পাই, এতে তার ছেলে জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছে সে।"

"কী বলেছিলেন আপনি?"

"বলেছি, আর বেশি কিছু জানানোর মতো নেই। যা ঘটেছে পত্রিকাতেই এর সবকিছু ছাপা হয়েছে।"

"কথাটা বিশ্বাস করেছিল আওইয়াগি?"

মাথা নাড়ল আওইয়াগি। "অবশ্যই না। আমার ওপর তোড়জোড় শুরু করে সে। বলে, সত্যি বলতে আমি বাধ্য। এতে তার ছেলের কল্যাণ হবে।"

"এরপর আপনি কী করলেন?"

"তাকে জানাই, আমার সাথে এভাবে কথা বলার অধিকার তার নেই। এরপর ফোন কেটে দিই। সত্যি বলতে, তখন এত ব্যস্ত ছিলাম, তার সাথে কথা বলার সময় ছিল না আমার হাতে।

"আর কিছু বলার নেই," দীর্ঘশ্বাস ফেলে, শান্তস্বরে যোগ করল ইতোকাওয়া।

"আওইয়াগির খুনের পর এসব সরাসরি আমাদেরকে জানাননি কেন?" বলে উঠল কাগা। "আমরা এসব জানলে তদন্তটা ভিন্নভাবে করতাম।"

"জানি না কী বলব.... আসলে সুইমিংপুলের দুর্ঘটনা ও আওইয়াগির খুনের মধ্যে কোনো সংযোগ টের পাইনি আমি। আর ভেবেছি, যা করছি সেটা ছেলেদের ভালোর জন্যই।"

"ছেলেদের ভালোর জন্য? একটা মিথ্যা কীভাবে ওদের ভালো বয়ে আনতে পারে?"

"পুরোনো একটা ঘটনা টেনে বের করে ওদের জীবনটা আর অতিষ্ঠ করতে চাইনি। বিশেষ করে, ঐ তিনজন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল... "

হঠাৎ-ই উঠে দাঁড়িয়ে, সামনে এগিয়ে ইতোকাওয়ার কলার ছেলে ধরল কাগা।

"হাস্যকর কথাবার্তা বলবেন না! জীবন অতিষ্ঠ করতে চাননি মানে কী?

আপনার কোনো ধারণা আছে, কতবড় ক্ষতি করেছেন আপনি? আওইয়াগিকে ছুরি মারার পর সুগিনো আত্মসমর্পন করল না কেন? কারণ আপনি তাকে খারাপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে শিখিয়েছেন, কীভাবে অপরাধ করে ধামাচাপা দেয়ার পর সবকিছু স্বাভাবিক হওয়ার আশায় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। তিনবছর আগে ওদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন আপনি। এজন্য সুগিনো একই কাজটাই করেছে। আওইয়াগি শুধু তার ছেলেকে সঠিক শিক্ষাটা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকেও আপনি ভুলপথে পরিচালিত করেছেন। আপনি এটা না বুঝে থাকলে, শিক্ষক হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই আপনার। কাউকে শিক্ষা দেওয়ার মতো কিচ্ছু নেই আপনার কাছে। আপনার মতো কুলাঙ্গার শিক্ষক নামে কলঙ্ক।"

ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে পিছে ঠেলে দিলো কাগা। মনে হলো যেন কোনো নোংরা জিনিস ছুঁড়ে ফেলল ও।

অধ্যায় ৩৬

অ্যাপার্টমেন্টের প্রায় সবকিছুই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, পৌঁছে দেখল মাতসুমিয়া ও কাগা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার পর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কাওরি নাকাহারাকে। তার পায়ের কাছে একটা বড়সড় ব্যাগ। ওদেরকে অভিবাদন জানাল সে।

"আপনার কাজে সাহায্য করব ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখছি প্রায় সবকিছু গুছিয়ে ফেলেছে," বলল মাতসুমিয়া।

কাঁধ ঝাঁকাল নাকাহারা।

"অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ফেলে দেওয়ার পর গোছানোর মতো খুব বেশি কিছু ছিল না। এত অল্প জিনিসপত্র নিয়ে বসবাস করতাম দেখে অবাকই হয়েছি।"

"আপনার প্রেমিকের জিনিসপত্রগুলো কী করেছেন?"

মাতসুমিয়ার প্রশ্ন শুনে দুঃখভরা দৃষ্টিতে একমুহূর্ত মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করল কাওরি।

"ওর কিছু ফেলে দিতে পারিনি। আসলে অনেক কিছুই। তারপরও বেশ কিছু জিনিসই ফেলা হয়েছে। ফুটা মোজার মতো জিনিস আরকি।" কোনোমতে কান্না চেঁপে জোর করে হাসল সে।

তার দিকে একটা কাগজের ব্যাগ উঁচিয়ে ধরল কাগা। "এই জিনিসগুলো আপনাকে ফেরত দিতে চাই। এই রশিদে একটু স্বাক্ষর করে দিতে পারবেন?"

ব্যাগে রয়েছে ফুয়ুকি ইয়াশিমার সেলফোন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ওয়ালেট ও অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস। কাঁপা হাতে সেলফোনটা ধরে নিজের পেটের সাথে চেঁপে ধরল কাওরি।

"আমার অনাগত সন্তানের বাবার অন্যতম স্মৃতি এটা।"

তার হাতে রশিদ ও কলম ধরিয়ে দিলো কাগা।

"ইয়াশিমা খুব বোকা ছিল, ঠিক না?" স্বাক্ষর করে রশিদটি কাগার হাতে দিয়ে বলল কাওরি। "যা করেছে সেটা কেন করতে গেল ও? আরও সহজে, কোনো না কোনোভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারত চাইলেই।"

"হয়তো কিছু করার জন্য চাপ অনুভব করছিল সে," বলল কাগা। "কেননা কয়েকদিন পরই বাবা হতে চলেছিল।"

নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে ঠোঁট কামড়ে ধরল কাওরি। "কী নির্বোধ!" বিড়বিড় করল সে।

ফুয়ুকি ইয়াশিমা কি করেছে সেটা জানার কোনো উপায় নেই তবে তাতসুয়া সুগিনোর জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে একটা ধারণা দাঁড় করানো যায়।

বইয়ের দোকান থেকে বেরিয়ে নিহনবাশি স্টেশনের দিকে যাওয়ার সময় আওইয়াগিকে দেখতে পায় ইয়াশিমা। তখনও আওইয়াগি ক্যাফেতেই ছিল না-কি রাস্তায় সেটা অস্পষ্ট। যেটাই হোক না কেন, আওইয়াগি ও সুগিনোকে অনুসরণ করতে থাকে ইয়াশিমা। সম্ভবত আওইয়াগির কাছে নিজের চাকরিটা ফেরত চাইত সে, কিন্তু আওইয়াগির সাথে সুগিনো থাকায় সুযোগটা করতে পারছিল না।

ফুয়ুকি ইয়াশিমা রাস্তাতে নেমেই দেখে ইদোবাশি ব্রিজের পাশের আন্ডারপাসে আওইয়াগিকে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে সুগিনো। কাছের বিল্ডিংয়ের নিজেকে আড়াল করার পর সুগিনোকে বেরিয়ে আসতে দেখে ইয়াশিমা। সুগিনো পালিয়ে যাওয়ার পর সে আন্ডারপাসে গিয়ে দেখতে পায় মাটিতে পড়ে আছে আওইয়াগি।

নিজের জবানবন্দিতে কাওরি নাকাহারা জানিয়েছে মানুষ হিসেবে নম্র-ভদ্র ছিল ইয়াশিমা। কিন্তু তখন নিজের লোভ নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি। তাকেয়াকি আওইয়াগির ব্রিফকেস ও ওয়ালেট নিয়ে দৌঁড় দেয় সে।

এরপর তার কী হয়েছে সেটা মাতসুমিয়া ও কাগার জানা। হামাচো গ্রিন রোড পার্কে লুকিয়ে কাওরিকে কল দেয় সে, ঠিক পরপরই ট্রাকের সাথে ধাক্কা খায়।

কাওরি ঠিকই বলেছে, আসলেই আস্ত একটা নির্বোধ ছিল লোকটা। কাগার ধারণাই ঠিক, বাবা হতে চলাটা চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার জন্য।

নিজের জন্মস্থান ফুকুশিমায় চলে যাচ্ছে কাওরি নাকাহারা। ওখানে গিয়ে এতিমখানায় পরিচয় হওয়া এক বন্ধুর রেস্তোরাঁয় কাজ করবে সে।

ট্যাক্সিতে করে তাকে স্টেশনে ছেড়ে আসার প্রস্তাব দিলো দুই ডিটেকটিভ। ইউনো স্টেশন থেকে ছেড়ে যায় তোহোকু বুলেট ট্রেন। কিন্তু কাওরি বলল চিরতরে টোকিও ছেড়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো একটা জায়গা দেখে যেতে চায় সে।

"আপনাদের দুজনকে আজ এত পরিপাটি দেখাচ্ছে কীভাবে?" ট্যাক্সিতে উঠে বলল কাওরি। মূলত ওদের পোশাকের দিকেই ইঙ্গিত করেছে সে।

"আসলে একটা শোকসভায় যাচ্ছি," বলল মাতসুমিয়া। "আমাদের এক আত্মীয়ের।"

"ওহ," একে একে দু'জনের দিকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল সে। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে নীরবে বসে আছে কাগা।

চুয়ো বুলভার্ডের দিকে ঘুরল ট্যাক্সি। মিতসুকোশি ডিপার্টমেন্ট স্টোর ডানপাশে রেখে এগিয়ে গেল ওরা। দ্রুত নজরে এলো কাওরি যে জায়গায় শেষবারের মতো যেতে চায় সেই জায়গাটা। বিশাল এক্সপ্রেসওয়ের নিচে বরাবরের মতোই মন্ত্রমুগ্ধকর দেখাচ্ছে নিহনবাশি ব্রিজ। যেন শূন্য দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে কিরিন মূর্তি।

"টোকিওতে আসার জন্য কোনো আফসোস হয় না আমার," বলে উঠল কাওরি। দু'জনের সাথেই কথা বলছে সে। "ফুয়ুকির সাথে অসংখ্য সুখস্মৃতি আছে এখানে। যেসব স্মৃতি কোনোদিনও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে না।"

নীরবে মাথা নেড়ে সায় জানাল মাতসুমিয়া। কোনো কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না।

বিনা টিকেটে যতদূর যাওয়া যায়, ততদূর অবধি কাওরিকে এগিয়ে দিলো ওরা দুজন। মাতসুমিয়ার হাত থেকে নিজের ব্যাগটা নিয়ে দুজনের উদ্দেশ্যে বো করল সে।

"আজকের সাহায্যের জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কোনোদিনও ভুলব না কীভাবে ফুয়ুকির নাম থেকে কালো দাগ দূর করেছেন আপনারা।"

"এটা ভুলে গেলেও সমস্যা নেই," বলল কাগা। "তবে আমরা চাই না, আপনার অনাগত বাচ্চার ঠিকভাবে যত্ন নেয়ার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যান আপনি।"

গম্ভীর হয়ে গেল কাওরির চেহারা। "হ্যাঁ, মনে আছে," বলল সে।

"আপনার জন্য শুভকামনা," বলল মাতসুমিয়া।

"ধন্যবাদ," মুখে হাসি ফিরিয়ে এনে বলল মেয়েটা।

টিকেট ব্যারিয়ারের ভেতরে ঢুকে ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল কাওরি। এরপর প্যাসেজওয়ে ধরে এগোতে থাকল স্টেশনের ভেতরের দিকে। সে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল মাতসুমিয়া।

"এহহে, বিপদ হয়ে গেল। হাতে মাত্র ত্রিশ মিনিট সময় আছে।"

"সত্যি? দেরি করে ফেললে কানামোরি আমাদেরকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। চলো যাওয়া যাক।" দ্রুত হাঁটা ধরল কাগা।

অধ্যায় ৩৬

স্টেশন প্লাটফর্মে রাখার পর কানে শীতল হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করল ইউতো। শীতে কুঁকড়ে যাওয়া থেকে কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করে, গভীর শ্বাস নিয়ে ঠিকভাবে দাঁড়াল। *এই শীত যেভাবে সামলাচ্ছি, পরিস্থিতিটাও সেভাবেই সামলাব,* ভাবল। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, কিন্তু যেভাবেই হোক এর মুখোমুখি হতেই হবে।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল কুরোসাওয়া। ধূসর হয়ে আছে আকাশটা। গোমড়া আকাশ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যেকোনো সময় বৃষ্টি নামবে। *নাহ, এই শীতে বৃষ্টি নয়, তুষারপাতের সম্ভাবনা প্রবল,* ভাবল কুরোসাওয়া।

"চলো যাওয়া যাক," বলল ইউতো। নীরবেই ওর কথা মেনে নিলো কুরোসাওয়া। তার হাতে একটা কাগজের ব্যাগ। এতে রয়েছে এক হাজারটা অরিগ্যামি। দু'জন মিলে বানিয়েছে এগুলো।

ইয়োশিগামাকে দেখতে যাওয়ার প্রস্তাবটা দেয় ইউতো।

"ওর বাবা-মাকে সত্যিটা জানাতে হবে। সেইসাথে বলব আমরা আসলেই দুঃখিত। ক্ষমা চাইবো ইয়োশিগামা আর ওর বাবা-মার কাছে। আশাও করি না, উনারা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু ক্ষমা চাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই আমাদের।"

একমত হয় কুরোসাওয়া। প্রস্তাব দেয় হাজারটা অরিগ্যামি বানানোর।

ঘরে বসে নিজ হাতে যত্নসহকারে অরিগ্যামিগুলো বানিয়েছে ইউতো। এই কাজের জন্য আরও ছয় প্যাকেট দশ রঙা কাগজ কিনেছে ও। (কেসটা সমাধান হওয়ার কয়েকদিন পর বাবার গাড়িতে বেশ কয়েকটা কাগজের প্যাকেট পায় ইউতো। খোলাই ছিল প্যাকেটগুলো। প্রত্যেক প্যাকেটেই শেষের স্তরের হলুদ কাগজ ছিল না। ইউতো এখন জানে, কোথায় বসে অরিগ্যামিগুলো বানাতো ওর বাবা। বাড়ি ফেরার পথে নিশ্চয়ই কোথাও গাড়িটা পার্ক করে ওগুলো বানাতো সে।)

অরিগ্যামি বানানোর সময় হাজারো চিন্তা মাথায় খেলেছে ইউতোর। শেষমেষ রয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র আফসোস। কেন আগেই নিজে থেকে সত্যিটা জানাল না ও?

কেন আগেই ক্ষমা চাইল না ইয়োশিগামার কাছে? কেন বাবার সাথে সরাসরি কথা বলল না?

এর যেকোনো একটা করলেই এরকম হতাশার সাথে সবকিছুর ইতি ঘটত না। খুন হতে হতো না ওর বাবাকে। খুনি হতে হতো না সুগিনোকেও। কখনোই ফুয়ুকি ইয়াশিমার সাথে দেখা হয়নি ইউতোর। কিন্তু সে-ও ইউতো আর ওর বন্ধুর ভিক্টিম।

গতকাল দু'জন মিলে অরিগ্যামিগুলো বানানো শেষ করেছে। এরপর কল দেয় ইয়োশিগামার বাড়িতে। "আপনার ছেলের দুর্ঘটনার ব্যাপারে কিছু বলার আছে আমাদের। আমরা কি দেখা করতে আসতে পারি?" জিজ্ঞেস করে ও।

ফোনটা ধরে ইয়োশিগামার মা। তাকেয়াকির খুনের তদন্তের খাতিরে *ডিটেকটিভ* যদি এই মহিলার সাথে দেখা করেই থাকে, তবে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সে একটু হলেও অবগত। যদিও ফোনে কোনো প্রশ্ন করেনি ইয়োশিগামার মা। শুধু বলেছে দেখা করতে কোনো আপত্তি নেই। ওরা ধরে নেয়, ওদের সাথে সামনা-সামনি দেখা করে যা বলার বলবে মহিলা।

"স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ইতোকাওয়া," ট্যাক্সিতে করে ইয়োশিগামার বাড়ি যাওয়ার পথে বলল কুরোসাওয়া।

নাক দিয়ে শব্দ করল ইউতো। তেমন কিছু বলার নেই ওর।

"আমি দুঃখিত আয়ো। আমি যদি সেদিন স্কুলে ঢোকার বুদ্ধি না দিতাম তবে আজ এতসব ঘটত না। পুরো দায়টাই আমার," বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলল কুরোসাওয়া।

"নির্বোধের মতো কথা বলবে না," হাতের উলটো পাশ দিয়ে কুরোসাওয়ার বুকে টোকা মেরে বলল ইউতো। "এভাবে ভাবলে, সব দোষ আমার-ই। কারণ আমিই তোমাকে থামাইনি। আমরা দু'জনই সমানভাবে দোষী। এজন্য আমরা দু'জনেই ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি, ঠিক না?"

"হ্যাঁ," কোনোমতে বলল কুরোসাওয়া।

কিছুক্ষণ পর থামলো ট্যাক্সিটা। নামল দু'জনে। বড় একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনেই। গেটের সামনে কাঠের ফলকে লেখা ইয়োশিগামা।

গেটের অপর পাশে তাকাল ইউতো। তুষারে ভরে গিয়েছে বাড়ির সামনের উঠোন। উঠোনের শেষ প্রান্তে ইয়োশিগামার বাড়ি। এই মুহূর্তে বাড়িটার ভেতরে ঘুমে তলিয়ে আছে তোমোইয়ুকি ইয়োশিগামা।

শুধুমাত্র দুঃখিত বলে ক্ষমা চাওয়াটা যথেষ্ট নয়। *ইয়োশিগামার জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত,* ভাবল ইউতো। প্রার্থনা করব যেন শীঘ্রই জেগে ওঠে ও। *আমরা*

এখানে প্রার্থনা করতেই এসেছি। ইয়োশিগামার সাথে দেখা হওয়ার পর ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। বলব, আমাদের কাজের জন্য আমরা লজ্জিত ও দুঃখিত। এবার জেগে ওঠো, বন্ধু! জেগে উঠে আমাদেরকে ইচ্ছেমতো শাস্তি দাও। আমি অপেক্ষায় আছি।

নিঃশ্বাস ছাড়ল ইউতো। শ্বাসের সাথে বেরিয়ে এলো ঠান্ডা বাষ্প। ধীরপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ও।

শেষ



জন্ম থেকেই ঢাকা শহরের বাসিন্দা সালমান হক। শহরের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাইরে কোথাও খুব একটা যাওয়া হয়নি কখনোই। সেই তাড়না থেকেই বইয়ের সাগরে ডুব দেয়া। ভালোবাসেন রহস্যোপন্যাস, ভালোবাসেন ফ্যান্টাসি, ভালোবাসেন জাদুবাস্তববাদ। নিক পিরোগের থ্রি এ এম সিরিজ অনুবাদের মাধ্যমে প্রথম আলোচনায় আসেন। সেই ধারাবাহিকতায় অনূদিত বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে চল্লিশোর্ধ। *নিখোঁজকাব্য*, *তমসামঙ্গল*, *তিন ডাহুক* তার মৌলিক রহস্যোপন্যাস এবং গল্প সংকলন *কৃষ্ণকুহক*। পেশাগত জীবনে সালমান হক একজন অণুজীববিদ। পড়াশোনা করেছেন রাজউক কলেজ এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।



ইশরাক অর্ণবের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রাজশাহীতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করছেন অর্থনীতিতে। প্রধান শখ বই পড়া ও বই সংগ্রহ। সেখান থেকেই টুকটাক লেখালেখি ও অনুবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠা। এযাবৎ প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৮। তার জনপ্রিয় অনুবাদগুলো হছে *ব্লাড ওয়ার্ক*, *ব্ল্যাক একো*, *হোম বিফোর ডার্ক*, *আউট*, *ক্রসিং* ইত্যাদি। *মৃত্যুকল্প* তার প্রথম মৌলিক উপন্যাস।